জাপান-সম্রাট।

[২য় খণ্ড, ১ পৃষ্ঠা।]

জেনারেল ষ্টেসেল। ২য় খ. পৃষ্ঠা।

রুষ-সম্রাট নিকোলাস।

[২য় খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠা।]

Beadon Art Press, Calcutta.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আবার পোর্টআর্থারে।

এক্ষণে পোর্টআর্থারের কি অবস্থা হইয়াছে, আমরা তাহাই দেখিব। ১১ই আগষ্ট রুষ-যুদ্ধপোতগুলির জাপানের হস্তে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কতকগুলি ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়া নানা স্থানে নানা বন্দরে বাধ্য হইয়া নিরস্ত্র হইয়াছে;—কয়েকখানি অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় বন্দরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে! আমরা ইহাও বলিয়াছি যে জাপগণের উল্‌ফহিল অধিকার হওয়ায়, তাহাদের গোলার জন্য বন্দরে আর কোন জাহাজের তিষ্ঠিবার উপায় নাই!

এই ১১ই আগষ্ট যখন রুষ-যুদ্ধপোত সকল এই দুর্দ্দশাগ্রস্থ অবস্থায় বন্দরে ফিরিল, তখন দুর্গবাসিদিগের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। দুর্গাধিপতি ষ্টসেল এই ঘোর দুর্দ্দশাতেও বিচলিত হইলেন না,—তিনি প্রাণপণ বিক্রমে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বীর পত্নী অনায়াসে বহু পূর্ব্বে দুর্গ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেন,

কিন্তু তিনি কাহারও অনুনয় বিনয় শুনিলেন না, তিনি স্বামীকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না। দুর্গ মধ্যে সর্ব্বদা আহতগণের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রুষ-সেনাগণ তাঁহাকে জননীসম ভালবাসিতে লাগিল।

পোর্টআর্থারের চারিদিকে ১৪টা দুর্গ ছিল। এক্ষণে জাপানিগণ দিনের পর দিন এই সকল দুর্গ আক্রমণ করিতেছে! ৮ই আগষ্ট ভয়াবহ যুদ্ধ হইল,—কিন্তু জাপগণ কোন দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না। রুষের গোলায় তাহারা বিধ্বস্ত হইয়া গেল,—কিন্তু পর দিন ৯ই আগষ্ট তাহারা ৮ নং এবং ৯ নং দুর্গ অধিকার করিল। ৯ই রাত্রে রুষগণ দুর্গ পুনরায় অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইলেন,—কিন্তু কিছুতেই জাপানিগণকে দূর করিতে পারিলেন না। পর দিন জাপগণ উল্‌ফহিল পাহাড় হইতে পোর্টআর্থারের সমস্ত পশ্চাৎভাগ এক কালে একসঙ্গে আক্রমণ করিলেন,—কিন্তু সে দিনও তাঁহারা দুর্ভেদ্য রুষ-দুর্গের কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এই সকল যুদ্ধ কি ভীষণভাবে হইতেছিল,—তাহা রুষগণের হত আহতগণের সংখ্যা দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ৮ই, ৯ই ও ১০ই তারিখের তিন দিনের যুদ্ধে ৭ জন সেনাধ্যক্ষ ও ২৪৮ জন সেনা হত এবং ৩৫ জন সেনাধ্যক্ষ ও ১৫৫৩ জন সেনা আহত হইলেন। একজন সেনাধ্যক্ষ ও ৮৩ জন সেনার সন্ধান হইল না। দুর্গ মধ্যে থাকিয়া যখন এই ব্যাপার,—দুর্গের বাহিরে জাপানিগণের মধ্যে কি হইতে ছিল তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তবে এক্ষণে দুইটী দুর্গ অধিকার করিয়া জাপগণ সেই দুই দুর্গের উপর হইতে অজস্র গোলা চালাইতেছে,—তাহাতে পোর্টআর্থার চূর্ণ হইয়া যাইতেছে!

১০ই তারিখে জাপান হইতে অনেক নূতন সৈন্য আসিয়া পড়িল,—তাহাই ১৩ই তারিখে জাপগণ প্রবল পরাক্রমে আবার রুষদিগকে আক্রমণ করিল। পোর্টআর্থারের পশ্চাতস্থ সমস্ত দুর্গে দুর্গে যুদ্ধ চলিতে লাগিল,—

তিন দিন অনবরত যুদ্ধ চলিল। জাপানিদিগের বহু শত সেনা প্রত্যহ হত আহত হইতে লাগিল,—রুষের মাইনে অনেক জাপানী চূর্ণ হইয়া গেল ;—তবুও জাপগণ রুষদিগকে দুর্গ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিল না। তবে তাহারা কয়েকটা পাহাড় দখল করিতে সক্ষম হইল এই মাত্র ;—এই সকল পাহাড়ের উপর এক্ষণে তাহারা বড় বড় কামান স্থাপন করিয়া সহরের উপর গোলা চালাইতে সক্ষম হইবে।

১৫ই তারিখে জাপানের গোলা বন্ধ হইল। শ্বেত পতাকা তুলিয়া তুরিধ্বনি করিতে করিতে কয়েকজন জাপানী যোদ্ধা দুর্গের দিকে আসিয়া সংবাদ দিল যে একজন জাপানী রাজদূত দুর্গাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। জেনারেল ষ্টসেল এ সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহাকে সমাদরে আনয়নের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। তখন মেজর যামাওকা দুর্গমধ্যে আসিলেন। বলা বাহুল্য এ অবস্থায় দুর্গস্থ সকলেই তাহাকে দেখাইতে চাহে যে তাহারা বেশ আছে,—তাহারা কখনও পরাভূত হইবে না,—বহু বৎসরেও তাহাদের কোনরূপ আহারের অভাব হইবে না,—তাহারা প্রাণ থাকিতে কখনও দুর্গ পরিত্যাগ করিবে না। জাপানিগণ দুর্গের ভাব দেখিবার জন্য যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তিনিও নিশ্চয়ই বিচক্ষণ লোক ; নতুবা তাঁহারা তাঁহাকে এই কঠিন কার্য্যে প্রেরণ করিতেন না। জেনারেল ষ্টসেল যথোপযুক্ত সমাদরে জাপান-দূতকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি সেনাপতি নগি ও আড্‌মিরাল টোগো এই উভয় বীর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন,—ইহাই জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে দুইখানি পত্র সেনাপতি ষ্টসেলকে প্রদান করিলেন। একখানা টোগো ও নগির উপর অনুজ্ঞা পত্র। ইহাতে সম্রাট লিখিয়াছেন, "দুর্গে যে সকল স্ত্রীলোক, বালকবালিকা, পুরোহিত, ধর্ম্মযাজক, সওদাগর প্রভৃতি আছেন,—তাহারা দুর্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে, আপনারা তাহাদের কোন প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিবেন না ;—বরং যাহাতে তাহারা সকলে নিরাপদ স্থানে

উপস্থিত হইতে পারেন,—সে বিষয়ে তাহাদের বিশেষ সাহায্য করিবেন। আমার ইচ্ছা নহে,—যাঁহারা যুদ্ধে লিপ্ত নহে,—তাঁহাদের কোনরূপ অনিষ্ট হয়। যদি কেহ ডাল্‌নিতে বাস করিতে ইচ্ছা করেন,—তাহা হইলে আপনারা তাঁহাদেরও যত্নে অভ্যর্থনা করিবেন। যাঁহারা যুদ্ধে লিপ্ত নহে, তাঁহারা আর এই দুর্গে থাকিলে গোলা গুলি তরবারির মুখে পতিত হইবেন,—ইহা অতি নিষ্ঠুর সভ্যতা-বিগর্হিত কার্য্য,—তাহাই আমার এই অনুরোধ।"

দ্বিতীয় পত্রে রুষদিগকে দুর্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ। তাঁহারা যদি এক্ষণে দুর্গ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে জাপগণ তাঁহাদিগকে কোন প্রতিবন্ধক দিবেন না;—তাঁহারা সশস্ত্র অবস্থায় কুরোপাট্‌কিনের সেনাদলের সহিত মিলিত হইতে পারেন,—ইহাতে জাপানিগণ কোন আপত্তি করিবেন না,—তবে রুষের যে কয়খানি যুদ্ধপোত বন্দরে আছে, তাহা জাপানের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

অন্য কেহ হইলে এ প্রস্তাবে সম্মত হইতেন কি না বলা যায় না,—কিন্তু জেনারেল ষ্টসেল রাগে কিয়ৎক্ষণ গৃহমধ্যে পদচারণ করিলেন,—তৎপরে সেনাপতি যামাওকার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ইহা আপনাদের উপহাস মাত্র,—তবে কতদূর সভ্যতাসূচক উপহাস তাহা বলা যায় না। আপনাদের জানা উচিত যে আমরা আপনাদের কোন প্রস্তাবেই সম্মত হইব না। এমন কি যুদ্ধে যাঁহারা নির্লিপ্ত,—তাঁহাদের সম্বন্ধেও নহে।"

তখন যামাওকা মৃতদিগের সমাধির জন্য তিন দিবস যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন,—কিন্তু রুষ-সেনাপতি ইহাতেও সম্মত হইলেন না,—তিনি বলিলেন যে একদিনের জন্যও যুদ্ধ স্থগিত থাকিবে না। তখন জাপান-দূত দুর্গ হইতে সদলে গিয়া মিলিত হইলেন।

এই ব্যাপারে অনেকে বলিলেন যে যাহারা নির্লিপ্ত তাহাদিগকে রুষ-সেনাপতির অন্যত্র চলিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল। অন্ততঃ

মৃতদিগের সমাধির জন্য তিন দিন যুদ্ধ স্থগিত রাখা উচিত ছিল,—আবার কেহ কেহ তাঁহার বীরত্বের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সম্রাট বলিয়াছেন, "শেষ পর্য্যন্ত এই দুর্গ রক্ষা কর।" সেনাপতি ষ্টসেল তাহাই শেষ পর্য্যন্ত লড়িতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

জাপ-দূত প্রত্যাগত হইবার পর হইতেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮ই হইতে ২২শে পর্য্যন্ত মহাযুদ্ধ হইল,—কিন্তু একটা ছোট দুর্গ জয় ব্যতিত জাপানিগণ আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাঁহারা দলে দলে অগ্রসর হইয়া শত শত হত আহতদিগের উপর দিয়া কোন কোন স্থান দখল করিতেছেন,—রুষেরা হটিয়া যাইতেছে,—কিন্তু যেমনই তাঁহারা হটিয়া দুর্গের ধারে আসিতেছেন,—অমনই দুর্গ হইতে রুষের গোলা জাপগণের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। পদে পদে এইরূপ রক্তারক্তি ব্যাপার,—ইহাতে কত যোদ্ধা যে প্রাণ দিতেছে তাহার সীমা পরিসীমা থাকিতেছে না!

কেবল যে পোর্টআর্থারের পশ্চাতে এইরূপ ভয়ানক লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিতেছিল তাহা নহে;—এই সময়ে সঙ্গে সঙ্গে পোর্টআর্থারের তিনদিক হইতে টোগো গোলা চালাইতেছিলেন। অভূতপূর্ব্ব বোমবার্টমেণ্ট চলিতেছিল! এই কয়দিনে সহরে ৫০০০ হাজারের অধিক গোলা পড়িয়াছে। জাপ-গোলন্দাজগণ সহরের বড় বড় অট্টালিকার উপর গোলা নিক্ষিপ্ত করিতেছিল। জেনারেল ষ্টসেলের বাস-গৃহও এই সকল গোলার হাত হইতে রক্ষা পাইল না। ১৯ শে তারিখে এক চীনে নাট্যশালায় অনেক চীনে সমবেত হইয়া অভিনয় দেখিতেছিল,—সহসা তাহাদের মধ্যে এক গোলা পতিত হইয়া ১৮ জন হতভাগ্যের প্রাণ লইল।

এই অবিরত দিনের পর দিনের যুদ্ধে যে কত লোকের প্রাণনাশ হইল তাহার সংখ্যা করা যায় না। জাপগণ তাহাদের মৃতদেহের সমাধি সৎকারের সময় পর্য্যন্ত পাইতেছিল না,—রুষের মৃতগণের গোর দিবার

স্থান পর্য্যন্ত ছিল না। তাহাই তাহারা একস্থানে গভীর গর্ত্ত করিয়া মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহার উপর চুণ ঢালিয়া দিতে লাগিল! যথার্থই লোমহর্ষণ ব্যাপার!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পোর্টআর্থারের অবস্থা।

২২শে আগষ্ট জাপানী আক্রমণ ক্রমেই কম হইয়া আসিল। তখন সকলেই বুঝিলেন যে শত চেষ্টা করিয়াও জাপানিগণ দুর্ভেদ্য পোর্ট-আর্থার জয় করিতে পারিল না। সকলেই পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন যে জাপানিগণ যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছে, তাহাতে তাহারা অনায়াসে পোর্টআর্থার দখল করিতে পারিবে,—কিন্তু এত চেষ্টাতেও জাপানিগণ কিছুতেই দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন।

রুষগণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সকলেই ষ্টসেলের নামে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। চারিদিকে প্রচার হইল, রুষের নৌ-বাহিনী শীঘ্রই যুদ্ধস্থলে যাত্রা করিবে,—তখন আর কেহই পোর্টআর্থারের নিকট থাকিতে সাহস করিবে না।

জাপানে এ সংবাদ উপস্থিত হইলে, সকলেই নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িলেন। একদিন আড্মিরাল কামিমুরার যে অবস্থা হইয়াছিল,—আজ মার্সাল ওয়ামার সেই অবস্থা ঘটিল,—সকলেই তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত সকল যুদ্ধেই তাহারা জয়ী হইয়াছে,—সুতরাং পোর্টআর্থার দখল না হওয়ায় তাহারা যে একটু সেনাপতির উপর বিরক্ত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! এখন সকলে ভাবিলেন যে জাপগণ যুদ্ধ

করিয়া কিছুতেই পোর্টআর্থার অধিকার করিতে পারিবে না ;—তাহারা এখন এই দুর্গ কেবল বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকিবে ;—কোন দিন না কোন দিন দুর্গে আহারীয় দ্রব্যের অভাব হইবে,—তখন রুষগণ বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিবে।

কিন্তু জাপানিদিগের এ ইচ্ছা ছিল না। তাহারা আদৌ হতাশ হয় নাই। ২৩ শে তারিখে তাহারা রুষের একটা দুর্গ আবার আক্রমণ করিল,—কিন্তু কিছুতেই দুর্গ দখল করিতে পারিল না। দলে দলে জাপানিগণ ভূমিশায়ী হইল। এই সকল ভীষণ দুর্গের প্রাচীরের উপর বড় বড় কামান,—পার্শ্বে গভীর পরিখা,—তাহার পরেই তারের বেড়া,—মাইন,—দুর্গের উপর সারি সারি খাদে সহস্র সহস্র রুষ-সেনা,—সুতরাং এই সকল ভীষণ দুর্গের নিকটস্থ হওয়া কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। রাত্রে এই সকল দুর্গের উপর সর্ব্বদা সার্চ্চ লাইট জ্বলিয়া চারিদিক দিনের ন্যায় আলোকিত করিয়া রাখিতেছে,—কাহারই লুকাইয়া দুর্গের নিকটস্থ হইবার উপায় ছিল না। তবুও জাপগণ পুনঃ পুনঃ এই সকল ভীষণ দুর্গ আক্রমণ করিতে লাগিল। রুষের গোলাগুলিতে শত শত প্রাণ দিতেছে,—তাহাদের মৃতদেহের উপর দিয়া আরও জাপানী ধাবিত হইতেছে,—তবু চেষ্টা ছাড়িতেছে না। সময় সময় রুষের মাইনে শত শত জাপ উড়িয়া যাইতেছে,—তবুও তাহারা আবার আক্রমণ করিতেছে,—এমন বীরত্ব দেখা যায় না!

এইরূপ দুর্গ আক্রমণ করিয়া পথেই শত শত জাপানী প্রাণ দিয়া, রুষের পরিখার মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে ;—তথায় পার্শ্ব হইতে গোলা ও উপর হইতে গুলিতে জাপানী মৃতদেহে পরিখা পূর্ণ হইয়া যাইতেছে,—তবুও তাহারা যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইতেছে না! কতকগুলি কোন রকমে উপরে গিয়া রুষের সহিত হাতাহাতি বেয়নেট যুদ্ধ করিয়া দুর্গ দখল করিতেছে। কিন্তু অপর দুর্গের গোলা আবার তখন তাহাদের উপর অজস্র বর্ষিত হইতেছে ;—

তাহারা এত কষ্টে অধিকৃত দুর্গে আর তিষ্ঠিতে পারিতেছে না,—পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইতেছে। একজন দর্শক লিখিয়াছেন ;—"জাপানিরা উন্মাদের ন্যায় সহস্র সহস্র একত্রে রুষগণকে আক্রমণ করিল,—কিন্তু রুষের গোলাগুলিতে সহস্র সহস্র প্রাণ দিল। যখন তাহারা রুষের মধ্যে আসিয়া পড়িল, তখন ভীষণ ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। জাপানী রুষের গলা কামড়াইয়া ধরিয়াছে,—রুষ তাহার চক্ষে আঙ্গুল বসাইয়া দিয়াছে,—উভয়ে মহা সমরে প্রাণ দিতেছে! জাপানের ৯ নং সেনাদল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছিল,—কিন্তু সম্মুখের দল রুষের গোলাগুলিতে আর অগ্রসর হইতে পারিল না,—পশ্চাৎপদ হইল। তখন দ্বিতীয় দলের সেনাপতি তাঁহার সেনাগণকে প্রথম দলের উপর গুলি চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। জাপানী গুলিতে জাপানী সেনার একজনও রক্ষা পাইল না! কি ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার!

এই লোমহর্ষণের মধ্যে হাস্য পরিহাসও ছিল। একদিন বৃষ্টির সময় একদল জাপ রুষের দুর্গের নিম্নে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছিল,—সেখানে রুষের গোলাগুলি পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সময়ে তাহারা উপরস্থ রুষগণকে ডাকিয়া বলিল, "ওহে ওপরের ভায়ারা,—এখন নেবে এস,—এখন তোমাদের ভিজিবার পালা!"

উভয় পক্ষই দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছিলেন। একদল রুষ-সেনা একদিন সেনাপতিকে সংবাদ দিলেন, "আমরা এই দুর্গ আর কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছি না।" ষ্টসেল উত্তর পাঠাইলেন, "দুর্গ রক্ষা করিতে না পার,—মরিতে পার তো?" তাহাদের একজনও আর সে যুদ্ধ হইতে ফিরিল না।

রুষগণ প্রাণপণে লড়িয়া দুর্গ রক্ষা করিতেছে সত্য,—কিন্তু জাপানী গোলায় পোর্টআর্থার একরূপ ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর রুষগণ সকল মৃতদেহের গোর দিতে পারিতেছে না; সেই সকল দেহ

হইতে এমনই পুতিগন্ধ বাহির হইতেছে যে সকলকে সর্ব্বদা নাসিকায় কর্পূর দিয়া থাকিতে হইতেছে!

তাহার পর সহরে দিবারাত্রিই গোলা পড়িতেছে। নগরবাসিগণ গর্ত্তের ভিতর বাস করিতেছে;—অনেক অট্টালিকা চূর্ণ হইয়াছে—অনেক স্থান ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আহারাদির যে টান পড়ে নাই তাহা নহে! বারুদ গোলাগুলিরও অভাব হইয়া আসিতেছে! চীনেদিগের সময়কার অনেক গোলা, গুলি ও বারুদ এক স্থানে লুক্কায়িত ছিল,—তাহা রুষগণ পাইয়া এক্ষণে ব্যবহার করিতেছে!

জাপানিগণের হস্তে ডাল্নি সহর পতিত হওয়ায়, তাঁহারা এই বন্দরে ক্রমান্বয় রসদ,যুদ্ধোপকরণ,সেনা সকলই আনিতেছেন;—এ বিষয়ে তাঁহাদের কোনই অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের পানীয় জলের জন্য কষ্ট পাইতে হইতেছে! তাহাদিগকে সর্ব্বদাই বৃষ্টিতে ভিজিতে হইতেছে। অষ্ট প্রহর যুদ্ধে নিযুক্ত থাকায় আহার করিবারও সময় হইতেছে না। তবে সেনাপতিগণ তিন দিনের অধিক কোন সেনাকেই যুদ্ধস্থলে রাখিতেছেন না। যাহারা এই তিন দিনের যুদ্ধে বাঁচিতেছে, তাহারা তিন দিন পূর্ণ হইবা মাত্র পশ্চাতে বিশ্রামের জন্য আসিতেছে;—তাহাদের পরিবর্ত্তে নূতন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেছে। নগির অধীনে পোর্টআর্থারের চারিদিকে প্রায় ৮০ হাজার সৈন্য আছে।

২৩ শে হইতে ২৭শে পর্য্যন্ত বিশেষ কোন যুদ্ধ হইল না। ২৮শে হইতে ৩১শে পর্য্যন্ত আবার ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। জাপগণ একেবারে একসঙ্গে রুষের সমস্ত দুর্গ আক্রমণ করিল। অবশেষে অনেক কষ্টে তাহারা রুষের একটা দুর্গ অধিকার করিয়া, তাহার উপর বড় বড় কামান বসাইল। এবার আর রুষগণ তাহাদের দূর করিতে পারিল না।

৩০শে তিনটার সময় জাপগণ তাহাদের অধিকৃত দুর্গ হইতে বাহির হইয়া রুষের ৪ ও ৫নং দুর্গদ্বয় আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহারা এই

দুর্গকে দুর্ভেদ্য দেখিয়া ৪টার সময় তাহারা আর একটা দুর্গ আক্রমণ করিল,—হাতাহাতি যুদ্ধের পর তাহারা এই দুর্গ দখল করিলেন,—ইহাতে কয়েকটা কামানও স্থাপিত করিল,—কিন্তু রুষগণ এই দুর্গের উপর এমনই গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল যে জাপানিগণকে ইহা ত্যাগ করিতে হইল। তবে যাইবার সময় তাহারা এই দুর্গের এমনই অবস্থা করিয়া গেল যে তাহা আর রুষের কোন কাজে আসিল না।

২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর বহু জাপানী গোলা সহরে পড়িল। ৮ই তারিখে জাপানিগণ আর একটা রুষ-দুর্গ অধিকার করিল। রুষগণ তাহাদিগকে তাড়াইতে পারিল না—এইরূপে ১৫ই সেপ্টেম্বর গত হইল! পোর্টআর্থার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে,—কিন্তু এখনও জাপানের অধিকৃত হয় নাই;—কতকালে অধিকৃত হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লিওযাংয়ে জাপ।

লিওযাংয়ের যুদ্ধের সংবাদ জাপানে উপস্থিত হইলে, নগরে নগরে জাপানিগণ আনন্দে মহোৎসব করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র নর নারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর সুন্দর লণ্ঠন, পতাকা প্রভৃতি লইয়া বাদ্যোদম করিতে করিতে সহরের পথে পথে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু জাপান-সম্রাট অবগত ছিলেন যে এ যুদ্ধে এই ভীষণ যুদ্ধের নিবৃত্তি হইবে না,—তাঁহাকে আরও বহুদিন জাপানের সহিত লড়িতে হইবে। তিনি এই মর্ম্মে তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রস্থ সেনাগণের প্রতি এক পত্র প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যে প্রাতপদেই রণ জয় করিয়াছেন, ইহাতে তিনি তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিলেন। তখন জাপানের সকলেই বুঝিল যে তাঁহাদের এত আনন্দ করিবার এখনও সময় হয় নাই!

জাপানের রাজপথে জাপগণের জয়োৎসব।

[২য় খণ্ড, ১১ পৃষ্ঠা।]

যুদ্ধক্ষেত্রস্থ জাপগণ বুঝিলেন যে তাঁহারা রুষের প্রবল প্রতাপান্বিত লিওযাং দুর্গ অধিকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে চেষ্টায় এত দিন এত পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাহা তাঁহাদের সিদ্ধ হয় নাই! এবার রুষ-সেনাপতি তাঁহাদের পরাজয় করিয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে রুষের পশ্চাতে সামান্য সেনা মাত্র আছে;—তাঁহাদের সমস্ত সেনাই তাঁহারা লিওযাংয়ে রাখিয়াছেন। কুরোকি অনায়াসেই তাঁহাদের পশ্চাতে গিয়া তাঁহাদের পলায়ন পথ রোধ করিতে পারিবেন; কিন্তু কুরোপাট্‌কিন তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সেনাপতি অরলফকে সেইদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৫০।৬০ হাজার রুষ-সেনা কুরোকিকে আক্রমণ করিল। এক সময়ে তাহারা তাঁহাকেই প্রায় ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছিল,—তিনি অতি কষ্টে সে বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেন; কিছুতেই তিনি রুষের পশ্চাৎ রোধ করিতে পারিলেন না। সুতরাং লিওযাং অধিকার হইলেও ইহাকে জাপানের জয় বলা যায় না! এই যুদ্ধে সুসান পাহাড়ে তাহাদের বহুসেনা প্রাণ দিয়াছে! যে যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে বিশ পঁচিশ হাজার রুষ-সেনামাত্র যোগ দিয়াছিল,—৫০।৬০ হাজার সেনা অরলফের সঙ্গে গিয়াছিল;— বাকি সমস্ত সেনা তখন মুকৃডেনের দিকে সরিয়া যাইতেছিল,— এ অবস্থায় জাপগণ এখন বেশ বুঝিলেন যে সমস্ত রুষ-সেনা যখন তাঁহাদেয় সহিত এখনও যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে তখন তাহাদিগকে আরও ভয়ানক যুদ্ধ করিতে হইবে। এই সকল কারণে জাপগণ লিওযাং অধিকারে তত সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

কিন্তু তাঁহারা বিন্দুমাত্র হতাশ্বাস নহেন,—স্বয়ং মার্সাল ওয়ামা লিওযাংয়ে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তখন তাঁহারা এক দিনও বিলম্ব না করিয়া, এই রুষ-দুর্গ ও নগরকে জাপানী দুর্গে ও নগরে পরিণত করিতে আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে এ প্রদেশের প্রধান বন্দর নিউচেং

তাঁহাদের অধিকৃত হইয়াছে;—নিউচেং হইতে লিওযাং পর্য্যন্ত সুন্দর রাস্তা ছিল,—এক্ষণে তাঁহাদের রসদ ও সেনাপূর্ণ জাহাজ সকল নিউচেংএ আসিতে লাগিল। সেই সকল রসদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র কুলিতে লিও-যাংয়ে লইয়া জমা করিতে লাগিল। রুষ-সেনাপতিগণ স্ব স্ব সুখ সচ্ছন্দতা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন; রুষগণ সাধারণ সেনার সুখ সচ্ছন্দতার দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করিতেন না। কিন্তু জাপান এ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন লইতেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কখনই গৃহের ন্যায় সুখ সচ্ছন্দতা হইতে পারে না,—কিন্তু যতদূর হইতে পারে, সে সম্বন্ধে জাপান বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিলেন। জাপ-সেনার আহারের কষ্ট ছিল না। তাহাদের পশ্চাতে শত শত লোক রন্ধনে নিযুক্ত,—সেনাগণ সুবিধা পাইলেই পেট ভরিয়া ভাল ভাল খাদ্যাদি আহার করিতেছে। যাহারা পীড়িত ও আহত হইতেছে, হাঁসপাতালে তাহাদের অতিশয় যত্ন হইতেছে! আহতের মধ্যে অধিকাংশই পুনরায় সবল ও সুস্থ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য যাইতেছে। জাপানী আহতের অধিকাংশই বাঁচিয়া গিয়াছে,—কিন্তু রুষের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই! তাহাদের মৃত্যু সংখ্যা অতিশয় অধিক! তবে উভয় পক্ষের সেনাগণই যুদ্ধে পরমোৎসাহিত,—উভয় পক্ষই কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করিতেছিলেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা নিম্নে দুই পক্ষের সাধারণ সেনার দুই খানি পত্র অনুবাদ করিয়া দিতেছি। ইহাতেই সকলে দেখিবেন যে কি রুষ, কি জাপান—উভয় সেনাই বীরত্বে পূর্ণ!

হাকাইডোট, ৫ই আগষ্ট, ১৯০৪।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দিন হইতে আমরা যুদ্ধে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম, কিন্তু এতদিন আমরা আজ্ঞা পাই নাই,—আজ ৫ই তারিখে আমাদের যুদ্ধ-যাত্রার আজ্ঞা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি এক পদাতিক দলে পড়িয়াছি। ১২ দিনের মধ্যেই আমরা যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাত্রা

করিব। এইবার আমরা স্বদেশের জন্য শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ধন্য হইব। যুদ্ধ আরম্ভ হইতে কি জলে কি স্থলে ভগবানের অনুগ্রহে এবং আমাদের মাননীয় সম্রাটের অতুলনীয় ধর্ম্ম গুণে, আমরা সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছি। আমি গ্রাম্য সামান্য লোক,—কিন্তু এত দিনে আমিও রুষকে প্রহার করিতে পারিব! রুষ-জাপান যুদ্ধ চীন-জাপান যুদ্ধের ন্যায় নহে। আমরা ভগবানের কাছে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি যে আমরা এবার আমাদের সাম্রাজ্যের,—আমাদের জননী জন্মভূমির গৌরব পৃথিবীময় ব্যাপ্ত করিতে পারিব। আমরা যুদ্ধে যাইতেছি,—আর ফিরিব কি না জানি না। তবে সম্রাটের জন্য ও আমাদের প্রিয় জন্মভূমির জন্য প্রাণদান অপেক্ষা গৌরবের ও আনন্দের বিষয় কি আছে? যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে,—বেশি লিখিবার সময় নাই। তুমি ও তোমার পরিবারবর্গ আমার বিদায় গ্রহণ কর। যত দিন জীবিত আছি,—তত দিন জানিও জন্মভূমির জন্য লড়িব,—ইহাপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?

যাসুমিতসু মুকাই

২৬ নং পদাতিকদল, অসাইগাওয়া হাকাইডোট।

এই জাপানী সামান্য সাধারণ সেনার কি অভূতপূর্ব্ব অতুলনীয় দেশ-ভক্তি! যে দেশের অতি নিম্নস্তরের লোকও এরূপ স্বর্গীয় স্বদেশ প্রেমে উন্মত্ত,—সে দেশের জয় কোথায় নাই?

একজন সাধারণ রুষ-সেনা নিম্নলিখিত পত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে লিখিয়াছিল:—

"২৯ শে মার্চ্চ আমরা ৩০ জন ও তিন সেনাধ্যক্ষ জুলু নদী পার হইয়া শত্রুদিগের সন্ধান লইতে চলিলাম। জাপানিগণের সঙ্গে আমাদের কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হইল। আমাদের ৫ জন হত ও ২৩ জন আহত হইল,—এ যুদ্ধে এই আমাদের প্রথম অগ্নি দর্শন। এই দিন হইতে প্রায় প্রত্যহই

জাপানিদিগের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই এপ্রেল অপেক্ষাকৃত এক বড় যুদ্ধ হইল। সকাল ৫টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে গোলাগুলি চলিল,—কিন্তু এই সময় আমাদিগকে পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দেওয়া হইল;—আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে ফিরিলাম। আরও দুঃখের কারণ আমরা আমাদের হত আহত সকলকে সঙ্গে লইতে পারিলাম না! তবে যতগুলিকে পারিলাম, আমরা তাহাদের পৃষ্ঠে লইয়া ১০ মাইল হটিয়া আসিলাম। এখানে আমাদের সেনাপতি বদল হইল! সাসুলিচ চলিয়া গেলেন,—তাঁহার স্থানে কেলার আসিলেন। তখন আমরা আবার অগ্রসর হইলাম! আবার জাপানিগণের সহিত যুদ্ধ হইল;—আমরা হঠিয়া আসিয়া আমাদের সুদৃঢ় স্থানে আশ্রয় লইলাম। কিন্তু এখানে জাপানিগণ আবার আমাদের আক্রমণ করায়, আমরা রাত্রে আবার প্রায় ২৫ ক্রোশ হঠিয়া গেলাম।

"২০ শে রাত্রে আমরা দুই দল জাপ-সেনা ধ্বংস করিলাম;—কিন্তু জাপানিগণ অসংখ্য সেনা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পাঠাইল। কাজেই আমরা আবার পশ্চাৎপদ হইলাম। এ যুদ্ধে আমাদের ২৫০ জন হত ও আহত হইয়াছিল। ৪ঠা জুলাই সকাল হইতে ৩টা পর্য্যন্ত মহাযুদ্ধ হইল,—সে এক ভয়ানক ব্যাপার! এই যুদ্ধে আমাদের হাজার জন হত ও আহত হইল। আমাদের হঠিয়া যাইবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না; সেনাপতি হঠিতে আজ্ঞা দিলেন,—অগত্যা বাধ্য হইয়া আমরা পশ্চাৎপদ হইলাম।

"২৮শে তারিখে আরও এক ভয়ানক যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শত্রুগণের গোলায় আমাদের প্রিয় বীর সেনাপতি কেলার প্রাণ হারাইলেন। আমরা সকলেই তাঁহার ন্যায় সাহসী ও দুর্দ্দমনীয় বীরকে হারাইয়া অন্তরের সহিত দুঃখিত হইলাম। ভগবান তাঁহাকে বীরের মৃত্যু দিয়াছেন! তিনি

মস্তকে আঘাতিত হইয়াছিলেন,—বোধ হয় আঘাতিত হইয়া বিশ মিনিটও জীবিত ছিলেন না।

"ইহার পর আমরা পশ্চাৎপদ হইয়া লিওয়াং আসিলাম। এখন আমরা এই সহর হইতে দশ মাইল দূরে আছি। এখানে জেনারেল ইভানফ আমাদের সেনাপতি হইয়াছেন। সকলেই বলিতেছে যে শীঘ্রই এক বড় যুদ্ধ হইবে। তবে আবার কি আমাদের হঠিতে হইবে! ইহা কি সম্ভব! আমাদের রেজিমেণ্টের প্রায় সকলেই হত ও আহত হইয়াছে,—কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি কোন যুদ্ধেই আহত হই নাই! আমার এক টুপি আছে,—সেই টুপি যতক্ষণ আমার মাথায় থাকিবে,—ততক্ষণ আমায় কোন গোলাগুলিই স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি এই টুপি পোর্টআর্থারের এক চীনের কাছে পাইয়াছিলাম। সে লোক ভাল ছিল,—এখন সে কোথায়—কে বলিতে পারে! আমাদের দলের নায়ক বলিতেছেন যে আমি শীঘ্রই আমার সাহসিক কার্য্যের জন্য সেণ্টজর্জ্জের ক্রুস পাইব। ভগবান করুন তাহাই হউক! তাহা হইলে, প্রিয় ভ্রাতঃ! আমি প্রকৃত বীর নামে অভিহিত হইয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারিব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের পরে রুষ।

লিওয়াং যুদ্ধের প্রকৃত সংবাদ রুষগণ বহুদিন জানিতে পারিল না। তাহারা প্রথম শুনিল যে জাপানিগণ রুষের হস্তে পরাজিত হইয়া পলাইয়াছে,—এই সংবাদে তাহারা উৎফুল্ল হইয়া চারিদিকে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল,—কিন্তু সত্য কখনও গোপন থাকে না। ক্রমে

লিওযাং পরিত্যাগের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল ;—তখন সকলে হতভাগ্য জেনারেল অরলফকে গালি দিতে লাগিল। সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন যে লিওযাং হইতে সমস্ত সেনা ও দ্রব্যাদি লইয়া নিরাপদে মুক্‌ডেনে উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন,—ইহাতে সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল। সম্রাট স্বহস্তে সেনাপতিকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন :—

"আপনার রিপোর্টে অবগত হইলাম যে আপনি লিওযাং দুর্গ রক্ষা করিতে পারেন নাই। শত্রুগণ আপনার পশ্চাৎ ঘেরাও করিবার চেষ্টা করায়, আপনি এই দুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

"এরূপ কর্দ্দমময় পথে, এরূপ শত্রুর সম্মুখে, এরূপ ভীষণ যুদ্ধের মধ্যে আপনি অতি সুদক্ষতার সহিত আমার সমস্ত সেনা ও দ্রব্যাদি মুক্‌ডেনে লইয়া গিয়াছেন!

"এজন্য,—এই বীরোচিত কার্য্যের জন্য,—আমি আপনাকে ও আপনার সাহসী সেনাগণকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি! ভগবান আপনাদিগকে রক্ষা করুন!"—নিকোলাস্।

কুরোপাট্‌কিন সম্রাটের এই পত্র সমস্ত সেনার সম্মুখে পাঠ করিয়া বলিলেন, "আমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যে দেশের জন্য বা সম্রাটের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত নহে। আমি জানি শত্রুগণকে পরাজিত করিতে আমাদের প্রত্যেক সেনা প্রাণপণ চেষ্টা পাইবে!" তিনি সম্রাটকে লিখিলেন, "আপনার অনুগ্রহ পত্রে আমরা দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়াছি। রুষ-সেনার মধ্যে এমন কেহ নাই যে সে সম্রাটের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না পাইবে,—প্রাণ না দিবে! আমরা শীঘ্রই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারিব,—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!"

রুষ-সেনাপতি যতই বলুন, এখন সকলেই বুঝিয়াছে যে জাপ-সেনা রুষ-সেনা হইতে শ্রেষ্ঠ। জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষগণের সহিত রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষগণের আদৌ তুলনা করা যায় না! তাঁহাদের যে দেহের বল, ও মনের

জাপ-গোলায় পোর্টআর্থারে রুষসেনানিগণের মদ্যপানে ব্যাঘাত। ১৭ পৃঃ। ২য় খঃ

সাহসের কিছু অভাব ছিল, তাহা নহে। প্রভেদ শিক্ষায়;—এই শিক্ষার গুণে জাপ-সেনা ও জাপ-সেনানায়কগণ রুষ-সেনা ও রুষ-সেনানায়কগণ হইতে শ্রেষ্ঠ! রুষগণ ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের সেনাগণকে কখনও বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা দিতেন না;—তাহারা কলের মত জড়পদার্থ হইয়া গিয়াছিল;—স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের একেবারে ছিল না! জাপানী সেনাদলের সমস্ত নায়কগণ অনেক যুদ্ধেই প্রাণ হারাইয়াছেন,—কিন্তু তাহাতে কোন গোল হয় নাই। সাধারণ সেনা-গণ তাঁহাদের স্থলাধিকার করিয়া ঠিক তাঁহাদের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছে। সকলই সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষিত ও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম;—কিন্তু রুষ-সেনার সে ক্ষমতা ছিল না। যখন তাহাদের সেনানায়কগণ প্রাণ হারাইয়াছেন, তখন তাহারা মেষপালের মত ছুটিয়াছে,—স্বাধীন ভাবে কোন কিছু করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। একদিন এক যুদ্ধে এক দলের সব সেনানায়ক হত হইলে, তাহারা হাঁসপাতালের রুষ-কর্ম্মচারী দিগকে বলিল, "আসুন, আপনারা আমাদের সেনানায়ক হউন!" তাহা-দের মধ্যে কাহারই সেনা চালাইবার ক্ষমতা ছিল না।

সেনাধ্যক্ষদিগের মধ্যেও শিক্ষার অভাব। তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় সাহস ও দেশভক্তি আছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা জাপানিদিগের ন্যায় শিক্ষা নাই। তাঁহারা বাবুগিরির যত চর্চ্চা রাখিতেন, যুদ্ধবিদ্যার তত চর্চ্চা রাখিতেন না। এইরূপ সেনানায়কগণের হস্তে পড়িয়া রুষগণ পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় কুরোপাট্‌কিনের ন্যায় বিচক্ষণ সেনাপতি আরও দুই দশ জন ছিলেন; নতুবা তাহাদের যে আরও কত দুর্দ্দশা হইত, তাহা বলা যায় না!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপগণ সংবাদপত্রের সংবাদদাতাগণকে এই যুদ্ধের বিশেষ কোন সংবাদই প্রচার করিতে দিতেছিলেন না। ইহাতে সকল দেশের সকল সংবাদপত্রই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা

সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া যুদ্ধস্থলে সংবাদদাতা পাঠাইয়াছেন,—অথচ কোন সংবাদ আসিতেছে না,—ইহাতে বিরক্ত হইবারই কথা! গত কয়েক সপ্তাহ হইতে প্রায় সকল সংবাদপত্রেই জাপানের নিন্দা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। লিওযাংয়ের যুদ্ধ সম্বন্ধেও আর কাহারও পূর্ব্বভাব নাই;—এরূপ জয়েও তাঁহারা জাপানের তেমন কোন প্রশংসা করিলেন না। যুদ্ধে কোটী কোটী টাকা প্রয়োজন হইতেছে;—শীঘ্রই জাপানকে ইয়োরোপে টাকা ধার করিতে হইবে,—সুতরাং সুবুদ্ধিমান জাপ-রাজপুরুষগণ বুঝিলেন যে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সংবাদপত্রগণকে হাতে রাখা কর্ত্তব্য; তাহাই লিওযাং যুদ্ধের পর প্রধান সেনাপতি ওয়ামা রাজধানী হইতে এই পত্র পাইলেন:—

"জাপান যে এই যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রজামণ্ডলীকে অবগত করা হইয়াছে। জাপান ধর্ম্ম, জাতি, রীতিনীতির কোন পার্থক্য না দেখিয়া, সকলের প্রতি সমব্যবহার করিতেছেন। এই যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য—সাম্রাজ্য রক্ষা, প্রাচ্যে চির শান্তি স্থাপন, দেশে দেশে সভ্যতা ও সুখ সচ্ছন্দতা বিস্তার এবং সমস্ত জাতির হিত সাধন,—এতদ্ব্যতীত জাপানের আর কোন অভিসন্ধি বা ইচ্ছা নাই! আশা করা যায় যে ঠিক এই নিয়মে বিদেশী সংবাদদাতাগণের সহিত কার্য্য করা হইবে। যতক্ষণ না তাঁহারা সমর বিষয়ক গুপ্ত সংবাদ প্রচার করিবেন, ততক্ষণ তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের সমালোচনা করিতে দেওয়া আবশ্যক;—ইহাতে জগৎ অবগত হইবে যে জগতের হিতের জন্যই জাপান এ যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছেন।"

এই পত্র প্রকাশিত হইবার পর হইতেই সংবাদদাতাগণ অনেক স্বাধীনতা পাইলেন। তখন যুদ্ধের নানা বিস্তৃত সংবাদ নানা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে লাগিল! তবে ইয়োরোপের সকল সংবাদপত্রই রুষের পরাজয়ে দুঃখিত;—তাঁহারা জাপানের জয়ে সুখী নহেন। ইচ্ছা

থাকুক আর নাই থাকুক,—সকলেই জাপানের বীরত্বের ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইলেন। ফ্রান্সের সহিত রুষের বন্ধুত্ব সন্ধি ছিল,—কাজেই ফরাসী দেশে রুষের জন্য সকলেই অধিক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন!

প্রবল পরাক্রান্ত রুষ ক্ষুদ্র জাপানের নিকট পদে পদে পরাজিত হইল,—ইহাতে সমস্ত জগতের চক্ষু খুলিয়া গেল। কোন কোন স্থানে "হরিদ্রা জাতির ভয়ের" কথাও ইয়োরোপে উঠিল। অর্থাৎ জাপান চীন প্রভৃতি হরিদ্রারংয়ের জাতি হয়তো একদিন সমস্ত ইয়োরোপকে গ্রাস করিলেও করিতে পারে, এই ভয় উঠিল! সে অনেক দূরের কথা, তাহাই এ বিভীষিকা শীঘ্রই চাপা পড়িয়া গেল।

এখন সকলেই আলোচনা করিতে লাগিলেন যে এখন রুষের আর যুদ্ধজয়ের আশা আছে কিনা,—কিন্তু রুষগণের আশা যায় নাই। তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়াছে মাত্র,—ইহাকে পরাজয় বলা যায় না। এখনও পোর্টআর্থার জাপানিগণ জয় করিতে পারে নাই;—তথাকার যুদ্ধপোত সকল মেরামত হইতেছে। এখনও জাপগণ ভ্লাডিভস্টক লইতে পারে নাই;—সেখানেও দুইখানা যুদ্ধপোত আছে। এতদ্ব্যতীত রুষের অগণিত রণতরী জাপানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে,—তাহারা শীঘ্রই যাত্রা করিবে। এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে রুষের অধিক সেনা হানি হয় নাই,—এখনও হারবিনে ও মুক্‌ডেনে কুরোপাট্‌কিনের নিকট দুই লক্ষের অধিক সেনা আছে,—এখনও রুষ হইতে ক্রমান্বয় সেনা আসিতেছে। ইচ্ছা করিলে রুষ অনায়াসে মাঞ্চুরিয়ায় আরও ৩।৪ লক্ষ সেনা শীঘ্রই প্রেরণ করিতে পারেন। এখনও তাঁহাদের টাকার অভাব হয় নাই। ৪।৫ লক্ষ সেনা হারবিনে কিম্বা মুক্‌ডেনে সমবেত হইলে, কুরোপাট্‌কিনের বিশ্বাস যে তিনি অনায়াসে জাপানিগণকে পরাজিত করিয়া দূর করিয়া দিতে পারিবেন। জাপানিগণও জানিতেন যে রুষ এখনও পরাজিত হয় নাই,—

তাঁহাদিগকে আরও ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে। সম্রাট এ কথা স্পষ্ট সকলকে জানাইয়াছিলেন। এই জন্যই জাপগণ তাঁহাদের পশ্চাতে চারিদিকে সারি সারি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। রুষের রেল লাইন তুলিয়া ফেলিয়া, তাহার স্থলে তাঁহাদের দেশের মত ছোট লাইন বসাইতেছিলেন। সেই সকল লাইনে এখন জাপান হইতে আনীত ইঞ্জিন গাড়ী প্রভৃতি নিয়মিত পোর্টআর্থারের দিকে চলাচল করিতেছে। তাঁহারা তাঁহাদের পশ্চাৎদিকে পাকা গাঁথুনি গাঁথিতেছিলেন। রুষ অগণিত সৈন্য আনিলেও তাঁহারা সহজে তাঁহাদের দূর করিতে পারিবেন না,—তাঁহাদিগকে পদে পদে ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে। জয় হইলেও আবার সমস্ত নূতন করিয়া করিতে হইবে,—সে কার্য্য সহজ নহে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রুষের নূতন সজ্জা।

যদিও কুরোপাট্‌কিন অতি বিচক্ষণতার সহিত সসৈন্যে লিওযাং ত্যাগ করিয়া মুকৃডেনে আগমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন;—যদিও জাপানিগণ তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া সদলে ধ্বংস করিতে পারেন নাই;—তবুও পৃথিবীসুদ্ধ সকলে বুঝিলেন যে রুষেরই হার হইয়াছে;—নূতন কিছু বন্দোবস্ত না করিলে, রুষকে মুকৃডেনেও হারিতে হইবে। রাজধানীতে রুষ-অমাত্যবর্গও তাহা বুঝিলেন। কুরোপাট্‌কিনের অধীনে দুই লক্ষের অধিক সেনা;—এই অগণিত সেনা কখনই অতি অল্প স্থানে থাকিতে পারে না; সুতরাং এই বিস্তৃত সেনামণ্ডলীর উপর সমভাবে দৃষ্টি রাখা এক ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। বোধ হয় নেপোলিয়ান ব্যতীত আর কাহারও এ ক্ষমতা ছিল না,—এ ক্ষমতা হইবেও না। সেনাপতি

ওয়ামার অধীনে আড়াই লক্ষের অধিক সেনা আছে সত্য, কিন্তু তাঁহার এই সৈন্যের উপর আদৌ দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে না। তাঁহার অধীনস্থ চারি সেনাপতি,—ওকু, নজু, নগি ও কুরোকি,—সকলেই অতি বিচক্ষণ লোক। তাঁহারা এতদিন স্বাধীনভাবে সকলে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন,—একদিনের জন্যও কাহারও ভুলচুক হয় নাই। ওয়ামা কেবল চারিজনকে সমতন্ত্রীতে রাখিবার জন্য তাঁহাদের সকলকে পরামর্শ দিতেছেন;—বিভিন্ন দলের সেনাগণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অতি অল্প; তাঁহার চারি বিভিন্ন সেনাপতি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছেন।

কুরোপাট্‌কিন অথবা রুষ-অমাত্যবর্গ তাঁহাদের সেনা সম্বন্ধে এরূপ সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। রুষ-সেনাপতির অধীনে কুরোকি, ওকু, নজু বা নগির সমতুল্য সেনাধ্যক্ষ একজনও ছিল না। তিনি বিভিন্ন-দিকের সেনার উপর বিভিন্ন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা কেহই সুদক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। জেনারেল সাস্থলিচ জুলু যুদ্ধে হারিয়া পদচ্যুত হইয়াছেন। ষ্টাকেলবর্গও তেলিস্থর যুদ্ধে হারিয়া ওকুর সম্মুখে পদে পদে পরাজিত হইয়াছেন। জেনারেল কেলার প্রাণ দিলেন বটে, কিন্তু তিনিও কুরোকিকে কোন স্থলে প্রতিবন্ধক দিতে পারিলেন না। তাহার পর সেনাপতি অরলফ,—তিনিও পরাজিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে লিওযাংয়ের প্রায় অধিকাংশ সেনা,—বাকি সমস্ত সৈন্যও তাঁহার দেড় মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত ছিল। ইচ্ছা করিলে তিনি প্রায় দুই লক্ষ সেনা সাহায্য পাইতেন। কুরোকির সহিত বিশ ত্রিশ হাজার সেনার অধিক ছিল না,—তবুও তিনি কুরোকিকে ঘেরাও করিতে পারিলেন না;—অপর পক্ষে যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িলেন;—সুতরাং এখন সকলেই বুঝিয়াছেন যে জাপানী সেনাপতিগণের সমকক্ষ যোদ্ধা কুরোপাট্‌কিন ব্যতিত রুষ-সেনার মধ্যে আর কেহ নাই। সম্রাট ও তাঁহার অমাত্যবর্গও এতদিনে তাহা বেশ বুঝিয়াছেন। তাঁহারা এই আটমাস

জাপানিদিগের যুদ্ধবিদ্যা দেখিয়া অনেক শিক্ষা করিয়াছেন ;—অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। ক্ষুদ্র জাপান দেখাইয়াছে যে তাহার সন্তানগণ আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় সর্ব্বোচ্চ স্থানে উত্থিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যতদূর উৎকর্ষতা লাভ আবশ্যক, তাহা তাহারা করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া রুষও জাপানের অনুকরণে সেনা বিভাগে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা কখনই জাপানের হস্তে পরাজিত হইবেন না ;—জাপানকে পদদলিত করিতেই হইবে। তবে এখন তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছেন যে এ কাজ সহজ নহে। অগণিত লক্ষ লক্ষ সেনা মাঞ্চুরিয়াতে লইয়া গেলে তবে এ কাজ সুসিদ্ধ হইতে পারে। রুষের সেনার অভাব নাই ;—ইচ্ছা করিলে রুষ বিশ লক্ষ সৈন্য মাঞ্চুরিয়াতে চালান দিতে পারেন। এখন রুষ-ইঞ্জিনিয়ারগণ বৈকাল হ্রদ বেষ্টন করিয়া দুর্গম স্থান দিয়া রেল লইয়া গিয়া দুই দিককার দুই লাইন মিলিত করিয়া দিয়াছেন। এখন আর মাঞ্চুরিয়ায় যাইতে হইলে কাহাকে আর বৈকাল হ্রদ পার হইতে হয় না। সকলেই বরাবর রেলে যাইতে পারেন। কাজেই রুষের আর সেনা পাঠাইতে ক্লেশ নাই! জাপান ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৪।৫ লক্ষ সেনা প্রেরণ করিতে পারেন,—রুষ বিশ লক্ষ সেনা লইয়া গিয়া তাহাদের সমূলে নির্ম্মূল করিতে সক্ষম। তবে এই বৃহৎ সেনামণ্ডলীর রসদ প্রভৃতি দূর মাঞ্চুরিয়ায় প্রেরণ সহজ নহে। ইহাতে যে কত কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইবে, তাহার সংখ্যা করা যায় না,—কিন্তু রুষ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও ইহা করিবে,—তাহাদের পৃথিবী ব্যাপ্ত মান, প্রতিপত্তি, প্রবল প্রতাপ, কিছুতেই নষ্ট হইতে দিবে না। এই জন্য সম্রাট অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আর এক বৃহৎ সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণে মনস্থ করিয়া আজ্ঞা প্রচার করিলেন। ইহাতেও প্রায় দুই লক্ষ সেনা থাকিবে। সেনাপতি গ্রিপেনবর্গ এই দলের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে লিখিলেন :—

"জাপানিগণ যেরূপ বীরত্ব ও সাহস, যেরূপ বিচক্ষণতা ও যুদ্ধবিদ্যা, প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রের সেনা সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করিতে হইল, নতুবা অনতিবিলম্বে তাহাদের আমরা কখনই সম্পূর্ণ পরাজিত করিতে সক্ষম হইব না। মাঞ্চুরিয়ায় আমার যে অগণিত সেনা সমবেত হইতেছে, একজন সেনাপতির পক্ষে তাহাদিগকে পরিচালিত করা সাধ্য নহে। তাহাই আমি যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাকে দুই প্রধান দলে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। একদলের সেনাপতি জেনারেল কুরোপাট্‌কিন রহিবেন;—আমি দ্বিতীয় নম্বর সেনাদলের সেনাপতি আপনাকে নিযুক্ত করিলাম। আপনার বহুদিনের বিশ্বস্তভাবে রাজকার্য্য সম্পাদন,—আপনার বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্ব,—আপনার সেনাদিগকে শিক্ষা দিবার অভূতপূর্ব্ব ক্ষমতা,—এই সকল কারণে আমার বিশ্বাস আপনি প্রধান সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনের কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়া, আমাদের ও স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবেন। আপনি রুষিয়া ও আমার যে সকল গৌরবান্বিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার জন্য ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।—আপনার স্নেহের—নিকোলাস।"

ইহা জাপানী অনুকরণ;—কিন্তু রুষ ইহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া, জাপানিদিগের অনুকরণে এই দুই সেনাপতির উপর মার্সাল ওয়ামার মত একজন প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজ-ভ্রাতা গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস নিকোলোভিচ এই প্রধান সেনাপতি হইবেন কথা হইল,—এ সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিল। শেষ স্থির হইল যে, জেনারেল কুরোপাট্‌কিনই প্রধান সেনাপতি রহিবেন। রুষের ১ ও ২ নম্বর সেনাদলের উপর দুই জন সেনাপতি হইবেন। তিনি সকলের উপর থাকিবেন।

এই বন্দোবস্ত স্থির হইলে, রুষের দুই নম্বর সেনাদল ক্রমে মাঞ্চুরিয়ায় রওনা হইতে আরম্ভ করিল। প্রত্যহ দলে দলে তাহারা

মাল গাড়ীতে আরোহণ করিয়া দূর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রয়াণ করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই উৎসাহে যাইতেছে না। নিতান্ত অনিচ্ছায় কেবল গুরু দণ্ডের ভয়ে চলিতেছে! রুষিয়াতেও সৈন্য সংগ্রহ অতি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে! অনেক লোক যুদ্ধে গমন অপেক্ষা ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পুলিশ চোর ডাকাত ধরা পরিত্যাগ করিয়া এই সকল পলাতক গণকে ধৃত করিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল! একরূপ বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া রাজপুরুষগণ সেনাগণকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। রুষের গৃহে গৃহে স্ত্রী, জননী ও ভগিনীর ক্রন্দনের রোল উঠিল। ইহাদের সরকার হইতে যাহা মিলিবে, তাহা অতি সামান্য,—তাহাতে তাহাদের পেট চলিবে না। আর রুষের রাজকার্য্যে যেরূপ বিশৃঙ্খলা, তাহাতে অনেক সময়েই রাজকোষের এই মুষ্টিভিক্ষাও মিলিবে না। যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে সেনাগণও তাহাদের মাহিনা কবে পাঠাইতে পারিবে, তাহা কেহই জানে না;—কাজেই সেনাগণের পরিবার মধ্যে যে শোকের রোল উঠিবে, আর সেনাগণ যে যুদ্ধক্ষেত্রে গমনে নিতান্ত অস্বীকৃত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? একদিকে জাপানী সেনা মাত্রেই যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত ও ব্যগ্র,—অন্য দিকে রুষ-সেনার মনের অবস্থা এইরূপ। ইহাতে রুষের পরাজয় বিস্ময়কর নহে। জাপান-সেনা প্রত্যেকেই স্বাধীন,—আর রুষ-সেনা ক্রীত দাস ভিন্ন আর কিছুই নহে! উভয় সেনায় বহু পার্থক্য।

যাহাই হউক কোন গতিকে রুষ-রাজপুরুষগণ সেনা সংগ্রহ করিয়া, ক্রমে রুষের ২ নং সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি গ্রিপেনবর্গও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। আর গভর্ণর জেনারেল সম্রাট-প্রতিনিধি আড্‌মিরাল আলেক্‌জিফ্ কোথায়! এখন সকলেই বুঝিলেন যে আলেক্‌জিফের আর সে একাধিপত্য নাই। এই সকল বন্দোবস্ত যাহা সম্রাট করিলেন, -তাহাতে তাঁহার পরামর্শ

আদৌ জিজ্ঞাসা করিলেন না। তিনি নাম মাত্র হারবিনে সম্রাট-প্রতিনিধি হইয়া রহিলেন। একেবারে পদচ্যুত হইলেন না, এই মাত্র। তবে সম্রাট কুরোপাট্‌কিনের উপর যুদ্ধভার সম্পূর্ণ অর্পণ করিলেন,—এ বিষয়ে তাঁহার উপর আর কথা কহিবার কেহ রহিল না।

রুষ-রাজ্যের লোকের আলেক্‌জিফের উপর যে টুকু ভক্তি ছিল, তাহাও শীঘ্র লোপ পাইল। সকলেই শুনিল যে তিনি যেমনই লিওযাংয়ের যুদ্ধের কথা শুনিলেন,—যখনই শুনিলেন যে কুরোপাট্‌কিন পশ্চাৎপদ হইয়াছেন,—মুক্‌ডেনের দিকে আসিতেছেন,—তখনই তিনি তথা হইতে পলাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিলাসিতা পূর্ণ রেল গাড়ীতে উঠিলেন। যে সকল গাড়ী মুক্‌ডেনের দিকে আসিতেছিল, তাহারা তাঁহার হুকুমে কয়েক ঘণ্টা হারবিনের বাহিরে দণ্ডায়মান রহিল। এই অবসরে তাঁহার গাড়ী হারবিনে চলিল। তাঁহার গাড়ীর জন্য রেল লাইনে এতই গোলযোগ ঘটিল যে দুই খানা গাড়ীতে সংঘর্ষণ হইয়া ৪০ জন আহত যোদ্ধা প্রাণ হারাইল! যে নিজের প্রাণের জন্য, নিজের সুখ সচ্ছন্দতা বিলাসিতার জন্য, এত উন্মত্ত হইতে পারে, তাহার উপর লোকের আর কিরূপে ভক্তি থাকিবে?

এই আলেক্‌জিফই এই মহা সমর সমুত্থিত করিয়া ধরা নর-শোণিতে প্লাবিত করিতেছেন। এই আলেক্‌জিফের উচ্চাশায় রুষ এ যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া চারিদিক হইতে লাঞ্ছিত হইতেছেন। এই আলেক্‌জিফ হইতেই রুষ ও জাপানের গৃহে গৃহে জননী, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী হারাইয়া শোকের রোল উঠিয়াছে;—সে পাপের ফল আলেক্‌জিফের এত দিনে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহার নামে এক দিন লোকে ধন্য ধন্য করিত, তাহারই নামে আজ সকলে ছি ছি করিতেছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কোরিয়ায় যুদ্ধ।

কোরিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ভ্লাডিভস্টক বন্দর। সেই বন্দরের জাহাজ কয়খানি সম্বন্ধে আমরা প্রায় সকল কথাই বলিয়াছি,—কিন্তু ভ্লডিভস্টকে সেনাপতি লিনিভিচের অধীনে প্রায় দশ হাজার রুষ-সেনাও ছিল,—তাহারাও এই কয় মাস নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিল না। তাহারা কোরিয়ার এই অংশে নানা স্থানে অগ্রসর হইয়া প্রায় জেন্‌সেন পর্য্যন্ত আসিল। জাপানের কিছু সেনা জেন্‌সেন্ বন্দরে ছিল ; তবে সে নাম মাত্র ; তাহা দ্বারা এদিককার রুষবাহিনী প্রতিরোধ করিবার সাধ্য জাপানের ছিল না। তাঁহারা লিওযাং অধিকারে ব্যস্ত,—এ দিকে তত দৃষ্টিপাত করিবার সময় পান নাই। সুতরাং রুষ বিনা প্রতিবন্দকে জেন্‌সেনের দিকে অগ্রসর হইলেন। উদ্দেশ্য এ দিকে আক্রান্ত হইলে, জাপগণ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। আর যদি লিওযাং যুদ্ধে জাপগণ পরাজিত হয়,—আর তথায় কুরোকি বেষ্টিত হন,—তাহা হইলে রুষগণ কোরিয়ার পূর্ব্বদিক হইতে অভিযান করিয়া পিংযাং, উইজু প্রভৃতি অধিকার করিতে পারিবেন। এ চাল অতি বিচক্ষণ চাল সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের এ চেষ্টা সফল হইল না। এই কয় মাসে তাঁহারা কোরিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, আমরা এক্ষণে সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

কোরিয়ার পশ্চিমে যেমন জুলু নদী, পূর্ব্বে ভ্লাডিভস্টকের দক্ষিণে তেমনই তুমেন নদী। রুষগণ এই নদীর উপর একটা পোল ও এই নদীর তীরে একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। তৎপরে রুষগণ ক্রমে অগ্রবর্ত্তী

হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা তুমেন হইতে ১৫০ মাইল দক্ষিণে আসিলেন। এ প্রদেশ সমুদ্র পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকার ভুক্ত হইল। ক্রমে তাঁহারা জেন্‌সেনেরও নিকটস্থ হইলেন, কিন্তু জাপগণ শীঘ্রই তথা হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিলেন।

৯ই আগষ্ট দুই শত কসাক কয়েকটা কামান সহ জেন্‌সেন আক্রমণ করিল, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। আগষ্ট মাসের শেষে রুষগণ এ প্রদেশে যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইঞ্জিনিয়ারগণ রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন,—অসংখ্য চীনে জাঙ্ক নৌকায় যুদ্ধোপকরণ আসিতেছে! সকলেই বুঝিলেন রুষ এদিকে বহু সৈন্য প্রেরণ করিবেন। কয়েকদিন পরে দুই হাজার রুষ ছয়টা কামান লইয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু এই সময়ে লিওযাংয়ের যুদ্ধ ঘটিল ;—রুষগণ তথায় পরাজিত হইলেন,—কাজেই ইহাতে রুষের এদিককার চাল বন্ধ হইয়া গেল। জাপগণ সত্বর এদিকে সেনা প্রেরণ আরম্ভ করিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বরে প্রায় ২৫০০ জাপ-সেনা চিমল্‌পো বন্দরে নামিল,—পশ্চাতে আরও আসিতেছে। জেন্‌সেন্‌ বন্দরে জাপগণ ৪ হাজার মালটানা ঘোড়া সমবেত করিলেন,—সকলেই বুঝিলেন যে এক্ষণে জাপানিগণ সসৈন্যে ভ্লাডিভস্‌টকের দিকে অভিযান করিবেন!

২৫শে তারিখে এই অভিযান আরম্ভ হইল। ১৬ শত জাপ-সেনা ৫টী ছোট কামান, ৫০০ মাল বাহক ঘোড়া ও ৪০০ কুলি সহ হাম্‌জেং নামক স্থানে উপস্থিত হইল ;—কিন্তু তথায় যথেষ্ট রুষ-সেনা ছিল, তাহাই জাপগণ রুষ-সেনা অগ্রসর হইলে পশ্চাৎপদ হইয়া তাহাদের পশ্চাতস্থ সেনাদলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে পিংযাং ও সিওল এই দুই স্থান হইতেই জেন্‌সেনে জাপান-সেনা আসিতেছিল। জাপানের সমস্ত আয়োজন স্থির হইলে, জাপগণ পোর্টআর্থারের ন্যায় ভ্লাডিভস্‌টক্‌ পশ্চাৎ হইতে আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই তাঁহাদের আয়োজন

সম্পূর্ণ হইবে,—তখন একদিকে জাপানী যুদ্ধপোত ও অপর দিক হইতে জাপানী-সেনা রুষের এই দুর্গ ও বন্দর আক্রমণ করিয়া ইহা অধিকার করিবেন। যেমন পোর্টআর্থারের অবস্থা হইয়াছে,—শীঘ্রই ভ্লাডিভস্টকেরও সেই দুরবস্থা ঘটিবে! রুষ এদিকেও জাপানী বুদ্ধির নিকট পরাজিত হইলেন।

যে কোরিয়া লইয়া এই মহাযুদ্ধ চলিতেছে, সেই কোরিয়াবাসিগণ এ সময়ে কি করিতেছে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাহারা অলস প্রকৃতি,—দেশ অতিশয় উর্ব্বর ও তথায় নানা মূল্যবান দ্রব্যের খনি থাকা সত্বেও দেশবাসিগণ অতি দরিদ্র;—ইহাদের নিকট জাপানিগণ অতি সভ্য! কিন্তু ইহারা কি জাপান, কি রুষ, কাহাকেও দেখিতে পারে না। উভয়ের উপরই সমভাবে বিরক্ত ও রাগত,—কিন্তু উপায় নাই। তাহারা দুর্ব্বল,—জাপান প্রবল,—তাহাই তাহারা নীরবে জাপানের পদানত হইল। একদিকে যুদ্ধ চলিতেছে,—অপর দিকে ইহারই মধ্যে দলে দলে জাপানিগণ আসিয়া কোরিয়ার নানা স্থানে বসতি করিয়া বাণিজ্য-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছে! এই সকল জাপানীর সহিত হতভাগ্য কোরিয়াবাসিগণ কোন বিষয়েই সমকক্ষ নহে,—কাজেই কাল যেখানে কোরিয়াবাসীর দোকান ছিল, আজ সেখানে জাপানী দোকান হইতেছে। ইহাতে কোরিয়াবাসিগণ জাপদিগের উপর আরও হাড়ে চটিয়া উঠিতেছে! ইহাদের মধ্যে যাহারা কথঞ্চিত শিক্ষিত, তাহারা বুঝিল যে জাপগণ তাহাদের অধিপতি হইতেছে; তজ্জন্য তাহারা মহা গোলযোগ তুলিয়া, স্থানে স্থানে সভা সমিতি করিতে লাগিল,—স্থানে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামাও হইল। একদিন রাজধানীতেই প্রায় দুই হাজার দাঙ্গাকারী রাজপ্রাসাদ বেষ্টন করিয়া মহা হল্লা করিতে লাগিল। সম্রাট স্বয়ং তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন,—তাহারা তাঁহার অনুরোধও রক্ষা করিল না! তখন জাপ-সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল।

এই গোলযোগের সুবিধা পাইয়া, জাপানিগণ এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সকলকে জানাইলেন, যে তাঁহাদের স্বার্থ বজায় করিবার জন্য আজ হইতে তাঁহারা সহরের সমস্ত পুলিশ কার্য্য নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা আর জাপানের বিরুদ্ধে কোন সভা সমিতি করিতে দিবেন না।

জাপানিগণ কোরিয়ার রাজ-কার্য্যের সমুচিত উন্নতিকল্পে এই সময়ে কোরিয়া-সম্রাটের নিকট ৩০টী প্রস্তাব করিলেন। কয়েকটীর উল্লেখ আমরা সংক্ষেপে নিম্নে করিতেছি!

প্রথম ঃ—আয় ব্যয় বিভাগ ও বৈদেশিক বিভাগে সম্রাট জাপানী পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিবেন। দ্বিতীয় ঃ—জাপানী রাজদূত ইচ্ছামত সম্রাটের সহিত দেখা করিতে পারিবেন। ইহার জন্য তাঁহাকে আর কোরিয়ায় বৈদেশিক মন্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে না। তৃতীয় ঃ—কোরিয়ান সেনা সংখ্যা কেবল ১০০০ হইবে,—ইহারা সম্রাটের শরীর-রক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকিবে। চতুর্থ ঃ—জাপানে যে টাকা পয়সা চলিত আছে, কোরিয়াতেও তাহাই চলিত হইবে। পঞ্চম ঃ—বিদেশে যে সকল কোরিয়ান রাজদূত আছেন, তাঁহাদের দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের আজ্ঞা করিতে হইবে। তাঁহারা যে কাজ করিতেন, এখন হইতে জাপানী রাজ-দূতগণ তাহা করিবেন। ষষ্ঠ ঃ—রাজপুরুষদিগের মধ্যে রাজকার্য্যে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইবে।

২২শে আগষ্ট তারিখে কোরিয়া-সম্রাট জাপানের এই সকল প্রস্তাবের প্রায় সকলগুলিতেই সম্মত হইলেন। মেগাটা কোরিয়ারাজের আয় ব্যয়ের পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত জাপানিগণ কোরিয়া সাগরের তীরে সমস্ত মাছ ধরিবার অধিকার লাভ করিলেন। কোরিয়ার উত্তরাংশে জুলু ও তুমেন নদীদ্বয়ের তীরে বড় বড় বৃক্ষপূর্ণ বহু বিস্তৃত জঙ্গল ছিল। রুষগণ ইহা প্রায় কোরিয়ার সম্রাটের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন,—যুদ্ধের ইহাই একটী মূলীভূত কারণ। এই অতি ঘোর অন্যায় কার্য্যের জন্য জাপান

রুষের নিকট বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাঁহারা জাপানের কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। বহুমূল্যের গাছ সকল কাটিয়া অন্যত্র চালান দিতে লাগিলেন। শেষ গুলিগোলায় এই বিবাদ এখন মিটিতেছে!

এদিকে যুদ্ধ চলিতেছে,—অন্যদিকে জাপান কোরিয়ার চারিদিকে রেল নির্ম্মাণ করিতেছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে এ রাজ্যে কেবল চিমাল্‌পো হইতে সিওল পর্য্যন্ত একটী রেল ছিল মাত্র,—কিন্তু ইহারই মধ্যে জাপানী ইঞ্জিনিয়ারগণ সিওল হইতে রেল জুলুতীরস্থ উইজু পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানিগণ ফুসান বন্দর হইতে এক রেলপথ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন,—এক্ষণে ইহাও প্রায় সিওলে আসিয়া পড়িয়াছে।

সিওল হইতে একটী লাইন জেন্‌সেন্‌ বন্দর পর্য্যন্ত যাইবে,—তাহারও বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে। একবার এই সমস্ত রেল নির্ম্মাণ হইলে, তখন জাপানের কিরূপ আধিপত্য কোরিয়াতে জন্মিবে,—তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু অনেক কোরিয়াবাসীই জাপানের রেল স্থাপনের বিরোধী,—তাহারা নানা প্রকারে রেলের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা পাইতে লাগিল। সেপ্টেম্বর মাসে তিনজন কোরিয়াবাসী রেল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করায় ধৃত হইল,—বলা বাহুল্য জাপানিগণ শীঘ্রই তাহাদের প্রাণদণ্ড করিলেন।

এই সময়ে জাপানের প্রধান ব্যাঙ্ক সিওলে ও কোরিয়ার নানা সহরে বহু শাখা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলেন। এইরূপে জাপান সকল প্রকারে কোরিয়ায় সুবন্দোবস্ত করিয়া তুলিলেন। একদিকে মহাযুদ্ধ হইতেছে,—অপরদিকে বিদেশে এইরূপ সুবন্দোবস্ত করা জাপানের কম বাহাদুরী নহে!

ইহাতে ভবিষ্যতে কোরিয়াবাসিগণ মানুষ হইবে,—সভ্য হইবে,—ধনৈশ্বর্য্যে সুখী হইবে,—সর্ব্ববিষয়ে সমুন্নত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে,—জগতে একটা গণ্যমান্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে,—কিন্তু তাহারা এখন তাহা বুঝিতেছে না,—প্রতি পদে তাহারা জাপানের শত্রুতা করি-

তেছে! প্রত্যহ শত শত কোরিয়াবাসী সম্রাটের প্রাসাদের দ্বারে জানু পাতিয়া জাপানিগণকে তাড়াইয়া দিবার আবেদন করিতেছে,—কিন্তু সম্রাট তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না। জাপানী পুলিশ অজ্ঞ হতভাগ্যদিগকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান করিতেছে! ভবিষ্যতে জাপানের মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে,—কোরিয়াবাসীও মানুষ হইয়া জগতে ধন্য হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইয়োরোপ ও জাপান।

রুষের পরাজয়ে ও জাপানের জয়ে ইয়োরোপ বিশেষ যে সন্তুষ্ট নহেন তাহা নানা কারণে বুঝিতে পারা যায়। ফরাসীর সহিত রুষের বন্ধুতাসূত্রে সন্ধি ছিল,—ফরাসীগণ অনেক টাকা রুষকে ঋণ দিয়াছিলেন,—সুতরাং ফরাসী যে রুষের দিকে টানিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। রুষকে এসিয়া খণ্ডে প্রবল প্রতাপ হইতে দেওয়া ইংলণ্ডের স্বার্থ নহে। যাহাতে রুষ ভারতে আসিতে না পারে, সে জন্য ইংলণ্ড ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। জাপান পরাজিত হইলে, রুষ চীনও গ্রাস করিবেন; তখন রুষের হস্তে ভারত রক্ষা করা অতি কঠিন হইয়া উঠিবে,—তাহাই ইংলণ্ড জাপানের সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। নতুবা এই মহাযুদ্ধ বোধ হয় পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। ইংলণ্ডের জন্য অন্য সমস্ত রাজ্য এই যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে বাধ্য হইলেন!

কিন্তু জার্ম্মানি নির্লিপ্ত থাকিয়াও প্রায় প্রকাশ্যে রুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যুদ্ধকালেই জার্ম্মানি রুষকে দুই খানি জাহাজ বিক্রয় করিয়াছিলেন,—তাঁহারা রুষকে অনেক যুদ্ধোপকরণ,

আহারীয় দ্রব্য, কয়লা প্রভৃতিও বিক্রয় করিতে লাগিলেন। ইহার উপর জার্ম্মাণ-সম্রাট প্রকাশ্যভাবে রুষের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিলেন না। ইহাতে জাপান যে বিরক্ত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! নানা ভাবে এই বিরক্তি প্রকাশ হইতে লাগিল,—এমন কি উভয় পক্ষেই যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইল। তবে জার্ম্মানি জানিতেন যে বহুদূরে গিয়া তাঁহাদের জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার সুবিধা নাই! তাঁহাদের যুদ্ধপোত সকল অত দূরে লইয়া যাইবারও সুবিধা ছিল না. কাজেই জার্ম্মাণি সাবধান হইয়া গেলেন। তাঁহারা যে এ যুদ্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, তখন তাহাই প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এ বিপদের ও এ ভীষণ যুদ্ধের সম্ভাবনা একরূপ মিটিয়া গেল। জাপান ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে লিওযাংয়ের যুদ্ধে পরাজয় সংবাদ পাইয়া রুষ-সম্রাট যথা সম্ভব শীঘ্র তাঁহার বল্‌টিক সমুদ্রের যুদ্ধপোত সকল পোর্টআর্থারে প্রেরণের জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এতদিনে সহস্র সহস্র লোক দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধপোতগুলি কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিয়াছে! রুষের যেরূপ বন্দোবস্ত, তাহাতে তাহারা যে স্বদেশের নৌ-বাহিনী দূর পোর্টআর্থারে প্রেরণ করিতে পারিবে, তাহা কেহ কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তবে মানের দায়, বড় দায়,—তাহাই রুষগণ কোনগতিকে অজস্র অর্থ ব্যয়ে তাঁহাদের যুদ্ধপোতগুলি দূর প্রাচ্যে প্রেরণে প্রস্তুত করিলেন।

২০শে জুন সম্রাট তাঁহার সমস্ত অমাত্যবর্গের সহিত বহুক্ষণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরামর্শের পর স্থির হইল যে সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভেই জাহাজ সকল উত্তর সমুদ্র পরিত্যাগ করিয়া আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া জাপানের দিকে যাইবে। এতদুর হইতে, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, বহু যুদ্ধপোত প্রেরণ করা সহজ কার্য্য নহে। পথে কয়লা সংগ্রহ এক গুরুতর কথা! কোথায় এই সকল জাহাজ কয়লা পাইবে, তাহাই সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে

সকলে শুনিলেন যে এক জার্ম্মাণ কোম্পানি তাহাদের অগণিত জাহাজ কয়লা বোঝাই করিয়া এই সকল জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে!

৭খানা বড় বড় ব্যাটেল্‌সিপ ও বহু ক্রুজার প্রভৃতি যুদ্ধ-পোতকে জাপানের নিকট উপস্থিত হইতে প্রায় ছয়মাস লাগিবে। এই ছয়মাসে এই সকল জাহাজের কত সহস্র মণ কয়লা প্রয়োজন হইবে, তাহার অনুমান করাই অসম্ভব! পূর্ব্বে যে সকল জাপানী যুদ্ধপোত বিলাতে আসিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকখানির প্রায় ৫০০০ টন কয়লা প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে রুষের কোটী কোটী মণ কয়লার প্রয়োজন হইবে। ইহা আদৌ সহজ কার্য্য নহে। ইহা সত্বেও রুষ-জাহাজ দূর জাপানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আড্‌মিরাল রোজডেষ্টভেনস্কি এই বৃহৎ নৌবাহিনীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন। অন্যান্য বহু সেনাধ্যক্ষও নিযুক্ত হইলেন,—তাঁহাদের নাম উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

আড্‌মিরাল রোজডেষ্টভেনস্কি আড্‌মিরাল মাকারফের ন্যায় একজন মহাযোদ্ধা। চীন-জাপানের যুদ্ধের সময় পোর্টআর্থারে তিনিই রুষ-যুদ্ধপোতের সেনাপতি ছিলেন; সুতরাং প্রাচ্য সমুদ্র সকল তাঁহার নিকট অপরিচিত নহে। বিশেষতঃ তিনি নানা যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন,—রুষের সকলেরই তাঁহার উপর বিশেষ ভক্তি আছে!

২৫শে আগষ্ট সকলে শুনিলেন যে রুষ-যুদ্ধপোত সকল বন্দর পরিত্যাগ করিয়া দশদিনের জন্য সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছে। ইহার অর্থ যে এই সকল যুদ্ধপোত এই বহু দূরে যুদ্ধে যাত্রা করিবার উপযুক্ত হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা! এই পরীক্ষায় কতদূর কি জানা গিয়াছিল, তাহা প্রকাশ নাই;—তবে সকলেই বেশ বুঝিতে পারিয়া-

ছিলেন যে রুষ-যুদ্ধপোত সকল এখনও সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম হয় নাই! যাহাই হউক, ৩০শে আগষ্ট ইহারা আবার ফিরিয়া বন্দরে প্রবেশ করিল!

রুষের এই নৌ-বাহিনীর সংখ্যা সাতখানি ব্যাটেল্‌সিপ, দুইখানি বড় ক্রুজার, ৫।৬ খানি ছোট ক্রুজার এবং কতকগুলি ডেস্‌ট্রয়র। ইহার সহিত কতকগুলি সওদাগরী জাহাজও যুদ্ধপোতে পরিণত করিয়া রওনা করা হইতেছিল! স্থতরাং সংখ্যায় অনেক হইলেও, এই সকল যুদ্ধপোত জাপানী যুদ্ধপোতের কতদূর সমকক্ষ হইতে পারিবে, তাহা বলা যায় না।

এখন কবে এই সকল যুদ্ধপোত রওনা হইবে, তাহাই অবগত হইবার জন্য সকলে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন; কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল,—রুষ-যুদ্ধপোত সকল বন্দরেই রহিল!

এই সময়ে আবার এক জনরব প্রচার হইল। রুষগণ শুনিলেন যে জাপানী শত্রুগণ এই দূর দেশে আসিয়াও তাঁহাদের বন্দরের মুখে ও জাহাজ গমনের পথে অতি গোপনে মাইন স্থাপন করিতেছে! এ জনরবে সমস্ত ইয়োরোপে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল! যে সকল জাপানী ইয়োরোপে ছিলেন, রুষের গুপ্ত-পুলিশ তাঁহাদের সঙ্গ লইল;—রুষ ভয়ে অধীর হইয়া উঠিলেন। বোধ হয় এইজন্যই তাঁহাদের যুদ্ধপোত সকল বন্দরের বাহির হইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে রুষ জাপানকে ঘৃণা করেন না,—ভয় করেন।

ইয়োরোপেও সর্ব্বদা জাপানের আতঙ্ক! রুষ সকলকেই এ বিষয় অবগত করিলেন। সকল রাজ্যেই জাপানিগণের উপর দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। বিশেষ কারণ না থাকিলে জাপানকে হয়তো সমস্ত ইয়োরোপের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। চীন আক্রমণে সমস্ত ইয়োরোপ ও আমেরিকা ধাবিত হইয়াছিলেন। জাপানের পরম সৌভাগ্য ও তাঁহাদের ধন্য বুদ্ধির বল, সহিষ্ণুতা ও বিক্রম যে আর কাহারও সহিত তাঁহাদের ইহাতেও বিবাদ বাধিল না!

তাঁহারা রুষের সমস্ত সংবাদ রাখিতেছিলেন সত্য,—কিন্তু তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া রুষিয়ায় আসিয়া যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কখনও করেন নাই;—করিলে তাহাদের বুদ্ধির হীনতা প্রকাশ পাইত। আমরা এতদিন যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে জাপানী সম্রাট, জাপানী অমাত্যবর্গ ও সেনাপতিগণের অসীম বুদ্ধিরই পরিচয় পাইয়া আসিতেছি। রুষগণের বুদ্ধি তাঁহাদের অতুলনীয় বুদ্ধির নিকট দাঁড়াইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না!

সেপ্টেম্বর উত্তীর্ণ হইয়া গেল,—তবুও রুষ-নৌবাহিনী দেশেই রহিল,—যুদ্ধে গমনে সক্ষম হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেনের দিকে।

এদিকে মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধসজ্জা সমভাবেই চলিতেছে! কুরোপাট্‌কিন লিওয়াং পরিত্যাগ করিয়া মুকডেনে আসিয়াছেন। তিনি তাহারও পশ্চাতে তাইলিং নামক স্থানে তাঁহার সেনানিবেশ করিতে লাগিলেন। তৎপশ্চাতে হারবিন! এই রুষের শেষ আশ্রয় স্থান। যদি লিওযাং যুদ্ধের পরেই জাপানিগণ রুষকে অনুসরণ করিতেন ও যথাসম্ভব শীঘ্র তাহাদিগকে হারবিনে পরাজিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যুদ্ধ সেইখানেই শেষ হইয়া যাইত; কিন্তু জাপানিগণ পূর্ব্বের ন্যায় এবারও রুষের অনুসরণ করিলেন না। লিওযাংয়ে তাঁহারা অবস্থান করিয়া রসদাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইহারই মধ্যে লিওযাং হইতে আংটাং পর্য্যন্ত এক ছোট রেল-লাইন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তাঁহারা ফুসান হইতে সিওল ও সিওল

হইতে পিংযাং হইয়া জুলু নদীর তীরস্থ উইজু পর্য্যন্ত রেল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। লিওযাং হইতে ডাল্‌নি ও পোর্টআর্থার পর্য্যন্ত বড় রেল ছিল,—তাঁহারা এক্ষণে সেই রেল পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের দেশের ন্যায় ছোট রেল স্থাপন করিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে প্রথম জাপানী গাড়ী ডাল্‌নি হইতে লিওযাং উপস্থিত হইল! যতদূর জাপানিগণ অগ্রসর হইয়াছেন, ততদূর তাঁহারা ভাল ভাল রাস্তা, রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ বসাইয়াছেন। এখন চারিদিক হইতেই তাঁহাদের রসদাদি সংগ্রহের সুবিধা হইয়াছে। মাঞ্চুরিয়া ও চীনদেশে যাহা কিছু পাইতেছেন, তাঁহারা তাহা ক্রয় করিতেছেন। আর দেশ হইতেও নানা বন্দরে জাহাজ আসিতেছে,—তথা হইতে সকলই রেলে এক্ষণে তাঁহাদের বিভিন্ন শিবিরে নীত হইতেছে! তাঁহারা যেখানে যাইতেছেন, সেইখানেই সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। দেশের লোকের উপর কোন অত্যাচার নাই। তাঁহাদের শাসন প্রথাও সুন্দর,—সেই জন্য মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার অধিবাসিগণ তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হইতেছে।

এদিকে রুষ-সেনার মধ্যে কি কাণ্ড হইতেছিল, তাহাও দেখা উচিত। কুরোপাট্‌কিনের কতকগুলি কাগজ পত্র জাপানিগণের হস্তে লিওযাংয়ে পতিত হয়! এই কাগজ পত্রে জানা যায় যে রুষ-সেনাগণের অতিশয় অধঃপতন ঘটিয়াছিল। একজন সেনাপতি শত্রু আসিতেছে,—এই মিথ্যা সংবাদ পাইয়াই যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। এমন কি সম্মুখস্থ রুষ-সেনাগণকে সে সংবাদ পর্য্যন্ত দেন নাই,—তজ্জন্য কুরোপাট্‌কিন তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হন।

কেবল একজন নহে,—প্রত্যহই প্রধান সেনাপতিকে অনেকের চাকুরি লইতে হইয়াছে। অনেক রুষ-সেনাধ্যক্ষ তাঁহাদের সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া লিওযাংয়ে সুরাপানে মত্ত ছিলেন। কুরোপাট্‌কিন এই সকল মহাত্মার অনেককেই দূর করিয়া দিয়াছিলেন। কেবল ইহাই

নহে,—চীনেদের উপর ভীষণ অত্যাচারের কথাও ইহাতে ছিল। এই কাগজ পত্রে রুষের ঘোর কলঙ্কের কথা জগতে প্রচার হইল। তাহাদের অধঃপতনের কথা পৃথিবীময় রটিল। আরও ইহাতে জানা যায় যে স্বয়ং সেনাপতিও অতি ব্যস্ততার সহিত লিওযাং পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন,—নতুবা এরূপ কাগজ পত্র কখনই জাপানী হস্তে পতিত হইত না।

যাহা হউক কয়েকদিনের অবিশ্রান্ত যুদ্ধে জাপানিগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—সেনাপতিগণ তজ্জন্য তাহাদের বিশ্রামের সময় দিলেন,—রুষের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন না। বিশেষতঃ লিওযাং ও মুকৃডেনের মধ্যস্থলে কুরোপাট্‌কিন বহু সেনা স্থাপিত করিয়াছিলেন। মার্সাল ওয়ামা তাঁহার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সেনা লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না।

কুরোকি মুকৃডেনের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কয়লার খনি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। ইহাই এক্ষণে জাপানের দক্ষিণ সেনাবাহিনী। বামদিকে ওকু ও মধ্যে নজু আছেন। তাঁহারা পূর্ব্বে যেরূপে লিওযাং বেষ্টন করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন,—এবারও ঠিক সেই সজ্জায় প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সমস্ত সেপ্টেম্বর মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল,—তাঁহারা অগ্রসর হইলেন না। কেহ বলেন যে সম্মুখে অগণিত রুষ-সেনা সমবেত হইয়াছে শুনিয়া জাপানিগণ দেশ হইতে নূতন সেনার প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। কেহ বলেন, তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে এবার রুষগণই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে। যদি তাহাই হয়, তবে ইহা হইতে আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে! জাপগণ অনায়াসে তাহাদের ঘেরাও করিয়া সমূলে নির্ম্মূল করিতে পারিবে। যাহাই হউক জাপানী সেনাপতিগণ প্রায় একমাস এক পদও অগ্রসর হইলেন না।

রুষ-সেনাপতি মুকৃডেনে আসিয়াছিলেন,—কিন্তু লিওযাংয়ের ন্যায়

মুক্‌ডেন দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হয় নাই, তাহাই তিনি মুক্‌ডেন পরিত্যাগ করিয়া তাইলিং যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইহাও আবার পলায়ন ব্যতীত আর কিছুই হইত না; ইহাতে রুষের প্রতিপত্তি এখনও যাহা আছে, তাহাও নষ্ট হইত। কিন্তু কুরোপাট্‌কিন যখন দেখিলেন যে জাপানিগণ তাঁহার অনুসরণ করিল না, তখন তিনি মুক্‌ডেন হইতে নড়িলেন না। শোনা যায় যে এই সময় রুষ-সম্রাট কুরোপাট্‌কিনকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, "যেরূপে পার লিওযাং পুনরায় অধিকার কর।" যাহাই হউক, কুরোপাট্‌কিন যে মুক্‌ডেন হইতে জাপানিগণকে আক্রমণ করিতে আয়োজন করিতেছেন, সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না।

মুক্‌ডেন্‌কে দুর্গে পরিণত করা একরূপ অসম্ভব। ইহার পশ্চাতে হুন নদী,—চারিদিকেই খোলা প্রান্তর,—বালুকা ভূমি। বিশেষতঃ এই সহরকে চীন-রাজধানী পিকিনের সহিত তুলনায় ছোট পিকিম বলা যাইতে পারে। ইহার অধিবাসী সংখ্যা তিন লক্ষেরও উপর,—সুতরাং ইহা এ দেশের একটী অতি বড় সহর! দেশী সহর রেল-ষ্টেসনের পূর্ব্বে অবস্থিত। চারিদিক সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত,—দুইটী বড় বড় সিংহ দ্বার আছে। সহরের বাহিরে ষ্টেসনের পূর্ব্বদিকে রুষের সেনানিবাস বা ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট।

মুক্‌ডেন এক সময়ে মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী ছিল। চীন-সম্রাট ও তাঁহার বংশাবলী জাতিতে মাঞ্চু;—এই সহরেই চীন-সম্রাটের সমস্ত সমাধি-মন্দির অবস্থিত,—সুতরাং সমস্ত চীন জাতি এই সহরকে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া বিবেচনা করে। সহর হইতে ৫ মাইল দূরে এক পর্ব্বতশ্রেণী আছে,—তাহার পশ্চাতে এক হ্রদ। এই পর্ব্বত ও এই হ্রদ চীনদিগের অতি পবিত্র তীর্থ স্থান! তাঁহারা বলেন যে তাঁহাদের ধর্ম্মের ড্রাগন দেবতা এই হ্রদে মস্তক দিয়া পাহাড়ে শয়ন করিয়া আছে!

সম্রাটদিগের সমাধি সকলও অতি মনোরম স্থান। চারিদিকে মহা বিস্তৃত সুন্দর উদ্যান! তাহার ভিতর একটী মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা,—কতই কারুকার্য্যে ভূষিত! ইহার ভিতর প্রস্তর নির্ম্মিত কত যে অশ্ব, হস্তী, গাভী প্রভৃতি সজ্জিত আছে, তাহার সংখ্যা হয় না।

অট্টালিকা স্তরে স্তরে সুন্দরভাবে আকাশে উঠিয়া গিয়াছে! সম্মুখে এক বৃহৎ মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত কচ্ছপ,—সেই কচ্ছপের উপর ত্রিশ ফুট উচ্চ এক শ্বেত প্রস্তর খণ্ড;—তাহাতে চীন বিজেতা সম্রাট তাইসাংয়ের কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে! তিনিই চীনদিগকে লম্বা টিকি রাখিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি কোন প্রকারেই চীনে স্ত্রীলোকদিগের পা ছোট করিবার কুপ্রথা লোপ করিতে পারেন নাই!

মুক্‌ডেনে এইরূপ নানা সুন্দর সুন্দর সমাধি মন্দির আছে; এখানে যুদ্ধ ঘটিলে এই সকল সমাধি-মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। প্রাণ থাকিতে চীনেগণ এই পবিত্র স্থান রক্তে প্লাবিত করিতে দিতে পারিবে না। মুক্‌ডেনের চীন-শাসনকর্ত্তা রুষ-সেনাপতিকে এ কথা জানাইলেন,—তিনি রুষ-সেনা এস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ইহার উত্তরে রুষ-সেনাপতি বলিলেন, "এখানে যুদ্ধ করা না করার হাত আমার নহে। চীনের এ দরবার জাপানিদিগের নিকট করা উচিত!" চীন-রাজধানী হইতেও আপত্তি উঠিল। চীন-সম্রাট তাঁহার নূতন শিক্ষিত সেনা মুক্‌ডেনের নিকট প্রেরণ করিলেন; সুতরাং কুরোপাট্‌কিন জানিতেন যে চীনরাজের আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে,—তিনি অনেক কথা বুঝাইয়া চীন-রাজধানীতে পত্র লিখিলেন! এখন এই ব্যাপারের কোথায় মীমাংসা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

নবম পরিচ্ছেদ।

কুরোপাট্‌কিনের যুদ্ধসজ্জা।

এক্ষণে মাঞ্চুরিয়াতে অতিশয় শীত পড়িয়াছে;—সুতরাং রুষ-সেনার দুঃখের অবসান না হইয়া বরং শত গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে! জাপানিগণ জানিতেন যে এ মহাযুদ্ধ একদিনে মিটিবে না,' কত কালে মিটিবে তাহাও কেহ অবগত নহেন। সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাদের সেনাদিগের জন্য কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি শীত এই তিন ঋতুর উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ সকল পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন; সুতরাং জাপানী সেনার কখনই কোন কষ্ট নাই। কিন্তু হতভাগ্য রুষ-সেনার জন্য এত যত্ন কেহ কখনও লয় নাই;—তাহারা ক্রীতদাসের অধম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রীষ্মে তাহারা কষ্ট পাইয়াছে,—বর্ষায় তাহারা অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে,—এখন মাঞ্চুরিয়ার এই দারুণ শীতে তাহারা অসহনীয় কষ্ট পাইতেছে;—কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস; তাহাদের সম্রাটের উপর তাহাদের অচলা পিতৃ ভক্তি,—তাহাদের স্বদেশপ্রেমও অতুলনীয়। তাহাদের সাহস ও দুর্দ্দমনীয় সহ্য ক্ষমতাও অতুলনীয়; তজ্জন্য তাহারা এত কষ্টেও এই দূর দেশে আসিয়া ভীষণ প্রতাপান্বিত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেছে,—মুখে একটী কথাও নাই!

মুক্‌ডেনের পশ্চাতে তাইলিং পার্ব্বত্য দেশ। কুরোপাট্‌কিন তাহার কতক সেনা তাইলিংয়ে স্থাপিত করিয়া দুর্গে পরিণত করিতেছেন। তাঁহার অধিকাংশ সেনা মুক্‌ডেন ও তাহার দুই পার্শ্বে ৩০।৪০ মাইল পথ লইয়া অবস্থিত। পূর্ব্বে হুন নদী ও পশ্চিমে লিও নদী, এই

দুই নদীর মধ্যস্থ সমস্ত প্রদেশ জুড়িয়া রুষ-সেনার শিবির। প্রায় দুই লক্ষ সেনা ও ৬।৭ শত ভীষণ কামান লইয়া রুষ-সেনাপতি এই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন।

সমস্ত সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে কখনও কখনও দুই একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটিল; কারণ, উভয় পক্ষেরই অগ্রবর্ত্তী প্রহরীগণ প্রধান সেনা-নিবেশের বহু অগ্রে অগ্রে ঘুরিতেছিল,—সুতরাং এইরূপ উভয় পক্ষের প্রহরীর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হইলেই যুদ্ধ ঘটিত; কিন্তু সে সকল সামান্য মারামারি মাত্র; তাহাকে যুদ্ধ নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। তবে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটা অপেক্ষাকৃত বড় যুদ্ধ হইল। ইহাতে জাপানিগণ ৭০০ ও রুষগণ ৩৫০ জন সেনা হারাইলেন। তাহাতেই রুষগণ ভাবিলেন যে জাপানিগণ লিওযাং হইতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস শেষ হইয়া গেল,—তবুও জাপানিগণ লিওযাং হইতে অগ্রসর হইলেন না।

জাপানিগণ তাহাদের পূর্ব্ব যুদ্ধ সজ্জাতেই অবস্থিত রহিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি ওয়ামা লিওযাংয়ে বাস করিতেছেন। জাপানের দক্ষিণ সেনাদল লইয়া কুরোকি জেনতাই কয়লার খনির নিকট অবস্থান করিতেছেন। মধ্য সেনাদল লইয়া নজু রেল-লাইনের দুই পার্শ্বে অবস্থিত। তাঁহার এক দিকে কুরোকির সেনাদল অপর দিকে ওকুর সেনাদলের সহিত মিলিত। রেলের পশ্চিম দিকে ওকু সসৈন্যে অবস্থিত। এই সমস্ত জাপসেনার সংখ্যা ১৪০০০০ পদাতিক, ৬৩৮০ অশ্বারোহী ও ৬৩৮টী কামান। রুষগণ জাপসেনার সংখ্যা এই সময়ে এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে বলেন যে জাপসেনা ও কামানের সংখ্যা ইহাপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। যাহাই হউক মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে উভয় পক্ষে দুই লক্ষ করিয়া চারি লক্ষ সেনা ও প্রায় দেড় হাজার কামান ছিল। এরূপ এক

স্থানে এত সেনা সন্নিবেশ আর কোন আধুনিক যুদ্ধে হইয়াছে কিনা সন্দেহ!

সেপ্টেম্বর মাসের শেষে সহসা জাপানী সেনাপতিগণ তাঁহাদের যুদ্ধ সজ্জার পরিবর্ত্তন করিলেন। এত দিন তাঁহারা শত্রুগণকে সম্মুখে আক্রমণ করিবারই আয়োজন করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে হঠাৎ তাঁহারা আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহারা বেশ সংবাদ পাইয়াছেন যে কুরোপাট্‌কিন তাঁহাদিগকে সসৈন্য আক্রমণে উদ্যত হইয়াছেন। এক্ষণে আর শত্রু আক্রমণ যুক্তিসঙ্গত নহে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করাই কর্ত্তব্য, তজ্জন্য বিচক্ষণ ওয়ামা সত্বর সেইরূপ যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা ভুল সংবাদ নহে। স্বইচ্ছাই হউক আর সম্রাটের আজ্ঞাতেই হউক, অথবা আলেক্‌জিফের প্ররো-চনাতেই হউক, ২রা অক্টোবর তারিখে সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন তাঁহার সেনাগণের মধ্যে নিম্নলিখিত আজ্ঞাপত্র প্রচার করিলেন। এই আজ্ঞা পত্র এতই বিস্ময়জনক যে ইহার আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ প্রদান করিতে আমরা বাধ্য।

কুরোপাট্‌কিন লিখিয়াছিলেন:—"সাতমাস আগে যদ্ধ ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই শত্রুগণ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক পোর্টআর্থার আক্রমণ করিয়াছিল। সেই অবধি রুষ-যোদ্ধাগণ জলে ও স্থলে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া আমাদের মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু শত্রুগণ এখনও পদদলিত হয় নাই,—বরং নিজেদের উদ্ধতায় রুষের উপর জয়ের স্বপ্ন দেখিতেছে। মাঞ্চুরিয়ায় এত দিন যে অল্প সংখ্যক রুষ-সেনা ছিল, তাহাদের দ্বারা শত্রুদিগকে পরাজিত করিবার সম্ভাবনা ছিল না! যত সংখ্যক সেনা হইলে এই সকল উদ্ধত শত্রুকে পরাজিত করিতে পারা যায়, তাহা এই দূর দেশে আনিতে বহু ক্লেশ, পরিশ্রম,

অর্থব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। এই জন্য শত্রুগণকে তাসিচাও, লিওযাং প্রভৃতি স্থানে আমরা প্রতিবন্ধক দিতে পারি নাই। আমি সেনাগণকে বরং পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তোমরা সকলে বীরের ন্যায় শত্রুমৃতদেহে যুদ্ধস্থল আবরিত করিয়া, আমরা পূর্ব্বে যে সকল স্থান স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম, তথায় অতি সুশৃঙ্খলার সহিত উপস্থিত হইয়া আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলে। এইরূপে তোমরা সকল স্থানে শত্রুগণকে প্রতিবন্ধক দিয়া অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অতি কষ্টে ও বিপদাপদের মধ্যে এক্ষণে মুকৃডেনে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিয়াছ। কুরোকির সেনার সহিত লড়িতে লড়িতে বুক সমান কাদা ঠেলিয়া তোমরা দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে রসদের ও কামানের গাড়ী নিজ হস্তে ঠেলিয়া মুকৃডেনে আনিয়াছ। একজন আহত সেনা, একজনও বন্দী, একটা কামানও শত্রু হস্তে পতিত হয় নাই। আমি আন্তরিক দুঃখের সহিত তোমাদের পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ইহাই সে সময়ে বিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল। আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেই শত্রুগণকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিতে পারিব। এতদিনে আমাদের মাননীয় সম্রাট শত্রু দমনের উপযুক্ত বল ও সেনা আমাদের হস্তে সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই অগণিত সেনা রুষিয়া হইতে ৬৬৬৬ মাইল দূরে আনয়ন যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা তোমরা সকলেই বেশ উপলব্ধি করিতে পার। কিন্তু আমাদের স্বদেশবাসী বড় ও ছোট সকলের ঐকান্তিক পরিশ্রমে ও যত্নে এই বিস্ময়কর কার্য্য সমাধা হইয়াছে। আর কোন যুদ্ধে এইরূপ অসম্ভব কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই! সহস্র সহস্র সেনা, শত শত অশ্ব, কোটী কোটী মণ রসদ ও যুদ্ধোপকরণ আমাদের অত্যাশ্চর্য্য রেলপথে এই দূর মাঞ্চুরিয়ায় নীত হইয়াছে। যে সেনা সমবেত হইয়াছে, শত্রুগণ চির বিজিত করিবার পক্ষে তাহাও যদি যথেষ্ট না হয়, আরও

সেনা আসিবে,—কারণ শত্রুকে সমূলে বিনাশ করাই আমাদের সম্রাটের সুদৃঢ় ইচ্ছা। এতদিন শত্রুগণ আমাদের বেষ্টন করিবার প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছে। সেজন্য তাহাদের সুবিধা মত তাহারা আমাদের আক্রমণ করিয়াছে,—কিন্তু এত দিনে আমাদের শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার সময় আসিয়াছে। এত দিনে আমরা জাপানিগণকে যাহা হুকুম করিব, তাহাই তাহারা করিতে বাধ্য হইবে। আমাদের বল এত দিনে পূর্ণ হইয়াছে। এত দিনে আমরা শত্রু আক্রমণে অগ্রসর হইব। আমরা সেনা সংখ্যায় পূর্ণবলে বলীয়ান, কিন্তু তথাচ সেনাপতিগণ হইতে সামান্য সেনা পর্য্যন্ত সকলে শত্রুগণকে দলিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। প্রাণ যায় যাইবে, দেশের মান রক্ষা করিতে হইবে,—জাপানিগণকে পরাজিত করা চাই। এই জয় রুষের পক্ষে কত প্রয়োজন, তাহা বিশেষ করিয়া বলা নিস্প্রয়োজন। আমাদের বীর ভ্রাতাগণ পোর্টআর্থার দুর্গে এই সাত মাস অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে মুক্ত করা আমাদের প্রধান কার্য্য। আমাদের বীর সেনাগণ আমাদের সম্রাটের ও স্বদেশের জন্য বহু যুদ্ধ করিয়া বীরাগ্রণী বলিয়া পৃথিবী মধ্যে মাননীয় ও যশস্বী হইয়াছে। প্রাচ্যে রুষ-রাজ্যের মান ও প্রতিপত্তির বিষয় সকলে প্রতি মুহূর্ত্তে চিন্তা কর,—সম্রাট তোমাদের হস্তেই রুষিয়ার মান সম্ভ্রম রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ রাখ যে সমস্ত রুষ-সেনামণ্ডলীর মান ও যশ রক্ষার ভার তোমাদের উপর এক্ষণে অর্পিত হইয়াছে। সমস্ত রুষ-দেশ ও সেই মহাসাম্রাজ্যের গৌরবান্বিত সম্রাট সর্ব্বদা তোমাদের জয় ও মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন ও তোমাদের উপর সর্ব্বদাই আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন! তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে বলীয়ান হও,—এস, সকলে অগ্রসর হও,—নির্ভয়ে শত্রুর উপর পতিত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত স্বদেশের কর্ত্তব্য সাধন কর,—ইহাতে আমরা প্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। ভগবানের আশীষ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।"

এই অহঙ্কারপূর্ণ পত্রে, কুরোপাট্কিনেরই হউক, অথবা সম্রাটের আজ্ঞাতেই হউক, পরিণামে কি ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিল, এক্ষণে আমরা তাহাই বলিব।

দশম পরিচ্ছেদ।

সাহো যুদ্ধ।

৫ই অক্টোবর কুরোপাট্কিন সসৈন্যে জাপানিদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। পূর্ব্বে একবার তেলিস্সতেও রুষ জাপগণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাহা কেবল ৩০ হাজার সেনা লইয়া,—এবার রুষ-সেনাপতি দুই লক্ষের অধিক সেনা ও প্রায় হাজার কামান লইয়া জাপগণকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে চলিলেন। তাঁহারা লিওযাং পুনরাধিকার করিয়া উদ্ধত জাপগণকে তাড়াইয়া সমুদ্রতীরে লইয়া ফেলিয়া পোর্টআর্থার উদ্ধার করিবেন,—মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়া রুষ বীরদর্পে অগ্রসর হইল।

এই মহাযুদ্ধের সম্পূর্ণ বর্ণনা করা একরূপ অসাধ্য। প্রায় ৩৬ মাইল লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র। উভয়দিকে চারি লক্ষের অধিক সেনা ও প্রায় দেড় হাজারের উপর কামান। ইহা এক পক্ষের দুর্গে অবস্থান,—অপর পক্ষের দুঃসাধ্য আক্রমণ নহে। ইহা খোলা স্থানে,—পাহাড় পর্ব্বত জঙ্গলে,—শস্যক্ষেত্রে,—নদীর জলে,—প্রায় একটা দেশ জুড়িয়া যুদ্ধ। বিশেষতঃ ইহা একদিনের যুদ্ধ নহে,—এই ভীষণ যুদ্ধ ক্রমান্বয় এক সপ্তাহ চলিয়াছিল,—তজ্জন্য ইহার বিশেষ বিবরণ কেহই দিতে সক্ষম হন নাই।

কুরোপাট্কিন এবার জাপানিদিগের যুদ্ধসজ্জার অনুকরণ করিতে দ্বিধা করিলেন না। জাপানিগণ যেমন তিন দলে লিওযাং বেষ্টিত করিতে

আসিয়াছিলেন, তিনিও ঠিক সেইরূপ তিন দলে অভিযান করিলেন। কিন্তু সেনাপতি ওয়ামা তাঁহার ন্যায় আক্রমণের প্রত্যাশায় সুদৃঢ় দুর্গ মধ্যে বসিয়া রহিলেন না। তিনিও সদলে অগ্রসর হইলেন! তাঁহার সেই পূর্ব্বের দিকে বামে ওকু,—মধ্যে নজু,—দাক্ষিণে কুরোকি!

লিওযাং ও মুকডেনের মধ্যস্থলে সাহো নদী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রবাহিত,—ইহার সহিত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখানদী মিলিত হইয়াছে। সাহোর উপর একটী রেল পোল আছে,—নিকটে একটী সামান্য গ্রাম। উভয়দলে এই নদীর তীরে তীরে ৩০।৩৫ মাইল স্থান জুড়িয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

৫ই হইতে ৮ই পর্য্যন্ত কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল,—প্রকৃতপক্ষে সাহো যুদ্ধ ৯ই হইতে আরম্ভ হইল। এইদিন রুষগণ জাপানিগণকে হটাইয়া একটা ক্ষুদ্র পাহাড় দখল করিল। কেবল ইহাই নহে, রুষগণ প্রায় ৩০ হাজার সেনা লইয়া কুরোকিকে বেষ্টনের জন্য জেনতাই কয়লার খনি আক্রমণ করিল। তাহারা ক্রমান্বয় এইদিকে সেনা পাঠাইতে লাগিল। এ অবস্থায় যুদ্ধবিদ্যায় সম্পূর্ণ একাধিপত্য না থাকিলে জয়ের আশা নাই,—কুরোকি সে বিষয়ে পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। রুষগণ কিছুতেই জাপানিগণকে হটাইতে পারিল না,—উভয় দলই অতি সতর্কভাবে যুদ্ধক্ষেত্রেই রাত্রিযাপন করিল।

৯ই তারিখে আর বড় যুদ্ধ হইল না,—কারণ, জাপানিগণের মধ্য ও বাম সেনাদল অনেক দূরে ছিল,—তাহাদের রুষের সহিত এখনও সাক্ষাৎ ঘটে নাই। তবে যে সকল জাপ প্রহরীরূপে অগ্রে ছিল, তাহাদের সহিত সামান্য যুদ্ধ ঘটিল,—তাহারা রুষের অগ্রসয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িল।

১০ই তারিখে নিকটবর্ত্তী চারিদিকে যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখনও দুই দলে স্পষ্ট সংঘর্ষণ ঘটে নাই। ১১ই তারিখে সাহো তীরে উভয়পক্ষে ৩০।৩৫ মাইল স্থান লইয়া যুদ্ধ ঘটিল। উভয় পক্ষই ভীষণ বীরত্বে

যুদ্ধ করিতেছেন, এখনও কাহার জয় হয়, কাহারই বা পরাজয় হয়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

১২ই আবার ঘোরযুদ্ধ চলিতে লাগিল। রুষগণ কিছুতেই জাপানিগণকে পরাজিত করিতে পারিল না,—বরং স্থানে স্থানে তাহারা পরাজিত হইয়া তাহাদের কামান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। ওকু তাহাদের ২৫টী কামান ও নজু ১৩টী কামান অধিকার করিলেন।

১২ই সন্ধ্যার সময় সকলেই বুঝিলেন যে রুষের আক্রমণ বৃথা হইয়াছে। এতক্ষণ জাপানিগণ আত্মরক্ষাতেই নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা রুষগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৩ই প্রাতঃকালেই রুষগণ পশ্চাৎপদ হইল। কিন্তু তথনও যুদ্ধ চলিতেছে। এক্ষণে ওয়ামা রুষগণকে ঘেরাও করিবার চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু ১৩ই তারিখে তিনি বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এই দুইদিন ভীষণ ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত হইতেছিল। এই ভীষণ দুর্য্যোগে উভয়পক্ষ যুদ্ধ করিতেছে! আমরা পূর্ব্বে বহুবার রুষ ও জাপের যুদ্ধের বর্ণনা দিয়াছি,—এখানেও সেই ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল। কখনও এক পক্ষ এক স্থান অধিকার করিতেছে, অপর পক্ষ আবার তাহা পুনরাধিকার করিতেছে। সেনাপতিগণের এই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাদের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষিত হইতেছে। এ কেবল বুদ্ধিবলের যুদ্ধ,—গোলাগুলি, কামান বন্দুকের যুদ্ধ নহে! কুরোপাট্‌কিন সমস্ত জাপানী সেনা বেষ্টিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন,—তাহা হইলে একদিনেই এ রক্তারক্তি কাণ্ডের অবসান হইয়া যায়। যাহাতে কুরোপাট্‌কিন এ কাজ করিতে না পারেন, ওয়ামা সেইরূপে তাঁহার সেনা চালনা করিতেছেন! অপূর্ব্ব ব্যাপার! অবশেষে কুরোপাট্‌কিনেরই পরাজয় ঘটিল;—তখন ওয়ামা তাঁহাকে সদলে বেষ্টন করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এবারও কি কুরোপাট্‌কিন তাঁহার হস্ত হইতে পলাইতে পারিবেন? আজিকার মহাযুদ্ধ সম্পূর্ণ সতরঞ্চ ক্রীড়া!

১৪ই তারিখেও যুদ্ধ চলিল,—কিন্তু তখন পশ্চাৎ হইতে রুষ-সেনা মুক্‌ডেনের পথ ধরিয়াছে। ১৫ই ঐরূপ যুদ্ধ চলিতে লাগিল,—জাপানিগণ অগ্রসর হইতেছে,—রুষগণ পশ্চাৎপদ হইতেছে। ১৫ই সন্ধ্যাকালে সাহো যুদ্ধ শেষ হইল,—জাপানেরই আবার জয়-পতাকা উড়িল, কিন্তু এবারও জাপানিগণ কুরোপাট্‌কিনকে ঘেরাও করিতে পারিল না; পারিলে আর ভবিষ্যতে ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইত না।

এই লোমহর্ষণ ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ অসম্ভব! সমস্ত সাহো নদীর জল মনুষ্য রক্তে লাল হইয়া গিয়াছিল বলিলেই বোধ হয়, এ ভয়ঙ্কর ব্যাপারের কিয়ৎ ভাব উপলব্ধি হইবে।

একদিন একজন আহত রুষ-সেনাধ্যক্ষ কয়েকজন সেনা লইয়া সেনাপতির সম্মুখে হাজির হইলেন। ইহা দেখিয়া সেনাপতি ক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিলেন,"কোন্ সাহসে তুমি এ সময়ে তোমার রেজিমেণ্ট (এক হাজার সেনার একটা দল) ছাড়িয়া আসিয়াছ? এখনই ফিরিয়া যাও;—কোথায় তোমার রেজিমেণ্ট?"

তিনি সেই কয়েকটা আহত সেনা দেখাইয়া বলিলেন, "মহাশয়! এই আমার রেজিমেণ্ট,—আর সকলই গিয়াছে।"

একজন রুষ-সেনা বন্দুক ফেলিয়া দিয়া জাপানিদিগের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয় দলই উন্মাদ,—উভয় দলের একজনেরও প্রাণ রক্ষা হইল না।

আর একস্থানে একজন রুষ-সেনাধ্যক্ষ তাঁহার রেজিমেণ্টের অবশিষ্ট কয়েকজন সহ কতকগুলি জাপানিদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। জাপগণের গুলি ফুরাইয়া গিয়াছিল,—তাহারা পাথর, ঘুসি, বেয়নেট—যাহাতে সুবিধা পাইল, তাহাই লইয়া লড়িতে লাগিল।

একদিন স্বয়ং কুরোপাট্‌কিন অশ্বারোহণে একদল সেনা লইয়া জাপানিগণকে আক্রমণ করিলেন,—উভয় পক্ষেরই বীরত্ব অতুলনীয় ও বিস্ময়কর।

গোলাগুলি বৃষ্টির মধ্যে জাপগণ নদী পার হইতেছে।

[২য় খণ্ড. ১৯ পৃষ্ঠা।]

নজু ও কুরোকি তাঁহাকে তাড়া করিয়া লইয়া চলিলেন। ওয়ামার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই সত্য,—তিনি এবারও রুষ-সেনা বেষ্টন করিতে পারিলেন না সত্য,—কিন্তু এখনও তিনি আশা ত্যাগ করেন নাই,—তিনি সেই উদ্দেশ্যেই সেনা-চালনা করিতে লাগিলেন।

রুষগণ সাহো নদী পার হইয়া মুকৃডেনের দিকে যাইতেছিল,—তিনিও ১৬ই তারিখে সসৈন্যে সাহো নদী পার হইলেন। তাঁহার বহু উত্তরে কুরোকি রুষগণের পথরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন,—ওকু অপরদিক দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন,—নজু মধ্যে আসিয়া পলাতক-দিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় তত না হউক, এখনও রক্তারক্তি ঘটিতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সাহো যুদ্ধের পরে।

কুরোপাট্‌কিন এত দিন পরে সসৈন্যে জাপান ধ্বংসার্থ অভিযান করিয়াছিলেন,—কিন্তু এবারও তাঁহাকেই পরাজিত হইতে হইল। ১৫ই তারিখে জাপানের জয় হইল সত্য, কিন্তু এ ভীষণ যুদ্ধ মিটিল না। ১৬ই তারিখে রুষগণ আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল;—আবার উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। কিন্তু এখানেও তাহারা পরাজিত হইল। তাহারা মুক্‌-ডেনের দিকে যাইতেছিল,—কিন্তু জাপগণ পশ্চাতে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে,—কাজেই মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে ফিরিয়া জাপগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছিল। ১৭ই তারিখেও এইরূপ চলিল;—এখন জাপানিগণ মুকৃডেন হইতে কেবল ১২ মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন! ১৮ই তারিখেও উভয় দলে গোলা গুলি চলিল,—তাহার পর এই ভীষণ

যুদ্ধ কয়েকদিনের জন্য স্থগিত রহিল। উভয় দলই এই ভয়ানক ব্যাপারের পর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এক সপ্তাহ ক্রমান্বয় যুদ্ধ,—রাত্রি ও দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম নাই ;—এরূপ যুদ্ধ আর হয় নাই। রুষদিগের দুই লক্ষ পদাতিক, ২৬ হাজার অশ্বারোহী ও ৯৫০ কামান এই মহাযুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল। জাপানিদিগের বলও ইহা হইতে কোন অংশে কম ছিল না! এরূপ গোলাযুদ্ধও পূর্ব্বে কোন যুদ্ধে হয় নাই। সমস্ত রুষ-তুরস্ক যুদ্ধে রুষগণ যত গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক অধিক গোলা তাঁহারা এই এক সাহো যুদ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য জাপানিগণ আবার তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক গোলা ছুড়িয়াছিলেন। ক্রমান্বয় আট দিন সাহো নদীর তীরে অগ্নি উদ্গীরিত হইয়াছে,—সাহোর দুই তীর নরদেহে আবরিত হইয়া গিয়াছে। মোট কত লোক এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। জাপান সেনাপতি বলেন যে তাঁহার ১৫৮৭৯ সেনা ও সৈন্যাধ্যক্ষ হতাহত হইয়াছিলেন। রুষগণ বলেন, এই যুদ্ধে তাঁহাদের ৪৫ হাজার সেনা ও ৮০০ শত সৈন্যাধ্যক্ষ হত ও আহত হইয়াছিলেন। যে যুদ্ধে ৭০ হাজার লোক হতাহত হয়, তাহা যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

সে সময়ে মুকৃডেন হইতে একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন :—

"১১ই অক্টোবর হইতে আহতগণ মুকৃডেনে আসিতে আরম্ভ করিল কিন্তু ১৬ই তাহাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইল যে সহরের প্রধান রাজপথ আহতপূর্ণ ডুলি, গোযান, গাড়ি প্রভৃতিতে পূর্ণ হইয়া গেল! পথে, লোক চলাচল বন্ধ হইয়া উঠিল। সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন জাপ-আক্রমণে অগ্রসর হইলে, তাঁহার সঙ্গে রেড-ক্রসের সমস্ত ডাক্তার, শুশ্রূষাকারিণী ও হাঁসপাতালের সরঞ্জাম অগ্রসর হইয়াছিল,—কিন্তু এত

সংখ্যক আহতের পরিচর্য্যা করা কোন হাঁসপাতালেরই সাধ্য ছিল না। যাহাদের দূরে প্রেরণ করা সম্ভব, তাহাদিগকে রেলে তাইলিংয়ে গাড়ী গাড়ী পাঠান হইল। বহু সংখ্যক হারবিনেও চালান হইল। যাহারা মৃতপ্রায়, তাহারাই কেবল মুকৃডেনে রহিল। ডাক্তারগণ ও শুশ্রূষা-কারিণীগণ ক্রমান্বয় এক সপ্তাহ নিদ্রিত হইবার সময় পান নাই ;—কয়েক-জন শুশ্রূষাকারিণী যথার্থই এই অভাবনীয় পরিশ্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন!

কাহারও হাত নাই,—কাহারও পা নাই,—কেহ বাহু মূলে আহত,—সকলেরই দেহ রক্তে আপ্লুত! কেহ কাঁদিতেছে,—কেহ যন্ত্রনায় আর্ত্তনাদ করিতেছে,—কেহ বিকট মুখ করিয়া গাড়ীর উপর গড়াগড়ি দিতেছে,—কে এই দৃশ্যের যথোপযুক্ত বর্ণনা করিতে পারে?

ধারাবাহিকরূপে আহতগণ মুকৃডেনে আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার গ্রাম্যলোক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া সহরে আশ্রয় লইতে ছুটিয়াছে,—এই ভীষণ যুদ্ধে তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রাম সকল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে,—তাহারা সর্ব্বস্ব হারাইয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া কোনগতিকে সহরে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। মা শিশু পুত্র হারাইয়াছে,—স্ত্রী স্বামী হারাইয়াছে,—সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। চারিদিকের গ্রাম হইতে হাজার হাজার হতভাগ্য পরিবার মুকৃডেনের রাজপথে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে বাস করিতেছে। লিওযাং হইতে মুকৃডেন পর্য্যন্ত কোনস্থানে আর হতভাগ্য চীনেগণ নাই,—বিনা কারণে তাহাদের অনেকে প্রাণ হারাইয়াছে,—বিনা কারণে তাহারা সর্ব্বস্ব হারাইয়া আজ পথের কাঙ্গাল হইয়াছে! সভ্য জগতে যুদ্ধ নামক রাক্ষস যতদিন তাণ্ডব নৃত্য করিবে, ততদিন মানুষ কিরূপে সভ্য নামে গণ্য হইতে পারে তাহা বলা যায় না!

জাপান প্রাণের দায়ে এই রাক্ষসী রক্তে ধরা প্লাবিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—তাঁহারা আদৌ স্বইচ্ছায় এ যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই,—তাঁহাদের

পাপ নাই—পাপ রুষিয়ার। এই সহস্র সহস্র লোকের শোণিত,—আর এই সহস্র সহস্র লোকের চক্ষুজল সমস্তই তাহাদের উপর বর্ত্তিতেছে। যুদ্ধ বীরত্বের লীলা-ক্ষেত্র হইতে পারে,—কিন্তু দেবত্বের স্বর্গীয় আবাস নহে।

এই অষ্টাহব্যাপী রক্তস্রোতেও এই যুদ্ধরূপী রাক্ষসের রক্ত পিপাসা মিটিল না,—কুরোপাট্কিন আর একটী যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এই মাত্র। জাপানিগণের আরও বীরত্ব জগতে প্রচারিত হইল। রুষ সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন না,—কেবল আবার পশ্চাৎপদ হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে রুষিয়া পর্য্যন্ত রেল দিবারাত্রি চলিতেছে। এই যুদ্ধে রুষ যে ৪০।৫০ হাজার সেনা হারাইলেন, ১৫ দিনে রুষিয়া হইতে তাহার দ্বিগুণ সেনা আসিতে পারিবে। অন্য দিকে জাপান দেশ হইতে এখন অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে দেশের নিকট থাকায় যত সুবিধা তাঁহাদের ছিল, এক্ষণে তাঁহাদের আর তত সুবিধা নাই। তবে তাঁহাদের পশ্চাতেও রেল আছে,—তাঁহারাও অতি শীঘ্র দেশ হইতে সেনা আনিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই ঘটিল। এক পক্ষ পরে রুষ ও জাপান আবার ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় সমবলে বলীয়ান হইলেন। কুরোপাট্কিনের অধীনে এখনও আড়াই লক্ষ সেনা ও প্রায় হাজার কামান! ইহার উপর প্রত্যহ রুষিয়া হইতে গাড়ী গাড়ী সেনা আসিতেছে,—সুতরাং রুষ এখনও যে প্রবল সেই প্রবল! জাপানিগণ রুষের এখনও বিষদাঁত ভাঙ্গিতে পারেন নাই!

এই সময়ে যে কারণেই হউক আলেক্জিফ দেশে চলিলেন! তিনি প্রকাশ করিয়া দিলেন যে সম্রাট তাঁহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন,—কিন্তু সকলে বুঝিল যে বোধ হয় তাঁহাকে আর কখনও মাঞ্চুরিয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে না! এখন কাহারই আর জানিবার বাকী নাই যে এই ভীষণ রক্তারক্তি ব্যাপারের মূলীভূত কারণই তিনি! দেশের লোক এই যুদ্ধের জন্য নানারূপে উৎপীড়িত

হইতেছিল—তাহারা কাজেই আলেক্‌জিফের উপর রাগত হইয়া উঠিয়া-ছিল;—আলেক্‌জিফ দেশে ফিরিলে কেহই আর তাঁহার সমাদর করিল না। তবে কেবল তাঁহার মুখ রক্ষার জন্য সম্রাট তাঁহার পদোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার সহিত সম্রাটের কি পরামর্শ হইল, তাহা জগতে প্রকাশ নাই; তবে এখন যে রুষ কেবল মানের দায়ে অতি কষ্টে জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই! এখনও রুষ সম্পূর্ণ পরাজিত হয় নাই সত্য,—কিন্তু জগতে জাপান ও জাপানিগণ প্রধান আসন অধিকারে সক্ষম হইয়াছেন। আর জাপান অসভ্য ও ক্ষুদ্র নহে! এখন জাপান অন্যান্য পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের ন্যায় মহাসাম্রাজ্য,—মহাশক্তি। জাপান এসিয়াখণ্ডের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন—জাপান এসিয়া খণ্ডের মান রাখিয়াছেন,—জাপান সমস্ত প্রাচ্য জাতির মধ্যে এক নূতন আলোক জ্বালিয়া দিয়াছেন;—কিন্তু প্রাচ্য চির ধীর, চির শান্ত, চির ধর্ম্মপ্রবণ ও চির সাধুত্বপূর্ণ,—সুতরাং ইয়োরোপের অনেকের যে "ইওলো পেরিল" বা প্রাচ্য হরিদ্রাবর্ণ জাতির দ্বারা যে তাঁহাদের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা, হইয়াছে—ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল! জাপান-সম্রাট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে তিনি যুদ্ধ বিগ্রহের চির বিরোধী। রুষগণ তাঁহাকে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বে এই যুদ্ধে বাধ্য করিয়াছে! নতুবা তিনি কখনই নরশোণিতে ধরা প্লাবিত করিয়া পাপসঞ্চয় করিতেন না!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বল্‌টিক-বাহিনী।

রুষের যুদ্ধ সাধ এখনও মিটে নাই। এখনও তাঁহারা জাপানকে পদদলিত করিবার দর্প অতি প্রগল্‌ভ স্বরে বলিতে ক্রটী করিতেছেন না। আমরা রুষের দুই নম্বর সেনাদলের কথা বলিয়াছি। এক্ষণে তাহারা

তিন নম্বর সেনাদল মাঞ্চুরিয়ায় প্রেরণ করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে এতদিনে তাহাদের বল্‌টিক-বাহিনী পোর্ট আর্থারে গমনের জন্য প্রস্তুত হইল।

৯ই ও ১০ই অক্টোবর তারিখে রুষ-সম্রাট তাঁহার সমস্ত যুদ্ধপোত নিজে পরিদর্শন করিলেন। তৎপরে মহা সমারোহে তাহাদিগকে জাপান ধ্বংসের আশীর্ব্বাদ দিয়া বিদায় করিলেন। ১৫ই অক্টোবর রুষের ৪২ খানি যুদ্ধপোত রণে যাত্রা করিল। তৎপরে ইহারা ধীরে ধীরে উত্তর সাগরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রুষের সঙ্গে সঙ্গে যেন এক পাপ শনি ঘুরিতেছিল। ২১শে অক্টোবর রাত্রে এই সকল যুদ্ধপোত এক ভয়াবহ কাণ্ড করিল। ইহাতে সমস্ত জগত স্তম্ভিত, বিস্মিত ও ভীত। সমস্ত ইংরেজ রণতরি মুহূর্ত্তে ভীম যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইল।

উত্তর সাগরে ইংরাজ ধীবরগণ মৎস্য ধরিতে যায়। ইহার জন্য তাহাদের প্রতি দলের এক একখানি ছোট ষ্টিমার আছে। তাহাতে তাহারা সমুদ্রে মাছ ধরিবার উপযোগী জাল লইয়া গমন করে। কতকগুলি এইরূপ জাহাজ একত্র হইলে তখন তাহারা দূর সমুদ্রে মাছ ধরিতে প্রস্থান করে।

২২শে নিশিথ রাত্রে ইংলণ্ডের হাল নামক সহরের জাহাজগুলি উত্তর সাগরের "ডগার বাঙ্ক" নামক স্থানে মাছ ধরিতেছিল। তাহাদের জাহাজের নির্দ্দিষ্ট আলোক সকল নিয়মিত জ্বলিতেছিল। তাহারা ৫।৭ মাইল সমুদ্র জুড়িয়া সকলে জাল ফেলিয়াছিল, সুতরাং এই সকল জাহাজ কি করিতেছে, সে সম্বন্ধে কাহারই বিন্দু মাত্র ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই সময়ে সহসা সেই গভীর রাত্রে ৫ খানি বড় বড় জাহাজ তাহাদের নিকটস্থ হইল। যাহারা ডেকের উপর ছিল, তাহারা দেখিল যে

এই পাঁচখানি সওদাগরি জাহাজ নহে,—ইহারা যুদ্ধপোত; কিন্তু কোন্ জাতির যুদ্ধপোত তাহা তাহারা স্থির করিতে পারিল না। তাহারা রুষ-যুদ্ধপোতের জাপান যাত্রার কথা শুনিয়াছিল। তাহাই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, "হয়তো এ সকল রুষ-যুদ্ধপোত!" অপরে বলিল, "তাহারা এদিকে আসিবে কেন। তাহাদের গমনের পথ এ দিকে নয়। বোধ হয় ইহারা আমাদেরই যুদ্ধপোত!" যাহাই হউক তাহাদের ভয়ের কারণ কিছুই ছিল না। এই স্থানে যে তাহারা মাছ ধরে, তাহা সকলেই জানিত; সুতরাং তাহাদের অনেকেই নিজ নিজ কার্য্যে মন দিল;—কয়েকজন মাত্র জাহাজগুলি দেখিতে লাগিল। যাহাতে তাহাদের জাহাজের উপর এই সকল জাহাজ না আসিয়া পড়ে, এই জন্য তাহারা এই সকল যুদ্ধপোত হইতে দূরে জাহাজ লইয়া গেল।

ধীরে ধীরে পাঁচখানি জাহাজ অগ্রবর্ত্তী হইয়া আসিল। তাহাদের মাস্তুলের "সার্চ্চ লাইটে" সমস্ত সমুদ্র দিনের মত আলোকিত হইয়া গেল। তাহারা ক্রমে অগ্রসর হইয়া দূরে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার পরেই আর একদল যুদ্ধপোত আসিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ এই সকল ধীবর জাহাজ গুলির উপর সার্চ্চলাইট নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পাছে ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, এই ভয়ে ধীবরগণ কেহ কেহ বড় বড় মাছ মাথায় তুলিয়া ধরিয়া যুদ্ধপোতকে দেখাইতে লাগিল। তাহারা যে মাছ ধরিতেছে,—তাহাদের অধিক সরিয়া যাইবার উপায় নাই,—তাহাই দেখান তাহাদের উদ্দেশ্য;—কিন্তু এই সকল জাহাজ সরিয়া গেল না। তাহারা ঘুরিয়া পশ্চাৎদিকে গেল। সহসা সেই গভীর নির্জ্জন রাত্রি কামানের আওয়াজে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সরলচিত্ত ধীবরগণ ভাবিল যে এই সকল জাহাজ মিথ্যা যুদ্ধ করিতেছে,—তাহাই তাহারা সকলে ছুটিয়া মজা দেখিতে আসিল। মিথ্যা যুদ্ধে গোলা ব্যবহৃত হয় না! কেবল ফাঁকা আওয়াজ হয়। তাহারা দেখিল তাহাদের উপর সত্য সত্য গোলা পড়িতেছে! এই ভীষণ

ব্যাপারে তাহারা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল—এ কি ব্যাপার! পুনঃ পুনঃ গোলা বৃষ্টি,—তাহাদের জাহাজের চারিদিকে গোলা পড়িয়া সমুদ্রের জল আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। কয়েকটা গোলা তাহাদের কোন কোন জাহাজেও পড়িতেছে,—এরূপ ভীষণ ব্যাপার তাহারা আর কখনও দেখে নাই। অনেক জাহাজ তাহাদেয় বহুমূল্য জাল কাটিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। অনেকের পলাইবার বুদ্ধি হইল না,—তাহারা এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে একেবারে নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা এই নিরপরাধ ধীবরগণের উপর গোলা চালাইয়া সম্মুখে একখানা জাহাজ ডুবিতেছে দেখিয়াও জলমগ্নোন্মত জাহাজের লোকদিগকে রক্ষা করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, রুষ-যুদ্ধপোত সকল অবাধে দূর সমুদ্রে চলিয়া গেল।

"ক্রেন" নামে জাহাজখানি ডুবিতেছিল। তাহার একজন ধীবর এই লোমহর্ষণ ব্যাপারের নিম্নরূপ রোমাঞ্চকর বর্ণনা করিয়াছিল:—

"আমি কেবলমাত্র শয়ন করিয়াছি, এই সময়ে কামানের শব্দ শুনিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য উপরে গিয়া দেখিলাম কতকগুলি জাহাজের আলো আমাদের জাহাজের উপর পড়িয়াছে,—আর তাহারা আমাদের উপর গোলা চালাইতেছে। আমি নিচে যাইবার জন্য দৌড়াইলাম। আমার পশ্চাতে মাজি হগার্টও ছুটিল, কিন্তু সে সহসা পড়িয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আমার হাত উড়িয়া গিয়াছে।"

আমি তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এই সময়ে আর একটা গোলা আসিয়া নিকটে পড়িল;—তাহার এক খণ্ড আমার বাম হাতে বিঁধিল, কিন্তু আমি এতই স্তম্ভিত হইয়াছিলাম যে দশ মিনিটের মধ্যে জানিতে পারিলাম না যে আমি আহত হইয়াছি।

আমরা দেখিলাম যে "ক্রেন" ডুবিতেছে, তাহাই আমরা নৌকা

নামাইবার চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু দেখিলাম গোলায় জাহাজের সে দিক একেবারে উড়িয়া গিয়াছে! ফিরিয়া আসিয়া দেখি আমাদের ইঞ্জিনিয়ার পড়িয়া আছেন,—তাঁহার মাথার উপর ভাগ উড়িয়া গিয়াছে! আমাদের কাপ্তেন দেখি ডেকের উপর পড়িয়া আছেন,—তাঁহার মাথা নাই! আমাদের আরও একজনের মুখের সম্মুখভাগ উড়িয়া গিয়াছে!

আর একখানা জাহাজ হইতে একখানা নৌকা সত্বর গিয়া "ক্রেনের" দুই মৃতদেহ ও আহতগণকে লইয়া আসিল। তৎপরেই "ক্রেন" অদৃশ্য হইয়া গেল! কি নির্দ্দয় লোমহর্ষণ কাণ্ড করিয়াছে, রুষ-জাহাজ তাহা ফিরিয়াও দেখিল না।

২৩ শে অক্টোবর ধীবরগণ তাহাদের হত ও আহতগণ লইয়া হালে প্রত্যাগত হইল। তাহাদের জাহাজে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে, তাহারা জাহাজের মাস্তলের পতাকা নামাইয়া মধ্যে উড়াইয়া দিত। আজ তাহাদের মাস্তলে এই শোক চিহ্ন দেখিয়া, হালবাসিগণ সকলে সমুদ্র তীরে ছুটিল। যখন তাহারা শুনিল যে রুষগণ তাহাদের নিরপরাধ ধীবরগণের উপর গোলা চালাইয়াছে, তখন তাহারা ক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিল। যখন তাহারা কাপ্তেনের মস্তক শূন্য দেহ দেখিল, তখন তাহারা সম্পূর্ণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। পরদিন সমস্ত গ্রেট ব্রিটেনের প্রত্যেক সংবাদ পত্রে এই ভীষণ সংবাদ প্রচারিত হইল। সমস্ত ইংরাজ জাতি রুষের এই ঘোর অন্যায় কার্য্যের জন্য অতিশয় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

ইংরাজ-রাজমন্ত্রীগণ তৎক্ষণাৎ প্রচার করিলেন, "আমরা রুষ-রাজকে এ সংবাদ পাঠাইয়াছি। ইহার শীঘ্র একটা মীমাংসা করিতে তাঁহারা তিল মাত্র বিলম্ব করিবেন না।" স্বয়ং সপ্তম এড্ওয়ার্ড ও মহারাণী দুঃখ প্রকাশ করিয়া ধীবরগণকে পত্র লিখিলেন এবং হত ও আহতগণের স্ত্রী ও অন্যান্য পরিবারের সাহায্যে ৪৫০০ টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

২৫ শে অক্টোবর ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট রুষরাজকে এক পত্র লিখিলেন।

এই পত্রে লেখা হইল যে কাল বিলম্ব না করিয়া এই অন্যায় কার্য্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। এই ঘটনার বিশেষ সত্যাসত্য অনুসন্ধান করিতেও হইবে। যাহারা দোষী তাহাদের সমুচিত সাজা দিতে হইবে।

সেই দিনেই এই পত্র পাইবা মাত্র রুষের প্রধান মন্ত্রী রুষ-সম্রাটের নিকট হইতে ইংরাজ-দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "এই অতি শোচনীয় ঘটনার জন্য সম্রাট অতিশয় অনুতপ্ত। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া এই ঘটনার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। আর যাহাদের যাহা কিছু ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সমস্ত তিনি রাজকোষ হইতে দিবেন।"

রুষের প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছা নহে যে কোন ক্রমে ইংরাজের সহিত রুষের বিবাদ হয়, কিন্তু রাজ-সংসারে অনেক লোক ছিলেন, তাঁহারা এমনই ভাব দেখাইতে লাগিলেন যেন তাঁহারা উভয় রাজ্যে বিবাদ উত্থাপিত হইলে সুখী ভিন্ন দুঃখিত নহেন। রুষ-নৌবাহিনীর সেনাপতির এ সম্বন্ধে কি বলিবার আছে, তাহাও শীঘ্র জানিবার উপায় নাই। কারণ রুষ-জাহাজ যে এখন কোথায় তাহা কেহ জানে না। তাহারা কোন্ সমুদ্র দিয়া কোন দিকে গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

কিন্তু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট নীরবে বসিয়া রহিলেন না। ২৫শে অক্টোবর মন্ত্রীগণ প্রকাশ করিলেন যে ভূমধ্য সাগর, চানেল সাগর ও দেশস্থ সাগরের সমস্ত ইংরাজ যুদ্ধপোতকে একত্রে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে!

ইহার অর্থ যুদ্ধ! না জানি এ সংবাদ পাইয়া জাপানের জনসাধারণ মনে মনে কত আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন! "যায় শত্রু পরে পরে" অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? কি জাপানে বা পৃথিবীর কোন দেশে কোন বিচক্ষণ লোকই এরূপ মহা যুদ্ধের ইচ্ছা করেন না!

রুষ-জাপানের যুদ্ধের মধ্যে ইংরাজ-রুষে যুদ্ধ বাঁধিলে ফ্রান্স ও জার্ম্মানী নিশ্চয়ই রুষকে সাহায্য করিবার জন্য সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতেন। ইয়োরোপের সমস্ত রাজ্যই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়া যুদ্ধে মাতিত। তাহা হইলে পৃথিবী নর-শোণিতে একেবারে প্লাবিত হইয়া যাইত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যেরূপ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, এ মহাযুদ্ধ ঘটিলেও আধুনিক সভ্যতা, বিজ্ঞান, উন্নতি সকলই অকুল সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইত!

সৌভাগ্যের বিষয় এই বিষম ব্যাপার ঘটিল না,—কিন্তু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জগতে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় নৌ-বাহিনী যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করিলেন। এখনও ইংরাজের সমতুল্য নৌ-বাহিনী আর কোন রাজ্যের নাই। দুই কি তিন রাজ্য একত্রে মিলিত হইয়া লড়িতে আসিলেও ইংরাজ-নৌবাহিনীর সম্মুখীন হইতে পারে না। সমুদ্রে ইংরেজ অজেয়,—একমাত্র অধিপতি।

কয়েক দিনের মধ্যেই ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা যে কেবল রুষের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তাহা নহে। ইয়োরোপের দুই তিন রাজ্য যদি রুষের সাহায্যে অগ্রসর হয়, তবে তাহার জন্যও ইংরাজ-নৌবাহিনী প্রস্তুত হইলেন। এমন কি ইংরাজ রণপোতের গোলন্দাজগণ তাহাদের কামানের পার্শ্বে রাত্রে নিদ্রা যাইতে লাগিল; কখন যুদ্ধের আজ্ঞা প্রচার হয়, তাহা কে বলিতে পারে? তবে যাহাতে একটা মহা অনর্থ না ঘটে, যাহাতে বিবাদ আপোষে মিটিয়া যায়, রুষ ও ইংরাজের বিচক্ষণগণ তাহারই বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু যতদিন রুষ-রণপোতের সন্ধান না হইতেছে, ততদিন কোন বিষয়েরই কোন মীমাংসা হইতেছে না। সকলেই অতি উৎসুক ভাবে এই সকল রুষ-যুদ্ধপোতের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে লাগিলেন!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ-রুষ কলহ।

২৭শে অক্টোবর রুষের নৌবাহিনী স্পেন দেশের ভিগো নামক বন্দরে উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য, রুষ ইংরাজের সহিত এ অবস্থায় যুদ্ধ করিতে কিছুতেই সম্মত বা সক্ষম ছিলেন না। তাঁহারা আড্‌মিরাল রোজডেষ্টভেনস্কির নিকট কৈফিয়ত চাহিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন :—

"উত্তর সমুদ্রে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ দুইখানা জাপানী টরপেডো বোট। ইহারা আলো নিবাইয়া অন্ধকারে আমাদের সম্মুখস্থ জাহাজকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। যখন আমাদের জাহাজের সার্চ্চ লাইট দ্বারা সমুদ্র আলোকিত হইল, তখন দেখা গেল যে তথায় আরও কতকগুলি ধীবরের জাহাজের ন্যায় জাহাজ রহিয়াছে। যাহাতে এই সকল ক্ষুদ্র জাহাজ আঘাতিত না হয়, আমাদের যুদ্ধপোত তাহার বিশেষ চেষ্টায় ছিল এবং যেমনই টরপেডো বোট দুইখানি দূরে পলাইল, অমনই তাহারা গোলা বন্ধ করিয়াছিল। তবে আমরা স্পষ্ট দুই খানি টরপেডো বোট দেখিতে পাইয়াছিলাম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় আমরা যাহা করিয়াছি, সকল যুদ্ধপোতই তাহা করিতে বাধ্য হইত। এ অবস্থায় ধীবরগণ যদি টরপেডো বোটের সহিত থাকিয়া আহত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি সমস্ত রুষ-নৌবাহিনীর নামে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।"

বলা বাহুল্য, কেহই একথা গ্রাহ্য করিলেন না। লণ্ডনস্থ জাপান-

দূত বলিলেন, "রুষ-সেনাপতি যে কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ হাস্য-জনক! জাপানী টরপেডো বোট কখনই গোপনে এতদূরে আসিতে পারে না! জাপান হইতে উত্তর সমুদ্রে আসিতে কত কাল লাগে,—এতকাল যদি তাহারা পৃথিবীর কোন বন্দরে না যায়, তাহা হইলে তাহারা কয়লা ও খাদ্যাদি কোথায় পাইবে?"

এ ন্যায়সঙ্গত কথা বোধ হয় রুষ-বুদ্ধি স্পর্শ করিল না। সে যাহা হউক, এক্ষণে রুষগণ যে জাপানিদিগের ভয়ে হাস্যজনক রূপে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এই সময়ে এই রাত্রে রুষ-যুদ্ধপোতে কি হইয়াছিল, তাহার কতক বিবরণ একজন রুষ-জাহাজের ভৃত্য দিয়াছিল, তাহা এই :—

"উত্তর সমুদ্রে যে দিন শত্রু আক্রমণ করে সে দিন রাত্রে আমি জাহাজের রন্ধনশালায় বাসন সকল ধুইতেছিলাম। আমার এখানকার কাজ শেষ হইলে, আমি সেনাধ্যক্ষগণের ভোজন গৃহে গিয়া দেখিলাম যে ছয়জন সেনাধ্যক্ষ বসিয়া তাস খেলিতেছেন। এই সময়ে একজন ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "জাপানীরা আমাদের উপর পড়িয়াছে!" অমনই সকলে ছুটিয়া জাহাজের উপর চলিলেন;—আমি নিম্নেই রহিলাম। একটু পরে একজন লোক আমার নিকট আসিয়া বলিল যে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ দুই গেলাস মদ চাহিতেছেন। আমি মদ লইয়া ডেকে উঠিয়াছি, অমনই গোলার আওয়াজ পাইলাম। ডেকের উপর সমস্ত লোক মুখ গুঁজড়িয়া শুইয়া পড়িয়াছে। সেনাধ্যক্ষগণ সকলেই কিছু না কিছু আবরণের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছেন। আমার এই সকল দেখিয়া বড়ই ভয় হইল। কারণ সেনাধ্যক্ষগণ সকলেই অতিশয় বিচলিত হইয়া সকলে এক সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতেছিলেন। একজন সেনানী তাঁহার মস্তকের উপর তাঁহার তরবারি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, "জাপানী—জাপানী!"

যাহাদের এরূপ জাপানী-ভয় ঘটিয়াছে, তাহাদের যুদ্ধে বহির্গত হওয়া একেবারেই বিহিত হয় নাই! যাহারা দিন রাত্রি জাপানী বিভীষিকা দেখিতেছে, তাহারা যুদ্ধ করিবে কিরূপে! যাহা হউক, ইংরাজ রুষ-নৌসেনাপতির কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। আবার উভয় গভর্ণমেণ্টে কথা চলাচল হইতে লাগিল। রুষ-রাজ যাহারা গোলা চালাইয়াছিল, তাহাদের আটক করিয়া দেশে আনিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য এক কমিসন নিয়োগেও সম্মত হইলেন। আরও সম্মত হইলেন যে যাহারা দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, তাহাদের তিনি সমুচিত দণ্ড প্রদান করিবেন। যাহাতে রুষের সহিত ইংরাজের এ বিবাদ আপোষে মিটিয়া যায়, সেই জন্য ফ্রান্সও বিশেষ যত্ন পাইতে লাগিলেন। জার্ম্মানীও রুষকে নরম করিয়া আনিলেন। যাহা হউক ২৫শে নভেম্বর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে দুই গভর্ণমেণ্টে এক সর্ত্ত পত্র সাক্ষরিত হইল; তাহা এই :—

এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের জন্য এক কমিসন নিযুক্ত হইবে। এই কমিসনে পাঁচজন মেম্বর বসিবেন। এই পাঁচজনের মধ্যে একজন ইংরাজের, আর একজন রুষের উচ্চপদস্থ নৌ-সেনাপতি হইবেন। অপর তিনজনের মধ্যে একজন ফরাসীর ও একজন মার্কিনের ঐরূপ উচ্চপদস্থ নৌ-সেনাপতি হইবেন। এই চারিজনে একজন পঞ্চম মেম্বর স্থির করিয়া লইবেন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া যাহাদিগকে দোষী বিবেচনা করিবেন, রুষ-গভর্ণমেণ্ট তাহাকেই দণ্ড দিতে বাধ্য হইবেন।

একটা পৃথিবী ব্যাপ্ত সর্ব্বনাশকারী যুদ্ধ হয়, ইহা কাহারই অভিপ্রেত নহে,—তাহাই আপোষে এই ব্যাপার মিটিয়া গেল। ইংরাজ তাঁহাদের যুদ্ধসজ্জা প্রতিরোধ করিলেন,—উপস্থিত গোল মিটিল। কিন্তু রুষ-যুদ্ধপোতগুলির জাপানভীতি ছুটিল না। তাহারা দিন রাত্রি জাপানের ভয়ে সশঙ্কিত অবস্থায় ধীরে ধীরে জাপানের দিকে চলিল।

জিব্রাল্‌টর নামক স্থানে আসিয়া রুষ-নৌবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। একদল আফ্রিকা ঘুরিয়া জাপানের দিকে গমন করিবে। অপর দল সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া সেই পথে দূর প্রাচ্য সমুদ্রে গমন করিবে; পরে ভারত সমুদ্রে পড়িয়া আবার দুই দল একত্রে মিলিত হইবে। তখন তাহারা জাপানের যুদ্ধপোত সকল ধ্বংস করিতে অভিযান করিবে। এই কার্য্যে তাহারা কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা পরে বলিব। এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে কি হইতেছে, তাহাই দেখা আবশ্যক!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পোর্ট আর্থারের অবস্থা।

আমরা বলিয়াছি যে জাপগণ এক্ষণে পোর্টআর্থারের অতি নিকটস্থ হইয়াছে। প্রায় প্রত্যহই ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে। কিন্তু রুষের ১৪টী দুর্ভেদ্য দুর্গ একদিনে জয় করা সম্ভব নহে। এ পর্য্যন্ত জাপানিগণ এই সকল দুর্গের দুই একটী মাত্র অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর তাহারা রুষের ১, ২, ৫ ও ৬ নম্বর দুর্গ আক্রমণ করিলেন।

অতি প্রাতঃকাল হইতে জাপানিগণ রুষের সমস্ত দুর্গে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহার পর দলে দলে জাপগণ দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। সময় সময় হাতাহাতি যুদ্ধও ঘটিল, কিন্তু জাপগণ রাত্রি পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না।

২০শে তারিখে আবার ভোর হইতে রুষ-দুর্গে ভীষণ "সার্পনেল" গোলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। আবার দলে দলে জাপানী পদাতিক সৈন্য রুষ-দুর্গ অধিকারে অগ্রসর হইল। বেলা ৯টার সময় তাহারা মই লাগাইয়া দুর্গের উপর উঠিল,—তৎপরে হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল! আর রুষগণ এ বীরত্বের

সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না,—রণে ভঙ্গ দিল; জাপগণ রুষের আর একটা দুর্গ অধিকার করিল। এই সময়ে অন্যদিকেও যুদ্ধ চলিতেছিল। সর্ব্বত্রই সেই তারের বেড়া, মাইন, গভীর পরিখা, তাহার পর সুদৃঢ় প্রাচীর। এই সকল দুর্ভেদ্য ব্যাপার উত্তীর্ণ হইয়া হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া রুষকে হটাইতে হইতেছে! যাহা হউক, এ দুর্গ হইতেও রুষগণকে পশ্চাৎপদ হইতে হইল। এই ভীষণ যুদ্ধে জাপগণ এক হাজার সেনা হারাইলেন।

২১শে সেপ্টেম্বর জাপানিগণ রুষের আর একটা দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এ দুর্গ পূর্ব্বের দুর্গ হইতেও দুর্ভেদ্য। জাপগণ প্রায় এই দুর্গ অধিকার করিয়াছে, এই সময়ে জাপানী গোলন্দাজগণ শুনিল যে দুর্গ জয় হইয়া গিয়াছে, তাহাই তাহারা তৎক্ষণাৎ কামান বন্ধ করিল। ইহাতে রুষগণ সুবিধা পাইয়া জাপগণকে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিল,—তাহারা বহু হত ও আহত রাখিয়া হটিয়া আসিল।

পুনঃ পুনঃ চেষ্টাতেও জাপগণ দুর্গ দখল করিতে পারিল না। তাহারা আবার এই দুর্গ ২৩শে ও ২৪শে তারিখে আক্রমণ করিল, কিন্তু এ দুই দিনের অসম সাহসিক যুদ্ধেও তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না,—তবে তাহারা রুষের এক বিশেষ ক্ষতি করিতে সক্ষম হইল। এইস্থানে রুষদিগের পানীয় জলের বিস্তৃত চৌবাচ্চা ছিল; জাপানিগণ তাহা অধিকার করিয়া লইল। তাহারা ইহার নল কাটিয়া দিল। আর এখান হইতে জল সহরে যাইতে পারিবে না; কিন্তু তাহাতে রুষগণের একেবারে পানীয় জলের অভাব হইল না; সহরের মধ্যেই কতকগুলি পানীয় জলের ঝরণা আছে,—এতদ্ব্যতীত সমুদ্রজল পানের উপযুক্ত করিবার যথেষ্ট যন্ত্রাদিও ছিল, কিন্তু এই চৌবাচ্চা হস্তচ্যুত হওয়ায় রুষের যে বিশেষ ক্ষতি হইল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু জাপানিগণকে ইহার জন্য অনেক প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইল। এই এক দুর্গ জয় করিতে তাহাদের ২৪০০ সেনা মরিল। কেবল ইহাই নহে,—এ পর্য্যন্ত তাহাদের কোন বড়

সেনাপতি মরেন নাই, কিন্তু এই ভীষণ যুদ্ধে বিগ্রেডিয়ার জেনারেল যামাতোতো প্রাণ হারাইলেন।

যাঁহারা স্বচক্ষে এই সকল ভয়াবহ যুদ্ধ দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন লিখিয়াছেনঃ—"জাপানিগণ অসমসাহসিক, অতুলনীয় বীরত্ব দেখাইয়াছে! প্রাণের মমতা না করিয়া তাহারা রুষের এই মৃত্যুযন্ত্র স্বরূপ দুর্গ সকল আক্রমণ করিয়াছে,—রুষগণ অসীম বলে প্রতিপদে তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিতেছে! তাহাদের মাথার উপর শত্রুদিগের গোলা উদ্গীরিত হইতেছে,—তাহাতে তাহাদের গ্রাহ্য নাই,—তাহারা জাপানী বেয়নেটের প্রতীক্ষায় অচল অটল ভাবে বসিয়া আছে। তাহাদের সাহস, সহ্য ক্ষমতা ও বীরত্বও ধন্য! উভয় পক্ষই উভয়ের উপর বোমা নিক্ষেপ করিতেছে। এই বোমার পলিতায় অগ্নি লাগাইয়া ছুড়িলে ১৫ সেকেণ্ডের মধ্যে ফাটিয়া গিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে! জাপানীরা ইহা ছুড়িবার জন্য এক বাঁশের ধনুকও ব্যবহার করিতেছে,—তাহাতে এই সকল "গ্রিনেড" বোমা ছয় শত হাত পর্য্যন্ত দূরে গিয়া পড়িতেছে। সময় সময় উভয় পক্ষে পাথর ছোড়াছুড়িও হইতেছে! রুষগণ তাহাদের তারের বেড়ার সমস্ত তারে কলে বিদ্যুৎ চালাই-তেছে,—তাহাতে হাত দিলেই মৃত্যু! কখনও জাপগণ গুলির অভেদ্য ঢালে অঙ্গ ঢাকিয়া এই সকল বেড়া কাটিবার চেষ্টা পাইতেছে;—কখনও বা তাহারা খোঁটাগুলার গায় দড়ি লাগাইয়া তাহা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা পাইতেছে! এ যে কিরূপ ভয়ানক কার্য্য, তাহা অনুভব করা সহজ নহে। জাপগণ সাধারণতঃ রাত্রে এই সকল বেড়া কাটিতেছে। তাহারা অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া বেড়ার নিকট শুইয়া পড়িতেছে। তাহার পর সেই অবস্থায় একে একে তার কাটিয়া ফেলিতেছে! যখন রুষগণের সার্চ্চ লাইটের আলো তাহাদের উপর পড়িতেছে, তখন তাহারা মড়ার মত পড়িয়া রহিতেছে। রুষগণ শীঘ্রই জাপের এ ধূর্ত্ততা বুঝিতে পারিল,—

তখন তাহারা আহত ও হত দেহের উপরও গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল।”

এরূপ যুদ্ধ ব্যাপার পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত আর হয় নাই! তিল পরিমাণ স্থান অধিকার করিতে জাপানিগণের বহুদিন লাগিতেছে। প্রায় এক বৎসর হইতে যায়, এখনও তাঁহারা পোর্টআর্থার দখল করিতে পারিলেন না। তবে পোর্টআর্থারস্থ অধিবাসিগণও বড় সুখে নাই। ৩০ টা গাধা রোজ মাংসের জন্য বলি হইতেছে,—তাহাও অর্দ্ধসের ৩৷৹ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। একটী ডিমের দাম দশ আনা হইয়াছে।

এই সময়ে জাপানিদিগের একখানি যুদ্ধপোত ডুবিল। হাইজেন নামক একখানি রণপোত পিজন উপসাগরে পাহারায় ছিল, কিন্তু রাত্রে ঝড় উঠায় জাহাজ খানি অন্যান্য যুদ্ধপোতের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইল;—কিন্তু সহসা একটা মাইনে আঘাতিত হইয়া ডুবিয়া গেল। ইহাতে ১৯৭ জন জাপানী প্রাণ দিল।

২৮ শে তারিখে জাপানিগণ পোর্টআর্থার ও বন্দরস্থ জাহাজ উভয়ের উপরই গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। এই গোলাবর্ষণে রুষের চারিখানি যুদ্ধপোত আঘাতিত হইল,—কতকগুলি ক্ষুদ্র ষ্টিমার ও নৌকাও ডুবিয়া গেল। কয়েকখানা ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

এই সময়ে পোর্টআর্থার হইতে এক ব্যক্তি নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন:—

“জেনারেল ষ্টসেল সম্রাটকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, ‘আমি আপনাদের সকলের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছি। পোর্টআর্থারই আমার সমাধি স্থান হইবে!’ সেনাপতি ষ্টসেল সকলের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বীরত্বের সঞ্চার করিয়াছেন,—তাহারা প্রাণ দিবে, তবু কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না!

“জাপানী গোলায় বন্দরের জাহাজ সকল খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া যাইতেছে।

বারুদঘর প্রভৃতি সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে! জলের চৌ-বাচ্চার নল জাপানিগণ কাটিয়া দেওয়ায়, এখন কুয়া খোঁড়া হইতেছে। আহারীয় দ্রব্য প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ঘোড়া জাপানী গোলায় মরিতেছে, সেনাগণ তাহারই মাংস অপূর্ব্ব বলিয়া আহার করিতেছে। সেনাগণের অর্দ্ধেক হত, আহত বা পীড়িত হইয়াছে।

"জাপানিগণ প্রত্যহই নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে। যখন শেষ দিন আসিবে, তখন সহস্র সহস্র জাপকে প্রাণ দিতে হইবে, কারণ সহস্র সহস্র মাইনে সহর বেষ্টিত।"

প্রতিদিন যুদ্ধ চলিতেছে। এক দিনও তাহার বিরাম নাই। সমস্ত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস এইরূপ যুদ্ধ চলিল,—রুষগণ প্রাণপণে দুর্গ রক্ষা করিতেছে,—জাপগণ প্রাণপণে তাহা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা পাইতেছে। তাহারা অনেকটা পোর্টআর্থারের নিকটস্থ হইয়াছে,—তাহারা এক্ষণে বড় বড় কামান সহরের নিকটেই স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সকল কামানের ভীষণ গোলা সহরে পড়িতে আরম্ভ করিলে, তথায় আর কিছুই থাকিবে না,—সকলই ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়া যাইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আলোচনা।

এখন উভয় পক্ষই বুঝিয়াছেন যে বীরত্বে কেহই কম নহেন;—তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছেন যে এ যুদ্ধ সহজে ও শীঘ্র মিটিবার নহে। এ অবস্থায় উভয় পক্ষ আর কত কাল যুদ্ধ চালাইতে পারিবেন, এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। আধুনিক যুদ্ধ প্রাচীন কালের

জাপ-রমণী হাসপাতালের শুশ্রূষাকারিণী রূপে ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছেন। [২য় খণ্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা।]

যুদ্ধের ন্যায় নহে! এখনকার যুদ্ধে বহু অর্থের প্রয়োজন,—লোকবলও যথেষ্ট আবশ্যক। জাপান ও রুষ আর কত দিন এই অগণিত অর্থব্যয়ে সক্ষম হইবেন, আর তাঁহারা কত সৈন্যই বা যুদ্ধস্থলে প্রেরণ করিতে পারিবেন,—ইহা এক্ষণে দেখা উচিত। প্রথমে দেখা যাউক জাপান এ যুদ্ধে আর কত সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। তাঁহারা দুই লক্ষের অধিক সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না,—প্রত্যহই কমিতে থাকে। ইহারই মধ্যে জাপানী হাঁসপাতালে প্রায় ৪৫ হাজার আহতের চিকিৎসা হইতেছে! প্রায় ৫০ হাজার জাপ বীর-শয্যায় শায়িত হইয়াছে। এই কয়মাসে যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানকে ক্রমান্বয় অন্ততঃ এক লক্ষ সেনা প্রেরণ করিতে হইয়াছে! এইরূপ আরও এক বৎসর যুদ্ধ চলিলে আরও কত সহস্র সেনা পাঠাইতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই! জাপান আর কত দিন আর কত সেনা পাঠাইতে সক্ষম?

জাপানের সকল যুবককেই আইনানুসারে বাধ্য হইয়া দুই তিন বৎসর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। তাহার পর তাহারা গৃহে গিয়া নানা ব্যবসা কার্য্যে লিপ্ত হয়। প্রয়োজন হইলে আবার তাহারা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইতে বাধ্য, কিন্তু এ কথা বলা বাহুল্য যে এ অবস্থায় তাহারা যুদ্ধ-বিদ্যার সকল বিষয়ে আর সুদক্ষ থাকে না। এক্ষণে জাপান-গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এই সকল সেনাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে বাধ্য করিয়াছেন;—তাহারা এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এক্ষণে তাহারা জাপানে কিরূপে শিক্ষিত হইতেছে, তাহা একজন সংবাদদাতা স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই আমরা নিম্নে লিখিতেছি:—

“এই সকল সেনা সর্ব্ব শ্রেণীর লোক হইতে আগমন করিয়াছে। কৃষক, রিক্স গাড়ীর কুলি, কুম্ভকার, পাচক, ফটোগ্রাফার;—এইরূপ নানা শ্রেণীর লোক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে! তাহাদের দেহ তত কঠিন বা বলিষ্ট নহে,—কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না।

যাহার জন্য এই কয়মাসে জাপান বীরত্বে জগৎ খ্যাত হইয়াছে, সেই অতুলনীয় দেশভক্তি রাজা ও প্রজা সকলের হৃদয়ে সম প্রবলভাবে বিরাজ করিতেছে! সুতরাং এই সকল সেনাকে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিতে সেনাধ্যক্ষগণের বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে না। যাহারা নিজেই যুদ্ধে যাইবার জন্য পাগল, তাহাদের যুদ্ধের উপযুক্ত হইতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। স্বদেশপ্রেম—স্বদেশভক্তি জাপানের প্রধান ধর্ম্ম।

যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্র সহস্র জাপ অবাধে প্রাণ দিতেছে কেন? কেবল স্বদেশভক্তির জন্য। তাহাদের এ যুদ্ধে অর্থলোভ নাই,—তাহাদের এ যুদ্ধে লাভের সম্ভাবনা কিছুই নাই;—কেবল স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিতেছে। সমস্ত জাপানবাসী যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে! গ্রাম, সহর, নগর, সর্ব্বত্র হইতে তাহারা আনন্দে যুদ্ধে গমনের জন্য রাজধানীতে আসিতেছে। অতি আনন্দিত চিত্তে তাহারা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

প্রথমে এই সকল সেনাকে দেহের বল বৃদ্ধির শিক্ষাই দেওয়া হইতেছে। প্রথম সপ্তাহে তাহাদের কেবল দলে দলে হাঁটিতে হইতেছে। প্রথম দিন দশ মাইল, পর দিন ১৫ মাইল, তার পর দিন বিশ মাইল, এইরূপ দিন দিন মাইল সংখ্যা বাড়াইয়া তাহাদিগের হাঁটিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইতেছে। প্রথম সপ্তাহে এইরূপ,—দ্বিতীয় সপ্তাহে দ্রুতবেগে হাঁটিতে হইতেছে! বলা বাহুল্য জাপসেনার যুদ্ধক্ষেত্রে সঙ্গে যে ভার বহন করিতে হইতেছে, ইহাদিগকেও তাহাই বহিতে হইতেছে!

দুই সপ্তাহের পর তাহাদিগকে আর এক কার্য্যে লাগিতে হইতেছে। রাজধানীর পার্শ্বে একটী ঘোড়-দৌড়ের মাঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ৭৫০ হাত দীর্ঘ। ইহার প্রথমেই ৯ ফুট প্রস্থ একটা থানা,—তাহার পর একটা ৪ ফুট উচ্চ বেড়া,—তাহার পর ৩০ ফুট প্রস্থ একটা খাল,—তাহার উপর কয়েকটা বাঁশ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর ৮ ফুট উচ্চ

একটা খোঁচা যুক্ত বেড়া, সব শেষে একটা নকল শত্রু দুর্গ! তাহার সম্মুখে ১০ ফুট গভীর ও কুড়ি ফুট প্রস্থ গর্ত্ত,—তাহার পর একটা প্রাচীর। এই সকল সেনা প্রত্যহ এই সকল প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গ-প্রাচীরে উত্থান শিক্ষা করিতেছে। খানা লাফাইয়া বেড়া পার হইয়া, বাঁশের উপর দিয়া চলিয়া, এইরূপ নানা বিঘ্ন বিপত্তি কাটাইয়া, দুর্গ প্রাচীরে উঠা সহজ কার্য্য নহে,—কিন্তু প্রত্যেক জাপানী ইহা শিক্ষা করিতেছে। এই সকল শিক্ষায় সুদক্ষ না হইলে, কাহাকেও বন্দুক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না।

তাহার পর তাহারা দলে দলে বন্দুক ছোঁড়া, বেয়নেট আক্রমণ প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছে। এইরূপ দুই মাস শিক্ষার পর তাহারা কোন বড় শিবিরে প্রস্থান করে,—তথায় বহু সেনার সহিত থাকিয়া কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয়, তাহারা তাহাই শিক্ষা করিতে থাকে। যখন তাহারা উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তখনই তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়।

এইরূপে জাপানের প্রায় সমস্ত সক্ষম অধিবাসীকে শিক্ষিত করা হইতেছে ;—সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জাপানের কোন দিনই লোকবলের অভাব হইবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে যত সেনাই হত, আহত ও পীড়িত হউক না কেন, জাপান সঙ্গে সঙ্গে অতি সত্বর সেই অভাব পূরণ করিতে পারিবেন। যদি দুই লক্ষের স্থানে ৪ লক্ষ সেনাও জাপানের প্রয়োজন হয়, তাহাও তাঁহারা অনায়াসে প্রেরণ করিতে পারিবেন। তবে ইহাতে যে দেশে কষ্ট হইতেছে না, তাহা নহে। উপার্জ্জনক্ষম লোক যুদ্ধে চলিয়া যাইতেছে, সুতরাং গৃহে গৃহে অর্থকষ্ট হইতেছে। জাপান-গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য তাহাদের অর্থ সাহায্য করিতেছেন সত্য,—কিন্তু উপার্জ্জনক্ষম লোক গৃহ ত্যাগ করিলে সে সংসারে কষ্ট অপরিহার্য্য। ইহাতে জাপানে দুঃখ নাই। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই যুদ্ধের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত,—কষ্ট কোন ছার!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অর্থবল।

রুষ ও জাপান, কোন পক্ষেরই এই মহা সমরে লোকবলের অভাব হইবে না। তবে জাপানিগণ স্বইচ্ছায় আনন্দের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিতেছে,—রুষকে অনেক সময়েই বলপূর্ব্বক সেনা পাঠাইতে হইতেছে! আরও দুই চারি বৎসর যুদ্ধ চলিলেও কাহারও লোকবলের অভাব হইবে না। কিন্তু লোকবলই সব নহে;—লোকবল থাকিলেও অর্থবল না হইলে আধুনিক যুদ্ধ কেহই দুই দিনও চালাইতে পারেন না!

জাপানের প্রধান ধনাধ্যক্ষ কাউণ্ট ওকুমা সেপ্টেম্বর মাসে বলিয়াছেন:—"যদি এই যুদ্ধ আরও দুই বৎসর চলে, তাহা হইলে জাপানে সম্ভবমত ১২০০ হইতে ১৩০০ হাজার মিলিয়ান 'যেন' অর্থাৎ ১২০ হইতে ১৩০ মিলিয়ান পাউণ্ড ব্যয় হইবে। আমাদের এখন যে সেনা আছে এবং অন্যান্য যে ব্যয় হইবে, তাহাতে জাপানের মোট ২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড দেনা হইবে। রুষের যুদ্ধ ব্যয় ৪০০ হইতে ৫০০ মিলিয়ান পাউণ্ড পড়িবে! সুতরাং তাহাদের যুদ্ধ ব্যয় আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক পড়িবে। জাপানের যতই যুদ্ধ-ব্যয় হউক না, তাহাদের তাহাতে বিশেষ ক্লেশ হইবে না। জাপানের কখনও টাকার অভাব হইবে না।"

যুদ্ধের বৎসর জাপানের ফসলও অতি উৎকৃষ্ট জন্মিয়াছিল। সে বৎসর ধান যেরূপ জন্মিয়াছিল, তেমন আর কখনও জন্মে নাই। আমাদের ন্যায় ধানই জাপানের প্রাণ। সুতরাং যখন যথেষ্ঠ পরিমাণ ধান জন্মিয়াছে, তখন জাপানিদিগের সহস্র যুদ্ধ হইলেও ক্লেশ পাইতে হইবে

না। ইহার উপর জাপানের দিকে ধর্ম্ম আছে বলিয়াই হউক আর তাহাদের সৌভাগ্যবশতঃ হউক, জাপানের কেসেন নামক প্রদেশে সহসা এক সোণার খনি আবিষ্কৃত হইল। ইহা হইতে বৎসরে বৎসরে ২।৩ মিলিয়ান পাউণ্ড মূল্যের সোণা জাপান-গভর্ণমেণ্ট পাইবেন। যখন টাকা জলের ন্যায় ব্যয় হইতেছে, সে সময়ে এরূপ সোণার খনি লাভ নিতান্ত সুভাদৃষ্টের কথা, সন্দেহ নাই।

রুষের এখনও বিশেষ অর্থের অভাব হয় নাই। ফরাসী প্রদত্ত ঋণের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি,—ইচ্ছা করিলে রুষ আরও অনেক টাকা ঋণ করিতে পারিবেন। তবে ভিতরে ভিতরে তাহাদের যে বিশেষ অভাব হইয়া আসিতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রুষের ধর্ম্মালয় সমূহে বহু অর্থ ও বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি আছে। এই সময়ে সকলে শুনিলেন যে প্রয়োজন হইলে রুষ-সম্রাট সে সকল অর্থ ও ধন যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য লইবেন। সুতরাং এ যুদ্ধ আরও দুই চারি বৎসর চলিলেও রুষের তত অর্থাভাব হইবে না।

উভয় পক্ষই ইহা বেশ বুঝিয়াছেন অর্থাভাবে ও লোকাভাবে কোন পক্ষই যুদ্ধ স্থগিত রাখিবেন না,—এ ভীষণ যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত চলিবে। কত দিন চলিবে,—কোন্ পক্ষ কতদিনে সম্পূর্ণ পরাভূত হইবেন,—তাহা কেহ বলিতে পারে না।

তবে রুষগণ জাপানিগণকে যে পূর্ব্বে হেয়জ্ঞান করিতেন, সে ভাব এখন আর নাই। জাপানিগণের অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বে, তাঁহাদের স্বর্গীয় মহানুভবতায়, এক্ষণে রুষগণের তাঁহাদের প্রতি বিশেষ মান্য ও ভক্তি জন্মিয়াছে; সমস্ত রুষ-দেশের লোকের জাপানিদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে। তাহার একটা কারণও ছিল। যে সকল রুষ-মৃতদেহ জাপানিগণকে সমাধি দিতে হইয়াছিল, সেই সকল মৃতদেহে যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, জাপানিগণ তাহা সযত্নে মৃতদেহের সেনার নম্বরের সহিত

তুলিয়া রাখিয়াছেন ; তৎপরে সেই সকল তাঁহারা অতি যত্নে রুষ-সম্রাটের নিকট পাঠাইয়া দিতেছেন। ঘড়ি চেন, অলঙ্কার, অঙ্গুরীয়, সিগারেট বাক্স, মণিব্যাগ, টাকাকড়ি তাঁহারা যাহা কিছু মৃতদেহের সঙ্গে পাইয়াছেন, তাহার সমস্তই ধারাবাহিকরূপে রুষিয়ায় উপস্থিত হইতেছে। এ কথা গোপন থাকে না। রুষ-গভর্ণমেণ্ট মৃত-সেনাগণের আত্মীয় স্বজনের নিকট সে সকল প্রেরণ করিতেছেন। চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে তাহারা এই সকল স্মরণ চিহ্ন গ্রহণ করিতেছে ; আর জাপানিগণের মহত্ত্ব মহানুভবতার শত মুখে প্রশংসা করিতেছে।

এক্ষণে জাপানে অনেক রুষ-বন্দী বাস করিতেছে। তাহাদিগের নিকট হইতে ধারাবাহিকরূপে দেশে আত্মীয় স্বজনের নিকট পত্র আসিতেছে। সেই সকল পত্রে কেবলই জাপানিগণের প্রশংসা। জাপানী হস্তে তাহারা যে কি সুখে আছে তাহারই বর্ণনা। এই সকল পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সমস্ত জগতের চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে! এরূপ মহানুভবতা কোন যুদ্ধে কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই।

রুষ-সাম্রাজ্যের প্রধান সংবাদপত্র "রুষ" এই সময়ে লিখিয়াছিলেন :—"যুদ্ধের প্রথমে সকলেই জাপানিগণকে ক্ষুদ্র "বানর" আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন। এরূপ বীরত্বপূর্ণ শত্রুকে এ নামে আখ্যাত করা কেবল যে অসভ্যতা তাহা নহে,—ইহা প্রকৃতই পাপকার্য্য। যুদ্ধের প্রথমে সকলেরই এই রকম মনের ভাব ছিল। রুষগণ সকলেই মনে করিতেন যে জাপানী কেবল অনুকরণ করিতে জানে,—আসল কাজে কিছুই নয়। এখন বোধ হয়, কাহারই আর সে মত নাই। আমাদের সেনাগণের অনেকে বন্দী হইয়া এক্ষণে জাপানে বাস করিতেছে। তাহারা জাপানিগণের যত্নের অশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিতেছে! এক্ষণে আমাদের জাপানিগণের উপর বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছে। জাপানিগণও আমাদের

অসীম বীরত্বে আমাদিগকে বিশেষ ভক্তি করিতেছে। আমাদের উভয় পক্ষেরই পূর্ব্ব মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! আমরা পরস্পরকে ভক্তি ও মান্য করিতে শিখিয়াছি। এই ভীষণ রক্তারক্তির মধ্যে আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে যে ভাব ঘটিয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় ভবিষ্যতে আমাদের উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্লাডিভস্‌টক্‌।

যদিও ভ্লাডিভস্‌টক্‌ বন্দর শীতের ছয় মাস জমিয়া বরফ হইয়া থাকে, তবুও রুষের এ প্রদেশে ইহা একটী প্রধান বন্দর। কেবল ইহা বন্দর নহে, রুষের ইহা একটী প্রধান সেনানিবাস। এখানে রুষ-সেনার সেনাপতি ছিলেন বিখ্যাত যোদ্ধা জেনারেল লিনিভিচ! তজ্জন্য সকলে ভাবিয়াছিলেন যে জাপানিগণ ইহাকেও পোর্টআর্থারের ন্যায় অবরোধ করিয়া রাখিবেন। অন্যপক্ষে জেনারেল লিনিভিচ এখান হইতে কোরিয়া আক্রমণ করিবেন। কিন্তু এই দুই ঘটনার একটীও ঘটিল না। যে কারণেই হউক জাপানিগণ ইহাকে পোর্টআর্থারের ন্যায় অবরোধ করিবার চেষ্টা পাইলেন না। লিনিভিচও কোরিয়ায় অভিযান করিলেন না। এইরূপে আটমাস কাটিয়া গেল। এই আট মাসের মধ্যে ভ্লাডিভস্‌টকের রুষ-যুদ্ধপোত কি করিয়াছিল, আমরা তাহাও বলিয়াছি। তাহারা আর কিছু না পারুক, এই কয় মাস জাপানিগণকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিয়াছিল। কামিমুরা আট মাস পরে ইহাদিগকে

কথঞ্চিত দণ্ড দিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর জাপানিগণ আর ভ্লাডিভস্টকের দিকে আসিলেন না।

লিওযাং জয় হইল। এতদিন লিনিভিচ কিছুই করেন নাই,—এক্ষণে সহসা তিনি প্রায় তিন হাজার সেনা জেন্‌সানের দিকে প্রেরণ করিলেন। জাপানিগণও বহু সেনা জেন্‌সান বন্দরে আনিলেন। উভয় পক্ষে এখানে যুদ্ধ হইবার সম্ভব ঘটিল। এতদ্ব্যতীত ভ্লাডিভস্টক সম্বন্ধে আর অধিক কোন সংবাদ প্রচারিত হইল না। আর যাহা প্রকাশ হইল, তাহা জনরব মাত্র।

এক সময়ে প্রচার হইল যে রুষগণ তাহাদের জলমগ্ন বোগাটির জাহাজ উত্তোলিত করিয়া কর্ম্মক্ষম করিয়াছে। আবার প্রকাশ হইল যে তাহাদের কামিমুরা কর্ত্তৃক খণ্ড বিখণ্ডিত গ্রমবই ও রোসিয়া জাহাজও কার্য্যক্ষম হইয়াছে,—শীঘ্রই ইহারা আবার সমুদ্রে বাহির হইবে। আবার ইহাও রটিল যে রুষের কয়েকখানা যুদ্ধপোত জাপানের কয়েক খানা জাহাজ ধরিয়া আনিয়াছে।

এই সময়ে এই প্রদেশে আর একটী ঘটনা ঘটিল,—তাহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সাইবিরিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে কামস্কাট্‌কা। এই খানে বৎসর বৎসর বহু জাপানী ধীবর বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজে সামুদ্রিক মৎস্য ধরিতে আইসে। সমুদ্রের ধারে তাহাদের কয়েকটা ছোট গ্রামও আছে। একটার নাম সিমুসু। এই গ্রামে অনেক গুলি জাপানী বাস করিত, তাহাদের দলপতি ছিলেন কাপ্তেন বুঞ্জি। রুষ-জাপানে যুদ্ধ বাধিয়াছে শুনিয়া তিনি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কতকগুলি জাপানী সঙ্গে লইয়া নিজে একটু যুদ্ধ করিতে বাহির হইলেন।

তিনি কামস্কাট্‌কার জাভিনো নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া নিকটবর্ত্তী চারিদিক লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। জাভিনোর উপর জাপানের জয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া তাহার নিম্নে এক বৃহৎ বিজ্ঞাপনপত্র

স্থাপিত হইল,—তাহাতে লিখিত হইল, "আজ হইতে এ দেশ জাপানের অধিকৃত হইল! যে ইহা স্বীকার না করিবে, তাহারই শিরশ্ছেদ করা হইবে।"

কিন্তু রুষগণ শীঘ্রই এই জাপানী বীরের সংবাদ পাইলেন। তাঁহারা দুই দিক হইতে দুই দল সেনা এই জাপযোদ্ধার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাহারা কাপ্তেন বুঞ্জিকে ঘেরাও করিয়া বন্দী করিল। তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে ১৫ জন যুদ্ধ করিতে করিতে মরিল। তাঁহার জাহাজ রুষের হস্ত হইতে পলাইয়া দূর সমুদ্রে অন্তর্হিত হইল। রুষগণ বুঞ্জির জাহাজ না পাইয়া বন্দরস্থ সমস্ত জাপানী ধীবর-জাহাজে আগুণ লাগাইয়া দিল; ইহাতে অনেক নিরপরাধী জাপানী ধীবর মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেনের পথে।

এক্ষণে আবার আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইব। সাহো যুদ্ধ জয় করিয়া মার্সাল ওয়ামা এক সপ্তাহ সেনাদিগকে বিশ্রাম লাভ করিবার সময় প্রদান করিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার পশ্চাতস্থিত স্থান সকলও সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন। ২৭শে অক্টোবর আবার জাপানী সেনা অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল।

সাহো নদী হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে ওয়াইতাওসান নামে একটা বৃক্ষ শূন্য পাহাড় ছিল। এই পাহাড় রুষগণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল,— পশ্চাতে তাহাদের বহু সেনা ছিল। এই পাহাড়ের উপর হইতে নিম্নে জাপানিগণ কোথায় কি করিতেছে, তাহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের উপরিস্থ রুষগণ জাপানের সমস্ত সংবাদই পশ্চাতস্থ রুষগণকে জানাইতেছিল। তজ্জন্য ইহাদিগকে এই পাহাড় হইতে দূরীকৃত করা জাপানিগণের নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। সুতরাং ২৭শে অক্টোবর কুরোকি ইহাদিগকে দূর করিতে চলিলেন।

কিন্তু কার্য্য সহজ নহে। জাপদিগকে খোলা স্থান দিয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে যাইতে হইবে,—উপরে রুষগণ কামান সহ বসিয়া আছে। জাপানিগণ প্রথমে পাহাড়ের উপর প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল; তাহার পর একদল পদাতিক সৈন্য শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে চলিল। বেলা চারিটার সময় জাপানিগণ কামান বন্ধ করিলেন। তৎপরে বেয়নেট ঝকিল,—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে জাপ-পদাতিকগণ রুষদিগের উপর পতিত হইল। জাপের এ ভী[illegible] আক্রমণে রুষ এ পর্য্যন্ত কখনও দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই;—আজও পারিল না। তাহারা রণে ভঙ্গ দিল,—পাহাড়ের অপর দিক দিয়া নামিয়া পলাইতে লাগিল। তখন জাপানিগণ পাহাড়ের উপর হইতে অবিরত গুলি গোলা চালাইয়া তাহাদের অনেককে মৃত্যু মুখে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সহসা তাঁহাদের অবস্থাও অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। মন্দিরের মস্তকে তাঁহারা জাপানের জয় পতাকা স্থাপিত করিতে না করিতে, দূরস্থিত রুষগণ পাহাড়ের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। জাপগণের মস্তকের উপর ক্রমান্বয় স্রাপনেল গর্জ্জিতে লাগিল; তাহাদের পক্ষে এ স্থানে আর থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। কিন্তু তবুও তাহারা সাহো যুদ্ধ জয় করিয়াছে,—তাহারা শীঘ্র সে স্থান পরিত্যাগ করিল না। রুষগণ পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত গোলা চালাইল;—ইতিমধ্যে তাহাদের বৃহৎ সেনাদল ধীরে ধীরে পশ্চাতে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

সমস্ত নভেম্বর মাসের মধ্যে আর কোন বৃহৎ যুদ্ধ ঘটিল না,—তবে এই মহা রক্তারক্তির মধ্যে কোন পক্ষই কোন দিন নিশ্চিন্ত নহে।

দিনের পর দিন অতীত হইতেছে বটে,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও চলিতেছে!

ওয়ামা সাহো নদীর এপারে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। অপর পারে বহু রুষ-সেনা আছে, কিন্তু ওয়ামা অগ্রসর হইতেছেন না। জাপগণ ব্যস্ত হইয়া কখনই কাজ করেন নাই,—এখনও করিলেন না। নিশ্চিত জয় হইবে, এরূপ আয়োজন না হইলে, জাপানী সেনাপতিগণ কখনও কোন যুদ্ধের পরে ব্যস্ততা পূর্ব্বক অগ্রসর হন নাই! সাহো নদীর তীরে ওয়ামা তাঁহার সেনা সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

কুরোপাট্‌কিনের অধিকাংশ সেনাই মুক্‌ডেনে আশ্রয় লইয়াছে;—তাহাদের দুঃখ কষ্টও অনেক কমিয়াছে। এক্ষণে আর অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নাই,—দিন একটু গরম বটে,—কিন্তু রাত্রি বেশ ঠাণ্ডা। মুক্‌ডেন বৃহৎ সহর,—তথায় রুষগণ সকল আহারীয় দ্রব্যই পাইতেছেন। দেশ হইতেও শীত বস্ত্রাদিও আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যে সকল রুষ-সেনা সাহো তীরে আছে, তাহাদের দুঃখের অবসান হয় নাই। তাহারা গর্ত্তে গর্ত্তে বসিয়া আছে;—দিনের মধ্যে একবার মাত্র আহার পাইতেছে,—তাহাও রাত্রে। আহারীয় দ্রব্য গরম করিবার জন্য আগুণ জ্বালিবার উপায় নাই,—তাহা হইলে সেই আগুণ দেখিয়া জাপানিগণ তাহাদের উপর গোলা চালাইবে; কিন্তু ইহাতেও তাহাদের চির আনন্দ নষ্ট হয় নাই!

এক্ষণে উভয় পক্ষের সম্মুখস্থ প্রহরিগণের পরস্পরে প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন শক্রতা ভাব নাই। মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষে সিগারেট প্রভৃতি আদান প্রদান হইতেছে,—হাসি তামাসাও চলিতেছে। যাহারা কাল পরস্পর পরস্পরের প্রাণ লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিল, আজ তাহাদের আর সে ভাব নাই।

পানীয় জল সম্বন্ধে উভয় দলে একটা বন্দোবস্ত হইল। কুয়ার জলে এত সেনার পানীয় জল সংগ্রহ হইতে পারে না,—তজ্জন্য উভয় পক্ষকেই সাহোর

জল পান করিতে হইল,—অন্যথা আর উপায় ছিল না। উভয় পক্ষে স্থির হইল যে নিরস্ত্র সেনাগণ গিয়া নদী হইতে জল লইবে,—উভয় পক্ষের কেহই তখন গুলি চালাইতে পারিবে না। এই ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ডের মধ্যে এ দৃশ্য অতি মনোরম।

কিন্তু তাহা বলিয়া যে উভয় পক্ষে গোলা গুলি চলিতেছিল না, তাহা নহে। সুবিধা পাইলেই উভয়েই গোলা গুলি চালাইতেছেন। জাপানিগণ সাহো তীর সুদৃঢ় করিতেছিলেন, কিন্তু এ কার্য্যে রুষগণ তাঁহাদিগকে প্রতিপদে প্রতিবন্দকতা প্রদান করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। এক ১৩ই নভেম্বর তারিখে জাপানী শিবিরে রুষের ৫০০ গোলা পড়িয়াছিল।

এক্ষণে এ প্রদেশে ভয়ানক শীত পড়িল; নদীর জল জমিতে আরম্ভ করিল; চারিদিক তুষারে মণ্ডিত হইয়া গেল। এ শীতে যে উভয় পক্ষ বাধ্য হইয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিবেন, তাহাই সকলে মনে মনে স্থির করিলেন। কুরোপাট্‌কিনও তাহাই স্থির করিয়াছিলেন। তিনি লিওযাংয়ে যেরূপ বাস করিতেন, এইখানেও সেইরূপ সেই গাড়ীতে বাস করিতেছেন। সম্মুখে ত্রিশ মাইল জুড়িয়া তাঁহার সেনা রহিয়াছে; তিনি মটর গাড়ীতে তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সর্ব্বদা তাঁহার গাড়ীতে বিভিন্ন সেনাপতিগণ আসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। এক্ষণে ভ্লাডিভস্‌টক্‌ হইতে জেনারেল লিনিভিচ আসিয়া রুষের প্রথম সেনাদলে সেনাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে ২৪শে নভেম্বর তারিখে আবার জাপানিগণ অগ্রসর হইয়া রুষের বামদিকের সেনাগণকে আক্রমণ করিল। ইহার পর প্রত্যহ যুদ্ধ চলিতে লাগিল; কিন্তু জাপগণ রুষগণকে কিছুতেই পশ্চাৎপদ করিতে পারিল না; বরং তাহাদেরই হটিয়া আসিতে হইল। রুষগণ তাহাদের ২৩০ জনকে গোর দিল; এতদ্ব্যতীত তাহারা জাপানিগণের অনেক বন্দুক, গুলি, কোদাল প্রভৃতি পাইলেন, সুতরাং বলিতে হয় এ যুদ্ধ রুষগণেরই জয়

হইয়াছে। কারণ ২৮শে তারিখে জাপানিগণ পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিলে, তাহারা তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল এবং ৩০শে একটা পাহাড়ে তাহাদের ঘেরাও করিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু জাপগণ তাহাদের হাত এড়াইয়া ছুটিয়া গেল,—রুষগণ তাহাদের ধরিতে পারিল না। এইরূপে এই যুদ্ধ ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত চলিল।

কিন্তু এক্ষণে উভয় পক্ষেরই যুদ্ধ করা ক্রমে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। দারুণ শীত পড়িয়াছে,—সে শীতের বর্ণনা হয় না। উভয় পক্ষের সেনাগণই মাটির ভিতর গর্ত্ত করিয়া কোন গতিকে তথায় বাস করিতেছে। বরফ গলাইয়া না লইলে পানীয় জল পাওয়া যায় না,—তাহাও গলায় না যাইতে যাইতে মুখের ভিতর জমিয়া যাইতেছে! মাঞ্চুরিয়ার ভীষণ শীতে উভয় পক্ষেরই যুদ্ধোৎসাহ অনেকটা স্তিমিত হইয়া গিয়াছে।

এক্ষণে রুষের তিন দল সেনাই গঠিত হইয়াছে। প্রথম দলের সেনাপতি হইলেন জেনারেল লিনিভিচ,—দ্বিতীয় দলের সেনাপতি হইলেন গ্রিপেন্‌বার্গ,—তৃতীয় দলের সেনাপতি হইলেন কুলবার্স। ইহাদের উপর সর্ব্বপ্রথম সেনাপতি রহিলেন কুরোপাট্‌কিন! রুষগণ স্বীকার করুন আর নাই করুন, ইহা যে জাপানের অনুকরণ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে এই তিন মহারথী কুরোকি, ওকু ও নজুর সহিত কতদূর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন তাহা বলা যায় না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মিটরহিল অধিকার।

আমরা অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত দুর্ভেদ্য পোর্টআর্থারের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে নভেম্বর মাসে তথায় কি ঘটিতেছে, তাহাই দেখিব।

প্রতি দিন যুদ্ধ চলিতেছে,—তিল তিল করিয়া জাপানিগণ পোর্ট-আর্থারের দিকে অগ্রসর হইতেছে,—রুষগণও অভাবনীয় বীরত্বে তাহাদিগের গতিরোধের চেষ্টা পাইতেছে।

এই সময়ে শুনা যায় যে সেনাপতি নগি যাহাতে রুষ-সেনাগণ আত্মসমর্পণ করে তাহার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। একজন রুষ-বন্দীর নিকট শুনিলেন যে রুষ-সেনাগণ দিন দিন যুদ্ধ করিয়া একেবারে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের আর আদৌ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই। এ কথা শুনিয়া নগি কতকগুলি পত্র রুষ-ভাষায় লিখিত করিলেন। ইহাতে লেখা হইল যে কুরোপাট্‌কিন পশ্চাৎপদ হইয়া মুক্‌ডেনে চলিয়া গিয়াছেন, বল্‌টিক-নৌবাহিনীরও শীঘ্র পোর্টআর্থারে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই,—পোর্টআর্থারও আর অধিক দিন লড়িতে পারিবে না,—ইহাতে কেবল অনর্থক নর-শোণিতপাত হইতেছে; এই জন্য জাপান-সেনাপতি যথাসম্ভব শীঘ্র এই যুদ্ধের শেষ করিতে চাহেন। যে সকল রুষ আত্মসমর্পণ করিবে, তাহাদের বিন্দুমাত্র ভয় নাই! জাপানিগণ তাহাদের সকলকে বিশেষ যত্নে রাখিবেন এবং যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেই তাঁহারা ইচ্ছামত দেশে চলিয়া যাইতে পারিবেন।

এই পত্র রুষ-বন্দী রাত্রে গোপনে পোর্টআর্থারে দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রুষগণ বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবে বলিয়াছে!" নগি যথার্থ এরূপ কোন পত্র লিখিয়াছিলেন কিনা, আর যদি লিখিয়া থাকেন, তবে সে পত্র রুষদিগের হস্তে গিয়াছিল কিনা তাহা কেহ বলিতে পারে না,—তবে ইহাতে নগির উদারতা ও অনর্থক রক্তপাতে অনিচ্ছা স্পষ্ট প্রতীয়মান! প্রকৃত বীরের প্রাণ এইরূপ মহান দয়ায় পূর্ণ হওয়াই উচিত!

১৩ই তারিখে তিনখানা রুষ-ডেস্‌ট্রয়র সমুদ্রে বাহির হইল। ইহারা সেনাপতি ষ্টসেলের বিশেষ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র চিফু বন্দরে লইয়া

যাইতেছিল। সেগুলি তথায় না পাঠাইলে নয়। আর দ্বিতীয়তঃ কয়েক-জন প্রধান প্রধান সেনাধ্যক্ষ আহত হইয়াছিলেন,—তাঁহাদের পোর্ট-আর্থারে আর রাখিলে তাঁহারা প্রাণে মারা যাইবেন, সুতরাং যে কোন উপায়ে চিফুতে পাঠাইতে হইবে। এই সকল কারণে জাপানী জাহাজ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ষোল আনা সম্ভব সত্বেও, তিনখানি জাহাজ পোর্টআর্থার বন্দর ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহাদের দুঃসাহসিকতার কোনই পুরস্কার লাভ ঘটিল না! একখানি পোর্টআর্থার হইতে বাহির হইতে না হইতে জাপানী যুদ্ধপোত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জলমগ্ন হইল। কেবল তিনজন রুষের প্রাণ রক্ষা হইল মাত্র। আর একখানি প্রায় ২৫ মাইল যাইতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু জাপানিগণ তাহাকেও ধরিয়া জলমগ্ন করিয়া দিল। আর একখানিকে জাপ-যুদ্ধপোত দুই প্রহর রাত্রি হইতে রাত্রি ৪টা পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া ধরিল ও তাহার প্রতি টরপেডো নিক্ষেপ করিল। দেখিতে দেখিতে সেই হতভাগ্য জাহাজও ডুবিল, কেহই প্রাণ রক্ষা করিতে পারিল না।

এই ঘটনার তিন দিন পরে আর এক রুষ-ডেসট্রয়র পোর্টআর্থার হইতে বাহির হইল, সেদিন সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে, কিন্তু সেই ঝড়কেও উপেক্ষা করিয়া রুষ-যুদ্ধপোত চিফুর দিকে চলিল। ঝড়ের জন্য জাপানিগণ তাহাকে দেখিতে পাইল না,—সে ২৬শে তারিখে চিফু বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই চীন-যুদ্ধপোতের কাপ্তেন চিং রুষ-যুদ্ধপোতের সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত দেখা করিয়া তাহার জাহাজ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিরস্ত্র করিতে অনুরোধ করিলেন। পূর্ব্বে একবার এই চীনবন্দরে আর একখানি রুষ-যুদ্ধপোত আশ্রয় লওয়ায় জাপানিগণ সে জাহাজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, ইহা লইয়া মহা গোল উঠিয়াছিল। এবার চীন তিলার্দ্ধ সময় নষ্ট না করিয়া রুষ-জাহাজকে নিরস্ত্র হইতে অনুজ্ঞা

করিলেন। আমেরিকার প্রতিনিধিও জাহাজে আসিয়া সেই অনুরোধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। বহু সংবাদদাতা রুষ-জাহাজে আসিয়া পোর্টআর্থার কি অবস্থায় আছে তাহারই সন্ধান লইতে লাগিল। রুষ-জাহাজের সকলেই বলিলেন যে তাহারা খুব সুখে আছে, তাহাদের কোন অভাব বা কষ্ট নাই!

রুষ-জাহাজ কতকগুলি জাপানী সওদাগরী জাহাজের মধ্যে আসিয়া নঙ্গর করিয়াছিল,—রুষগণ যাহাতে তাহাদের জাহাজ নিমিষের মধ্যে বন্দর হইতে লইয়া যাইতে পারে, ঠিক সেইরূপ অবস্থায় জাহাজ রাখিয়াছিল,—সমস্ত দিবস কাটিয়া গেল, তবুও তাহারা জাহাজ নিরস্ত্র করিতেছে না দেখিয়া চীন কাপ্তেন চিং তাঁহার যুদ্ধপোত নঙ্গর তুলিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যদি রুষ-জাহাজ শীঘ্র নিরস্ত্র না হয়, তাহা হইলে তিনি তাহার উপর গোলা চালাইবেন, এ কথাও তিনি রুষগণকে জানাইলেন।

সন্ধ্যার সময় রুষগণ জাহাজ নিরস্ত্র করিতে সম্মত হইলেন। রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষ তীরে আসিলেন, কিন্তু তখনও সমুদ্রে অতিশয় তুফান উঠিতেছিল, তাহাই তিনি বলিলেন এ সময়ে বড় বড় কামান জাহাজ হইতে তারে আনা সম্ভব নহে, সমুদ্র একটু স্থির হইলেই তাঁহারা জাহাজ নিরস্ত্র করিবেন। রাত্রি সাতটার সময় জাহাজের সমস্ত লোক জাহাজ হইতে নামিয়া আসিল এবং তাহারা আইনবন্দী হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া অস্ত্র তুলিয়া জাহাজকে সম্মাননা প্রদর্শন করিল, পরমুহূর্ত্তেই ভয়াবহ শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। পুনঃ পুনঃ এ ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল, তৎপরে রুষের যুদ্ধপোত ধীরে ধীরে সমুদ্র গর্ভে চলিল। রুষগণ নিজের জাহাজ নিজেরাই ডুবাইয়া দিল!

এই সময়ে তিনখানা জাপানী ডেস্‌ট্রয়র বন্দরের মুখে আসিল, তাহারা রুষের এই অপকর্ম্মে রাগত হইল বটে, কিন্তু বিশেষ দুঃখিত হইল

না। গতবারে এই বন্দরে রুষের জাহাজ লইয়া অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছিল, এবার সহজেই আপদের শান্তি হইল দেখিয়া তাহারা বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল

এক্ষণে রুষের সর্ব্বপ্রধান দুর্গ মিটরহিল। জাপানীরা প্রায় রুষের সমস্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ তাহারা রুষের এই দুর্ভেদ্য মিটরহিল দুর্গ অধিকার করিতে না পারিতেছে ততদিন তাহারা কিছুতেই পোর্টআর্থার অধিকার করিতে পারিতেছে না! এই জন্য নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই দুর্গ অধিকার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিল,—কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি এই সকল দুর্গ মহা সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং আধুনিক ভীষণ মৃত্যুযন্ত্র সকলে সজ্জিত,—কোন শত্রুরই এই সকল ভয়ানক স্থানের নিকটস্থ হওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার!

আমরা রুষ-দুর্গ পরিখার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক সপ্তাহ দিন রাত্রি সমস্ত সময়েই উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলিল, কিন্তু ২৬শে নভেম্বর তারিখে সেনাপতি নাকামুরা ও সাইতো সসৈন্যে এই দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এবার এই প্রথম জাপানিগণ নূতন যুদ্ধ প্রথা অবলম্বন করিলেন। তাহারা বন্দুক ও বেয়নেট ত্যাগ করিয়া সকলে শাণিত তরবারি লইয়া রুষগণকে আক্রমণ করিল, তাহার পর সেই সকল দীর্ঘ পরিখার ভিতর যে কি ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিল, তাহা কল্পনার অতীত এক দিকে সহস্র সহস্র তরবার ঝকিতেছে, অপরদিকে শত শত বন্দুক গর্জ্জিতেছে! রুষ ও জাপদেহে পরিখা পূর্ণ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু এই অসীম বীরত্বেও জাপানিগণ রুষ-দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না, তাহারা শত শত জাপবীরকে বীর শয়ানে রাখিয়া হটিয়া আসিল, স্বয়ং সেনাপতি নাকামুরা এই যুদ্ধে আহত হইলেন।

কিন্তু ইহাতে জাপানিগণ বিন্দুমাত্র হতাশ হইলেন না। তাঁহারা

রুষ-দুর্গ আবার ২৭শে আক্রমণ করিলেন। রুষের বল্‌টিক-বাহিনী রওনা হইয়াছে, তাহাদের আসিবার পূর্ব্বেই পোর্টআর্থার দখল করিতে হইবে, নতুবা টোগো এখানে আটক থাকিলে তাহাদের প্রতিরোধ করিবে কে? প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, তবুও পোর্টআর্থার জয় হইতেছে না, আর বিলম্ব হইলে জাপানের বিশেষ ক্ষতি হইবে। তজ্জন্য স্বয়ং সেনাপতি কোদামা উত্তর হইতে পোর্টআর্থারে আসিয়া নগির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয় সেনাপতিতে পরামর্শের পর ২৭শে জাপগণ প্রবল প্রতাপে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। প্রাতঃকাল হইতে জাপানী কামান রুষ-দুর্গের উপর অজস্র বড় বড় গোলা ও সার্পনেল চালাইতে লাগিলেন। পদাতিকগণ পর্ব্বতের নিম্নে কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আজ সেনাপতি নগি স্বয়ং তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন। কিন্তু ২৭শে তারিখেও জাপানিগণ রুষ-দুর্গের নিকটস্থ হইতে পারিলেন না, রুষগণ অভাবনীয় প্রতাপে দুর্গ রক্ষা করিতেছে! ২৮শে তারিখে জাপানিগণ প্রাণের মমতা না করিয়া উন্মাদের ন্যায় রুষ-দুর্গের দিকে ছুটিল, তাহাদের পশ্চাতস্থ পাহাড়শ্রেণীর উপর হইতে তাহাদের গোলন্দাজগণ সমস্ত রুষ-দুর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে! কিন্তু সহস্র সহস্র প্রাণ দিল, কিন্তু তবুও রুষ-দুর্গ জয় হইল না।

২৯শে তারিখে জাপানিগণ যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ৩০শে আবার ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু সমস্ত দিনের প্রাণপণ যুদ্ধেও জাপগণ একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না, কেবল একস্থানে একদল জাপানী কতকগুলি রুষকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের পরিখা দখল করিয়া বসিল। এই সময়ে চল্লিশ জন রুষ-সেনা সম্মুখ হইতে আসিয়া এই পরিখায় আশ্রয় লইল। তাহারা আদৌ জানিত না যে তাহাদের পরিখার ভিতর জাপানিগণ বসিয়া আছে। যদি তাহারা পলাইবার চেষ্টা পায়, তাহা হইলে তাহাদের রক্ষা পাইবার উপায় নাই,

জাপ-সেনাগণে নির্ম্মিত মই সাহায্যে দুর্গ-প্রাকার উল্লম্ফণ। [২য় খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা।]

তাহাই তাহারা পরিখার ভিতরস্থ জাপগণের উপর পতিত হইল, কিন্তু তাহাদের কেহই আর পরিখা হইতে উঠিল না। তাহাতেই বোঝা যায় যে তাহাদের একজনও রক্ষা পায় নাই।

রুষদিগের যে অবস্থা ঘটিল, একটু পরে জাপানিদিগেরও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিল। কতকগুলি জাপ-সেনা পর্ব্বতের উপর একস্থানে অপেক্ষা করিতেছিল, জাপানী গোলন্দাজগণ তথায় জাপানিগণ আছে না জানিয়া তথায় পুনঃ পুনঃ সার্পনেল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেক হতভাগ্য নিজেদের গোলায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, অনেকে আর তথায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া পাহাড়ের গাত্র দিয়া নিম্নের দিকে ছুটিল, বলা বাহুল্য, ইহাদের অধিকাংশই রুষের গুলিতে প্রাণ হারাইল।

১লা, ২রা, ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর জাপগণ কেবল মধ্যে মধ্যে রুষ-দুর্গের উপর গোলা বৃষ্টি করিলেন, আর পদাতিকগণ দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা পাইল না, কিন্তু ৫ই তারিখে জাপানিগণ রুষের এই দুর্গ অধিকারের বিশেষ আয়োজন করিলেন। তাহাদের সমস্ত বড় বড় কামান এই দুর্গে গোলা নিক্ষেপের উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হইল, তৎপরে সহস্র সহস্র পদাতিক দুর্গ অধিকারে চলিল। সেনাপতি সাইতো তাহাদের প্রধান নেতা হইয়া চলিলেন।

একস্থানে বিভিন্ন সেনাদলের পতাকা সকল একত্রিত করিয়া রাখা হইয়াছে, তথায় প্রধান সেনাপতিগণ দণ্ডায়মান। দলে দলে জাপ-পদাতিক দুর্গ আক্রমণে চলিয়াছে, তাহারা সকলে এই পতাকার নিকট আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া বন্দুক তুলিয়া জাতীয় পতাকার সহিত জাতীয়তাময় জন্মভূমি জাপানকে নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছে দলের পর দল আসিতেছে, সকলে এইরূপ নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতেছে! জাপানিগণের দুর্দ্দমনীয় হৃদয় স্বদেশপ্রেম ও অসীম বীরত্ব উদ্দীপনের ইহাপেক্ষা উত্তম উপায় আর দ্বিতীয় ছিল না। তাহারা

যেমন পতাকা প্রণাম করিতেছে, মনে মনে নীরবে প্রতিজ্ঞা করিতেছে, "হয় আজ দুর্গ অধিকার করিব, নয় আর ফিরিব না।"

এ প্রতিজ্ঞার সম্মুখে কে কবে তিষ্ঠিতে পারে? পশ্চাৎ হইতে জাপানী কামান গর্জ্জিতেছে। মিনিটে মিনিটে অবিশ্রান্ত গোলা রুষ-দুর্গে পতিত হইতেছে। পদাতিক ধীরপদক্ষেপে নীরবে চলিয়াছে। রুষের গুলিতে তাহাদের ভিতর কে যেন তাহাদিগকে চষিয়া ফেলিতেছে, তবুও তাহাদের তাহাতে দৃকপাত নাই। একদল রুষের প্রথম মৃত্তিকা গর্ত্তের নিকট আসিল, তাহার পর তাহারা তাহার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সকলে নিস্পন্দ নীরব! জাপানী গোলান্দাজগণ গোলা বন্ধ করিয়া দিল। এই সকল বীর কি আর এই মৃত্তিকা প্রাচীরের বাহিরে কখনও আসিবে? তথায় কি হইল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা বহির্গত হইয়া রুষের দ্বিতীয় মৃত্তিকা প্রাচীর দখলে অগ্রসর হইল। দলে দলে সহস্রে সহস্রে "বানজাই" শব্দে ছুটিল। রুষগণ আর দণ্ডায়মান থাকিতে পারিল না, রণে ভঙ্গ দিয়া সে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাতস্থ দুর্গে গিয়া আশ্রয় লইল। তখন জাপানের জয় পতাকা রুষের সর্ব্বপ্রধান দুর্গের উপর উড্ডীয়মান হইল। চারিদিকের রুষগণ বিতাড়িত হইয়া পোর্টআর্থারে আশ্রয় লইল। আর বোধ হয় পোর্টআর্থার পতনের অধিক বিলম্ব নাই!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পোর্টআর্থারের শেষাবস্থা।

এই সকল যুদ্ধে কি লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিতেছিল, তাহা একজন স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাই আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

পোর্টআর্থার বিজেতা জেনারেল নগি।   ২য় খণ্ড, ৮১ পৃঃ

"যুদ্ধের পর এই দুর্গের কি ভীষণ লোমহর্ষণ ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না! এইরূপ অপ্রশস্ত পাহাড়ের শিরে স্থাপিত দুর্গে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আর কোন যুদ্ধে হয় নাই। সমস্ত দুর্গ ভূমিসাৎ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে! পাহাড়ের এই স্থানে রুষের যে সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল, তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। পাথর, বালির বস্তা, গোলা, পোড়া কাঠ, ভাঙ্গা বন্দুক, ছিন্ন পরিচ্ছদ, আরও কত কি ছিন্ন ভিন্ন, ভগ্ন ও চূর্ণ অবস্থায় চারিদিকে পড়িয়া আছে, তাহার সংখ্যা হয় না! মৃতদেহের কথাই নাই, স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে, কতকগুলি কেবল মাংসপিণ্ডে পরিণত হইয়াছে! তাহারা যে এক সময়ে মনুষ্য দেহ ছিল তাহা বুঝিবার এক্ষণে আর উপায় নাই। পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে কেবল রুষ-মৃতদেহ,—পাহাড়ের পশ্চিমদিকে কেবল জাপানী। এখন ভয়ানক শীত, তজ্জন্য মৃতদেহ পচে নাই, আর রক্তও বোধ হয় তাহাই তত ঝরে নাই। কতকগুলিকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাহাদের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে, এমনই ভাবে তাহারা শয়ন করিয়া আছে, এমনই শান্তিপূর্ণ তাহাদের মুখের ভাব! জাপানিদিগের অধিকাংশই দন্তে দন্ত পেশিত, মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাব! রুষগণের অনেকের মুখেই বিস্ময়ের ভাব, অনেকের মুখ কষ্টে বিকৃত। একস্থানে কতকগুলি রুষ তাহাদের গর্ত্তে বসিয়াছিল, তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের বন্দুক একত্র করিয়া সজ্জিত আছে। সহসা তাহাদের মধ্যে একটী জাপানী গোলা পতিত হইয়া তাহাদের সকলকেই মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত করিল! এইস্থান দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় রুষগণ মধ্যে মধ্যে তাহাদের দুর্গ মেরামতের চেষ্টা পাইয়াছে, এমন কি অনেক স্থলে বালির বস্তার অভাব হওয়ায় মৃতদেহের স্তূপের অন্তরালে সে কার্য্য সাধিত করিয়াছে! এ যুদ্ধস্থল দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে, দেহ রোমাঞ্চিত হয়, এমন ব্যাপার আর কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ।"

এইরূপ ব্যাপার প্রতি পদে পদে ঘটিয়াছে! একদিকে উল্‌ফহিল, অপর দিকে মিটরহিল,—এই দুই উচ্চ পাহাড় হইতে গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলে পোর্টআর্থারের বন্দরে যে কয়খানি যুদ্ধপোত আছে, তাহাদের রক্ষা পাইবার আর কোন আশা নাই। এক্ষণে জাপানিগণ অনায়াসে তাহাদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে। এই জন্যই এই দুই স্থান পুনরাধিকার করিবার জন্য রুষগণ পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পাইতে লাগিল,—কিন্তু তাহারা কিছুতেই জাপগণকে দূর করিতে পারিল না। এই সকল আক্রমণে তিন হাজার রুষ প্রাণ দিল!

তখন জাপানিগণ এই দুই পাহাড়ে বড় বড় কামান তুলিয়া বন্দরস্থ জাহাজের উপর গোলা নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। সাড়ে তিন মাইল দূর ৭০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে জাপানিগণ গোলা চালাইতেছে, রুষগণ তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছে না;—এদিকে তাহাদের সমস্ত যুদ্ধপোত একে একে সমুদ্র গর্ভে বিলীন হইতেছে!

এইরূপে রুষ-যুদ্ধপোতগুলিকে ধ্বংস করিতে জাপানিগণের যে বিশেষ ক্লেশ হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ কি! এই সকল জাহাজ থাকিলে, এক সময়ে ইহারা তাঁহাদের যুদ্ধপোতে পরিণত হইত! এত মূল্যবান দ্রব্য হাতে পাইয়াও স্বহস্তে তাহাদিগকে নষ্ট করিতে কাহার কষ্ট না হয়! ১১ই ডিসেম্বরের মধ্যে জাপানী গোলায় রুষের চারিখানি ব্যাটেল্‌শিপ, দুখানা ক্রুজার, একখানা গানবোট এবং একখানা টরপেডো বোট সম্পূর্ণ চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। কেবল ইহাই নহে,—রুষের টেলিগ্রাফ যন্ত্রাদি চূর্ণ ও তাহাদের অস্ত্রাগারে আগুন লাগিল। রুষের একখানা ব্যাটেল্‌সিপ ও কতকগুলি টরপেডো বোট বন্দরের বাহিরে গিয়া নঙ্গর করিয়াছিল। টোগো এক্ষণে তাহাদের সমাধিকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

১২ই ডিসেম্বর তাঁহার টরপেডো বোট সকল রুষ-দুর্গের গোলায় দৃষ্টিপাত না করিয়া রুষের জাহাজ আক্রমণ করিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ

যুদ্ধের পর তাহারা পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। রুষ-যুদ্ধপোত ও রুষ দুর্গ উভয় হইতেই তাহাদের উপর অবিশ্রান্ত ধারে গোলা বৃষ্টি করায় তাহারা হটিয়া গেল,—কিন্তু তাহারা রুষ-যুদ্ধপোতেরও জীবনান্ত করিয়াছিল। কিন্তু টোগো ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। ১৫ই তাঁহার টরপেডো বোট সকল আবার রুষ-যুদ্ধপোত সকল আক্রমণ করিল। এরূপ ভীষণ আক্রমণে হতভাগ্য যুদ্ধপোত সকল টরপেডোর উপর টরপেডোঘাতে ক্রমে জলমগ্ন হইল! এত দিনে পোর্টআর্থার বন্দরের রুষ-যুদ্ধপোত ও নৌবাহিনী বিলুপ্ত হইল। আড্‌মিরাল টোগো যথাসময়ে এ সংবাদ সম্রাটকে জানাইলেন, তিনি তদুত্তরে সকল বীরেরই সমুচিত প্রশংসাবাদ করিয়া পত্র লিখিলেন।

মহাবীর নগি যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই পোর্টআর্থারের যুদ্ধে তাঁহার দুইপুত্র হারাইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নান্‌সানের যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন, আর এই মিটরহিল দুর্গ অধিকারে তাঁহার অপর বীর পুত্র হারাইলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে যে অসহনীয় মানসিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। একজন তাঁহার এই শোকের কথা উত্থাপন করায় তিনি বলিলেন, "আমি যে আমার দুই পুত্র জননী জন্মভূমি জাপানের সেবায় দিতে পারিয়াছি, ইহাতেই আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি,—ইহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে!"

যে জাতির ভিতর এইরূপ স্বদেশপ্রেম বিদ্যমান, দেখা যায় সেই জাতিই বড় হইয়াছে। যখন তাহারা এই স্বদেশ হিতৈষিতা হারাইয়াছে তখনই তাহারা ধীরে ধীরে অধঃপাতের পথে গিয়াছে।

এখনও রুষের অনেক দুর্গ জাপানিগণ জয় করিতে পারেন নাই। নগি উল্‌ফহিল ও মিটরহিল দখল করিয়া নিশ্চিন্ত নাই, তিনি অন্যান্য দুর্গ অধিকারেরও চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; আবার পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ চলিল।

১৫ই ও ১৬ই তারিখে উভয় পক্ষে যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া পত্র লেখা

লিখি হইল। জেনারেল ষ্টসেল জেনারেল নগিকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে জাপানী গোলা পোর্টআর্থারস্থিত রেডক্রস হাঁসপাতালে পড়িতেছে। ইহা সভ্যতানুযায়িক কার্য্য নহে। রুষ-সেনাপতি আশা করেন যে ভবিষ্যতে জাপানিগণ আর এরূপ হাঁসপাতাল প্রভৃতির উপর গোলা চালাইবেন না। বলা বাহুল্য, ষ্টসেল অতি বিনয় সহকারে ভদ্রোচিত ভাবে এ পত্র লিখিলেন। ইহার উত্তরে নগি লিখিলেন যে তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া এ পর্য্যন্ত কখনও রেডক্রস হাঁসপাতালের উপর গোলাবর্ষণ করেন নাই, কখনও করিবেনও না। তবে যে সকল স্থানে তাঁহারা কামান স্থাপিত করিয়াছেন তথা হইতে পোর্টআর্থার সহরের সকল স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই জন্য এ অবস্থায় যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে তাঁহারা বলিতে পারিতেন যে তাঁহাদের গোলা আর কখনও হাঁসপাতাল প্রভৃতির উপর পতিত হইবে না,—সুতরাং এ অঙ্গীকার করা অসম্ভব। রুষ মহাবীরত্বে এত দিন দুর্গ রক্ষা করিতেছে, কাজেই আমাদিগকে তাহাদের উপর নানা স্থান হইতে গোলা চালাইতে হইতেছে, সে গোলা সহরের কোথায় পড়িতেছে, তাহা আমাদের অবগত হইবার উপায় নাই।

রুষ-সেনাপতি প্রস্তাব করিলেন যে জাপানিগণ পোর্টআর্থারের নূতন সহর ও পুরাতন সহরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে গোলাবর্ষণ করিতে পারিবেন। নগি এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। তখন মাঝামাঝি একটা মীমাংসা হইল। রুষ-সেনাপতি সহরের যেখানে যেখানে হাঁসপাতাল আছে, তাহার একটা নক্সা দিলেন। হাঁসপাতালের উপর যাহাতে গোলা না পতিত হয়, নগি যথাসাধ্য তাহার চেষ্টা করিবেন অঙ্গীকার করিলেন।

১৮ই রবিবারে জেনারেল সামেজিমার অধীনে জাপগণ রুষের আর একটা দুর্গ আক্রমণ করিল, আবার সেই রক্তারক্তি কাণ্ড। জাপ-

সেনাপতি উন্মুক্ত অসিহস্তে সেনাগণের সম্মুখে সম্মুখে চলিলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হয় আজ এই দুর্গ দখল করিব, নতুবা মরিব।" বলা বাহুল্য, তিনি সেই দিনেই রুষের এই দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

২২শে তারিখে আবার ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল। জাপগণ রুষের আর একটা দুর্গ দখল করিলেন। এই সময়ে রুষ-সেনাপতি ষ্টসেলের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ জেনারেল কনড্রাচেনকো হত হইলেন, পূর্ব্বেই জেনারেল স্মিরনফ আহত হইয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে জেনারেল ষ্টসেল একরূপ একাকী হইয়া পড়িলেন, কাজেই তাঁহার পূর্ব্ব তেজ অনেক উপশমিত হইয়া পড়িল। পোর্টআর্থারের অবস্থাও দিন দিন অতি শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল। খাদ্যাদি এখনও একেবারে শেষ হইয়া যায় নাই, তবে ক্রমেই অভাব হইয়া আসিতেছে। এই সময়ে এমন কি কুকুরের মাংস আট আনা সের হিসাবে বিক্রয় হইতেছিল।

রুষের কয়েকটা দুর্গ সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া অধিকার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব জানিয়া জাপানিগণ বহুদূর হইতে পাহাড় কাটিয়া সুড়ঙ্গ পথ করিয়া ক্রমে দুর্গের নিম্ন পর্য্যন্ত আসিলেন। তখন এই সুড়ঙ্গ নিম্নে ডিনামাইট প্রভৃতি স্থাপন করিয়া তাহার সহিত বৈদ্যুতিক তার লাগাইয়া জাপগণ সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল। ২৮শে বেলা দশটার সময় জাপানিগণ তারযোগে ইহাতে আগুন লাগাইয়া দিল, তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহার বর্ণনা হয় না! সে অতি চমৎকার অথচ ভীষণ দৃশ্য, সহসা মহাশব্দে দুর্গের প্রায় অর্দ্ধাংশ মৃত্তিকা, পাথর প্রভৃতি কত কি লইয়া আকাশে উঠিল। পূর্ব্বে জাপগণ এই দুর্গের উপর একটি গোলা পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করেন নাই, সুতরাং রুষগণ তাহাদের পদনিম্নে যে কি ভয়াবহ ব্যাপার নিঃশব্দে ঘটিতেছে, তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই; দুর্গে যত সেনা ছিল, তাহার অর্দ্ধেক এই ভীষণ কাণ্ডে নিমেষে প্রাণ হারাইল, আর অর্দ্ধেক

স্তম্ভিত ও নিষ্পন্দ। এই অবসরে জাপ-পদাতিকগণ তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল। দুর্গের ভগ্নাংশের উপর রুষ-গোলন্দাজগণও গোলা চালাইতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও রুষগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিল না,—প্রাণপণে লড়িতে লাগিল। কিন্তু দলের পর দল জলস্রোতের ন্যায় জাপ-গণ আসিতেছে, তাহাদের গতিরোধ করে কে! অবশেষে যে ১৫০ জন তখনও জীবিত ছিল তাহারা দুর্গের পশ্চাৎ দিক দিয়া পলাইল। তিন জন শত্রু হস্তে পড়িল,—জাপান দুর্গ জয় করিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহাদের এক সহস্র সেনা প্রাণ হারাইল।

১৪টি দুর্গের মধ্যে জাপানিগণ এই ছয় মাস অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া এত দিনে ১৩টী অধিকার করিয়াছে। ৩১ শে ডিসেম্বর সে দুর্গও অধিকার করিলেন। এই কয়দিন এমনই অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইয়াছিল যে উভয় পক্ষের কেহই মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে পারেন নাই,—তাহারা কয় দিন হইতে পড়িয়া আছে। এই সকল মৃতদেহের দুই পার্শ্বে আসিয়া উভয় পক্ষ গুলি চালাইতেছে।

রুষগণ অবশেষে এই দুর্গও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। পলাইবার সময় তাহারা দুর্গ মধ্যস্থ একটা মাইন জ্বালাইয়া দিল। তাহাদের প্রায় চারিশত সেনা একটা গর্ত্তে উপবিষ্ট ছিল, তাহারা এই মাইন ব্যাপারে মাটী চাপা পড়িল। জাপগণ দুর্গ অধিকার করিয়াই তাহাদের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে লাগিল। জাপানিগণ কোদাল লইয়া মাটী খুঁড়িয়া ১৬০ জনের প্রাণ রক্ষা করিল, কিন্তু দেড়শত জন পূর্ব্বে দম বন্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল! যে জাপগণ একটু পূর্ব্বে এই সকল রুষের প্রাণ লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া গুলি গোলা চালাইতেছিল, এক্ষণে পর মুহূর্ত্তেই তাহারা তাহাদের পরম শত্রুগণকে বিপন্ন দেখিয়া সকল শত্রুতা ভুলিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিল! এইরূপ ঐকান্তিক নৈতিক উন্নতি না হইলে কোন জাতিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

জাপানিগণ কেবল বীর নহেন, অতি ধার্ম্মিক, অতি উদার চেতা ও অতি মহানুভব জাতি।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পোর্ট আর্থার অধিকার।

১লা জানুয়ারি তারিখে রুষ-সম্রাট নিকোলাস্ জেনারেল ষ্টসেলের নিকট হইতে এই দুঃখপূর্ণ টেলিগ্রাফ পাইলেন :—

"জাপানিগণ আমাদের সমস্ত দুর্গ অধিকার করিয়াছে, আর আমাদের আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত কোন উপায় নাই। তবে সকলেই ভগবানের হাত। আমাদের সেনাগণের সিকি মাত্র অবশিষ্ট, তাহাদেরও অর্দ্ধেক পীড়িত, জেনারেল সিমেনফ ও গ্যান্‌ডুরিন উভয়ই আহত। এ অবস্থায় আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর আমাদের দ্বিতীয় উপায় নাই! মহানুভব সম্রাট! আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা প্রাণপণে ১১ মাস যুদ্ধ করিয়াছি, আমাদের দোষ হইয়া থাকে আমাদের বিচার করুন, কিন্তু আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করুন।

রাত্রি ৯টার সময় সেনাপতি নগি জেনারেল ষ্টসেলের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র পাইলেন :—

"এক্ষণে পোর্টআর্থারের যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আর যুদ্ধ করা বৃথা চেষ্টা,—সুতরাং অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য আমি দুর্গ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এ সম্বন্ধে আপনার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করি; যদি আপনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে আপনাদিগের দূত কোথায় আমার দূতের সহিত সকল বিষয় স্থির করিতে পারেন, জানাইলে আমি সেই খানে আমার দূত প্রেরণ করিব।'

নগি উত্তরে লিখিলেন :—" আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমার সহকারী সেনাপতি জেনারেল ইজিচিকে দূত রূপে নিযুক্ত করিলাম। কল্য ২রা জানুয়ারি দুই প্রহরের সময় তিনি সুইসিজিং নামক স্থানে উপস্থিত হইবেন, আপনি তথায় আপনার দূত প্রেরণ করিবেন। দুর্গ পরিত্যাগ সম্বন্ধে উভয় পক্ষে তথায় কথাবার্ত্তা হইবে।"

এতদিনে সকলই ফুরাইল। এতদিনে রুষের অজেয় দুর্ভেদ্য দুর্গের পতন হইল। রুষ যে দুর্গের জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই আজ পরহস্তগত হইল। জাপানের জয় পতাকা আজ রুষের মাঞ্চুরিয়াস্থ রাজধানীর উপর উড়িল। রুষের সর্ব্ব গর্ব্ব আজ ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে চূর্ণ হইল।

উভয় পক্ষই অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন! জাপানিগণকে প্রতিপদে দুর্দ্দমনীয় ভাবে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। একদিকে টোগোর গোলা, অপরদিকে নগির গুলি ও গোলা,—ইহার ভিতর থাকিয়া রুষ এই ১১ মাস দিন রাত্রি লড়িয়াছে, সহস্র সহস্র শত্রুর প্রাণ লইয়াছে! অত্যাশ্চর্য্য বীরত্ব সত্বেও জাপগণ ১১ মাস এই দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই,—রুষের বীরত্বে জাপগণ মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা বীরত্বের আদর জানেন,—এরূপ শত্রুর মান জানেন,—রুষগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা পতিত শত্রুর প্রতি কোনরূপ আনন্দ প্রকাশ করিলেন না।

নগি সেই রাত্রেই সম্রাটকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার উত্তরে রণসমিতির প্রধান অমাত্য মার্সাল জামাগাটা নগিকে টেলিগ্রাফ করিলেন :—

"সম্রাট দুর্গ ত্যাগের সংবাদ পাইয়া বলিলেন তিনি জেনারেল ষ্টসেল ও তাঁহার সেনাগণের অতুলনীয় বীরত্ব দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা বীর সেনাপতিকে আপনি তাঁহার পদোচিত সম্মাননা প্রদর্শন করিয়া ধন্য হইবেন।"

সুইসিজিং নামক স্থানে একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহে জাপানী দূত সদলে অপেক্ষা করিতেছিলেন, বেলা ১টার সময় রুশ-দূত তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে চারিজন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ১২ জন শরীর রক্ষক কসাক-অশ্বারোহী,—তাহাদের একজন এক উচ্চ দণ্ডে এক শ্বেত পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে!

গৃহের দ্বারে আসিয়া রুষ-দূত সদলে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে অমনই দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল! তখন কসাকগণ নিজ নিজ অশ্ব হইতে নামিল, জাপানিগণও তাহাদের নিকটে আসিল, উভয় দলে হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল, যেন কোন জন্মে কখনও ইহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই।

গৃহমধ্যে বহুক্ষণ উভয় দলে কথাবার্ত্তা হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাদের কথাবার্ত্তা উভয় পক্ষের স্বজাতি ভাষায় হইল না,—ইংরাজিতে হইতে লাগিল। ইহা ইংরাজি ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, অনেক তর্ক বিতর্কের পর রাত্রি সাড়ে নয়-টার সময় উভয় পক্ষ সর্ত্তপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। তখন উভয় পক্ষ ভ্রাতৃভাবে সেই গৃহ মধ্যেই ভোজনে বসিলেন;—যতদূর আত্মীয়তা প্রকাশ সম্ভব, জাপানিগণ তাহা প্রদর্শন করিতে বিন্দু মাত্র ক্রটী করিলেন না।

জাপগণ সে রাত্রে মহানন্দে মত্ত হইল। কেবল দুই ঘণ্টার জন্য তাহারা এই অভূতপূর্ব্ব দুর্গজয়ের জন্য আমোদ প্রমোদ করিবার আজ্ঞা পাইয়া-ছিল। এই দুই ঘণ্টা এক মহা কোলাহলে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল। পাহাড়ে পাহাড়ে বহু ক্রোশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র জাপানিগণ আগুন জ্বালিয়াছে;—এই সকল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চারিপার্শ্বে জাপগণ আসিয়া সমবেত হইয়াছে। "বানজাই" শব্দে চারিদিক আলোড়িত হইতেছে। জাপানের এই চির জয় শব্দ "বানজাই" এক পাহাড় হইতে আর এক পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কেহ নাচিতেছে, কেহ স্বদেশী গান উচ্চৈঃস্বরে

চীৎকার করিয়া গাহিতেছে। আজ তাহারা তাহাদের সাকি সুরা প্রাণ ভরিয়া খাইয়া আমোদ করিতেছে,—চারিদিকে যে কোলাহল উঠিয়াছে, তাহার বর্ণনা হয় না,—এ আমোদ কেবল দুই ঘণ্টার জন্য—পরদিন আর কেহই জাপানিদিগের মধ্যে এ মাতামাতি আমোদ উৎসবের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই! ধন্য জাপানের শিক্ষা ও সংযম!

নিম্নলিখিত ১১ টি সর্ত্তে পোর্টআর্থার রুষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল।

১। পোর্টআর্থারে যে সকল স্থল বা জলযোদ্ধা, সেনাধ্যক্ষ, সখের সৈনিক ও রাজকর্ম্মচারী আছেন, তাহারা আজ সকলে জাপানের হস্তে বন্দী হইলেন।

২। সমস্ত দুর্গ, সকল যুদ্ধপোত, অন্যান্য জাহাজ, নৌকা, অশ্ব, কামান, বন্দুক, গোলাগুলি ইত্যাদি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, সমস্ত গুদাম, জেটী, গভর্ণমেণ্টের অট্টালিকাদি এবং গভর্ণমেণ্টের আর যাহা কিছু আছে তাহার সমস্ত, আজ তাহারা যে যে অবস্থায় আছে, ঠিক সেই অবস্থায় জাপানকে প্রদান করিতে হইবে।

৩। উপরোল্লিখিত সর্ত্ত রুষগণ পালন করিবেন; ইহারই জামিন স্বরূপ কল্য ৩রা জানুয়ারি তারিখের দুই প্রহরের মধ্যে জাপ-সেনার সম্মুখে এখনও দুর্গে যে সকল রুষ-সেনা আছে, তাহা তাহারা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, এবং সেই সকল স্থান জাপান অধিকারে আসিবে।

৪। যদি দ্বিতীয় সর্ত্তানুসারে লিখিত দ্রব্যাদি রুষগণ কোনরূপে নষ্ট করেন, তাহা হইলে এই সর্ত্তপত্র ভঙ্গ হইবে, এবং তখন জাপান তাঁহার ইচ্ছামত আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারিবেন।

৫। রুষগণ পোর্টআর্থারের যেখানে যেখানে মাইন আছে, তাহার এক মানচিত্র জাপানী সেনাপতিকে দিতে বাধ্য রহিবেন। এতদ্ব্যতীত

তাহারা সমস্ত রাজকর্ম্মচারী, সৈন্যাধ্যক্ষ প্রভৃতির নাম ধাম সহ একটা তালিকা দিবেন।

৬। কামান, গোলাগুলি, বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি, যাহা যেখানে আছে, তাহা সেইখানে থাকিবে ;—রুষগণ তাহার একটীও স্থানান্তরিত বা হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন না। জাপানিগণ পরে বিবেচনা মত তাহাদের ব্যবস্থা করিবেন।

৭। রুষ-সেনা অভূতপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাদের মান্যার্থে রুষসৈন্যাধ্যক্ষগণ সকলেই অসি ধারণ করিতে পারিবেন,—তাঁহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে না। যাঁহারা এ যুদ্ধে আর জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না, এইরূপ সর্ত্তে অঙ্গীকার পত্র দিবেন, তাঁহারা অনায়াসে দেশে যাইতে পারিবেন ;—জাপানী সেনা তাঁহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিবেন না। সৈন্যাধ্যক্ষ সকলেই তাঁহাদের নিজ নিজ সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন ;—প্রত্যেকের সঙ্গে একজন করিয়া চাকরকেও যাইতে দেওয়া হইবে।

৮। স্থল ও জলযুদ্ধের সমস্ত সেনাগণ তাহাদের যুদ্ধ-পোষাক ব্যবহার করিতে পারিবে। তাহাদের নিজের যাহা কিছু আছে, তাহাও তাহারা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে। তাহাদিগকে জাপানী সেনাপতি যেখানে পরে সমবেত হইতে বলিবেন, তাহারা সেইখানেই সমবেত হইবে।

৯। আহতগণের সহায়তার জন্য জাপানিগণ রুষের সমস্ত হাঁসপাতালের কর্ম্মচারিগণকে পোর্টআর্থারে রাখিবেন। যতদিন তাঁহারা এইরূপ পোর্টআর্থারে রাখিবেন, ততদিন তাঁহাদিগকে জাপানী হাঁসপাতালের প্রধান কর্ম্মচারীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিতে হইবে।

১০। সরকারি কাগজপত্র ও রাজকার্য্য সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বিস্তৃত ভাবে অন্য এক সর্ত্তপত্রে লিখিত হইবে।

১১। এই সর্ত্তপত্র সাক্ষর হইবামাত্রই রুষগণ সেইরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য রহিবেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপানের লাভ।

পরদিন গর্ব্বিত পোর্টআর্থারের উপর জাপানের প্রাতঃ সূর্য্যোদয় অঙ্কিত পতাকা সগর্ব্বে উড়িতে লাগিল। রুষের হস্তে অনেক জাপ-বন্দী ছিল, তাহারা মুক্তি পাইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিল। জাপানিগণ দেখিলেন, দুর্গে আহারীয় দ্রব্যের তত অভাব নাই, তবে ঔষধাদির বড়ই অভাব। এই জন্য আহত ও পীড়িতগণের চিকিৎসা ও শুশ্রুষা ভাল হইতেছে না। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বহু ঔষধাদি আনিয়া আহত শত্রুগণের কষ্টের লাঘব করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্বর্গীয় যত্নে আহত রুষগণ চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিল না।

জাপানিগণ আরও এক মহত্ব দেখাইলেন। এখনও বন্দরে রুষের কয়েকখানা ডেসট্রয়র জাহাজ কার্য্যক্ষম ছিল;—এখন সর্ত্ত অনুসারে এগুলা জাপানের সম্পত্তি। কিন্তু টোগো তাঁহার জাহাজে জাহাজে আজ্ঞা দিলেন, "রুষ-যুদ্ধপোতের বীরগণ অসম সাহসিক বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের মান্যার্থে এই সকল জাহাজ যদি পলাইতে পারে তবে পলায়ন করুক,—ইহাদের আটক করিও না।"

শত্রুর প্রতি এরূপ ক্ষমা, এরূপ দয়া, এরূপ মমতা প্রকাশ করিতে আর কোন যুদ্ধে কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি? জাপানী মহত্বের গুণে ১লা তারিখে রুষের চারি খানি ডেসট্রয়র পোর্টআর্থার হইতে পলাইল,—টোগো তাহাদিগকে পলাইতে দিলেন। ইহারা চিফু বন্দরে গিয়া নিরস্ত্র

হইল। আর দুই খানা কাইচো বন্দরে পলাইল। ৩রা তারিখে আর চারি খানি রুষ-পোতও পলাইল। টোগো ইহাদিগকেও ছাড়িয়া দিলেন! রুষের সর্ত্ত ভাঙ্গিয়া পলায়ন করা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই।

তাঁহাদের হস্তে যে বহু সহস্র রুষ-বন্দী পড়িবে, জাপানিগণ পূর্ব্বে তাহা ভাবেন নাই। এখন দেখিলেন দুর্গে ৮৭৮ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ২৩৪৯১ জন সেনা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৫ হাজার আহত সেনা হাঁসপাতালে আছে। এ সকল ছাড়া আর প্রায় ৪ হাজার রুষ আছে;—ইহাদের অনেকেই সখের সেনা হইয়াছে। স্ত্রীলোক বালকের তো কথাই নাই। যখন এ সংবাদ বাহিরে প্রচারিত হইল, তখন সকলেই বলিতে লাগিলেন যে এত সেনা থাকিতে ষ্টসেল কি জন্য দুর্গ ত্যাগ করিলেন! ইহার জন্য ভবিষ্যতে তাঁহাকে বিশেষ লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

এই অর্দ্ধ লক্ষ রুষকে আহার দেওয়া জাপানের সামান্য ব্যয় নহে, তবে তাঁহাদের লভ্যাংশও যথোচিত হইল। তাঁহারা ৫৪টা খুব বড়, ১৪৯ মধ্যম আকারের এবং ৩৪৩টা ছোট কামান পাইলেন। ৮০ হাজার গোলা তাঁহাদের হস্তে পড়িল। ৩৫ হাজার বন্দুক, ২০ লক্ষ গুলি ২ হাজার ঘোড়াও তাঁহারা পাইলেন,—এতদ্ব্যতীত বাড়ী ঘর অট্টালিকা, গুদাম, জেটি, বন্দর প্রভৃতির তো কথাই নাই। যদিও সহরের উপর অবিশ্রান্ত ধারে জাপানী গোলা পড়িয়াছিল, তথাপিও অধিকাংশ অট্টালিকার কোন অনিষ্ট হয় নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের এই সকল সরকারি বাড়ী এক্ষণে জাপানের হইল।

এতদ্ব্যতীত বন্দরে ৪ খানি ব্যাটেল্‌সিপ, দুইখানি ক্রুজার, ১৪ খানি ডেস্‌ট্রয়র, ১০ খানি ষ্টিমার, ৮ খানি ষ্টিম লঞ্চ ও ১৫ খানি অন্যান্য জাহাজ ছিল। রুষগণ ইহাদিগকে জলমগ্ন করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু ৩৫ খানি ষ্টিম লঞ্চ এখনও বেশ কর্ম্মক্ষম আছে। এ সমস্তই জাপানিদিগের অধিকারে আসিল। পরে জাপানিগণ জলমগ্ন জাহাজের অধিকাংশই

তুলিয়া মেরামত করিয়াছিলেন! তাঁহারা পোর্টআর্থার লাভ করিবামাত্র একদিনও বিলম্ব না করিয়া সহর ও দুর্গ সকল মেরামত করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা এ কার্য্যের জন্য হাজার হাজার চীনে কুলি সংগ্রহ করিতেছিলেন। এক্ষণে কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা সেই সকল কুলি পোর্টআর্থারে আনিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেই বুঝিলেন যে জাপানিগণ এবার আর পোর্টআর্থার ছাড়িতেছেন না।

৫ই জানুয়ারি জেনারেল ষ্টসেল জাপ-সেনাপতি নগির সহিত দেখা করিতে গেলেন। রুষ-সেনাপতি তাঁহার পূর্ণ যোদ্ধৃবেশে তাঁহার সহকারী সেনাধ্যক্ষগণকে সঙ্গে লইয়া জাপ-সেনাপতির সহিত সাক্ষাতের জন্য সুইসিজিংয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাতে কসাক-শরীররক্ষকগণ,—তিনি এক বৃহৎ শ্বেত অশ্বে উপবিষ্ট। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইবামাত্র নগি অশ্বারোহণ করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতদিন যে দুই বীর দিন রাত্রি ধরা রক্তে প্লাবিত করিতেছিলেন, আজ তাঁহারা দুইজনে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছেন,—উভয়ের মনের ভাব বর্ণনা করা অসম্ভব। একজন জেতা ও অপরে বিজিত—মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিলেন,—তৎপরে উভয়ে উভয়কে হস্তে মস্তক স্পর্শ করিয়া সম্ভাষণ করিলেন। তৎপরে নগি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টসেলও অশ্ব হইতে নামিলেন। তখন দুইজনে পরস্পরের কুশল বার্ত্তা প্রভৃতি সদালাপ করিতে করিতে সম্মুখস্থ গৃহ মধ্যে প্রবেশে উদ্যত হইয়া নগি রুষ-সেনাপতির মান্যার্থে পশ্চাৎপদ হইলেন। ষ্টসেল অগ্রে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুদ্র গৃহে একখানা সামান্য টেবিল ও কয়েকখানি চেয়ার মাত্র ছিল। এক্ষণে সেনাপতি নগি রুষ-সেনাপতির হস্ত মর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আপনার ন্যায় বীরের হস্ত মর্দ্দন করিয়া আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।" রুষ-সেনাপতি বলিলেন, "আপনার ন্যায় যোদ্ধার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইলাম।" তৎপরে

অন্যান্য নানা কথোপকথন হইতে লাগিল। জাপান-সম্রাট যে তাঁহাদিগকে অসি ত্যাগ করিতে আজ্ঞা করেন নাই, ইহার জন্য রুষ-সেনাপতি তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। বীরের পক্ষে অস্ত্র ত্যাগ অপেক্ষা আর অধিকতর অপমান কি হইতে পারে! জেনারেল ষ্টসেল নগি যে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার টেলিগ্রাফ রুষ-সম্রাটকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। সম্রাট নিকোলাস্ তাঁহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "আমার সৈন্যাধ্যক্ষগণ এ যুদ্ধে আর লিপ্ত হইবেন না, এ অঙ্গীকার দিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন,—এ অনুমতি আমি প্রদান করিলাম। অথবা যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি সেনাগণের সহিত বন্দী হইয়াও থাকিতে পারেন! পোর্টআর্থার এতদিন ভীম পরাক্রমে রক্ষা করিবার জন্য আমি আপনাকে ও আপনার সেনাগণকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।"

আরও নানা কথার পর ষ্টসেল নগির দুই পুত্রের মৃত্যুর কথা তুলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ইহার উত্তরে নগি বলিলেন, "আমার এক পুত্র নান্‌সান্ পাহাড় আক্রমণে হত হইয়াছিল;—আর একটী মিটরহিল্ আক্রমণে হত হইয়াছে! এই দুই স্থান দখল করা জাপানের প্রধানতম কার্য্য ছিল। সেইজন্য এই দুই স্থান জয় কালে আমার পুত্রদ্বয় যে প্রাণ দিয়াছে, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তাহাদের জীবন দেশের মহাকার্য্যে উৎসর্গ হইয়াছে! জাপানের এই দুই যুদ্ধে যে লাভ হইয়াছিল, তাহার নিকট তাহাদের জীবন কিছুই নহে!"

জেনারেল ষ্টসেল এক্ষণে বলিলেন, "আমার এই ঘোড়াটী যদি আমার ক্ষুদ্র সাদর উপহার বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ অনুগৃহিত হই।"

নগি বলিলেন, "সেনাপতি! এক্ষণে পোর্টআর্থারে যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই জাপান-সম্রাটের সম্পত্তি,—আমি তাহার কিছুই গ্রহণ

করিতে পারি না। আপনার মান্যার্থে আপনার অশ্বের আমরা বিশেষ যত্ন করিব। আর যতদিন আপনার রুষিয়ায় যাইবার আমরা বন্দোবস্ত করিতে না পারি, ততদিন আপনি পোর্টআর্থারে বাস করিতে থাকুন। আপনার যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তাহা আমরা করিব।”

তাহার পর আরও নানা কথার পর দুই সেনাপতি একত্রে এক টেবিলে বসিয়া পানাহার করিলেন। পরে ষ্টসেল আবার সদলে পোর্ট-আর্থারে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পোর্ট আর্থারে জাপ।

এদিকে জাপানিগণ রুষ-বন্দিদিগকে জাপানে চালান দিবার জন্য ডাল্‌নি বন্দরে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। তাহারা দলে দলে লাহুম নামক স্থানে সমবেত হইতেছিল, তথা হইতে তাহারা চেরাসী নামক রেল-ষ্টেসনে আসিল। এখান হইতে তাহারা রেলে যাইবে। ইহাদের দেখিয়া একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন ;—

“সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য,—দলে দলে রুষগণ ষ্টেসনের দিকে আসিতেছে! প্রথমে কতকগুলি সৈন্যাধ্যক্ষ,—কেহ অশ্ব পৃষ্টে, কেহ বা পদব্রজে,—সকলেরই কটিতে তরবারি ঝুলিতেছে! সকলেরই পোষাক পরিচ্ছদ সুন্দর। কে বলিবে যে ইহারা ১১ মাস অবিশ্রান্ত লড়িয়া এক্ষণে বন্দী হইয়া জাপানে যাইতেছে! তাহাদের পশ্চাতে কাতারে কাতারে রুষ-সেনাগণ আসিল! তাহাদের পোষাক পুরাতন ও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অনেকে চীনেকোট পরিয়াছে ; কিন্তু সকলেই সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ। তাহাদের কখনও যে আহারের অভাব হইয়াছে তাহা তাহাদের চেহারা দেখিলে বোধ হয় না।

কাতারে কাতারে রুষগণ চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাপ-পদাতিক বন্দুক স্কন্ধে যাইতেছে। যাহাতে কেহ না পলায়, তাহাই দেখিবার জন্য এই সকল প্রহরী! কিন্তু তাহারা সংখ্যায় এত অল্প যে ইচ্ছা করিলে অনেক রুষই পলাইতে পারিত,—কিন্তু তাহারা সকলেই জানে এখন পলাইলে আবার জাপানিদিগের হস্তে পতিত হইতে হইবে। এ দেশ হইতে তাহাদের স্বদেশে যাইবার এখন কোনই উপায় নাই। সুতরাং পলাইবার সুবিধা থাকিলেও কেহ পলাইতেছে না। তবে এই সামান্য মাত্র জাপ-সেনা যে হাজার হাজার রুষকে বন্দীভাবে লইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্যই হাস্যজনক—বিস্ময়কর! সকলেই হাসিতে হাসিতে আমোদ করিতে করিতে যাইতেছে! বন্দী হইয়াছে বলিয়া কেহ লজ্জিত, দুঃখিত বা বিষণ্ণ নহে,—দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা তাহাদের এই পরিবর্ত্তনে মহা সন্তুষ্ট হইয়াছে।

তবে সময় সময় তাহাদিগকে কষ্টও পাইতে হইতেছিল। তাহাদের অনেককে চীনে গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতে হইতেছে। চীনেগণ সময় পাইয়া রুষদিগের প্রতি অজস্র গালিবর্ষণ ও বিদ্রুপ করিতেছে! কাল রুষগণ তাহাদের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা ছিল, আজ তাহারা জাপানের বন্দী। চীনেগণ কখনই তাহাদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না, তাহাই সময় পাইয়া তাহারা ইহার প্রতিশোধ লইল। রুষ ক্রোধে উন্মত্ত প্রায় হইল, কিন্তু তাহাদের সে হৃদয়ের ক্রোধ হৃদয়েই উপশমিত করিয়া রাখিতে হইল। চীনেগণ তাহাদের অবস্থা দেখিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

চেরাসি ষ্টেসনে একটা শিবির নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। রুষগণ তথায় বাস করিতে লাগিল। ডাল্‌নি হইতে গাড়ী আসিলে তবে তাহারা তথায় রওনা হইবে। এখানে জাপগণ তাহাদিগকে যথেষ্ট আহারীয় দ্রব্য দিলেন। যে যত মাংস ও বিস্কুট চাহিলেন, তিনি ততই পাইলেন। রুষগণ খুব আনন্দিত;—সৈন্যাধ্যক্ষগণ সিগারেট টানিতে টানিতে ষ্টেসনের

প্লাট্‌ফরমে পদচারণ করিতে লাগিলেন। খুব হাসি তামাসা,—জগতের শ্রেষ্ঠ দুর্ভেদ্য দুর্গ তাঁহারা যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহাদের মনে নাই! তাঁহাদের এই অধঃপতন ঘটিয়াছিল বলিয়াই আজ তাঁহাদের পরাজয়!

জেনারেল ষ্টসেল ও ৫০০ শত রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষ অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করিয়া দেশে যাইবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। ১২ই তারিখে তাঁহারা ডাল্‌নি যাইবার জন্য চেরাসি ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক স্ত্রীলোক ও বালিকাও ছিল! ইহারা নানা রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রী, কন্যা, দাসী প্রভৃতি। ইহারাও ডাল্‌নি যাইবার জন্য ষ্টেসনে আসিয়াছে! জাপানিগণ এখনও অধিক সংখ্যক গাড়ী এখানে আনয়ন করিতে পারেন নাই। যাহা আনিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই মাল গাড়ী,—কাজেই রুষ-দিগের ডাল্‌নি উপস্থিত হইতে সময় লাগিতেছিল। তবুও জাপগণ তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছিলেন। জাপ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ সকলেরই মাল পত্র দেখিয়া শুনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিতেছিলেন। সকলের সহিত বিশেষ ভদ্রোচিত ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ সম্পূর্ণই বিপরীত। তাঁহারা যে বন্দী, তাহা যেন তাঁহাদের মনে নাই! তাঁহারা তাঁহাদের জেতা জাপগণের সহিত অতি রূঢ় ব্যবহার করিতেছিলেন, কিন্তু উদারচেতা জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাহার জন্য তাঁহাদের উপর একবারও বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিলেন না,—মনে মনে যাহা ভাবিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

জেনারেল ষ্টসেলের জন্য জাপগণ কোন গতিকে একখানি ভাল গাড়ী সংগ্রহ করিয়া চেরাসিতে পাঠাইয়াছিলেন। রুষ-সেনাপতি তাঁহার স্ত্রী ও পাঁচটী পিতৃহীন শিশু লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। জাপানিগণ তাঁহার পদোচিত যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু সকলেই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে রুষ-সেনা বা সৈন্যাধ্যক্ষগণ কেহই তাঁহাকে সম্মান করিলেন

না,—এমন কি অনেকেই তাঁহাকে সেলাম পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গেলেন। এ প্রদেশের রুষগণের যে বিশেষ অধঃপতন হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই!

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে খোলা মালগাড়ী ব্যতীত জাপানিগণের ডাল্‌নিতে অন্য গাড়ী ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবুও তাঁহারা আজ রুষ-স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগের জন্য কয়েক খানা থার্ড ক্লাস গাড়ী আনিয়াছিলেন। রুষ-সেনাপতি গাড়ীতে উঠিলে, জাপগণ অন্য গাড়ীগুলিতে স্ত্রীলোকদিগকে তুলিবেন, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষগণের এতদূর অধঃপতন হইয়াছিল যে তাঁহারা এই সকল হতভাগিনীর কথা একবার মনেও করিলেন না,—নিজ নিজ মালপত্র লইয়া ছুটাছুটি করিয়া গাড়ী দখল করিয়া বসিলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া জাপানিগণ মরমে মরিয়া গেল! রুষের বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাদের যে একটু ভক্তি জন্মিয়াছিল,—তাহা এ দৃশ্যে দূরীকৃত হইয়া ঘোর ঘৃণায় তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। দীর্ঘকায় বলবান রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ স্ত্রীলোকদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া গাড়ী অধিকার করিতেছেন, হতভাগিনী-গণ নিজ নিজ মালের উপর সজল নয়নে বসিয়া রহিল! তখন জাপ-রেল কর্ম্মচারিগণ ও জাপ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ যত পারিলেন, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাগণকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন,—অনেককে খোলা মাল গাড়ীতে দুর্গন্ধময় সামান্য সেনাগণের সঙ্গী হইতে হইল। সকলকে টানিয়া গাড়ী হইতে বাহির করিতে হইলে দাঙ্গা উপস্থিত হয়,—কাজেই অনেক স্ত্রীলোক ও বালকবালিকা প্লাট্‌ফরমে পড়িয়া রহিল। একজন পরমাসুন্দরী রমণী গাড়ীতে উঠিবার জন্য প্লাট্‌ফরমে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন,—তিনি যুদ্ধে স্বামী হারাইয়া এক্ষণে দেশে যাইতেছেন,—হতভাগ্য নীচাশয় রুষগণ ইহাকেও গাড়ীতে স্থান দিল না। তখন সেনাপতি নগির এডিকং কাপ্তেন মাতসুবাদা একখানা গাড়ী হইতে কয়েকজনকে টানিয়া বাহির

করিয়া তথায় রমণীর স্থান করিয়া দিলেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ সজল-নয়নে হতাশ ভাবে চাহিয়া রহিল। তাহারা জানিত, আর তাহারা শীঘ্র গাড়ী পাইবে না। বহু ঘণ্টা পরে আবার এই গাড়ী ফিরিয়া আসিবে, ততক্ষণ তাহাদের এইখানে এই ভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে। বংশী নিনাদিত হইল,—রুষের কলঙ্ক রাশি লইয়া গাড়ী শীঘ্রই দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল!

একদিকে এই লজ্জাকর দৃশ্য,—অপরদিকে জাপানের অতুলনীয় মহত্ত্ব। এ পর্য্যন্ত যত যুদ্ধ হইয়াছে,—যত দুর্গ হস্তান্তরিত হইয়াছে,—জেতাগণ কাল বিলম্ব না করিয়া মহা সমারোহে তথায় উপস্থিত হইয়া বিজয় নিশান প্রোথিত করিয়াছেন! বিজিতদিগকে নিজ প্রতাপ দেখাইবার শত চেষ্টা পাইয়াছেন,—কিন্তু নগি তাহা করিলেন না। পাছে রুষ-সেনাপতি ষ্টসেলের হৃদয়ে বেদনা লাগে, এই জন্য তিনি সদলে তাঁহার উপস্থিতি কালে পোর্টআর্থারে প্রবেশ করিলেন না! শত্রুর প্রতি এত মমতা, এত সৌজন্যতা, কোন যুদ্ধে কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই! ১২ই তারিখে ষ্টসেল সস্ত্রীক ডাল্‌নি যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনের পর ১৩ই তারিখে সেনাপতি নগি সদলে পোর্টআর্থারে প্রবেশ করিলেন! যাহার জন্য বিশ ক্রোশ পথ জাপানী মৃতদেহে পূর্ণ হইয়াছে, সেই স্থান লাভে তাঁহার আনন্দ হইবে না কেন! কিন্তু তিনি কোনরূপ অনর্থক আনন্দ প্রকাশ করিলেন না,—এখনও সম্পূর্ণ আনন্দের দিন আসে নাই! এখনও রুষ মুকৃডেনে যুদ্ধসজ্জা করিতেছেন।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নগির পোর্ট আর্থারে প্রবেশ।

১৩ই অতি পরিষ্কার দিন,—সূর্য্যের কিরণে চারিদিক আলোকিত,—মন্দ মন্দ বাতাস বহিতেছে,—এইরূপ সময়ে আজ প্রথম সেনাপতি নগি সদলে পোর্টআর্থারে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অধীনে প্রায় ৬০ হাজার সেনা ছিল,—ইহাদের সকলের এই রেসেলায় যোগদান করা অসম্ভব,—তাহাই নগি তাঁহার প্রত্যেক বিভিন্ন সেনাদল হইতে সেনা বাছিয়া লইয়া তাহাদিগকেই সঙ্গে লইলেন।

জাপ-সেনাপতি সর্ব্বাগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে চলিলেন,—তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার নিজস্ব সেনাধ্যক্ষগণ;—তৎপরে বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে কাতারে কাতারে জাপগণ ধীরপদবিক্ষেপে আসিল। অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ, এমন কি সেনাপতি তাঁহার রসদ-বাহকদিগকেও বিস্মৃত হন নাই,—তাহারাও তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সেনাপতি সহরের নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে বন্দরের সম্মুখস্থ খোলা স্থানে আসিয়া সদলে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া দলে দলে জাপসেনাগণ গমন করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকর-গণ বাদ্য বাজাইতে লাগিল!

এইরূপে দলের পর দল বহু দল সেনাপতির সম্মুখে বন্দুক, তরবারি তুলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেল। অনেক দলেরই পতাকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে! ক্ষুদ্র জাপগণ কি ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের

ছিন্ন পতাকাই তাহার প্রমাণ। ক্রমে ক্রমে সকল দল চলিয়া গেলে সেনাপতি সদলে সহরের নানাস্থান দেখিয়া অবশেষে যে অট্টালিকায় রুষ-সেনাপতি ষ্টসেল বাস করিতেন, তথায় আসিয়া সকলে পান ভোজনাদি করিলেন।

তৎপরে সহরে মৃতবীরগণের পূজা হইল! এই পূজার বর্ণনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। যে দৃশ্য আমরা ফেংহাংচেংয়ের নিকটস্থ পাহাড়ে দেখিয়াছি, আজ সেই দৃশ্য আবার পোর্টআর্থারে দেখিলাম। সেনাপতি নগি মৃতবীরগণের যথোচিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তাহাদের সকলেরই মন্ত্র ছিল—হয় জয়—নয় মৃত্যু। তাঁহারা বীর শয্যায় শায়িত হইয়া স্বর্গে গিয়াছেন। আজ আমরা তাঁহাদের পবিত্র আত্মার সহিত আমাদের জয়ের জন্য একত্রে আনন্দ করিতেছি! মৃতবীরগণ! আপনারা আমাদের অপেক্ষা শত গুণ ধন্য!"

পর দিবস জার্ম্মাণ-সম্রাটের নিকট হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাফ রুষ-সম্রাট নিকোলাস্ প্রাপ্ত হইলেন :—

"পোর্টআর্থার রক্ষার্থে যুদ্ধ চিরকাল সর্ব্বজাতীয় সেনার শিক্ষার বিষয় হইয়া থাকিবে। যে বীর আপনার দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, সমস্ত জগতের লোক আজ তাঁহার প্রশংসা করিতেছে। আমি ও আমার সেনাগণ তাঁহার বীরত্বে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। আমার পূর্ব্বপুরুষ মহা গৌরবান্বিত ফ্রেডিরিক্ দি গ্রেট যে সর্ব্বোচ্চ উপাধি স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আমি সেনাপতি ষ্টসেলকে সেই মহান উপাধিতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি আপনি ইহাতে আপত্তি করিবেন না। আমি সেনাপতি নগিকেও এই উপাধিতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।"

জাপান-সম্রাট মিকাডোও নিম্নলিখিত টেলিগ্রাফ পাইলেন :—

"সেনাপতি নগি পোর্টআর্থার অধিকারে যথেষ্ট বীরত্ব ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন,—তাঁহার সেনাগণও অভূতপূর্ব্ব বীরত্বে যুদ্ধ করিয়াছে।

ইহাতে যোদ্ধামাত্রেরই তাঁহাদের উপর বিশেষ ভক্তি জন্মিয়াছে। আমি ও আমার সেনাগণ বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। আমার মান্য ও ভক্তি প্রকাশের জন্য আমি তাঁহাকে আমার পূর্ব্ব পুরুষ ফ্রেডিরিক দি গ্রেট কর্ত্তৃক স্থাপিত জার্ম্মাণীর সর্ব্বপ্রধান উপাধিতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি আপনি আমায় সে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিবেন।"

ইহার উত্তরে মিকাডো লিখিলেন :—

"আমাদের পোর্টআর্থার অধিকারে আপনার প্রশংসায় আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলাম। আপনি যে সেনাপতি নগিকে আপনার সর্ব্বপ্রধান উপাধিতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আমি সম্পূর্ণ অভিমত দিলাম।"

রুষ-সম্রাট লিখিলেন, "আপনি যে জেনারেল ষ্টসেলকে আপনার সর্ব্বপ্রধান উপাধিতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহার জন্য আমি আমার সমস্ত সেনার নামে আপনাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। সেনাপতি ষ্টসেল তাঁহার বীর যোদ্ধাগণকে লইয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। আপনি ও আপনার সেনামণ্ডলী যে তাঁহাদের বীরত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহাপেক্ষা আর অধিক আনন্দ আমার কি হইতে পারে!"

দুই সেনাপতিও জার্ম্মাণ-সম্রাটকে তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

আমরা পূর্ব্বে এই ব্যাপারে জাপানের কত টাকা লাভ হইল, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি। জেনারেল ওয়ামা বলেন যে পোর্টআর্থার পাইয়া জাপানের ৩০০ লক্ষ পাউণ্ড লাভ হইয়াছিল! যাহাই হউক, পোর্টআর্থার জয়ে জাপানের যে বিশেষ লাভ হইল, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

রুষগণের দশ হাজার সেনা এই যুদ্ধে হত হইয়াছিল। যখন জাপানিগণ পোর্টআর্থারে প্রবেশ করিলেন, তখন রুষ-হাঁসপাতালে

১৫ হাজার আহত সেনা ছিল। যখন পোর্টআর্থার অবরুদ্ধ হয়, তখন এই দুর্গে ৫৫ হাজার রুষ-সেনা ছিল। যখন এই দুর্গ জাপ হস্তে পতিত হইল, তখন ইহার অর্দ্ধেকও তথায় ছিল না। নান্‌সান্ যুদ্ধ হইতে এই শেষ দিন পর্য্যন্ত জাপানের ৫৫ হাজার সেনা হত ও আহত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রায় ১১ হাজার সেনা এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিল। তবুও জাপ-সেনাপতির অধীনে তখনও ৫০। ৬০ হাজার সেনা রহিয়াছে। এক্ষণে তাহারা অনায়াসে মুকৃডেনের সম্মুখে অন্যান্য জাপ-সেনার সহিত মিলিত হইতে পারিবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

সমুদ্র পথে রুষ-নৌবাহিনী।

এদিকে পোর্টআর্থার রুষের হস্তচ্যুত হইয়াছে,—রুষের প্রাচ্য দেশের সমস্ত নৌ-বাহিনী ধ্বংসীভূত হইয়া গিয়াছে ;—এ নিদারুণ সংবাদ রুষের যুদ্ধপোত সকলে এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধীরে ধীরে জাপানের দিকে যাইতেছে। রুষের নৌ-সেনাপতি পাঁচখানা ব্যাটেল্‌সিপ, পাঁচখানা ক্রুজার জাহাজ, একখানা হাঁসপাতাল জাহাজ, একখানা ফরাসী হোটেল জাহাজ, একখানা পানীয় জল নির্ম্মাণের জাহাজ, অসংখ্য রসদ ও কয়লার জাহাজ লইয়া আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া চলিলেন। ডিসেম্বর মাসের শেষে রুষ-যুদ্ধপোত সকল মাডাগাস্কার দ্বীপের একটী বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল। সাত সপ্তাহ রুষ-যুদ্ধপোত সকল সঙ্গের কয়লার জাহাজ হইতে কয়লা লইয়া জাহাজ চালাইয়াছেন। উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্র বক্ষে এইরূপ কয়লা লওয়া যে কত কষ্টকর ও বিপদজনক, তাহা বলা যায় না! অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে রুষ-জাহাজ এতদূর উপস্থিত হইতে পারিবে না,

কিন্তু তাহারা যে এ ভাবে এতদূর আসিতে পারিল, তাহাতে তাহাদের নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়।

রুষের দ্বিতীয় দল যুদ্ধপোত সুয়েজ ক্যানেলের ভিতর দিয়া চলিল। এই দলের সেনাপতি আড্‌মিরাল ফকারসামের সহিত ৩ খানা ব্যাটেল্‌সিপ, দুইখানা ক্রুজার, ৭ খানা ডেস্‌ট্রয়র এবং অনেক রসদ ও কয়লার জাহাজ চলিল। রুষের এখনও জাপান-ভীতি যায় নাই! তাঁহারা ভাবিলেন যে জাপানিগণ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে এই ক্ষুদ্র খালের ভিতর আক্রমণ করিবে; তাহাই তাঁহাদের গোলন্দাজগণ অষ্ট প্রহর কামানের মুখে প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তাঁহারা তিনখানা জাহাজ ভাড়া করিয়া অগ্রে অগ্রে পাঠাইলেন। তৎপরে তাঁহাদের ডেস্‌ট্রয়র সকল অগ্রসর হইল;—তৎপশ্চাতে বড় বড় যুদ্ধপোত সকল আসিতে লাগিল। রাত্রে তাঁহাদের জাহাজের মাস্তলের সার্চ্চলাইট চারিদিকে আলোকিত করিয়া রাখিল;—তাঁহারা সর্ব্বদাই সশঙ্কিত রহিলেন।

সুয়েজ বা পোর্টসায়েদ বন্দরে যে জাপানী চর ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই! যে জাপান এ যুদ্ধে এত সংবাদ রাখিয়াছে, সে জাপান যে রুষের এই নৌবাহিনীর বিশেষ সংবাদ লইবে না, তাহা কখনই হইতে পারে না! নিশ্চয়ই জাপানের লোক সর্ব্বক্ষণ এই সকল রুষ-যুদ্ধপোতের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহাই বলিয়া বিচক্ষণ জাপানিগণ এত উন্মত্ত হন নাই যে তাঁহারা দেশ হইতে এতদূরে রুষ-যুদ্ধপোত আক্রমণ করিয়া সমস্ত ইউরোপকে মহা শত্রুরূপে পরিণত করিবেন। রুষ-সৈন্যাধ্যক্ষগণের এ কথা বুঝা উচিত ছিল, কিন্তু তাঁহারা জাপান-ভয়ে এত ভীত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নষ্ট হইল। তাঁহারা এতই সাবধানতা গ্রহণ ও এতই ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে সকলেই তাঁহাদের কার্য্যে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, ক্রমে এই সকল জাহাজ লোহিত সাগর উত্তীর্ণ হইয়া

মাডাগাস্কারের নিকটস্থ হইল,—তখন তথায় রুষের দুই দল জাহাজ এক হইয়া গেল! এইখানে রুষগণ যত পাইলেন আহারীয় দ্রব্য সকল ক্রয় করিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা এখানে হাজার হাজার বোতল শ্যাম্পেন কিনিতেও ভুলিলেন না। রুষ-বীরগণের সুরা ভিন্ন বোধ হয় এক মুহূর্ত্তও চলিবার উপায় ছিল না। তাঁহারা এখানে জাল জুয়াচুরি করিয়া অনেক কয়লাও ক্রয় করিলেন। মাডাগাস্কার দ্বীপ ফরাসী রাজ্য,—ফরাসিগণও রুষের যথেষ্ট সাহায্য করিলেন, কিন্তু তাঁহারা এ যুদ্ধে নির্লিপ্ত, সুতরাং তাঁহারা আইনানুসারে তাঁহাদের অধিক সাহায্য করিতে পারেন না,—তাঁহারা এই সকল রুষ-পোতকে আর অধিক দিন তাঁহাদের বন্দরে স্থান দিতেও অক্ষম হইলেন।

এইখানে এক অভিনব ব্যপার ঘটিল। রুষের প্রথমদল যুদ্ধপোত পোর্টআর্থারে ছিল,—আড্মিরাল রোজডেষ্টভেনস্কি এই ২ নম্বর রুষ-যুদ্ধপোত লইয়া প্রথম দলের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছিলেন। পোর্টআর্থারে যিনি প্রধান নৌ-সেনাপতি, তিনিই এই দুই নম্বর দলের উপরও প্রধান সেনাপতি থাকিবেন,—কিন্তু মাডাগাস্কারে রুষ-আড্মিরাল টেলিগ্রাফে সংবাদ পাইলেন যে এ সকলের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। রুষেব আর দুই নম্বর নৌবাহিনী নাই,—এখন ইহাই প্রথম নম্বর নৌবাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। তিনিও আর এখন কাহারও অধীনে নাই,—তিনিই রুষের নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। তখন সকলে বুঝিলেন যে পোর্টআর্থারের পতন হইয়াছে।

এ সংবাদে রুষ-যুদ্ধপোতস্থ যোদ্ধাগণের মানসিক অবস্থা কি হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না! তাঁহাদের এতদিন আশা ছিল যে যতদিন তাঁহারা না উপস্থিত হইতেছেন, ততদিন রুষগণ কখনই পোর্টআর্থার ত্যাগ করিবে না,—প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া দুর্গ রক্ষা করিবে; পোর্টআর্থারের রুষ-যুদ্ধপোত সকলও টোগোর জাহাজ আটক রাখিতে পারিবে। তাঁহারা

গিয়া টোগোকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবেন,—এমন কি তাঁহারা রাজধানী টোকিও আক্রমণেও অগ্রসর হইবেন! এখন সে সমস্ত আশাই জল বুদ্বুদের ন্যায় জলে মিশিয়া গেল! এখন দূর ভ্লাডিভস্টক্ ব্যতীত আর তাঁহাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই। পোর্টআর্থারের পতনে রুষের প্রাচ্যদেশস্থ যুদ্ধপোত সকলও নষ্ট হইয়া গিয়াছে;—এখন টোগো সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছেন,—আর তাঁহাকে পোর্টআর্থারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইতেছে না,—এখন তাঁহার সমস্ত জাহাজের সহিত রুষ-যুদ্ধ-পোতের সম্মুখ যুদ্ধ করিতে হইবে! সংখ্যায় বল্টিক-বাহিনী কম ছিল না সত্য,—কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই আধুনিক জলযুদ্ধের উপযুক্ত নহে; বিশেষতঃ এই সকল জাহাজ হাজার হাজার মাইল সমুদ্র মধ্য দিয়া যাইতেছে,—ইহাতেই তাহারা অনেকটা জখম হইয়া পড়িয়াছে;—আর অপর পক্ষে টোগোর জাহাজ সকল এখন বন্দরে গিয়া সম্পূর্ণ নূতনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে! এ অবস্থায় যুদ্ধ জয় কতদূর সম্ভব, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। সেই জন্যই এই সময়ে জনরব উঠিল যে রুষ-সম্রাট তাঁহার নৌবাহিনীকে দেশে ফিরিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যাহাই হউক, রুষ-জাহাজ ফিরিল না। মাডাগাস্কার পরিত্যাগ করিয়া জাপানের দিকে চলিল! রুষ-যোদ্ধাগণ এ অবস্থায় মনের ব্যাকুলতা দূর করিবার জন্য নিশ্চয়ই দিনরাত্রি শ্যাম্পেনের স্রোত চালাইতে লাগিলেন।

এ দিকে জাপানও তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য মহা আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৪ই নভেম্বর সম্রাট তাঁহার প্রধান প্রধান অমাত্য, নৌসেনাপতি ও স্থল-সেনাপতিগণের সহিত এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। কিরূপে রুষের এই নৌবাহিনীকে ধ্বংস করা যায়, তাহারই আলোচনা হইল;—বলা বাহুল্য, সে পরামর্শের কোন কথাই প্রচারিত হইল না। জাপান যাহা করিতে লাগিলেন, তাহা অতি গোপনে হইতে লাগিল।

যদি কোনরূপে এই সকল রুষ-জাহাজ নিউচেং বন্দরে উপস্থিত হইয়া জাপানের মুক্‌ডেনের নিকটস্থ সেনাগণের পশ্চাতে গিয়া তাহাদের সহিত পোর্টআর্থার, ডাল্‌নি প্রভৃতি বন্দরের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাঁহারা তাহারও বিস্তৃত আয়োজন করিলেন। তাঁহারা এমন বন্দোবস্ত করিলেন যে যদি এরূপ হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদের সেনাপতিগণ অনায়াসে বহুমাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে পারিবেন।

এদিকে জাপানের কয়েকখানা ক্রুজার পশ্চিমে মানিলা, সিঙ্গাপুর, পিনাং পর্য্যন্ত আসিল,—কিন্তু তাহারা কোন বন্দরেই প্রবেশ করিল না। তাহারা রুষ-পোতের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হয় নাই, তাহারা কেবল রুষ-নৌবাহিনী কতদূর আসিয়াছে,—কোন্ পথে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহারই সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল! টোগো তাঁহার জাহাজ লইয়া কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, তাহা কেহই জানে না।

এদিকে রুষও নিশ্চিন্ত বসিয়া নাই;—তাঁহারা দেশ হইতে আর এক দল নৌবাহিনী দূর প্রাচ্যে প্রেরণের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন! এ কথা মুখে বলা যত সহজ কাজে তত সহজ নহে। তবুও দেশময় ইহা লইয়া একটা মহা আন্দোলন উঠিল। সকলেই রুষের নৌবল বৃদ্ধি করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। সম্রাটও নূতন যুদ্ধপোত সকল নির্ম্মাণের জন্য ১৬০, ০০০, ০০০ পাউণ্ড ব্যয়ের আজ্ঞা দিলেন। আট খানা বড় বড় ব্যাটেল্‌সিপ ও অন্যান্য যুদ্ধপোত নির্ম্মাণের আয়োজন হইতে লাগিল,—কিন্তু বাহ্যিক এই সকল ব্যাপার হইতেছিল সত্য—কিন্তু এই যুদ্ধে ভিতরে ভিতরে রুষের এক ভীষণ রাষ্ট্র-বিপ্লব হইবার উপক্রম হইতেছিল,—আমরা এক্ষণে সে সম্বন্ধে দুই এক কথা যথা সম্ভব সংক্ষেপে বলিব।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষিয়ার আত্মকলহ।

এ সময়ের রুষের অবস্থা বলিতে এক্ষণে আমরা বাধ্য! সমস্ত রুষিয়ার লোক এখন এই ভীষণ যুদ্ধের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে! তাহারা বহুদিন হইতে পদদলিত হইয়া আসিতেছে! এই যুদ্ধে তাহাদের গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে;—তাহাদের সহ্য শক্তি শেষ সীমায় আসিয়াছে! তাহারা আর সহ্য করিতে পারে না! ইহারই মধ্যে রাজধানীর স্থানে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে;—অনেকে স্পষ্টই নিজ নিজ মনের ভাব প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করিতেছে না। তাহার উপর এক ভীষণ কাণ্ড ঘটিল!

প্রতি বৎসর ১৮ই জানুয়ারী তারিখে মহা সমারোহে নেভা নদীকে বড় পাদরি আশীর্ব্বাদ দান করিয়া থাকেন। স্বয়ং সম্রাট মহা সমারোহে অমাত্যবর্গ বেষ্টিত হইয়া নদী তীরে আগমন করেন,—সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র সেনা কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান হয়। এই মহোৎসব শেষ হইলে, সম্রাট জর্ডন নদীর পবিত্র জল পান করেন,—অমনই কামান সকল গর্জ্জিয়া উঠে! আজও ঠিক তাহাই হইল,—কিন্তু সহসা সম্রাটের পশ্চাতস্থিত একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ভূপতিত হইলেন। সকলে প্রথম ভাবিয়াছিলেন যে তিনি শীতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন,—পরে দেখিলেন যে তিনি গুলিতে আহত হইয়াছেন। তখন আরও দেখা গেল যে উপরের অনেক জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—অনেক গুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে! তখন সকলই বুঝিলেন যে শূন্য আওয়াজের

পরিবর্ত্তে একটা কামান হইতে একটা সার্পনেল গোলা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে! সকলে বুঝিলেন যে সম্রাটকে হত্যা করিবার জন্যই এ ভয়ানক কাজ। চারিদিকে এক মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল! গোলন্দাজগণ তখনই বন্দী হইল। কোনরূপে সম্রাট সে দিনের উৎসব শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু গোল এখানেই মিটিল না,—রুষগণ প্রকৃতই খেপিয়া উঠিয়াছে!

দিনের পর দিন রুষের শ্রমজীবীগণ কর্ম্ম পরিত্যাগ এবং ধর্ম্মঘট করিয়া রাজপথে দলে দলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। রুষের সমস্ত কল কারখানা বন্ধ হইয়া গেল;—বন্দরে যুদ্ধপোতের কাজও স্থগিত রহিল। ফাদার গ্যাপন নামে এক জন যুবক পাদরি ইহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ইহাদের দলপতি হইলেন। চারিদিকেই মহা গোল উঠিল;—আর ঘোর রাষ্ট্র-বিপ্লব হইবার বিলম্ব নাই।

দরিদ্র শ্রমজীবীগণ সম্রাটের নিকট তাহাদের দুঃখ জানাইয়া এক আবেদন পত্র প্রস্তুত করিল। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তাহারা লিখিল, "আপনার কর্ম্মচারিগণ প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া এই লজ্জাকর যুদ্ধ ঘটাইয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে!" তাহারা সম্রাটের দ্বারে আরও অনেক কাতরোক্তি করিল,—কিন্তু সম্রাট তাহাদিগকে দর্শন দিলেন না,—তাহাদের কাতরোক্তিপূর্ণ আবেদনপত্রও গ্রহণ করিলেন না; বরং চারিদিক হইতে বহু অশ্বারোহী সৈন্য সহরে আনীয়ন করা হইল। সহরস্থ পদাতিকের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইল।

২২শে জানুয়ারি রবিবার ১০টা পর্য্যন্ত কোন গোল নাই। গির্জ্জায় গির্জ্জায় ঘণ্টা নিনাদ হইতেছে। একটু পরে যে এক ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইবে, তখন কেহই তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বেলা ১০টার সময় সহসা অসংখ্য রুষ-সেনা তাহাদের সেনানিবাস হইতে বাহির হইয়া রাজধানীর যে অংশে শ্রমজীবীগণ বাস করিত, সেই অংশে আসিয়া

প্রতি রাস্তার মোড়ে মোড়ে দণ্ডায়মান হইল। কতকগুলি নদীর উপরিস্থ পোল অধিকার করিয়া রহিল! অসংখ্য সেনা আসিয়া সমস্ত রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

আজ হতভাগ্য রুষগণ তাহাদের স্ত্রী পরিবার লইয়া রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া জানু পাতিয়া সকলে কাঁদিবে,—তাহাতেও কি সম্রাটের দয়া হইবে না? বেলা দশটার পর প্রায় ১৫ হাজার শ্রমজীবী স্ত্রী পরিবার লইয়া রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইল। সম্মুখে ক্রুস হস্তে দুই জন পাদরি,—পশ্চাতে অধিকাংশ শ্রমজীবী সম্রাটের ছবি উচ্চে তুলিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে;—তাহাদের দলপতি ফাদার গ্যাপন ক্রুস হস্তে চলিয়াছেন। তাহারা সকলেই বলিতেছে, "সম্রাট আমাদের পিতা, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ক্রন্দন শুনিবেন।" সেনাগণ বাহির হইয়াছে শুনিয়া তাহারা সকলেই বলিল, "তাহারা আমাদের মত দরিদ্র রুষ,—তাহারা আমাদের ক্ষতি করিবে কেন?"

তাহারা একটা পোলের নিকট আসিলে সেনাগণ তাহাদের পথরোধ করিল। প্রথমে তাহারা তাহাদের অসির উল্টা দিকে প্রহার করিয়া তাহাদের দূর করিবার চেষ্টা পাইল;—কিন্তু তাহাতেও শ্রমজীবীগণ পশ্চাৎপদ হইল না। তাহার পর তিনবার ফাকা আওয়াজ করা হইল। তাহাতেও তাহারা না নড়ায়, তখন তাহাদের উপর সেনাগণ গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিল,—সম্মুখস্থ একজন পাদরি আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। সম্রাটের শত শত ছবি তাঁহার সেনার গুলিতেই শত ছিন্ন হইয়া গেল! তখন হতভাগ্যগণ যে যে দিকে পাইল পলাইল,—তাহাদের ৩০০ শত মৃতদেহ ও ৫০০ আহত তথায় পড়িয়া রহিল।

এখানে যাহা ঘটিল, অন্যত্র নানা স্থানেও ঠিক এইরূপ রক্তের স্রোত বহিল। রুষ রুষের রক্তপাত করিয়া সেণ্টপিটার্সবর্গের রাজপথ লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত করিল। এক স্থানে শ্রমজীবীগণ সেনাগণকে

ডাকিয়া বলিল, "তোমরা আমাদের কি ভাই নও? তবে কিরূপে আমাদের উপর গুলি চালাইতেছ?" এই কথা শুনিয়া পদাতিকগণ বন্দুক ত্যাগ করিল,—কিন্তু অশ্বারোহী কসাকগণ তাহাদের উপর নির্ম্মম ভাবে তরবারি চালাইতে লাগিল,—ইহাতে অনেকে হত ও আহত হইল।

কিন্তু এ ব্যাপারের ইহাই শেষ নহে। এক দুই করিয়া রাজ প্রাসাদের সম্মুখে বহু সহস্র রুষ সমবেত হইয়াছিল। সেনাধ্যক্ষগণ পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বলিলেন,—কিন্তু তাহারা এক পদও নড়িল না। তখন ফাঁকা আওয়াজ করা হইল; ইহাতে কেহ না নড়ায় গুলি চালান হইল। কসাকগণ তাহাদের উপর গিয়া পড়িল। এতক্ষণ শ্রমজীবীগণ নীরব ছিল,—আর থাকিতে পারিল না। তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিল! সেনাগণের অস্ত্রে দৃকপাত না করিয়া, তাহারা প্রবল বেগে তাহাদের উপর পড়িল,—তখন হাতাহাতি যুদ্ধ হইতে লাগিল। রাজপ্রাসাদের চারিদিক প্রজার রক্তে লাল হইয়া গেল! সে চীৎকার,—সে আর্ত্তনাদের বর্ণনা হয় না! রুষ-সেনা জাপানি-গণের নিকট প্রতিপদে পদাঘাত খাইতেছে,—আর এখানে আজ নিজ রাজধানী ও সম্রাটের প্রাসাদের সম্মুখে তাহাদের স্বদেশীয় রক্তে ধরা প্লাবিত করিতেছে। উন্মত্ত ক্ষিপ্ত রুষগণ ইষ্টক পাথর যে যাহা পাইল, তাহাই রুষ-সেনাগণের,—বিশেষতঃ সেনাধ্যক্ষগণের উপর,—নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "হতভাগারা আমাদের উপর গুলি না চালাইয়া জাপানিদের সঙ্গে লড়্ না!" তাহারা টেলিগ্রামের থাম সকল উৎপাটিত করিয়া তাহাই প্রবল বেগে সেনাগণের উপর চালাইতে লাগিল। চারিদিক রক্তে প্লাবিত হইয়া গেল, প্রাসাদের চারি পার্শ্ব হতাহতে পূর্ণ হইল। একজন বৃদ্ধ সেনাপতি বাড়ী যাইতেছিলেন; তিনি পদদলিত হইয়া

প্রাণ হারাইলেন! এক স্থানে অনেক গুলি বালক বালিকা বরফের উপর খেলা করিতেছিল,—তাহারা তৎক্ষণাৎ রুষ-সেনার গুলিতে হত ও আহত হইল। সে দিন রুষ-রাজধানীতে যে লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল, জগতে তেমন বোধ হয় আর কোথাও হয় নাই। সম্রাট একবার তাঁহার প্রজাদের মুখের দিকে চাহিলেন না;—এই পাপেই তাঁহার বীর সেনাগণ দূর মাঞ্চুরিয়ায় পদে পদে হারিতেছিল। ফাদার গ্যাপন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "রুষিয়াতে আর জার নাই। তাঁহার নিরপরাধী প্রজাদিগের মধ্যে রক্তের নদী বহিয়াছে! এখন স্বাধীনতার চির জয় হউক।"

সম্রাট ও তাঁহার অমাত্যগণ প্রজার উপর কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ করিলেন না; নানা ভাবে নানা প্রকারে তাহাদের উপর অত্যাচার হইতে লাগিল! রাজধানীতে ও রাজধানীর বাহিরে নানা স্থানে মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতে লাগিল! গৃহে প্রায় স্পষ্ট রাষ্ট্র বিপ্লব,—দূর বিদেশে জাপানিগণ রুষ-সেনাগণকে পদে পদে বিধ্বস্ত করিতেছে! রুষের এরূপ বিপদ আর কখনও ঘটে নাই।

এইরূপ গৃহ-বিবাদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা ও রসদ প্রভৃতি প্রেরণ পক্ষেও বিশেষ বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। সেনাগণ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে অসম্মত;—রাজকোষেও অর্থাভাব;—চারিদিকে গোলযোগ;—যুদ্ধক্ষেত্রেও সেনাপতি কুরোপাট্কিন ও রাজপ্রতিনিধি আলেক্জিফে মতভেদ,—এ অবস্থায় রুষ-সেনাপতির পরাজয়ে বিশেষ অপরাধ দেওয়া যায় না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার যুদ্ধক্ষেত্র।

আমরা রুষের আভ্যন্তরিক অবস্থার বর্ণনা করিয়া এক্ষণে আবার দূর মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিব। তথায় কুরোপাট্‌কিন ও তাঁহার সেনাগণ এখনও পোর্টআর্থারের পতন সংবাদ পান নাই! রুষ-অমাত্যবর্গ এ দুর্ঘটনার সংবাদ তাঁহাদের সেনাগণকে দিতে সাহস করেন নাই! তাঁহারা এ সংবাদ প্রথম জাপানিগণের নিকট হইতে পাইলেন। সেনাপতি ওয়ামা রুষ-সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনকে এক পত্র লিখিয়া এ সংবাদ অবগত করাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রুষগণের বীরত্বের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু এই ভীষণ শোকসংবাদ পাইয়া রুষগণ একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িল! তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে অন্ততঃ যত দিন রুষের বল্‌টিক-নৌবাহিনী পোর্টআর্থার উপস্থিত না হইতেছে, ততদিন রুষগণ কিছুতেই পোর্টআর্থার পরিত্যাগ করিবে না। এখনও তাহাদের জাপান জয়ের আশা পূর্ণ মাত্রায় হৃদয়ে বিরাজিত ছিল, কিন্তু আজ পোর্টআর্থার গিয়াছে শুনিয়া রুষ-সেনাগণ অতিশয় হতাশ হইয়া পড়িল। ইহার উপর দেশে যাহা ঘটিতেছিল, তাহার কিছু কিছু সংবাদও তাহারা পাইতেছিল,—এই সকল লোমহর্ষণ সংবাদে তাহাদের মনের অবস্থা যে কি হইল তাহা বর্ণনাতীত!

যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা যে বড় সুখে ছিল তাহা নহে। এক্ষণে মাঞ্চুরিয়ায় দারুণ শীত পড়িয়াছে,—জল বরফ হইয়া গিয়াছে,—সে কঠোর শীতের বর্ণনা হয় না। একজন সংবাদদাতা বলেন যে এই ভীষণ শীতে শীতপ্রধান দেশবাসী ৭০০ রুষও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল! তাহার উপর গরম

বস্ত্রাদি ও রসদ প্রভৃতি কিছুই দেশ হইতে আসিতেছে না। কিন্তু তাহাতে রুষগণের বিশেষ অনাটন হয় নাই। তাহারা মাঞ্চুরিয়ার এ প্রদেশ সম্পূর্ণ শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। সমস্ত দেশবাসীর বাড়ী ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া আনিয়া আগুন জ্বালাইতেছে। একশত ক্রোশের মধ্যে আর একটী গ্রামও নাই,—সকলই ভূমিসাৎ হইয়াছে! দেশে আর একটী গাছ নাই,—রুষগণ সমস্ত গাছ কাটিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ করিয়াছে। দেশের কাহারও নিকট আর এক মুষ্টি শস্য বা আহারীয় দ্রব্য নাই;—রুষগণ সকলই কাড়িয়া লইয়াছে,—তাহার জন্য কাহাকেও এক পয়সাও দেয় নাই! গরু, বাছুর ও ঘোড়া আর দেশে নাই,—সমস্তই রুষের পেটে গিয়াছে। এমন কি রুষগণ চীনেদের সমস্ত গরম পোষাক কাড়িয়া লইয়া চীনবেশে ভূষিত হইয়াছে! সহস্র সহস্র নিরপরাধ মাঞ্চুরিয়াবাসী নরনারী পথের কাঙ্গাল হইয়াছে! যত দূর পর্য্যন্ত দেশ যুড়িয়া যুদ্ধ চলিয়াছে, তাহার মধ্যে আর জনমানব নাই;—সে অত্যাচার, সে কষ্ট, সে লোমহর্ষণ ব্যাপার বর্ণনাতীত!

রুষের তিন দল সেনাই এক্ষণে মুক্‌ডেনে সমবেত হইয়াছে। কুরো-পাট্‌কিন সমস্ত কসাক অশ্বারোহীকে এক স্বতন্ত্র সেনাদলে বিভাগ করিয়া তাহাদের উপর জেনারেল মিস্‌চেন্‌কোকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন। এখন এতই দুর্দ্দান্ত শীত যে এ সময়ে উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরই বিশেষ যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা নাই! তবে মধ্যে মধ্যে দুই দলে সময় সময় গোলাগুলি বর্ষণ হইতেছে।

জাপানিগণ এখনও সাহো নদী পার হন নাই,—রুষগণ অপর পারে সার দিয়া বসিয়া আছে! উভয়েই সম্মুখে সম্মুখে অবস্থিত,—মধ্যে সাহো নদী তর তর বেগে প্রবাহিত হইতেছে,—নদীর উপর রেলপোল এখনও বিদ্যমান। জাপগণ ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে এই পোলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে রুষগণ বহুসংখ্যক সেনা লইয়া জাপ-

গণকে আক্রমণ করিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ জিরেনেড্ নামক এক প্রকার হাতগোলা জাপগণের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল,—তাহাই জাপগণ বাধ্য হইয়া হটিয়া আসিল! এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ সমস্ত ডিসেম্বর মাস ধরিয়া হইল। জানুয়ারি মাসেও কেবল এইরূপ যুদ্ধ,—কেহ কাহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেছেন না। রুষগণ এক্ষণে সংখ্যায় প্রায় চারিলক্ষই হইয়াছে। এখনও ক্রমান্বয় রুষিয়া হইতে সৈন্য আসিতেছে,—এ অবস্থায় কুরোপাট্‌কিন কেন অগ্রসর হইয়া জাপানিগণকে আক্রমণ করিতেছেন না, তাহা বলা যায় না! জাপগণও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বেশ জানেন যে যতই দিন যাইতেছে, ততই কুরোপাট্‌কিনের সেনা ও কামান সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে; সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে যতই বিলম্ব করিবেন, ততই তাঁহারা শত্রুকে কেবল অধিক বলশালী হইতে সুবিধা দিতেছেন। কিন্তু জাপানিগণ বোধ হয় আরও সেনার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন;—দেশ হইতে যত দিন আবশ্যক মত সেনা আসিয়া না পৌঁছিতেছে, তৎদিন তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন না। সাহো নদীর তীরে বসিয়া রুষদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত করিবার জন্য তাঁহারা সকল আয়োজন ধীরে ধীরে সুসম্পন্ন করিতেছিলেন!

কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না। ৯ই জানুয়ারি তারিখে জাপানিগণ রুষদিগের উপর সমস্তদিন গোলা চালাইতে লাগিলেন;—বেলা দুইটার সময় জাপ-পদাতিকগণ অগ্রসর হইল। তাহাদের সম্মুখে রুষ-প্রহরিগণ ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল; জাপগণও তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। সহসা জাপানিগণের উপর রুষের কামান গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। একদল রুষ-পদাতিক তাহাদিগকে পার্শ্ব হইতে আক্রমণ করিল। তখন অনেক হত ও আহত যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া জাপগণ পশ্চাৎপদ হইল,—অতি কষ্টে তাহারা আবার আসিয়া তাহাদের দলে মিলিত হইল। রুষগণ ইহাকেই এক

মহাযুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বলিতে লাগিলেন যে এতদিনে তাঁহারা জাপানের দর্প খর্ব্ব করিয়াছেন,—জাপগণ রুষ হস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপ পশ্চাতে কসাক।

আমরা পূর্ব্বে নিউচেং বন্দরের কথা বলিয়াছি। ইহা লিও নদীর মুখে অবস্থিত, এই বন্দর হইতে পুরাতন নিউচেং সহর কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। এই খানে জাপানিগণ কোটী কোটী টাকার রসদাদি সংগ্রহ করিয়া একস্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এখান হইতে প্রয়োজন মত রসদাদি ও যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রের নানাস্থানে প্রেরিত হইতেছিল,—সুতরাং এস্থান এক্ষণে জাপগণের অতি প্রয়োজনীয় স্থানে পরিণত হইয়াছে।

সাহো নদীর তীরস্থ জাপান-শিবিরের পশ্চাৎ হইতে রেল লাইন এক্ষণে পোর্টআর্থার ও ডাল্‌নি পর্য্যন্ত গিয়াছে। সর্ব্বদাই এই রেলপথে সেনা ও মালামাল ক্রমান্বয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছে। এক্ষণে পোর্টআর্থার জাপানের হস্তগত হইয়াছে;—সেখানে আর অধিক সেনার প্রয়োজন নাই। সেনাপতি নগির অধীনস্থ ৬০।৭০ হাজার সেনা এখন তিনি অনায়াসে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারেন। তিনি এ কার্য্যে কাল বিলম্ব করিতেছেন না;—তাঁহার অগণিত সেনা ও কামানাদি রেলে সাহো নদীর তীরে আসিতেছে! সুতরাং এ সময় এই রেল যদি

শত্রুগণ কোন স্থানে নষ্ট করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে যে জাপানের বিশেষ অনিষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

রুষগণও ইহা বেশ বুঝিলেন। জাপানের নিউচেংয়ের রসদশালা ও লিওয়াংয়ের পশ্চাতস্থ রেল নষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু এ কাজ সহজ নহে। জাপগণ বহু বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছেন,—তাঁহাদের পশ্চাতে যাওয়া সহজ কার্য্য নহে। তবে তাঁহাদের পশ্চিমে চীনের মঙ্গোলিয়া প্রদেশ। সেই স্থান দিয়া গেলে অনায়াসে জাপগণের পশ্চাতে যাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে চীনের যুদ্ধে নির্লিপ্ততা হেতু বেআইনি হয়। রুষ আইন কানুন বড় কখনই মানেন নাই। এখনও মানিলেন না। জেনারেল মিস্‌চেনকো বহু সংখ্যক কসাক ও কতকগুলি ক্ষুদ্র কামান লইয়া এই অসম সাহসিক কার্য্যে প্রয়াণ করিলেন।

প্রায় ছয় হাজারের অধিক বলিষ্ঠ কসাক-সেনা বীরদর্পে নিজ নিজ অশ্ব প্রবল বেগে ছুটাইয়া লিও নদীর তীরে তীরে চলিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আট দশটা অশ্ব সংযুক্ত কামানের গাড়ী ঝম ঝম শব্দে ধাবিত হইল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! এত অশ্বারোহী বোধ হয় এরূপ কার্য্যে কখনও কোন যুদ্ধে গমন করে নাই! চীনে পথ প্রদর্শক সঙ্গে লইয়া রুষগণ রাত্রের অন্ধকারে জাপানিগণের পশ্চাতে নিউচেংয়ের দিকে চলিল! বোধ হয় জাপানিগণ সেই রাত্রেই তাহাদের অভিযান জানিতে পারিয়াছিল। কারণ রাত্রে অসংখ্য আগুন ক্রমে ক্রমে নানা স্থানে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। নিশ্চয়ই এই সকল আলোক দ্বারা জাপগণ অপর সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছিল। যাহাই হউক ১০ই বেলা ৮ টার সময় রুষগণ ৫০০ জাপ-সহকারী চুনচুস্‌ দস্যুগণের উপর পতিত হইল। দস্যুগণও ভীষণ যুদ্ধ করিল, কিন্তু অবশেষে ১০০ জনকে হত ও আহত যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া পলাইল।

ঐ দিন সন্ধ্যার সময় রুষগণ রেলের নিকটবর্ত্তী একটা গ্রামে উপস্থিত হইল। তথায় কতকগুলি জাপ-সেনা ছিল। তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অল্প,—তাহারা এত রুষ-সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। তাহাদের অনেকেই হত ও আহত হইল।

পর দিন ১১ই তারিখে রুষগণ নির্ব্বিবাদে অগ্রসর হইয়া পুরাতন নিউচেংয়ে উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া জাপ-সেনাগণ সরিয়া গেল;—কেবল ৫০ জন কিছুতেই সে স্থান ত্যাগ করিল না,—তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিল। পশ্চাৎপদ জাপগণকেও রুষেরা অনেক দূর তাড়াইয়া লইয়া গেল।

এই দিন রুষগণ হাইচেংয়ের উত্তরে অনেক দূর রেল নষ্ট করিয়া দিল। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোঁর তার কাটিল;—তাসিচাওএর রেলপুলও নষ্ট করিল। কিন্তু রেল ও পোল নষ্ট কার্য্য তাহারা তাড়াতাড়ি ভালরূপ করিতে পারিল না। জাপানিগণ অতি শীঘ্রই আবার রেল ও পোল মেরামত করিয়া তাহার উপর দিয়া গাড়ী চালাইতে সক্ষম হইলেন। রুষ-সেনাপতি মিস্‌চেনকো এক্ষণে নিউচেংয়ের নিকটস্থ জাপানের রসদশালা ধ্বংস করিতে ছুটিলেন। তথায় জাপানের কেবল ৫০০ শত সেনা প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। রুষ-সেনাপতি অনায়াসে তাহাদের পরাজিত করিয়া জাপানের কোটী কোটী টাকার রসদ নষ্ট করিয়া জাপানের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে জাপগণ চারিদিকে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। রুষের রসদশালায় উপস্থিত হইবার ১৫ মিনিট পূর্ব্বে বহু জাপ-সেনা তাসিচাও হইতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। যখন তাহারা রসদশালার সাহায্যে রেলগাড়ীতে অগ্রসর হইতেছিল, তখন তাহার নিকট দিয়াই রুষ-অশ্বারোহীগণ ছুটিতেছিল;—জাপগণ তাহাদের উপর গুলি চালাইতে ত্রুটি করিল না।

এক্ষণে জাপগণ রুষের একটু সমাদর করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। রুষগণ প্রায় সমস্ত দিন তাহাদের উপর গোলা চালাইল, কিন্তু তাহাদের হটাইতে পারিল না। অন্যদিকে তাহারা গুলি চালাইয়া অনেক রুষ কসাকের ইহলীলা শেষ করিল। রুষ-সেনাপতি জাপানের রসদশালা ধ্বংস করিতে পারিলেন না। রাত্রি হইলে তথা হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদের ৬৬ জন হত ও ৬ জন আহত যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। এ যুদ্ধে জাপানিগণের কেবল দুই জন হত ও ১১ জন আহত হইয়াছিল।

এখন জাপানিগণ চারি দিক হইতে রুষগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। এই সকল কারণে রুষগণও দলে দলে বিভক্ত হইয়া যে কোন গতিকে উত্তরে মুক্‌ডেনের দিকে যাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিল,—মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে জাপদিগের সহিত লড়িতে হইল। প্রতিপদেই তাহাদের বহু সেনা হত ও আহত রাখিয়া যাইতে হইতেছে;—অনেকেরই অশ্ব গিয়াছে! তাহারা অন্যান্যের সহিত প্রাণপণে ছুটিতেছে,—তাহাতে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেরই চীনে পোষাক পরিধান,—অনেকের আবার চীনে লম্বা টিকি পর্য্যন্তও আছে! তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। যখন তাহারা এই লুণ্ঠন কার্য্যে বাহির হইয়াছিল, তখন সে এক শোভা,—প্রকৃতই সুদৃশ্য ও চমৎকার! এখন তাহারা পলাইতেছে, সুতরাং তাহাদের দৃশ্য সম্পূর্ণ হাস্যজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাপানিগণের ভয়ে অনেকে ইচ্ছা করিয়া চীনে সাজিয়াছে।

জাপানিগণ এই উদ্ধত লুণ্ঠনকারিগণকে সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাদের একজনকেও আর কুরোপাট্‌কিনের সেনাদলের সহিত মিলিত হইতে হইত না। কিন্তু ইহারা প্রাণ ভয়ে সভ্যতা যুদ্ধের নিয়ম সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিয়া চীন দেশে পলাইল। চীন যুদ্ধে নির্লিপ্ত দেশ,—তাহাদের

এই দেশে প্রবেশ করিবার কোন অধিকার ছিল না,—তজ্জন্য জাপান সে দিকে কোনই বন্দোবস্ত করেন নাই। এক্ষণে সেই সুবিধা পাইয়া সুসভ্য যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহারা চীন-দেশের ভিতর দিয়া পলাইয়া অবশেষে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রুষ-শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া দেশে ফিরিল,—জাপানের কোনই অনিষ্ট সাধন করিতে পারিল না। জাপগণ দুই তিন দিনে তাহাদের রেল, পোল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ সমস্তই মেরামত করিয়া ফেলিলেন। আর ভবিষ্যতে যাহাতে রুষ তাঁহাদের পশ্চাতে গিয়া কিছু করিতে না পারে, তাঁহারা তাহারও বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন। আর রুষকে কখনও এ কার্য্য করিতে হইবে না। এবারও যুদ্ধের নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য না করিলে, তাহাদের একজনকেও আর রুষ-শিবিরে ফিরিতে হইত না!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষের আক্রমণ।

জাপানিগণ এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে তাঁহাদের অগ্রবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই রুষগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে। এক্ষণে কুরোপাট্‌কিনের আর সৈন্যের বা কামানের অভাব বলিবার উপায় নাই;—নিশ্চয়ই রাজধানী হইতে তাঁহার অগ্রসর হইবার আজ্ঞা পুনঃ পুনঃ আসিতেছে। জাপানিগণকে শীঘ্র পরাজিত করিতে না পারিলে, রুষ-রাজ্যে আর বোধ হয় রাষ্ট্রবিপ্লব বন্ধ করা যায় না। যাহাই হউক, ২৫শে জানুয়ারি

রুষগণ এত দিন পরে জাপানিগণকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। জেনারেল গ্রিপেনবর্গ বহু সেনা লইয়া বাম দিক হইতে অগ্রসর হইলেন। দক্ষিণদল লইয়া সেনাপতি কুলবর্স জাপানের দক্ষিণদল আক্রমণ করিতে অভিযান করিলেন। লিনিভিচ সসৈন্যে মুকৃডেনের দক্ষিণে আসিয়া সহর রক্ষা করিবেন। স্বয়ং কুরোপাট্‌কিন মধ্যে থাকিয়া জাপানিগণকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবেন। জাপ-সেনাপতিও নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না,—তিনিও রুষদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন স্থির করিয়াছিলেন।

২৫ শে তারিখে সেনাপতি গ্রিপেনবর্গ তাঁহার সেনাদল তিন দলে বিভক্ত করিয়া দুই স্থানে হুন নদী পার হইয়া অগ্রসর হইলেন,—এখান হইতে লিওযাং ২৫।২৬ মাইলের অধিক দূর নহে। রুষ-সেনাপতি প্রায় ৭০।৮০ হাজার সেনা লইয়া এই দিক দিয়া জাপগণকে আক্রমণ করিতে চলিলেন। এখানেও রুষ-সেনাপতিদিগের মধ্যে কতকটা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও কুরোপাট্‌কিনের ইচ্ছা নহে যে একটা বড় যুদ্ধ হয়, কিন্তু গ্রিপেনবর্গ তাহা বুঝিলেন না ;—তিনি জাপানিগণকে সমূলে নির্ম্মূল করিতেই অগ্রসর হইলেন।

তাঁহারা হুন নদী পার হইয়াই শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন। উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ চলিল ;—ভীষণ শীত, চারি দিক তুষারে পূর্ণ,—এই শীতে ও তুষারে দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। জাপগণ রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল, কিন্তু রুষের অগণিত সেনার প্রতিরোধ করা তাহাদের সাধ্যায়ত্ব নয় দেখিয়া, তাহারা রাত্রের অন্ধকারে সরিয়া গেল,—রুষগণ বীরদর্পে আরও অগ্রসর হইল।

পরদিন প্রাতে এই স্থান রুষগণ সুদৃঢ় করিতে লাগিল। তাহারা জানিত যে জাপানিগণ ইহা পুনরাধিকারের চেষ্টা পাইবে,—তাহাই তাহারা যাহাতে আর এখানে না আসিতে পারে, তাহারই চেষ্টা পাইতে লাগিল।

এই স্থানের নাম হিকোতাই! যখন রুষ-সেনা হিকোতাই দখল করিতেছিল, সেই সময়ে রুষের অন্য সেনাদল জাপানিগণের সহিত সানডিপু নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ করিতেছিল। জাপানিগণ এই স্থান এক অতি সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়াছিল,—তাহারা প্রাণপণে সেই দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রুষগণ এই স্থানের অধিকাংশ অধিকার করিল। তাহাদের ২৪ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ১০০০ সেনা প্রাণ দিল। তখনও জাপগণ লড়িতেছে,—কিছুতেই হটিতেছে না। রাত্রি হইয়া গেল, তখন এইরূপ খোলা স্থানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয় ভাবিয়া রুষগণ পশ্চাৎপদ হইল। বহুসংখ্যক রুষ-সেনার সহিত অল্পসংখ্যক জাপ-সেনা ভীষণ যুদ্ধ করিয়া যে বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তাহা সহজে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। যদি রুষগণ হিকোতাইর ন্যায় এই সানডিপুও অধিকার করিতে পারিত, তাহা হইলে হয়তো এই যুদ্ধের ভাব সম্পুর্ণ অন্য প্রকার হইয়া যাইত। তখন রুষগণ অনায়াসে লিওযাং এই দিক হইতে আক্রমণ করিতে পারিতেন। কিন্তু যতক্ষণ সানডিপু জাপানী হস্তে আছে, তত ক্ষণ আর তাহাদের অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

এদিকে জাপানিগণ হিকোতাই পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ২৮শে তাঁহারা প্রবল পরাক্রমে এই স্থান আক্রমণ করিলেন;—কিন্তু রুষ গণ এখানে ৩০টা কামান বসাইয়াছিলেন,—তাঁহারা অবিশ্রান্ত জাপগণের উপর গোলা চালাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ করিয়াও জাপগণ এই স্থান পুনরাধিকার করিতে পারিল না।

২৭শে আবার উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। সেনাপতি নজু সসৈন্যে এই দিক রক্ষা করিতেছিলেন। যেমন রুষ-সেনাপতি গ্রিপেনবর্গ ৬০।৭০ হাজার সেনা লইয়া জাপানীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তেমনই সেনাপতি নজুর অধীনেও ৫০।৬০ হাজার সেনা ছিল! উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিল!

কুরোপাট্‌কিনের ইচ্ছা ছিল না যে গ্রিপেনবর্গ কোন বড় যুদ্ধ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তিনি কেবল অগ্রসর হইয়া জাপগণকে একটু ব্যতিব্যস্ত করিয়া আবার প্রত্যাগমন করেন। যেমন মিস্‌চেনকো তাঁহার কসাক-সৈন্য লইয়া জাপানিগণের পশ্চাতে গিয়া তাহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, তেমনই গ্রিপেনবর্গও সেইরূপ করিবেন। কিন্তু রুষ-সেনাপতি প্রধান সেনাপতির আজ্ঞার বাহিরে গিয়া পড়িলেন। তিনি সমস্ত জাপানিসেনাকে আক্রমণ করিয়া একটা মহাযুদ্ধের সংঘটন করিলেন। তিনি হিকোতাই যেরূপ অধিকার করিয়াছিলেন, তেমনই যদি সানডিপু দখল করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আর লিওযাং আক্রমণের কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিত না। কিন্তু তাহা হইল না,—তিনি কিছুতেই সানডিপু দখল করিতে পারিলেন না। ২৭শে তারিখে এই স্থানের চারিদিকে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

সানডিপু একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে ১০০টা বাড়ী ছিল;—এই সকল গৃহে বৰ্দ্ধিষ্ঠ কৃষকগণ বাস করিত। প্রত্যেক বাড়ীর চারিদিক সূর্য্যের কিরণে শুষ্ক ইষ্টকে নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। এই সকল গৃহের চাল খড়ে আচ্ছাদিত ছিল;—কিন্তু এক্ষণে অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য খড়ের চালের উপর মাটির মোটা প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অধিবাসিগণ অনেক পূর্ব্বেই ঘর বাড়ী ফেলিয়া পলাইয়াছে। গ্রামের চারিদিকে খোলা ময়দান! এই স্থানের চারিদিকে মৃত্তিকা প্রাচীর, গর্ত্ত, তারের বেড়া প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া জাপানীগণ এই স্থান দুর্ভেদ্য করিয়াছে। রুষগণ দলে দলে আসিয়া সানডিপু আক্রমণ করিতেছে,—দূর হইতে তাহাদের গোলন্দাজগণ এই গ্রামের উপর অবিরত গোলা নিক্ষেপ করিতেছে,—কিন্তু কিছুতেই জাপানিগণকে হটাইতে পারিতেছে না। অন্যপক্ষে জাপানিগণও তাহাদের উপর অবিশ্রান্ত গুলি গোলা চালাইতেছে,—হিকোতাই পুনরাধিকারের জন্য

পুনঃ পুনঃ চেষ্টা পাইতেছে,—কিন্তু তাহারাও রুষদিগকে হটাইতে পারিতেছে না।

এই যুদ্ধকালে এক দল জাপ-সেনা রুষগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ বেষ্টিত হইয়া পড়িল। তাহারা প্রাণপণ বলে যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু রুষের হস্তে রক্ষা পাইল না। তাহারা সকলে বীর শয়ানে শায়িত হইল। ইহার একটু পরে জাপানিদিগেরও সময় আসিল। একদল রুষ জাপ-সেনার পশ্চাতে লুকাইয়াছিল,—তাহারা সহসা তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। জাপগণ তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। প্রায় সমস্ত রুষগণই নিহত হইল,—২০০ জন আত্মসমর্পণ করিয়া বন্দী হইল।

২৭শে ও ২৮শে উভয় দিনই ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। গোলাগুলি অবিশ্রান্ত চলিতেছে,—মধ্যে মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া বেয়নেটে রক্তের স্রোত বহিতেছে। কখনও রুষের জয়,—কখনও জাপানের জয়,—কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইতেছে না! ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে,—জাপগণ রুষকে প্রতিরোধ করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে এখনও পরাজিত করিতে পারে নাই,—রুষের গোলাবৃষ্টিতে তাহাদের বহু শত সেনা হত ও আহত হইয়াছে!

মার্সাল ওয়ামা ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। যতদিন রুষগণ হুন নদীর এ পারে আছে, ততদিন তাঁহারা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না,—তাহাই জাপ-সেনাপতি রাত্রি-যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। এই রাত্রি যুদ্ধে কি ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সেনাপতি ওয়ামা তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের সেনাদিগের মধ্যে যাহারা রাত্রির অন্ধকারে রুষদিগকে আক্রমণ করিতে গমন করিল, তাহারা সকলেই জানিত যে তাহাদের মৃত্যু নিশ্চিত ;—কিন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্র তাহারা ইতস্ততঃ না করিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রুষগণকে

আক্রমণ করিল। রুষের কামানে আমাদের অনেক সেনা হত ও আহত হইল,—কিন্তু তথাপি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, তাহারা পুনঃ পুনঃ রুষগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল,—তাহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের সম্মুখে রুষগণ তিষ্ঠিতে পারিল না। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় তাহারা পশ্চাৎ পদ হইল,—তখন আমাদের সেনাগণ হিকোতাই দখল করিয়া বসিল।”

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এই যুদ্ধের পর।

সানডিপু অধিকার করিতে না পারিয়াই রুষ-সেনাপতি গ্রিপেনবর্গের পরাজয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল;—তিনি ক্রমান্বয় ৪।৫ দিন যুদ্ধ করিয়াও সানডিপু অধিকার করিতে পারিলেন না। কেবল ইহাই নহে;—তিনি হিকোতাই অধিকার করিয়াও রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার রণে ভঙ্গ দিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া ব্যতীত আর উপায় রহিল না। ২৯শে তারিখে প্রায় তাঁহার অবশিষ্ট সকল সেনা হুন নদীর অপর পারে আসিল,—জাপানিগণ তাহাদের বহুদূর তাড়া করিয়া আসিলেন। কিন্তু এ পারে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে প্রাচীর বেষ্টিত গ্রাম ছিল। রুষগণ এই সকল গ্রামের অন্তরালে আশ্রয় লইয়া বিশেষ ভাবে লড়িতে পারিবে,—তাহাদের সহজে এই সকল গ্রাম হইতে দূর করিতে পারা যাইবে না,—এই জন্য জাপানিগণ সাবধানের মার নাই ভাবিয়া আর তাহাদের অনুসরণ করিলেন না। ২৯শে তারিখে কেবল মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই কয় দিনের যুদ্ধে জাপগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল;

তাহাদের বহু সেনাক্ষয়ও হইয়াছিল,—তাহাই তাহারা আর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করিয়া, তাহারা পূর্ব্বে যে সকল স্থান সুদৃঢ় করিয়া বাস করিতেছিল, এখনও তথায় রহিল,—আর অগ্রসর হইল না।

তাহাদের এই যুদ্ধে বিশেষ কোন লাভ হইল না। কিন্তু রুষ আবার পরাজিত হইল। ইহার পূর্ব্বে তাহারা একবার মাত্র তেলিস্থর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া জাপগণকে আক্রমণ করিয়াছিল। সে যুদ্ধে সেনাপতি ষ্টাকেলবর্গের কি দুর্গতি হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। আর এত দিনের মধ্যে একদিনের জন্যও রুষগণ জাপানিগণকে আক্রমণ করিতে সাহস করেন নাই। আজ আবার গ্রিপেনবর্গ সাহস করিয়া জাপগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেন। রুষ-সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনের আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে গ্রিপেনবর্গ জাপদিগকে মহাযুদ্ধে আহ্বান করেন। এই জন্যই গ্রিপেনবর্গ প্রধান সেনাপতিকে তাঁহার সাহায্যে সেনা প্রেরণে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতেও তিনি সেনা প্রেরণ করিলেন না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার মধ্য ও দক্ষিণ দিকে জাপগণ এত সেনা আনিয়াছে যে তিনি তথা হইতে একজন সেনাও অন্যত্র পাঠাইতে পারেন না,—পাঠাইলে জাপগণ অনায়াসে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া মুক্‌ডেন আক্রমণ করিবে। গ্রিপেনবর্গ সেনা পাইলেও যে জাপানিদিগকে পরাজিত করিতে পারিতেন, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ! গ্রিপেনবর্গ স্বয়ং এ যুদ্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

"২৮শে প্রাতে জাপানিগণ পুনঃ পুনঃ চারিবার আমাদের আক্রমণ করিল, কিন্তু চারিবারেই আমরা তাহাদিগকে দূর করিয়া দিলাম। কিন্তু প্রধান সেনাপতি আমার সাহায্যে সেনা প্রেরণ না করায় এবং আমার অগ্রসর হওয়ার বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা না পাওয়ায়, আমি অগ্রসর হইতে পারিলাম না। জয় তখন আমার মুষ্টির মধ্যে ছিল। সেনাপতি আমার সাহায্যে কিছু সেনা পাঠাইয়া অনুমতি দিলেই আমি অনায়াসে

জাপানিগণকে পরাজিত করিয়া দূর করিতে পারিতাম,—কিন্তু আমার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাতেও সেনাপতি কর্ণপাত করিলেন না। বরং ২৮শে সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদের পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিলেন,—কারণ তিনি ভাবিলেন যে তাঁহার মধ্যদলকে জাপানিগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এ সম্বন্ধে কাহার দোষ তাহা বলিবার অধিকার আমার নাই। কিন্তু এটা স্থির যে জাপানিগণ সে দিন কখনই আমাদের মধ্যদলকে আক্রমণ করিতে পারিত না। সুতরাং প্রধান সেনাপতি অনায়াসে আমার সাহায্যে সেনা পাঠাইতে পারিতেন,—কিন্তু তাহা না করিয়া ঠিক আমাদের জয়ের মুখে তিনি আমাদের পশ্চাৎপদ হইতে আজ্ঞা দিলেন। এ আজ্ঞা পাইয়া আমার মনের অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা আমি বর্ণনা করিব না। ২৯শে রাত্রে আমরা আমাদের সমস্ত আহতগণকে লইয়া পশ্চাৎপদ হইলাম। আমার সেনাগণ অতিশয় অনিচ্ছা সহকারে সজল নয়নে যুদ্ধ হইতে ফিরিল। এ অবস্থায় আর সেনাপতিত্ব ভার গ্রহণ করিয়া থাকা আমি যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া, আমি পরদিনেই সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনের নিকট উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম,—তিনিও আমায় বিদায় দিলেন।”

জেনারেল গ্রিপেনবর্গ সেই দিনই দেশে চলিয়া গেলেন। রুষ শিবিরে যেরূপ গোলযোগ ও মতভেদ ঘটিতেছিল, তাহা এই ঘটনায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। একজন গ্রিপেনবর্গের মত প্রধান সেনাপতির কর্ম্মত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাওয়া যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বলা যায় না। শোনা যায় যে এবারও সম্রাট্ কুরোপাট্‌কিনের মতেই মত দিলেন। পূর্ব্বেও তিনি কুরোপাট্‌কিনের উপর যুদ্ধের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া সকল নষ্টের মূল আলেক্‌জিফ্‌কে দেশে লইয়া গিয়াছিলেন ;—এখন তিনি তথায় কর্ম্মচ্যুত অবস্থায় গতানুশোচনায় নিযুক্ত আছেন। এই চারিদিনের মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বহু সেনা

বিনাশ হইয়াছিল। রুষগণ এই যুদ্ধে কত সেনা হারাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই,—তবে তাঁহাদের কম পক্ষে যে ১০ হাজার সেনা হত ও আহত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধে তাঁহাদের বিখ্যাত কসাক-সেনাপতি মিস্‌চেনকো ও আর এক জন বড় সেনাপতি আহত হইয়া ছিলেন। জাপানিগণের ৮২ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ৭৬০ জন সেনা হত এবং ২৭১ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ও ৭৮০০ জন সেনা আহত হয়, ইহার মধ্যে অর্দ্ধেকেরই ক্ষত স্থানের রক্ত শীতে জমিয়া যাওয়ায় মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ সময়ে তথায় এতই ভীষণ শীত ছিল যে ৫০৫ জন জাপ-সেনা ও সৈন্যাধ্যক্ষ শীতে অভিভূত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এতদ্ব্যতীত তাহাদের ৫২৬ জন সেনার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বলা বাহুল্য, এই ৫২৬ জনের মধ্যে অনেকেই রুষের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি জাপানিগণ তাহাদের বন্দিগণকে অতি যত্নে রাজার হালে রাখিয়াছিল,—তাহারাও সকলে জাপানিগণের শত মুখে প্রশংসা করিয়াছে,—কিন্তু অপর দিকে সুসভ্য রুষ ইয়োরোপের মুখে কালি দিয়া কি করিলেন দেখুন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি এই যুদ্ধের কয়েকদিন পরে তাঁহারা ১২৬ জন জাপানী আহত সেনাকে দস্যুর ন্যায় রজ্জুতে বাঁধিয়া মুক্‌ডেনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইলেন! সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যোদ্যমে ঘোষিত হইল যে রুষগণ উদ্ধত জাপগণকে যুদ্ধে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছে! ইহা কেবল নির্দ্দয়তা নহে,—ঘোর মিথ্যা কথা! এই যুদ্ধে রুষ সমস্ত সভ্যজগতের মুখে প্রতিপদে কালিমা লেপন করিয়াছে!

যাহাই হউক, আজ প্রায় ঠিক এক বৎসর ধরিয়া এই মহাযুদ্ধ চলিয়াছে। গতবৎসর ৮ই ফেব্রুয়ারিতে চিমল্‌পো বন্দরে ও ঐ দিন নিশিথ রাত্রে পোর্টআর্থার বন্দরে জলযুদ্ধে এই মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ

হইয়াছে ;—আজ আবার এ বৎসরের সেই ৮ই ফেব্রুয়ারি আসিয়াছে। এই এক বৎসরে রুষ জাপানের নিকট পদে পদে পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের যুদ্ধপোত সমস্তই জাপানের হস্তে পড়িয়াছে। দুর্ভেদ্য দুর্গ পোর্টআর্থার এখন তাঁহাদের আর নাই।

জাপান সমস্ত কোরিয়া হস্তগত করিয়াছেন,—সঙ্গে সঙ্গে লাওটাং উপদ্বীপ এখন তাঁহাদের হস্তে আসিয়াছে। এখন তাঁহারা সাহো নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন,—পশ্চাতস্থ লিওযাং সহর এখন তাঁহাদের প্রধান আড্ডা হইয়াছে। এখান হইতে জাপানী রেলগাড়ী বরাবর পোর্টআর্থার ও ডাল্‌নিতে যাইতেছে। তাঁহারা ইহারই মধ্যে একটি রেল লিওয়াং হইতে আংটাংয়ে জুলু নদীর তীরে আনিয়াছেন। অপর একটি রেল উইজু হইতে পিংষাং হইয়া সমস্ত কোরিয়া ভেদ করিয়া কোরিয়ার রাজধানী সিওলে উপস্থিত হইয়াছে। তথা হইতে তাঁহারা পূর্ব্বে ফুসান বন্দর পর্য্যন্ত যে রেল নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, তাহাও নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং সমস্ত কোরিয়া ও সমস্ত লাওটাং উপদ্বীপ জাপানের করতলস্থ হইয়াছে,—রুষের আর নাম গন্ধ এই দুই দেশে নাই। বহু বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়া বহু অর্থব্যয়ে রুষ এই দুই দেশ যে প্রায় গ্রাস করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা জাপানের নির্ম্মম প্রহারে তাঁহাদের গ্রাস হইতে উদ্গীরণ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন দেখা যাউক, রুষ ও জাপানিগণ কি অবস্থায় মাঞ্চুরিয়ার কোথায় অবস্থান করিতেছেন,—আর কোথাই বা আবার তাঁহাদের পরস্পরে সংঘর্ষণ হইবার সম্ভাবনা আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুক্‌ডেন সহর মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী। ইহা মাঞ্চুরিয়ার উত্তরাংশে অবস্থিত। এক্ষণে রুষগণ পশ্চাৎপদ হইয়া মুক্‌ডেনে তাঁহাদের প্রধান সেনানিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত সেনা মুক্‌ডেনে নাই,—মুক্‌ডেনের দক্ষিণে বহুদুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে।

মুক্‌ডেন সহরের কয়েক মাইল দক্ষিণে হুন নদী প্রবাহিত,—তাহার আরও দক্ষিণে সাহো নদী। এই উভয় নদীই দক্ষিণে গিয়া বৃহৎ লিও নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। লিও নদী ক্রমে পশ্চিম দিকে গিয়া নিউচেং বন্দরের সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। লিও নদীর পরপার চীনের যুদ্ধে নির্লিপ্ত অংশ। এই নদীর পর পারে রুষ ও জাপান উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরই যাইবার অধিকার নাই। চীনের এই নির্লিপ্ততা রক্ষা করিবার জন্য লিও নদীর উত্তরাংশে পরপারে চান-সেনাপতি জেনারেল মা আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত বহু সেনা লইয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, ইহা সত্বেও রুষ-সেনাপতি মিস্‌-চেনকো তাঁহার কসাক লইয়া লিও নদীর অপর পার দিয়া চীনের যুদ্ধে নির্লিপ্ত অংশের ভিতর দিয়া পলাইয়াছিলেন।

সাহো নদী উত্তরে পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত,—তাহার পর দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে,—হুন নদীও ঠিক তাহাই। যতটা সাহো নদী পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রবাহিত, ততদূর পর্য্যন্ত ঐ নদীর উত্তর পারে রুষ-সেনার মধ্যদল সেনা-পতি কুলবর্সের অধীনে অবস্থিত ছিল। ঠিক তাহার সম্মুখে অপর পারে সেনাপতি নজু সসৈন্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন। রুষের দক্ষিণদল সেনাপতি গ্রিপেনবর্গের অধীনে সাহো নদী হইতে হুন নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাদের সম্মুখে ওকু তাঁহার সমস্ত সেনা লইয়া অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। হিকোতাই হুন নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত,—সানডিপু এই গ্রাম হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আমরা দেখিয়াছি গ্রিপেনবর্গ বহু চেষ্টাতেও হিকোতাই বা সান্‌ডিপু ওকুর সেনার হস্ত হইতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

সেনাপতি কুরোকি তাঁহার সেনাদল লইয়া সাহো নদী পার হইয়া আরও উত্তরে মুক্‌ডেনের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন,—তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সেনাপতি লিনিভিচ বহুসেনা লইয়া মুক্‌ডেনের পশ্চাতে

অবস্থিত রহিয়াছেন। এক বৎসর যুদ্ধের পর উভয় দল ঠিক এই ভাবে অবস্থান করিতেছেন,—এখন কবে যুদ্ধ হয় কেহ বলিতে পারেন না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এক বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ।

ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ই তারিখে রুষ-জাপানের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। এই এক বৎসরে জাপান কোরিয়া হইতে রুষগণকে দূর করিয়া এই অতি প্রাচীন দেশ অধিকার করিয়াছেন! তাঁহারা পোর্টআর্থার দখল করিয়া সমস্ত লাওটাং উপদ্বীপ হইতে রুষগণকে দূর করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা মাঞ্চুরিয়া দেশের অধিকাংশই অধিকার করিয়া, এ প্রদেশের রাজধানী মুকৃডেন সহরের অতি নিকটস্থ হইয়াছেন। সাহো ও হুন নদীর তীরে রুষগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া হটিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু তাঁহারা এখনও মুকৃডেন অধিকারে অগ্রসর হন নাই।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি তাঁহাদের সেনা কোরিয়ায় চিমাল্‌পো বন্দরে প্রথম উপস্থিত হয়। পরে তাঁহারা এই দেশের চিনাম্‌পো বন্দরে সেনা, রসদ প্রভৃতি আনয়ন করিতে থাকেন। পরে তাঁহারা লাওটাং উপদ্বীপের পিসিও ও টাকুসান বন্দরে তাঁহাদের সেনা অবতীর্ণ করান। পরে পোর্টআদম ও ডাল্‌নি বন্দরেও তাঁহাদের বহু সেনা আসিতে থাকে;—জাপান হইতে প্রয়োজন মত সমস্ত রসদ ও যুদ্ধোপকরণও এই সকল বন্দরে

জাপানী শেল (কামানের গোলা)। ২য় খণ্ড, ১৪১ পৃঃ।

আসিতেছিল। তাহার পর যখন নিউচেং বন্দর তাঁহাদের হস্তে পতিত হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাদের সেনা, রসদ প্রভৃতি এ বন্দরেও প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং যদিও তাঁহাদের সেনাগণ দেশ হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িতেছে সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহাদের রসদ প্রভৃতির কোন অসুবিধা নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সকল বন্দর হইতে এখন রেল নিয়মিত যুদ্ধক্ষেত্র পর্য্যন্ত চলিতেছে! মালামাল যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইবারও জাপানিদিগের আর কোন ক্লেশ নাই।

দেশেও এখনও লোকবল ও অর্থবল যথেষ্ট আছে। এখনও প্রয়োজন হইলে জাপান ৮।১০ লক্ষ সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারিবেন। দুই চারি বৎসর এই মহাযুদ্ধ চলিলেও তাঁহাদের অর্থের অভাব হইবে না। তাঁহাদের গোলাগুলি, বন্দুক, কামানেরও কখনও অনাটন পড়িবে না। তাঁহাদের কিউর কারখানায় দিনরাত্রি কাজ চলিতেছে,—লক্ষ লক্ষ গুলিগোলা ও সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধোপকরণ তথায় প্রস্তুত হইতেছে,—ধারাবাহিকরূপে তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইতেছে।

অন্যপক্ষে রুষের অসুবিধা অনেক ছিল। প্রথম তাঁহাদিগকে স্বদেশ হইতে প্রায় ১০ হাজার মাইল দূরে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। যে প্রদেশে তাঁহারা রহিয়াছেন, তথায় তাঁহাদের অগণিত সেনার আহার মিলিবার সম্ভাবনা নাই। এই দশ হাজার মাইল দূর হইতে তাঁহাদিগকে রসদ, যুদ্ধোপকরণ, সেনা প্রভৃতি সমস্তই আনিতে হইতেছে। মাঞ্চুরিয়া হইতে রুষিয়া পর্য্যন্ত রেল আছে সত্য, কিন্তু সে কেবল একটী মাত্র লাইন। এই এক লাইন দিয়া বহু গাড়ীর গমনাগমনের সুবিধা নাই। তাহার উপর যুদ্ধের প্রারম্ভে বৈকালহ্রদ পদব্রজে, শ্লেজ গাড়ীতে বা জাহাজে পার হইতে হইত। ইহাতে অনেক অসুবিধা,—অনেক সময় নষ্ট হইত। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রুষগণ অতি দুর্দ্দমনীয় উৎসাহে, বহু অর্থ ব্যয়ে ও পরিশ্রমে বিস্তৃত বৈকালহ্রদের তীর দিয়া বহুদূর বেষ্টন

করিয়া রেল স্থাপন করিয়াছেন। এখন আর জাহাজে বা গাড়ীতে বৈকালহ্রদ পার হইতে হয় না, এখন মুক্‌ডেন হইতে গাড়ী বরাবর রুষিয়ায় যাইতেছে! সুতরাং রুষিয়া হইতে সেনা ও রসদাদি পূর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছে। আমরা দেখিয়াছি এক্ষণে রুষ-সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনের অধীনে প্রায় ৪ লক্ষ সেনা আছে,—তাহাদের রসদ প্রভৃতিরও তেমন অভাব নাই!

দেশে একরূপ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে। স্থানে স্থানে এখনও রুষ-সেনা হতভাগ্য রুষ-শ্রমজীবীগণকে গুলি করিতেছে। সম্রাটের অমাত্যবর্গ অতি কঠোরভাবে প্রজা-শাসন করিতেছেন; কিন্তু এ অবস্থাতেও যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা ও রসদাদি প্রেরণ বন্ধ হয় নাই,—সকলই ধারাবাহিকরূপে মাঞ্চুরিয়ায় যাইতেছে! কুরোপাট্‌কিনের সেনা সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে ব্যতীত হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে না।

এখনও রুষ-সেনাপতিগণের মধ্যে মতভেদ সম্পূর্ণ দূর হয় নাই; কিন্তু এই মতভেদের মূলীভূত কারণ আড্‌মিরাল আলেক্‌জিক্ আর এ দেশে নাই। তিনি এখান হইতে দূর হইয়া দেশে গিয়া দশের গালিবর্ষণের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছেন। তবে তাঁহার অন্তর্দ্ধানে যে সমস্ত মতভেদ নষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে। রুষ-সেনাপতিগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে ব্যগ্র,—তবে জাপানের সহিত এক বৎসর অবিরত যুদ্ধ করিয়া এবং পদে পদে তাহাদের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া, তাঁহাদের দাম্ভিকতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। সেনাপতি কুরোপাট্‌কিনের উপর সম্রাট সমস্ত ভারার্পণ করিয়াছেন। তিনি এখন যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্বে সর্ব্বা; সুতরাং মতভেদ আর বড় প্রকাশ পাইতেছে না। যাঁহার যাহা মতভেদ আছে, তাহা তাঁহাকে মনে মনেই রাখিতে হইতেছে! নতুবা সেনাপতি গ্রিপেনবর্গের মত তাঁহাদিগকে অপমানিত হইয়া দেশে প্রত্যাগত হইতে হইতেছে। কুরোপাট্‌কিন তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল সেনাধ্যক্ষগণকে অনেকটা সুশাসিত করিয়া

আনিয়াছেন। তাঁহাদের বিলাসিতাও আর তত নাই। একেতো যুদ্ধক্ষেত্রে বিলাস দ্রব্যের অভাব,—তাহার উপর এক বৎসর পদে পদে ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে নির্ম্মমভাবে প্রহারিত হইয়া, তাঁহাদের বিলাসিতা মাথায় উঠিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সুখ-সচ্ছন্দতা হাজার চেষ্টা করিলেও রাখা যায় না; বিশেষতঃ যে যুদ্ধে তাঁহাদিগকে প্রতি পদে পরাজিত হইয়া শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া পলাইতে হইতেছে, তথায় দেহ আপনি কঠিন হইয়া আইসে। যেখানে দিন রাত্রি হাজার হাজার লোকের হতাহত দেহ দেখিতে হইতেছে, তথায় মন আর বিলা-সিতায় মগ্ন থাকিতে পারে না। সুতরাং যুদ্ধের প্রারম্ভে রুষ-সেনার যে অবস্থা ছিল, এখন সে অবস্থা হইতে অনেক ভাল অবস্থা হইয়াছে। তাহারা এখন জাপানিগণের বীরত্ব দেখিয়াছে,—আর তাহাদের দাম্ভিকতা নাই!

সেনাপতিগণও এই এক বৎসরের যুদ্ধে জাপানিগণের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা এখন বুঝিয়াছেন যে রুষগণের যুদ্ধ শিক্ষা অনেকটা প্রাচীন আমলের;—জাপান সম্পূর্ণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ অতি সুদক্ষতার সহিত আয়ত্ব করিয়াছেন। তাঁহারা যে জাপানের নিকট শিক্ষা করিয়া যুদ্ধে নূতন প্রথা অবলম্বন করিলেন, এ কথা তাঁহারা নিশ্চয়ই কখনও স্বীকার করেন নাই। তবে তাঁহারা যে জাপানের অনুকরণে যুদ্ধক্ষেত্রে তিন নম্বর সেনাদলের তিনজন প্রধান বিচক্ষণ সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের সকলের উপর কুরোপাট্‌কিনকে স্থাপিত করিলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ আরও অনেক বিষয়েই তাঁহারা জাপানী সেনার অনুকরণ করিয়া তাঁহাদের সেনাগণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণ প্রবল করিয়া তুলিলেন।

মুক্‌ডেনে তাঁহাদের ৪ লক্ষ সেনা ও প্রায় দেড় হাজার কামান আছে,—প্রত্যহ ধারাবাহিকরূপে আরও সেনা রুষিয়া হইতে আসিতেছে; সুতরাং দিন দিন তাঁহাদের বল বৃদ্ধি হইতেছে।

পোর্টআর্থার বহু রক্তপাতে জাপগণ দখল করিয়াছেন। রুষের এ প্রদেশে যুদ্ধপোত রাখিবার বন্দর একটীও ছিল না;—ভ্লাডিভস্টক্ ছয় মাস বরফে জমিয়া থাকে,—সেই জন্যই তাঁহাদের পোর্টআর্থারের জন্য এত ব্যাকুলতা। তাঁহাদের নিকট পোর্টআর্থার যত মূল্যবান্, জাপানের নিকট তত নহে। জাপানের বহু সুন্দর সুন্দর বন্দর দেশের চারিদিকেই আছে। জাপানের নাগাসাকি, ইয়াকোহামা, সুসিমা প্রভৃতি বন্দর জগৎ বিখ্যাত। এই সকল বন্দরে জাপানী যুদ্ধপোত সকল অনায়াসে থাকিতে পারে। ব্যবসার জন্যও তাঁহাদের বিখ্যাত ইয়াকোহামা বন্দর আছে,—সুতরাং পোর্টআর্থার তাঁহাদের বিশেষ কাজে আসিবে না; তবে রুষকে দূরে রাখিবার পক্ষে তাঁহাদের এই দুর্গ ও বন্দর বিশেষ প্রয়োজনীয়। তজ্জন্য তাঁহারা এই দুর্গ অধিকারের জন্য এত প্রাণ দিয়াছেন! নতুবা রুষের ন্যায় তাঁহাদের এই দুর্গ ও বন্দরের জন্য ব্যাকুল হইবার কারণ নাই।

কোরিয়া হইতে রুষদিগকে দূর করিয়া তাঁহারা অবশ্যই তাঁহাদের বিপদ অনেক লাঘব করিয়াছেন সত্য;—সময়ে কোরিয়াকে জাপান সাম্রাজ্যভুক্ত না করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। (সম্প্রতি তাহাই হইয়াছে,—জাপান কোরিয়াকে নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছেন)—কিন্তু মাঞ্চুরিয়া সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। মাঞ্চুরিয়া চীন-সাম্রাজ্য ভুক্ত; রুষকে সহস্র যুদ্ধে পরাজিত করিলেও তাঁহারা মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিতে পারিবেন না। যুদ্ধাবসানে তাঁহাদিগকে মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হইবে। তাঁহারা যে এত অর্থব্যয়ে নিউচেং, হাইচেং, লিওযাং প্রভৃতি স্থান সুদৃঢ় করিতেছেন, তাহা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। তাঁহারা থাকিতে ইচ্ছা করিলে, চীন ইহাতে আপত্তি করিবেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকাও তাঁহাদিগকে এস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে দিবেন না।

এখন যদি কুরোপাট্‌কিন মুক্‌ডেন ও হারবিন পরিত্যাগ করিয়া বৈকালহ্রদের তীরে চলিয়া যান, তাহা হইলে জাপান বোধ হয় তাঁহাকে ততদূর অনুসরণ করিতে পারিবেন না; অন্যদিকে চীনের আপত্তিতে এবং ইয়োরোপ ও আমেরিকার পীড়াপীড়িতে তাঁহাদিগকে মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। এরূপ ঘটিলে এই এক বৎসর ব্যাপী মহাযুদ্ধে তাঁহাদের লাভ হইল কি? যতদিন রুষের যুদ্ধ-ক্ষমতা হ্রাস বা বিলুপ্ত না হইতেছে, ততদিন তাঁহারা নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিলে রুষ আবার চীনের চক্ষে ধুলি দিয়া ধীরে ধীরে এদেশে অগ্রসর হইবে;—জাপানের যে বিপদ সেই বিপদই আবার সংঘটিত হইতে থাকিবে। জাপানের রুষের সহিত যুদ্ধ মিটিবে না,—আবার প্রবল প্রতাপ রুষের সহিত তাঁহাদের মহাযুদ্ধ করিতে হইবে।

এই জন্যই জাপান যুদ্ধের প্রথমে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে তাঁহারা আদৌ লিওযাংয়ের দিকে যাইবেন না,—একেবারে সসৈন্যে হারবিনের দিকে গিয়া রুষের পশ্চাতে যাইবার পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন। তখন পশ্চাতস্থ রেল হস্তচ্যুত হইলে রুষ-সেনা আর মাঞ্চুরিয়ায় আসিতে পারিবে না। লিওযাংয়ে ঘেরাও করিয়া রুষ-সৈন্য তাঁহারা সমূলে নির্ম্মূল করিবেন;—কিন্তু এ কার্য্য অতি বিপদ-শঙ্কুল;—তাহার উপর শোনা যায় যে তাঁহাদের এই যুদ্ধসজ্জার প্লান কোনরূপে রুষগণের হস্তে পতিত হইয়াছিল। যে কারণেই হউক, জাপানিগণ হারবিন আক্রমণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া, চারিদিক হইতে রুষগণকে লিওযাংয়ে ঘেরাও করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতে কুরোকি, দক্ষিণ হইতে ওকু ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণ হইতে নজু পদে পদে নানা যুদ্ধ করিয়া লিওযাংএর দিকে চলিলেন; তাঁহারা লিওযাং জয় করিলেন বটে, কিন্তু কুরোপাট্‌কিনকে ঘেরাও করিতে পারিলেন না।

তিনি পশ্চাৎপদ হইয়া সাহো নদীর পর পারে মুকডেনের সম্মুখে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দিতে অনেক যুদ্ধ,—অনেক মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছে সত্য,—কিন্তু কোন যুদ্ধেই এরূপ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সকল যুদ্ধেই শীঘ্রই একটা ঘোরতর মহাযুদ্ধ হইয়া সকল মিটিয়া গিয়াছে। ফরাসী-জার্ম্মাণ যুদ্ধে সিডানে সকলই মিটিয়া গেল। তুরস্ক-রুষ যুদ্ধে তুর্কিগণ প্লেবনার মহাযুদ্ধে হারিলে এ ভীষণ যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সিবাষ্টিপোলে ব্রাক্লাভার মহা ব্যাপারে সে মহাযুদ্ধ স্থগিত হইয়া গেল। এমন কি নেপোলিয়ানের যুদ্ধলীলাও ওয়াটারলুর যুদ্ধে অবসান প্রাপ্ত হইল! এইরূপ একটা বড় যুদ্ধে এক পক্ষ পরাজিত হইলেই এ পর্য্যন্ত সকল যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে,—কিন্তু রুষ-জাপান যুদ্ধ এক বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয় চলিতেছে,—অথচ কোন পক্ষই দুর্ব্বল হয় নাই, বরং রুষ প্রতিপদে পরাজিত হইয়া দিন দিন প্রবল হইতেছে। সুতরাং এই ভীষণ ভয়াবহ যুদ্ধের যে কবে অবসান হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না!

অপর দিকে কেহ কেহ বলেন যে জাপান ইচ্ছা করিয়াই যুদ্ধ এই ভাবে চালাইতেছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা নহে যে একটা যুদ্ধ শীঘ্র শীঘ্র হইয়া এ যুদ্ধ স্থগিত হইয়া যায়; তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ লাভ হইত না। তাঁহাদের মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে,—হয়ত কোরিয়াও ত্যাগ করিতে হইবে। এরূপ যুদ্ধে তাঁহাদের কোনই লাভ নাই;—আবার রুষ ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকটস্থ হইবে! সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই এইরূপে যুদ্ধ বহুদিন ব্যাপী করিয়াছেন।

তাঁহাদের ইচ্ছা যে তাঁহারা এইরূপে কোরিয়া কেবল অধিকার করিয়া বসিবেন তাহা নহে; এইরূপে সময় পাইয়া তাঁহারা সমস্ত কোরিয়া সুদৃঢ় দুর্গশ্রেণীতে পূর্ণ করিবেন,—আর রুষ বা অপর কেহই তাঁহাদিগকে কোরিয়া হইতে দূরীকৃত করিতে পারিবে না।

কেবল কোরিয়া কেন লাওটাং উপদ্বীপও তাঁহারা পোর্টআর্থার দখল করিয়া কোরিয়ার ন্যায় সুদৃঢ় করিবেন। ক্রমে তথাকার দেশবাসিগণকেও হাত করিয়া লইবেন। তখন তাঁহাদিগকে কেহই আর এ দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবেন না। মাঞ্চুরিয়া প্রদেশও তাঁহারা এই রূপে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। যদি তাঁহারা কোরিয়া ও লাওটাং অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিলেও তত ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। বরং মাঞ্চুরিয়া চীনের অধিকারে থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে উপকার; কারণ তাহা হইলে ইহা আ. . খনও রুষ লইতে পারিবেন না। তাঁহারা এই প্রদেশ অধিকারের প্রয়াস পাইলে, ইয়োরোপ ও আমেরিকা আপত্তি করিবেন,—সুতরাং রুষের আর জাপানের নিকটস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। অনেকে বলেন যে জাপানের রুষগণকে জয় করাই কেবল অভিপ্রায় নহে,—ভিতরে ভিতরে তাঁহাদের রাজ্য বিস্তারই অভিপ্রায়। তজ্জন্য তাঁহারা রুষের সহিত কোন মহাযুদ্ধ করিলেন না,—তাঁহাদের হটাইয়া দিয়া ভিতরে ভিতরে রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। ভিতরে ভিতরে তাঁহারা কোরিয়া ও লাওটাং উপদ্বীপ সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিতেছিলেন। এই জন্যই তাঁহাদের এই রূপ যুদ্ধসজ্জা,—এই জন্যই তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া এই যুদ্ধের অবসান করিতেছিলেন না।

এ কথা সত্য কিনা তাহা বলা যায় না,—তবে এরূপ একটা কথা উঠিয়াছিল,—সুতরাং আমরা এ কথারও উল্লেখ করিতে বাধ্য। সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, প্রকৃত পক্ষে রুষ ও জাপানের এখনও কোন পরাজয় হয় নাই! এখনও রুষ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিবে,—হয়তো এবার কুরোপাট্‌কিন গ্রিপেনবর্গের ন্যায় সদলে জাপসেনা আক্রমণ করিবেন। এবার যুদ্ধে কে কি করিবেন, তাহার জন্য সমস্ত জগতের লোক উৎসুক।

প্রায় উভয় পক্ষে এক্ষণে আট লক্ষ সেনা ও দুই তিন হাজার কামান লইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান। কবে ধরা আবার নর-শোণিতে প্লাবিত হইতে আরম্ভ হইবে, তাহা কে বলিবে?

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কমিশন।

রুষগণ যেরূপ ভাবে মুক্‌ডেনে অবস্থান করিতেছেন এবং যেরূপ ভাবে জাপানিগণ সাহো নদীর তীরে আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে উভয় পক্ষে মুক্‌ডেনের সম্মুখে যে ভয়াবহ যুদ্ধ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্য পক্ষে পোর্টআর্থারের পতনে ও রুষের তথাকার সমস্ত যুদ্ধপোতের ধ্বংসেও তাহাদের বল্‌টিক নৌ-বাহিনী প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই;—তাহারা মহাদর্পে জাপানের দিকে চলিয়াছে। তাহারা জাপান-সমুদ্রের নিকটে উপস্থিত হইলে যে তাহাদের টোগোর রণপোতের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। স্থলে ও জলে,—উভয় স্থানেই জাপানকে আবার ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে। এতদিন জয়লক্ষ্মী তাহাদের অঙ্কেই শায়িত আছেন,—কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত আছে!

এই স্থল ও জল যুদ্ধের বর্ণনার পূর্ব্বে আমরা তিনটী বিষয় উল্লেখ করিতে বাধ্য। প্রথম:—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুষ-রণপোত নিরপ-

রাধ ইংরাজ ধীবর-জাহাজের উপর গোলা নিক্ষিপ্ত করায় ব্রিটিশ-রাজ এ সম্বন্ধে তীব্র আপত্তি করিয়াছিলেন। তাহাতে একটী কমিসন গঠিত হইয়া ইহার বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছিল। এই কমিসনের ফলে কি হইল, আমরা তাহাই প্রথমে বলিব। দ্বিতীয় :—আমরা দেখিয়াছি রুষের নৌবাহিনী মাডাগাস্কার দ্বীপ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা কিরূপে কতদিনে জাপান-সাগরে উপস্থিত হইল, আমরা তৎপরে তাহাই বলিব। তৃতীয় :—রুষিয়ায় কিরূপ আত্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া ধরা রক্তে প্লাবিত হইতেছে, আমরা এ বিষয়েরও উল্লেখ করিয়াছি,—এক্ষণে তাহাই বা কত দূর গড়াইল, পরে তাহাই বলিব।

২৫শে নভেম্বর রুষিয়া ইংরাজ ধীবর-জাহাজে গোলা নিক্ষেপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হয়েন। এই সমিতিতে ইংরাজ ও রুষ তাঁহাদের দুই জন প্রধান নৌসেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। উভয় পক্ষের সন্ধিপত্রানুসারে অষ্ট্রীয়া ও আমেরিকা তাঁহাদের দুই জন প্রধান নৌসেনাপতিও এই সমিতিতে নিযুক্ত করিলেন। ইহারা চারিজনে ফ্রান্সের নৌসেনাপতি বিখ্যাত ফোরনিয়ারকে তাঁহাদের সভাপতি নিযুক্ত করিলেন। ফরাসী রাজ্যের রাজধানী পারিস্ নগরে এই সমিতির অধিবেশন হইল। ফরাসী রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট সমিতির জন্য একটা সুন্দর বাটী ছাড়িয়া দিলেন ও সমিতির সভ্যগণকে অতি সমাদরে ফরাসী রাজ্যে অভ্যর্থনা করিলেন।

৯ই জানুয়ারি সমিতির প্রথম অধিবেশন হইল। তাঁহারা প্রথম কয়েকদিন নিয়ম কানুনাদি স্থির করিয়া লইলেন ;—তৎপরে রুষ ও ইংরাজ উভয় পক্ষই সাক্ষী প্রদান করিলেন। উভয় পক্ষেই তাঁহাদের পরস্পরের বক্তব্য অতি বিস্তৃতভাবে সমিতির সম্মুখে বিবৃত করিলেন। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট বলিলেন :—

"যে রাত্রে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই রাত্রে ধীবর-জাহাজগণের

মধ্যে বা তাহাদের নিকটে রুষ-যুদ্ধপোত ব্যতীত আর কোন জাতির কোন যুদ্ধপোত ছিল না। কোন ধীবর-জাহাজে কোন প্রকার যুদ্ধোপকরণ ছিল না। ঐ সময়ে উত্তর সমুদ্রে কোন জাপানী রণতরি কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কোন জাপানী ধীবর-জাহাজের কোন জাহাজে ছিল না। রুষের গোলায় দুইজন ধীবর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে,—ছয় জন আহত হইয়াছে,—ক্রেন নামক জাহাজ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর পাঁচখানি ধীবর-জাহাজ রুষের গোলায় ভগ্ন হইয়াছে। অন্য অনেক জাহাজের নিকটে রুষ-গোলা পতিত হওয়ায় তাহারাও কম বেশি জখম হইয়াছে! ইহারা যেখানে মাছ ধরিতেছিল, তাহা সকলের বিদিত স্থান। এ পথ দিয়া কোন জাহাজই গমনাগমন করে না, সুতরাং রুষের যুদ্ধপোত তাহাদের গন্তব্য পথ ছাড়িয়া এতদূরে আসিয়া নিরপরাধ ধীবরগণের উপর গোলা চালাইয়া তাহাদের ব্যবসার যথেষ্ট হানি করিয়াছে!”

রুষগণ প্রথমেই বলিলেন যে তাঁহারা বহু পূর্ব্ব হইতে বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে জাপানিগণ তাহাদের বল্‌টিক-নৌবাহিনী জাপানে গমনের জন্য বন্দর হইতে বাহির হইলেই তাহাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইবে। সেই জন্য তাহাদের যুদ্ধপোত সকল বিশেষ সাবধানে অগ্রসর হইতেছিল। ৮ই অক্টোবর দুই প্রহর রাত্রে রুষগণ দেখিলেন যে দুইখানা জাহাজ আলো নিবাইয়া দিয়া অতি প্রবল বেগে তাহাদের যুদ্ধপোতের দিকে আসিতেছে! এই জন্য সমস্ত যুদ্ধপোত তাহাদের সার্চ্চলাইট আলোক এই দুই জাহাজের উপর নিক্ষেপ করিল। তখন দেখা গেল ইহারা দুই খানা টরপেডো জাহাজ। অমনই রুষ যুদ্ধপোত সকল তাহাদের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। একটু পরে সার্চ্চলাইট আলোকে দেখা গেল যে নিকটে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ রহিয়াছে। তাহাদিগকে ধীবর-জাহাজ বলিয়াই বোধ হইল।

কিন্তু তাহাদের অনেক জাহাজই ধীবরব্যঞ্জক নিয়মিত আলোক ছিল না। তবুও রুষগণ যথাসাধ্য তাহাদের উপর গোলা যাহাতে পতিত না হয়, তাহার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সম্মুখে তাঁহাদের সমূহ বিপদ,—দুই খানা টরপেডো বোট তাঁহাদের রণপোত সকলকে নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছে,—এ অবস্থায় তাঁহারা কিছুতেই কামান বন্ধ করিতে পারিলেন না। এই সময় টরপেডো বোট দুই খানা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ রুষ-জাহাজ সকলও কামান বন্ধ করিল। এই গোলাবর্ষণ দশ মিনিটের অধিক হয় নাই! নিকটে আরও শত্রু-রণপোত থাকিতে পারে ভাবিয়া রুষ-নৌসেনাপতি আর এখানে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করা নিরাপদ বিবেচনা করেন নাই। তজ্জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত জাহাজ লইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। নানা প্রমাণে রুষগণ অবগত হইয়াছিলেন যে উত্তর সমুদ্রে জাপানী যুদ্ধপোত ছিল এবং তাহারা রুষ-রণতরি নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছিল। এ অবস্থায় নিজ অধীনস্থ যুদ্ধপোত সকলকে রক্ষা করিবার জন্য রুষ-নৌসেনাপতি সর্ব্ব প্রকার সাবধানতা গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিলেন। তিনি সম্মুখে শত্রু-রণপোত দেখিয়া গোলা না চালাইলে, তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করা হইত। অবশ্য নিরপরাধ ধীবরগণের যে অনিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সকলেই দুঃখিত ;—কিন্তু তিনি গোলা চালাইয়া কোনই অন্যায় কাজ করেন নাই।

এইতো উভয় দিককার কথা। ইতিমধ্যে রুষগণ এক জঘন্য কার্য্য করিলেন। তাহাদের চরগণ হাল সহরে গিয়া ধীবরদিগকে অজস্র মদ খাওয়াইয়া ও ঘুষ দিয়া হাত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট এ কথা সমিতির সম্মুখে উত্থিত করিলেন,—কিন্তু তাহারা সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া বলিলেন, "কোন কোন রুষ এ কদর্য্য কাজ করিয়াছে সত্য,—কিন্তু রুষ-গভর্ণমেণ্ট ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না।"

তাহার পর সমিতি উভয় পক্ষের সাক্ষী গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রুষ-প্রতিনিধি ধীবরদিগকে যথোচিত জেরা করিতে ছাড়িলেন না,—কিন্তু তাহারা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, এখনও তাহাই বলিতে লাগিল। রুষ-সাক্ষীগণ জাপানের টরপেডো বোটের কথা ছাড়িল না! ইহা যে অতি হাস্যজনক ব্যাপার, তাহা তাহাদের মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিল না।

সমস্ত সাক্ষী গ্রহণ করা হইলে, সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-প্রতিনিধি বলিলেন, "রুষের দোষ,"—রুষ-প্রতিনিধি বলিলেন, "না—তাঁহাদের দোষ কিছুমাত্র নাই। এ অবস্থায় রুষ-নৌসেনাপতি গোলা চালাইতে সম্পূর্ণ বাধ্য ছিলেন।"

উভয় পক্ষে এ ভাব থাকিলে এ বিবাদ সহজে মিটিত না; কিন্তু রুষ-গভর্ণমেণ্ট ইংরাজের সহিত বিবাদ মিটাইতে ব্যগ্র। তজ্জন্য তাঁহারা বলিলেন, "আমাদের নৌসেনাপতি ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাঁহাদের যুদ্ধপোত শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সম্পূর্ণ বাধ্য ছিলেন; তাহাই তাঁহাদের এ কার্য্যের জন্য কোনরূপ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। তবে নিরপরাধী ধীবরগণের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। রুষ-গভর্ণমেণ্ট তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি পূরণ করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছেন।"

২৬শে ফেব্রুয়ারি সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ করিলেন। ৫ জনের মধ্যে চারি জনের এক মত হইল। কিন্তু রুষ-প্রতিনিধি তখনও জাপানী টরপেডো বোটের কথা ভুলিতে পারিলেন না। সমিতি লিখিলেন, "কি কারণে যে রুষ-যুদ্ধপোত সকল গোলা চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটা স্থির যে ধীবর-জাহাজ সকল রুষের কোন শত্রুতাচরণ করে নাই। ইহাও প্রমাণ হইয়াছে যে সে সময়ে তথায় কোন জাপানী টরপেডো জাহাজ ছিল না। এই জন্য রুষ-নৌসেনাপতি যাহা করিয়াছেন,

তাহা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। প্রমাণ পাওয়া যায় যে দুই খানা রুষের যুদ্ধপোত তাহাদের প্রথম দলের যুদ্ধ-পোতের পশ্চাতে পড়িয়াছিল, রুষ-নৌসেনাপতি তাঁহার সমস্ত জাহাজ লইয়া অগ্রসর হইলে, তাঁহাদের নিজের এই দুই জাহাজ অন্ধকারে দেখিয়া তাহাদিগকেই শত্রু-রণপোত ভাবিয়া গোলা চালাইয়াছিলেন। নতুবা এই দুই জাহাজের একখানিতে সেই রাত্রে সেই সময়ে রুষের গোলা পতিত হইবে কেন? এরূপ ভুল দোষের বা অসম্ভব নহে। ঠিক কতকক্ষণ রুষগণ গোলা চালাইয়াছিলেন, তাহারও বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এটা স্থির রুষ-নৌসেনাপতি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধীবর-জাহাজে যাহাতে গোলা নিক্ষিপ্ত না হয়, তাহার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার বা তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণের কোন দোষ দেওয়া যায় না।"

এইরূপে দুইদিক বজায় করিয়া, সমিতি কার্য্য শেষ করিলেন। রুষের মানও কোনরূপে রক্ষা পাইল। ইংরাজের জিদও বজায় হইল। বিশেষতঃ টাকায় সব হয়। রুষ গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রায় দশ লক্ষ টাকা প্রদান করায়, ইংরাজ সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, এই টাকা শীঘ্র প্রদান করিয়া রুষ এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন! এই মহা-বিপদের সময় তাঁহাদের ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা দুইই ছিল না; সুতরাং দশ লক্ষ টাকা দণ্ড দিয়া তাঁহারা যে এ মহাগোল হইতে রক্ষা পাইলেন, তাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইলেন না।

এই সমিতির দ্বারা আরও একটা উপকার হইল। রুষ তাঁহাদের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া বেশ সাবধান হইয়া গেলেন। রুষ এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে তাঁহারা ক্ষুদ্র জাপানের সহিত যুদ্ধ ঘটাইয়া মহাবিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের পৃথিবী ব্যাপ্ত প্রতিপত্তি জলাঞ্জলির পথে বসিতে চলিয়াছে। এখন আর কাহারই সহিত তাঁহাদের বিবাদ বিসম্বাদ

করা উচিত নহে। ইহাতে হয়তো চিরকালের জন্য প্রবল প্রতাপ রুষ-জাতি একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাদের উদ্ধতভা ও দাম্ভিকতা এক রুষ-জাপান যুদ্ধে অনেক কমিয়া গিয়াছে।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষ-নৌবাহিনী পথে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে রুষের নৌবাহিনী মাডাগাস্কার দ্বীপের বন্দরে বহুদিন যাবত অপেক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় দশ সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল! প্রায় একশত জাহাজ এই দূর সমুদ্র মধ্যে নঙ্গর করিয়া আছে,—সে এক অতি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! এই বন্দর ফরাসী রাজার। এখানে রুষ-জাহাজের তিন দিনের অধিক থাকা নিয়ম নহে। কিন্তু রুষ-নৌবাহিনী প্রায় ১০ সপ্তাহ এই বন্দরে বসিয়া রহিল; এক দিনের জন্য নড়িল না। এই সময়ে এক ব্যক্তি এই সকল জাহাজ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"আড্মিরাল রোজডেষ্টভেনস্কি তাঁহার জাহাজগুলিকে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে পরিণত করিয়াছেন। যখন এই সকল জাহাজ রুষিয়া হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তখন ইহারা অতিশয় কদাকার ও অপরিষ্কৃত ছিল। এই কয় সপ্তাহের মধ্যে নৌসেনাপতি তাঁহার জাহাজগুলিকে অতি পরিষ্কৃত করিয়া তুলিয়াছেন। এখন তাহারা ঝক্ ঝক্ করিতেছে! কেবল তাহারা বহুদিন সমুদ্রে রহিয়াছে বলিয়া নিম্ন দিকে একটু অপরিষ্কার।

"সেনাগণের মধ্যেও সেনাপতি কঠিন নিয়ম সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। সামান্য দোষে তিনি অতি গুরু দণ্ড দিতেছেন; সুতরাং আর জাহাজে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। সঙ্গে সঙ্গে সকলকে কঠোর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কেহই এই কঠোরতা হইতে রক্ষা পাইতেছে না। পূর্ব্বে সেনাগণের মধ্যে যথেষ্ট সুরাপান ছিল। এখন সেনাপতি তাহা সম্পূর্ণ বন্দ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদিগকে সমস্ত দিন এমনই পরিশ্রম করিতে হইতেছে যে তাহাদের আর কিছুই করিবার সময় থাকে না।

"একদিন হাঁসপাতাল-জাহাজ হইতে একটী শুশ্রূষাকারিণী এক যুদ্ধ পোতে আসিয়াছিলেন। সেনাপতির হুকুম যে সন্ধ্যার পর নিজ জাহাজ ছাড়িয়া আর কেহই অন্য জাহাজে থাকিতে পারিবে না। অদ্য এই শুশ্রূষা-কারিণী অপর জাহাজে রাত্রি পর্য্যন্ত রহিলেন। তাহার পর তিন জন সেনাধ্যক্ষ তাঁহাকে হাঁসপাতাল-জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য নৌকায় উঠিলেন। সেনাপতি এ কথা জানিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা নিজের জাহাজে লইয়া আসিলেন। তৎপরে অপর লোক দিয়া শুশ্রূষা-কারিণীকে হাঁসপাতাল-জাহাজে পাঠাইয়া দিয়া, তিন জন সেনাধ্যক্ষকে তৎক্ষণাৎ রুষিয়ায় প্রেরণ করিলেন। এইরূপ কঠোর শাসনে তিনি জাহাজের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি যত দ্রব্য মাডাগাস্কার দ্বীপে ক্রয় করিতে পারিলেন, তাহা ক্রয় করিতে ক্রটী করিলেন না। অনেক মাডাগাস্কারবাসি-গণ এই ব্যাপারে অল্পদিনের মধ্যে একেবারে বড় লোক হইয়া উঠিল। রুষেরা দর দস্তর কিছুই করিতেছিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়ো-জনীয় দ্রব্যাদি যে যত মূল্য চাইতেছিল, তাহাই দিয়া ক্রয় করিতেছিলেন। রুষ-সেনাপতি অতি কঠোররূপে তাঁহার সেনাগণকে শাসনে রাখিতে ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে কেন তাঁহার জাহাজ হাজার হাজার বোতল শ্যাম্পেন ও অন্যান্য সুরায় পূর্ণ করিলেন তাহা বলা যায় না।

যাহাই হউক, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তবুও রুষ-সেনাপতি তাঁহার জাহাজ লইয়া এই মাডাগাস্কার বন্দরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহার দুইটী কারণ ছিল। একটী পোর্টআর্থার বন্দরের পতন। এ সংবাদ জাহাজে উপস্থিত হওয়ায় সকলেরই উৎসাহ দমিয়া গিয়াছে। এখন কি বিপদে ও কি ভীষণ যুদ্ধে প্রয়াণ করিতে হইবে, তাহা আর কাহারই বুঝিতে বিলম্ব নাই। রুষ-নৌসেনাপতিও ইহা বেশ বুঝিয়াছেন। আরও এক কথা তিনি ইচ্ছা করিয়াই একরূপ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছেন; রাজধানীর সহিত তাঁহার এখন আর কোন সম্বন্ধ আছে কিনা সন্দেহ। যখন তিনি দেখিলেন যে পোর্টআর্থারের পতন সংবাদে তাঁহার সেনাগণ সকলে নিতান্ত নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি ভাবিলেন যে তাহাদিগকে এ অবস্থায় যুদ্ধে লইয়া যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহাই তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ এখানে বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এখানে বিলম্ব করিবার আরও এক কারণ ছিল। রুষিয়ায় আর এক নৌবাহিনী সজ্জিত হইতেছিল। এই সকল জাহাজ কতদূর যুদ্ধ করিতে সক্ষম তাহা বলা যায় না; কিন্তু তবুও রুষ-সম্রাট জাপানের সহিত যুদ্ধের জন্য তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। রুষের তৃতীয় নৌবাহিনী বলটিক সমুদ্রে প্রস্তুত হইতেছে। তাহাদের যাত্রা করিবার সকল আয়োজন স্থির হইয়া গিয়াছে,—তাঁহারা দুই চারিদিনের মধ্যে রওনা হইবে। যাহাতে তাহারা তাঁহার যুদ্ধপোত সকলের সহিত মিলিত হইতে পারে, রুষ-সেনাপতি সেই সুবিধাই খুঁজিতেছিলেন, এখানে তাঁহার এত বিলম্ব করিবার ইহাই এক প্রধান কারণ।

১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রুষের তৃতীয় নৌবাহিনী রুষিয়া হইতে যাত্রা করিল। এই বাহিনীতে এক খানা বড় ব্যাটেল্‌সিপ, তিন খানা ছোট ব্যাটেল্‌সিপ ও দুই খানা ক্রুজার চলিল। বলা বাহুল্য, সঙ্গে অনেক

কয়লা ও রসদ প্রভৃতির জাহাজ ছিল। এই নৌবাহিনীর সেনাপতি হইয়া চলিলেন আড্‌মিরাল নিবোগাটফ্‌। কিন্তু রুষ কেন যে এই সকল অর্দ্ধভগ্ন জাহাজগুলি দূর জাপান সমুদ্রে প্রেরণ করিলেন, তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ জাহাজে যে সকল নাবিক ও সেনা প্রেরিত হইল, তাহারা নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক চলিল। এমন কি অনেকেই প্রকাশ্যে বিদ্রোহিতাচরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে শাসনে রাখা সেনাপতির পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর ব্যাপার হইয়া উঠিল!

যাহাই হউক, এই নৌবাহিনী অতি ধীরে ধীরে চলিয়া ২৪ শে মার্চ্চ তারিখে পোর্টসায়েড্‌ উপস্থিত হইল। ইহারাও সময়ে রুষের পূর্ব্বগামী নৌবাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া অবশেষে জাপান সমুদ্রে গিয়া জাপানী যুদ্ধপোতের সহিত যুদ্ধ করিবে! তবে রুষের যুদ্ধপোত সকল সংখ্যায় অধিক হইলেও সকলগুলিই প্রাচীন আমলের। জাপানের আধুনিক নূতন জাহাজের সহিত তাহারা যে কতদূর প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিবে তাহা বলা যায় না।

এদিকে রুষ-জাহাজ অনেক দিন ফরাসী বন্দরে থাকিয়া নানা দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছে,—ইহাতে ফ্রান্সের যুদ্ধে নির্লিপ্ততা নষ্ট হইতেছে,—জাপান ইহাতে ন্যায়সঙ্গত আপত্তি করিতে পারেন। রুষ ফ্রান্সের সন্ধি-সূত্রে বন্ধু বটে, কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধের নিয়ম পালন করিতে বাধ্য। ফ্রান্স যতদূর সাধ্য আইন রক্ষা করিয়া রুষের সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু রুষ-নৌসেনাপতি আইন কানুন একেবারেই মানিতেছেন না। যাহাই হউক, তিনি বহুদিন মাডাগাস্কারে বিশ্রাম লাভ করিয়া, অবশেষে জাপান সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিলেন।

৮ই এপ্রেল রুষের দ্বিতীয় নৌবাহিনী সিঙ্গাপুরের নিকট দৃষ্টিগোচর হইল। তাহারা ভারত সমুদ্র পার হইয়া এবার সত্য সত্যই জাপান-সমুদ্রের নিকটস্থ হইয়াছে;—তৃতীয় নৌবাহিনীও লোহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া

তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে আড্‌মিরাল টোগো ভারত-সমুদ্রেই রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিবেন; কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিলেন না। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ লোক দেশ হইতে এতদূরে আসিয়া যে রুষের সহিত যুদ্ধ করিবেন না, তাহা সকলেরই বোঝা উচিত ছিল।

রুষ-নৌসেনাপতি তাঁহার এত যুদ্ধপোত লইয়া দেশ হইতে বহুদূর যে নির্ব্বিঘ্নে আসিতে পারিবেন, ইহাও কেহ কখনও ভাবেন নাই! তিনি যে বিন্দুমাত্র ভয় প্রকাশ না করিয়া মহাদম্ভে চীন-সমুদ্রে উপস্থিত হইবেন, ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কেহই এতদূরে এত যুদ্ধপোত লইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতে সাহসী হন নাই। যাহা হউক, রুষ-আড্‌মিরালের সকলেই যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহাকেই যথার্থ সাহস ও বীরত্ব বলে। জাহাজস্থ রুষ-সেনাগণও বীরদর্পে চলিয়াছে, তাহারা বিন্দুমাত্র জাপানের ভয়ে ভীত নহে।

সিঙ্গাপুর হইতে একজন রুষের এই নৌবাহিনী দেখিয়া লিখিয়া ছিলেন, "আজ বেলা দুইটার সময় সিঙ্গাপুর বন্দর হইতে সাত মাইল দূরে সমুদ্র মধ্যে রুষের নৌবাহিনী দৃষ্টিগোচর হইল। সমস্ত জাহাজ হইতেই ধূম উদ্গীরিত হইতেছে,—সেই ধূম বহু মাইল দূর হইতে দৃষ্টি-গোচর হইতেছে! চারিখানি করিয়া জাহাজ পাশাপাশি চলিয়াছে,—সে এক মহান্ দৃশ্য! সম্মুখে এক খানি ক্রুজার,—ও তিনখানি জাহাজ,—তৎপরে অন্যান্য ক্রুজার, তৎপশ্চাতে কয়লা ও রসদের জাহাজ,—সর্ব্বশেষে ব্যাটেল্‌সিপ গুলি চলিয়াছে! আমি আমার ক্ষুদ্র ষ্টিমারে জাহাজগুলিকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তাহাদের নিকটস্থ হইলাম;—সকল জাহাজের গায়েই বহু সেওলা জন্মিয়া গিয়াছে! প্রত্যেক জাহাজের ডেকের উপর বহু মণ কয়লা স্থাপিত রহিয়াছে! আমার ন্যায় সিঙ্গাপুরের রুষ

কনসল (প্রতিনিধি) কাগজ পত্র লইয়া যুদ্ধপোতের নিকটস্থ হইলেন; কিন্তু রুষ-যুদ্ধপোত সকল থামিল না;—তাহাদের একখানা টরপেডো বোট নিকটস্থ হইয়া কনসলের নিকট হইতে কাগজ পত্র লইল! কিন্তু কাহাকেই জাহাজে উঠিতে দিল না; জাহাজের কোন সংবাদই কেহ পাইল না;—যুদ্ধপোত সকল চীন-সমুদ্রের দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। সিঙ্গাপুরের প্রায় সমস্ত লোক এই সকল জাহাজ দেখিবার জন্য কাতারে কাতারে সমুদ্রতীরে আসিয়া দাঁড়াইল। শোনা গেল যে রুষ-সেনাগণ সমস্ত দিন তাহাদের কামান সজ্জিত রাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। বেলা ৫টার সময় রুষ-যুদ্ধপোত সকল পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ফরাসী ও ইংরাজ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুষ-আড্‌মিরাল রোজডেষ্টভেনস্কি বড় আইন কানুন মানিতেছিলেন না; তিনি দেশ হইতে দূরে আসিয়া সম্রাটের অমাত্যগণের কথায়ও বড় কাণ দিতেছিলেন না,—সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাঁহার ইচ্ছামত কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার কোন বিদেশী বন্দরে জাহাজ লইয়া যাইবার অধিকার ছিল না; কিন্তু তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে "আমার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি জার্ম্মাণ বন্দর কাইচোতে উপস্থিত হইব। কে আমায় প্রতিবন্ধক দেয়, তাহা আমি দেখিতে চাহি।

যদি প্রয়োজন হয়,—আমি হংকং বন্দরে যাইব,—এমন কি আমার ইচ্ছা হয়তো আমি ভারতের যে কোন বন্দরে উপস্থিত হইব!” তাঁহার এই লম্বা লম্বা কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে উন্মাদ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না! হংকং দুর্গের কামান সকল এবং প্রাচ্যদেশে ইংরাজের যে অগণিত যুদ্ধপোত আছে, তাহা বোধ হয় তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, তাঁহার এইরূপ উন্মত্ততার জন্য ইংরাজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ প্রায় বাধিয়া উঠিবার উদ্যোগ হইল। এ প্রদেশে ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, হলাণ্ড ও আমেরিকার বন্দর ছিল। ইহারা সকলেই এ যুদ্ধে নির্লিপ্ত; সুতরাং ইঁহারা কেহই তাঁহাদের স্ব স্ব বন্দরে রুষ-জাহাজকে আশ্রয় দিতে অক্ষম। এরূপ করিলে স্পষ্টতঃ রুষকে যুদ্ধে সাহায্য করা হয়। এ অবস্থায় জাপান যদি সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে তখন ইংরাজের না বলিবার উপায় থাকিবে না। ইয়োরোপ ও আমেরিকা এ জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন; রুষ-আড্‌মিরাল তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছেন,—কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না! ইয়োরোপে যুদ্ধ হয় হউক, তিনি তাহার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তিত নহেন! এরূপ লোক লইয়া সকলেই বিপদে পড়িলেন। এমন কি রুষ-সম্রাট ও তাঁহার অমাত্যগণও এই রুষ-নৌসেনাপতিকে লইয়া বিপন্ন হইয়া উঠিলেন,—তিনি তাঁহাদের কথাতেও কাণ দিতেছেন না।

আমেরিকা নীরব রহিলেন না। তাঁহারা স্পষ্টতঃ রুষকে জানাইলেন যে রুষ-রণতরি যদি তাঁহাদের ফিলিপাইন দ্বীপের কোন বন্দরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাদের উপর গোলা চালাইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবেন না। হলাণ্ডও এই কথা বলিলেন। জার্ম্মানী বরাবরই প্রায় প্রকাশ্যে রুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন। কেবল নিতান্ত সভ্যতার খাতিরে বেআইনি করিয়া তাহাদের প্রকাশ্যে সাহায্য

করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাদেরও একটা ইয়োরোপীয় যুদ্ধ সংঘটিত করিবার ইচ্ছা ছিল না ; বিশেষতঃ ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করা সহজ কার্য্য নহে। তাঁহারাও রুষ-আড্‌মিরালকে জানাইলেন যে তাঁহাদের রুষের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে সত্য, কিন্তু তাঁহারা বেআইনি করিবেন না ;—তাঁহারা তাঁহাদের কাইচো বন্দরে রুষ-জাহাজ প্রবেশ করিতে দিবেন না।

ফরাসীর অবস্থা স্বতন্ত্র। তাঁহারা সন্ধিসূত্রে রুষের বন্ধু ;—আইন বজায় রাখিয়া তাঁহারা রুষকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বাধ্য ;—কিন্তু তাঁহারাও আইন লঙ্ঘন করিয়া ইংরাজের সহিত লড়িতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের এ প্রদেশে ইণ্ডো-চায়না এক বিস্তৃত রাজ্য। এখানে সাইগন বন্দর তাঁহাদের প্রধান বন্দর। এই বন্দরেই তাঁহাদের এ প্রদেশের যুদ্ধ-পোত সকল আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে আরও বহু বন্দর আছে ; সুতরাং রুষ-যুদ্ধপোত এখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের রসদাদি অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারে। শত্রু-জাহাজও এই সকল বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে না ;—এমন সুবিধা আর হয় না। রুষ-আড্‌মিরাল তাহা খুব জানিতেন ; তাহাই তিনি ফরাসী বন্দরে বিশ্রাম লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা যতদিন না রুষের তৃতীয় নৌবাহিনী সাইগনে আসিয়া উপস্থিত হয়, ততদিন তিনি এখানে থাকিয়া রসদাদি সংগ্রহ করিবেন। ফ্রান্স ইহা অনুমান করিয়া রুষ-সম্রাটকে এ কথা জানাইলেন। তিনিও বেআইনি কাজ যাহাতে না হয়, তাহাই করিবেন অঙ্গীকৃত হইলেন ; কিন্তু রুষ-নৌসেনাপতি কোন কথাতেই কাণ দিলেন না! তিনি তাঁহার সমস্ত জাহাজ লইয়া ফরাসী বন্দরে নঙ্গর করিলেন! পূর্ব্বে একখানি রুষ-জাহাজ এই বন্দরে পলাইয়া আসিয়াছিল ;—রুষগণ পরে সেই জাহাজ নিরস্ত্র করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আইনানুসারে রুষের এই সমস্ত যুদ্ধপোতই এই খানে নিরস্ত্র হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু দুর্দ্দান্ত রুষ-

নৌসেনাপতিকে নিরস্ত্র করে কে! বরং এখানে ফরাসী রাজকর্ম্মচারিগণ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহায়তা করিয়া রসদ প্রভৃতি যোগাইতে লাগিলেন,—সম্পূর্ণ বেআইনি হইতে লাগিল।

জাপান এত দিন নীরব ছিলেন; এখন আর নীরব রহিলেন না। তাঁহারা রুষ ও ফ্রান্সকে জানাইলেন যে যদি রুষ-জাহাজ আইন কানুন না মানে, তাহা হইলে তাঁহারাও আইন কানুন আর মানিবেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা সন্ধিসর্ত্তানুসারে ইংলণ্ডকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিবেন। যদি ফরাসিগণ প্রকাশ্যভাবে বেআইনি করিয়া রুষের সহায়তা করেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে আক্রমণ করিতে বাধ্য। ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইবার উপক্রম হইল; ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধ হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। ফরাসিগণও এতদিন এই ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নাই। এই সময়ে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ফ্রান্সে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন; তিনি ফরাসী অমাত্যবর্গকে এই ব্যাপারের গুরুত্ব বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন তাঁহাদের চৈতন্য হইল;—তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে তাঁহারা আইনানুসারে কার্য্য না করিলে, তাঁহাদের ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। এ যুদ্ধ বাধিলে তাঁহাদের জয়াশা নাই! তাঁহারা অচিরে তাঁহাদের ইণ্ড-চায়না রাজ্য হারাইবেন,—অন্যান্য স্থানও তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবে। জাপান ও ইংলণ্ডের যুদ্ধপোতের জন্য তাঁহারা দেশ হইতে সেনা প্রেরণ করিতে পারিবেন না। খুব সম্ভব তাঁহাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া, তাঁহাদের চিরশত্রু জার্ম্মানী তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে দ্বিধা করিবেন না। এ অবস্থায় তাঁহারা কোন মতেই রুষের সাহায্য করিতে পারেন না! ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে যুদ্ধ বাধিলে, খুব সম্ভব সে যুদ্ধ ইয়োরোপব্যাপী হইয়া পড়িবে। এ ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত করিতে কাহারই ইচ্ছা নাই! প্রথম প্রথম ফরাসিগণ বলিতে লাগিলেন, তাঁহারা রুষের যে টুকু সাহায্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা

আইনসঙ্গত করিতেছেন; ইহাতে জাপানের বিরক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাঁহারা দেখিলেন জাপান অতি ভদ্র বটে, কিন্তু দুর্ব্বল নহে। জাপান-সম্রাট এবার স্পষ্টই বলিলেন যে তাঁহারা আর এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিবেন না;—তাঁহারা ফরাসীকে প্রকাশ্য শত্রু বলিয়া গণনা করিতে বাধ্য হইবেন ও সন্ধি অনুসারে ইংরাজের সাহায্য লইবেন। তখন ফরাসিগণ বুঝিলেন যে জাপানের সহিত বাজে কথা চলিবে না; তজ্জন্য তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের কর্ম্মচারিদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে তাঁহারা যেন আর কোন মতে রুষদিগকে সাহায্য না করেন। তাঁহারা রুষ-জাহাজকেও অনতি-বিলম্বে বন্দর ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা এ কথা রুষ-সম্রাটকে অবগত করায়, তিনিও তাঁহার আড্‌মিরালকে ফরাসী বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। তজ্জন্য রুষ-নৌসেনাপতি ২৩ শে এপ্রেল তারিখে তাঁহার সমস্ত যুদ্ধপোত লইয়া ফরাসী বন্দর ত্যাগ করিলেন।

পৃথিবীব্যাপী একটী মহাসমর ঘটিল না বলিয়া সকলেই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। ফরাসীগণ যে আর কোন রূপ বেআইনি করিলেন না, ইহা দেখিয়া জাপানও আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রুষ-নৌসেনাপতি সহজ পাত্র নহেন; তিনি পর দিন আবার ফিরিয়া আসিয়া ফরাসী বন্দরে তাঁহার অগণিত জাহাজ নঙ্গর করিলেন। আবার মহা গোল উঠিল! নানা গোলযোগের পর ফ্রান্স এই আপদকে ২৬ শে এপ্রেল দূর করিতে সক্ষম হইলেন; কিন্তু রুষ-আড্‌মিরাল তবুও সম্পূর্ণরূপে ফ্রান্সের স্কন্ধ হইতে নামিলেন না। তিনি আর একটা ফরাসী বন্দরে আশ্রয় লইলেন। আবার লেখালিখি চলিতে লাগিল। অনেক কষ্টে ফ্রান্স রুষকে ৯ই মে তারিখে এ বন্দর হইতেও বিদায় দিলেন;—কিন্তু এই আপদ এখনও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল না,—পর দিন রুষ-জাহাজ আবার

ফিরিয়া আসিল। এই সময়ে রুষের তৃতীয় নৌবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল;—তখন উভয় দল একত্র হইয়া ১৪ই মে তারিখে ফরাসী রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চীন-সাগরের দিকে চলিল।

এত দিনে ফ্রান্সের বিপদ ঘুচিল। তাঁহারা রুষকে স্পষ্টই বলিলেন যে তাহারা কিছুতেই এ যুদ্ধে লিপ্ত হইবেন না;—তবে রুষকে প্রতিবন্ধক দিবার উপযুক্ত যুদ্ধপোত বা সেনা ইণ্ড-চায়নায় নাই,—এজন্য তাঁহাদের বন্দরে আসিয়া জাপানিগণ যদি রুষ-জাহাজ আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাতে আপত্তি করিবেন না। এই দৃঢ় কথাতেই রুষ-আড্‌মিরাল ফরাসী রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন; নতুবা আরও কতদূর এ ব্যাপার গড়াইত তাহা বলা যায় না।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রুষের রাষ্ট্র-বিপ্লব।

আমরা পূর্ব্বে রুষ-রাজধানীতে যে ভয়াবহ রক্তপাত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এই রক্তপাত যে কেবল রাজধানীতে হইয়াছিল তাহা নহে, রুষ-সাম্রাজ্যের নানা স্থলে এইরূপ রক্তপাত ঘটিতেছিল। একদিকে রুষ-গভর্ণমেণ্ট যতই কঠোর নিয়ম সকল প্রবর্ত্তন করিতেছেন, অপর দিকে তেমনই রুষগণ আরও ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজকর্ম্মচারিগণের ও পুলিসের দাসানুদাস হইয়া থাকিতে

চাহে না,—তাহারা স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় তাহারা পার্লিয়ামেণ্ট-সভা গঠিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে; কিন্তু সম্রাট্ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। তাঁহার সৈন্যগণ স্বজাতির উপর গুলি চালাইয়া রুষ-রাজ্য নর-শোণিতে প্লাবিত করিতেছে। পৃথিবী সুদ্ধ লোক ইহার জন্য রুষ-সম্রাট্‌কে যথোচিত গালি দিতেছেন, কিন্তু তিনি এতই দুর্ব্বল-চিত্ত যে তাঁহার অমাত্যগণ তাঁহাকে যেমন নাচাইতেছেন, তিনি সেইরূপই নাচিতেছেন; প্রজার চক্ষের জলের উপর একবারও দৃষ্টিপাত করিতেছেন না।

রুষের নানা স্থানে কি লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল, এক জন ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন,—"রুষ-অশ্বারোহিগণ উন্মুক্ত অসি হস্তে ভিড়ের ভিতর অশ্ব ছুটাইয়া দিতেছে;—তাহাদের তরবারি দক্ষিণে ও বামে পড়িতেছে। রুষ-পদাতিকগণ মধ্যে মধ্যে গুলি চালাইতেছে। ভাল মন্দ দোষী নির্দ্দোষী সকলেরই রক্তে রাজপথ সকল লোহিতরঙ্গে রঞ্জিত হইতেছে। চারিদিকেই লোমহর্ষণ ব্যাপার! দিনের বেলায় দুর্ব্বৃত্তগণ দোকান লুঠ করিতেছে। রাজ-সেনাগণও লুট আরম্ভ করিল। রাজপথে তাহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলেই তাহাকে ধরিয়া তাহার নিকট কোন অস্ত্রাদি আছে কিনা দেখিতে আরম্ভ করিল। যাহার কাছে কিছু দেখিতে পাইল না, তাহাকেও তাহারা ছাড়িল না। তাহার বাড়ীতে কিছু আছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য তাহার সঙ্গে দশ বিশ জন সেনা চলিল। তখন তাহারা সেই বাড়ীতে যাহা পাইল, সমস্ত লুঠিয়া লইয়া আসিল!"

নগরে নগরে এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে। প্রত্যেক স্থানে রুষে ও রুষ-সেনায় প্রকাশ্য যুদ্ধ চলিতেছে। রুষগণের রক্তে রুষ-সাম্রাজ্য কর্দ্দমাক্ত হইতেছে; কিন্তু ইহাতে প্রজা-শক্তি দুর্ব্বল না হইয়া ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বল-প্রয়োগে কাহাকেই কখনও বশে রাখিতে পারা যায় না; রুষ-সম্রাটও ক্রমে তাহাই বুঝিতেছিলেন। তাঁহার প্রজাগণ একরূপ

প্রকাশ্যভাবেই তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছে! তিনি তখনও তাঁহার অমাত্যবর্গের পরামর্শে প্রজাগণের আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। সম্রাটের খুল্লতাত গ্রাণ্ডডিউক সার্জ সম্রাটকে কিছুতেই প্রজাগণের কথা শুনিতে দিলেন না। তাঁহার প্রতি প্রজাগণের বিশেষ আক্রোশ জন্মিল। তিনি মাস্কো নগরের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনে মাস্কোবাসিগণ তাঁহার উপর হাড়ে চটা ছিল, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর উপর তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ইনি রুষ-সম্রাজ্ঞীর সহোদরা ভগিনী,—সুতরাং তিনি আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার তৃতীয় কন্যার দুহিতা।

সহসা এক ভয়াবহ সংবাদে সমস্ত পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়া গেল! ডিউক সার্জকে একজন রুষ বোমা দ্বারা হত্যা করিল। সম্রাটের নিম্নেই,—সম্রাটের উপর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—ডিউক সার্জের মান্য ও ক্ষমতা ছিল। রুষ-রাজ্যে তাঁহার ন্যায় প্রতাপ আর কাহারই ছিল না। তিনিই সম্রাটকে রাজ-ক্ষমতা তিল পরিমাণও পরিত্যাগ করিতে দিতে ছিলেন না। তাঁহারই প্ররোচনায় রুষ-প্রজাগণের রক্তে রুষ-সাম্রাজ্য প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল। সহসা সেই ডিউক সার্জ হত হইয়াছেন শুনিয়া যে জগৎ বিস্মিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু রুষগণ তাঁহার মৃত্যুতে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইল না।

১৭ই ফেব্রুয়ারি বেলা ৩টার সময় গ্রাণ্ডডিউক সার্জ তাঁহার প্রাসাদ হইতে সহরে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার গাড়ী প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া বারুদখানার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছে। দুই জন ছদ্মবেশী পুলিস তাঁহার গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একখানা শ্লেজ্-গাড়ীতে চলিয়াছে। পথে আর গাড়ী, ঘোড়া বা লোক নাই। কেবল একজন প্রহরী বারুদখানার সম্মুখে পদচারণ করিতেছে। একটী বৃদ্ধা ও একজন ভদ্রলোক অপর দিক্ দিয়া বারুদখানার দিকে আসিতেছে। সহসা এই লোকটী দ্রুতপদে গাড়ীর

নিকটস্থ হইয়া একটা বোমা নিক্ষেপ করিল ;—তাহার পর এক ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইল! এক ভীষণ শব্দে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। নিকটস্থ সমস্ত বাড়ীর কাচের জানালা সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। গাড়ীর চারি খানি চাকা ব্যতীত আর কিছুই রহিল না। গ্রাণ্ডডিউক সার্জের মস্তক একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে! তাঁহার মস্তক-শূন্য দেহ হইতে একখানা হস্ত ও একখানা পা ছিন্ন হইয়া দূরে পড়িয়াছে!

এই লোমহর্ষণ ঘটনার সংবাদ পাইয়া চারিদিক হইতে লোক তথায় ছুটিয়া আসিল। গ্রাণ্ডডিউকের স্ত্রী নিকটস্থ প্রাসাদে ছিলেন ; তিনিও এই ভীষণ সংবাদ পাইয়া টুপিশূন্য মস্তকে অতি ব্যাকুল ভাবে তথায় ছুটিয়া আসিলেন। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে সে সময়ে কি ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত।

এদিকে যে এই ভয়াবহ কাণ্ড করিয়াছিল, সে পলাইতে পারিল না। এই বোমাতে তাহারও হাত ও মুখ আহত হইয়াছিল,—তাহার হাত ও মুখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পতিত হইতেছিল। পুলিস তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। সে তখন তাহার পকেট হইতে একটা পিস্তল টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু পুলিস তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইল। সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "স্বাধীনতার জয় হউক! অত্যাচারী পাষণ্ডগণের মৃত্যু ঘটুক!" বলা বাহুল্য, যথা সময়ে ইহার মৃত্যু দণ্ড হইল।

এই ব্যাপারে রাজ-পরিবারের মধ্যে একটা মহা আতঙ্ক উত্থিত হইল। সম্রাটের প্রাসাদের প্রহরী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। সকলেই প্রাণের ভয়ে ভীত,—কে কবে অত্যাচারীর হস্তে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সকলেই বলিতে লাগিল, এবার সম্রাটের পালা,—কিন্তু তিনি অতি সৎসাহস প্রকাশ করিয়া অবিচলিত রহিলেন। প্রকাশ্যে কেহ কখনও তাঁহাকে ভয় প্রকাশ করিতে দেখিতে পাইল না। সকলে

ভাবিয়াছিলেন যে সম্রাট্ এই ঘটনার পর আরও কঠোর হইবেন,—প্রজা-গণের উপর আরও কঠোরতর নিয়ম সকল প্রচারিত করিবেন,—সুখের বিষয় তিনি তাহা করিলেন না;—করিলে হয় তো তাঁহার প্রজাগণ আর সহ্য করিত না; সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভীষণ রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটিত; সেই মহা-ঝটিকায় তাঁহার পিতৃপুরুষের সিংহাসন কোথায় উড়িয়া যাইত তাহার স্থিরতা থাকিত না।

এখনও মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতেছে। এই সময়ে রাজধানীর সমস্ত কলেজ-যুবকগণ একত্রিত হইয়া এক মহাসভা আহুত করিলেন। রুষ-গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই সভায় অনেক বক্তৃতা হইল। গভর্ণমেণ্ট যদি প্রজাগণের স্বাধীনতা ও সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য কিছু না করেন, তাহা হইলে স্থির হইল যে প্রজাগণ নিজেরাই ইহার ব্যবস্থা করিবে,—আর গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিয়া রহিবে না। কেবল ইহাই নহে, রুষিয়ার প্রান্ত ভাগে ককেসাস্ প্রদেশ; ইহাও রুষ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ;—কিন্তু সহসা এই প্রদেশের সমস্ত অধিবাসী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রুষ-সেনাগণ তাহাদের কিছুই করিতে পারিল না,—তাহারা রেল ও টেলিগ্রাফ ভাঙ্গিয়া ফেলিল;—এই প্রদেশের রাজধানী বাটুম সহরে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইল। বাহিরে দূর মাঞ্চুরিয়ায় রুষকে ঘোর যুদ্ধ করিতে হইতেছে। এদিকে দেশে এইরূপ মহা গোল-যোগ! এই গোলযোগের মধ্যেও সম্রাট সহসা এক বিজ্ঞাপনী প্রচার করি-লেন। তাহাতে তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে তিনিই রুষ-সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিপতি; তাঁহার কথাই আইন,—তাঁহার ক্ষমতাই একমাত্র ক্ষমতা,—প্রজাগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সিংহাসনের সাহায্যে দণ্ডায়মান হইবে, ইহাই তিনি আশা করেন। ইহাতে প্রজাদিগের আবেদনের, অধিকারের, স্বাধীনতার কোন কথা নাই। সম্রাট তাঁহার আত্মীয় স্বজনের পরামর্শতেই এই বিজ্ঞাপনী প্রচার করিয়াছিলেন,—তাঁহার অমাত্যগণ ইহার কিছুই

জানিতেন না। তজ্জন্য তাঁহারা ছুটিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন;—সম্রাটকে বিনয় সহকারে বলিলেন যে প্রজাগণের মনের এ অবস্থায় এরূপ বিজ্ঞাপনী দেখিলে, তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিবে,—আর কিছুতেই রাষ্ট্র-বিপ্লব বন্ধ করিতে পারা যাইবে না; তখন যে কি হইবে তাহা বলা যায় না। এখন প্রজাগণকে ঠাণ্ডা করা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। সুতরাং তাঁহাদের পরামর্শে সম্রাট সেই দিন আবার আর এক বিজ্ঞাপনী প্রচার করিলেন, তাহাতে লিখিলেন ঃ—"আমার ইচ্ছা যে আমি প্রজাগণের সহিত এক মত হইয়া তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করি। আমাদের পিতৃভূমির গৌরব শত গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক এবং দেশেও শান্তি স্থাপিত হউক। এই উদ্দেশ্যে আমি শীঘ্রই প্রজাগণের মনোনীত বিশ্বস্ত বিচক্ষণ প্রতিনিধিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রুষের সমস্ত আইন কানুন প্রস্তুত করিবার জন্য এক বৃহৎ সমিতি আহ্বান করিব।"

দুই বিজ্ঞাপনী একত্রে বাহির হওয়ায় প্রজাগণ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাহাদের মন সন্দেহদোলায় দোলায়মান হইতে লাগিল। পল্লিগ্রামে এই বিজ্ঞাপনীতে হিতে বিপরীত ঘটিল। রুষ-কৃষকগণ অতি সরলচিত্ত লোক,—সম্রাটের উপর তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; তাঁহাকে তাহারা তাহাদের ঈশ্বর প্রেরিত শাসনকর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করিত। সম্রাটের উপর তাহাদের কিছুমাত্র রাগ ছিল না। তাহাদের রাগ অত্যাচারী জমিদারদিগের উপর,—তাহাদের রাগ রুষ-রাজকর্ম্মচারিগণের উপর,—তজ্জন্য তাহারা সম্রাটের প্রথম বিজ্ঞাপনী পাইয়া মনে করিল যে সম্রাট এই সকল দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাঁহার প্রিয় প্রজাগণকে তাঁহার সিংহাসনের সাহায্যে আগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন! এই দুর্ব্বৃত্তগণই অনর্থক জাপানিগণের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দেশে ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছে! ইহারাই দেশে মহামারী, মড়ক ও দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে,—ইহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্যই সম্রাট

তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাহারা প্রবল পরাক্রমে সর্ব্বত্র জমিদার ও রাজকর্ম্মচারিদিগকে আক্রমণ করিল। এই ভীষণ ব্যাপারে অনেক জমিদার ও রাজকর্ম্মচারীকে প্রাণ হারাইতে হইল। কৃষকগণ অনেক জমিদার ও বড় লোকের বাড়ীঘর, কারখানা ইত্যাদি আগুন দিয়া পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিল। তাহারা চারিদিকে লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। পুলিশ বা সেনাগণ তাহাদের কোনই প্রতিবন্ধক দিতে পারিল না।

ইহার উপর যে সকল সেনা দূর মাঞ্চুরিয়ায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহারাও বিদ্রোহী হইয়া হাট বাজার লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইহারা মদের দোকান লুটিয়া মদ খাইয়া মাতাল হইয়া পাশবাচার আরম্ভ করিল। রুষের চারিদিকেই ঘোর অরাজকতা ঘটিল। অন্য রাজ্য হইলে এই মহাব্যাপারে রাজ্যের সম্পূর্ণ পবিবর্ত্তন হইয়া যাইত; কিন্তু রুষ-রাজ্য সেরূপ নহে। তজ্জন্য এই মহাবিপ্লবেও রুষ-রাজ্যের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। দূর মাঞ্চুরিয়ায়ও ভীষণ যুদ্ধ চলিল! অন্য আর কোন রাজ্যই এ অবস্থায় এরূপ যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন না।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হিকোতাই যুদ্ধের পরে।

হিকোতাই যুদ্ধে সেনাপতি গ্রিপেনবর্গ পরাজিত হওয়ায়, রুষের লিও-যাং পুনরাধিকারের আশা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইল। এখন তাঁহারা মুকডেনে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এখন তাঁহারা বেশ বুঝি-লেন যে জাপানিগণ তাঁহাদিগকে এই সহরে আক্রমণ করিয়া এ যুদ্ধের অবসান করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইবেন। এই জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের

প্রথম দুই সপ্তাহ তাঁহারা মুক্‌ডেন সহর বিশেষরূপে সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় হতাশে পূর্ণ হইয়া গেল! রুষগণ পুনঃ পুনঃ তাহাদের সেনাপতিগণের নিকট শুনিল যে জাপানিগণ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে বাহিরে সমতলক্ষেত্রে আসিলেই তাহারা রুষ কর্ত্তৃক সমূলে নির্ম্মূল হইবে। কিন্তু জাপগণ মুক্‌ডেনের সম্মুখস্থ সমতল ভূমিতে আসিয়াও সাহো নদীর তীরে রুষগণকে পরাভূত করিয়া নদীর অপর পারে দূর করিয়া দিল। রুষ-প্রধানগণ বলিতে লাগিলেন যে ক্ষুদ্র মুকাকিগণ (কঠিন চর্ম্মাচ্ছাদিত বামনগণ অর্থাৎ জাপানিগণ) কখনই এ প্রদেশের ভীষণ শীত সহ্য করিতে পারিবে না। তাহারা শীতের প্রকোপেই মারা যাইবে। তখন রুষগণ যথাভিরুচি তাহাদিগকে জয় করিতে পারিবেন; কিন্তু হিকোতাই যুদ্ধে তাহারা ভীষণ শীতেও যুদ্ধ করিয়া রুষগণকে পদদলিত করিল। এখন তাহারা আবার তাহাদিগকে মুক্‌ডেনে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং এ অবস্থায় সমস্ত রুষ-সেনাগণ যে নিতান্ত নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি! বিশেষতঃ এই সময়ে রুষ-সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন আবার তাঁহার বাসস্থান তাঁহার সেই বিখ্যাত রেলগাড়ীতে স্থাপিত করায়, সকলেই বুঝিল যে রুষের জয়াশা কিছুমাত্র নাই; সেনাপতি এখন হইতেই মুক্‌ডেন সহর পরিত্যাগের আয়োজন করিতেছেন।

যাহা হউক, এই হতাশ্বাস সত্বেও মুক্‌ডেনে রুষের বল অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল। প্রায় চারি লক্ষের অধিক সেনা ও এক হাজারের অধিক কামান রুষ-সেনাপতির অধীনে আছে। এখনও ধারাবাহিক রূপে রুষিয়া হইতে সেনা ও যুদ্ধোপকরণ সকল আসিতেছে। তাঁহাদের রসদের অভাব নাই,—তাঁহারা চীনের নির্লিপ্ততা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের রেল-লাইন দিয়া চীনদেশ হইতে বহু রসদ আনয়ন করিতেছেন। তাহাদের জেনতাইস্থিত কয়লার খনি সকল শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছে সত্য,

কিন্তু তাঁহারা ফুসান নামক স্থানের কয়লার খনি পর্য্যন্ত একটা রেল-লাই তাড়াতাড়ি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সুতরাং কয়লা সম্বন্ধেও তাঁহাদের কোন অভাব নাই। এতদ্ব্যতীত মুকৃডেনের চারিদিক তাঁহারা এত দুর্ভেদ্য করিয়াছেন যে প্রতিপদে জাপানিগণকে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া তাহা দখল করিতে হইবে। হয়তো তাঁহারা সহস্র চেষ্টাতেও রুষদিগকে কোনরূপে পরাজিত করিতে পারিবেন না।

গ্রিপেনবর্গ পদত্যাগ করিয়া যাওয়ায় রুষ-সেনাপতিগণের মধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেনাপতি লিনিভিচ রুষের এক নম্বর সেনাদলের অধিপতি আছেন। সেনাপতি কুলবার্স গ্রিপেনবর্গের স্থলে দুই নম্বর সেনা দলের নেতা হইয়াছেন। তাঁহার স্থলে তিন নম্বর সেনাদলের কর্ত্তা হইয়াছেন সেনাপতি বিল্‌ডারলিং। রুষের এই তিন দল সেনায় তিন লক্ষ আটশত পদাতিক, ৩৪ হাজার গোলন্দাজ, ১৩৬৮ টা কামান ও ২৬৭০০ অশ্বারোহী; মোট ৩৬১৫০০ সেনা ছিল। এই অগণিত সেনা সংখ্যা আবার প্রত্যহ রুষিয়া হইতে আগত নূতন সেনায় দিন দিন আরও অধিকতর হইতেছিল। এই তিন দল সেনার মধ্যে কুলবার্স রুষের দক্ষিণ দিক, বিল্‌ডারলিং মধ্যভাগ ও লিনিভিচ বাম দিক রক্ষা করিতেছিলেন।

জাপানিগণও নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না। তাঁহারা এই যুদ্ধে যে অপূর্ব্ব বিচক্ষণতা দেখাইলেন, তাহা আর কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই! যুদ্ধ একরূপ ভীষণ খেলা মাত্র। এই খেলায় সেনাপতি ওয়ামা ও কোদামা যে সুকৌশলে রুষগণের চক্ষে ধুলি প্রদান করিলেন,—যেরূপে তাঁহাদের সেনাসজ্জা করিলেন, তেমন আর কোন যুদ্ধে দেখা যায় নাই! ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ তাঁহারা মুকৃডেন আক্রমণের জন্য দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহাদের রসদ ও যুদ্ধোপকরণের অভাব নাই। প্রত্যহ ১০।১২ খানি গাড়ী ডাল্‌নি হইতে যথা নিয়মে সাহো তীরে আসিতেছে। সেনাপতি নগি পোর্টআর্থার জয় করিয়া তাঁহার ৬০।৭০

হাজার সেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে,—বহু দিন পূর্ব্ব হইতে জাপানের পাঁচ নম্বর সেনাদল সেনাপতি কায়ামুরার অধীনে জাপান হইতে জুলু নদীর তীরে আসিয়াছে। সেনাপতি কায়ামুরা কোথায় কি উদ্দেশে এই ৬০।৭০ হাজার সেনা লইয়া যাইতেছেন, তাহা জাপানিগণ কিছুতেই প্রকাশ করেন নাই। তাহারা জুলু নদীর তীরে আসিয়া নদী পার হইয়াছে ;—তাহার পর কয়েক মাইল নদীর তীরে তীরে গিয়া অবশেষে গভীর পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। রুষগণ কায়ামুরার কথা একেবারেই অবগত হইতে পারে নাই।

এক্ষণে জাপানের পাঁচ দল সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছে। অতি পূর্ব্ব ভাগে পার্ব্বত্য প্রদেশে কায়ামুরা অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহার পরেই কুরোকি সদলে আছেন। তাহার পরে নজু,—নজুর পরে অকু। এক্ষণে ওকুর পরে নগি যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন দলে কত সেনা আছে, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই ; তবে সকল দল মিলিয়া যে তাঁহাদের চারি লক্ষ সেনা ও ৬ হাজারের উপর কামান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উভয় পক্ষে আট লক্ষ সেনা পরস্পর পরস্পরের রক্ত পানের জন্য ব্যগ্র! বোধ হয় উনবিংশ শতাব্দীর কোন একটী যুদ্ধে এত সেনার সম্মিলন ঘটে নাই।

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ যে কেবল আয়োজন হইতেছিল, তাহা নহে ; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও চলিতেছিল। তবে এই সময়ে উভয় পক্ষের অশ্বারোহিগণই শত্রুগণকে ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি রুষগণ তাহাদের ১৫ হাজার অশ্বারোহী, ৫০০ পদাতিক ও কুড়িটা কামান জাপানিগণের পশ্চাৎ দিকে প্রেরণ করিলেন। ইহারা লিওযাংয়ের উত্তর পশ্চিমে কেবলমাত্র ১৫ মাইল দূরে আসিয়া উপস্থিত হইল! জাপগণ নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না। ওকু তাঁহার সেনাদল হইতে বহু সেনা এই উদ্ধত রুষ-অশ্বারোহিগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন ; সুতরাং

রুষগণ আর অগ্রসর হইতে পারিল না,—কোন গতিকে প্রাণ লইয়া সদ
ফিরিল। পূর্ব্বে রুষ-কসাকগণের ঘোড়া জাপ-অশ্বারোহিগণের ঘোড়
হইতে বৃহদাকার ও বলবান ছিল; তজ্জন্য জাপ-অশ্বারোহিগণ কসাক
দিগের সমকক্ষ ছিল না; কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রুষে
পূর্ব্বকার অশ্ব সকল আর নাই,—অনেক মরিয়া গিয়াছে। এখন তাহার
বাধ্য হইয়া চীনে ঘোড়া কিনিয়াছে। এই সকল ঘোড়া দুর্ব্বল ও আকা
ছোট। অন্য দিকে জাপগণ অষ্ট্রেলিয়া হইতে বহু বলবান অশ্ব সংগ্রহ করি
য়াছেন; সুতরাং এখন আর কসাকগণ জাপ-অশ্বারোহীর সম্মুখে দণ্ডায়মা
হইতে পারিতেছে না! ১৭ই ফেব্রুয়ারী রুষ-কসাকগণ জাপহস্তে বিধ্ব
হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইল।

জাপগণও যে তাঁহাদের অশ্বারোহিগণকে শত্রুর পশ্চাতে প্রেরণ করিয়
তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছিলেন না, এমন নহে। তাঁহারাও এ
সময়ে একদল অশ্বারোহী শত্রুর পশ্চাতে প্রেরণ করিলেন। যাহার
স্বইচ্ছায় এই মৃত্যুমুখে যাইতে প্রস্তুত হইল, কেবল তাহারাই প্রেরি
হইল। ইহাকে "কেসিতাই" গমন বলে; কারণ এরূপ যুদ্ধ গমন করিে
প্রত্যাগমনের আশা অতি অল্প। এই সেনাদলে কত অশ্বারোহী গম
করিল, তাহাও জাপানিগণ কখনও প্রকাশ করেন নাই। তবে সম্ভ
মত এই দলে দুই শতের অধিক অশ্বারোহী ছিল না। ইহারা মুকডেনে
পশ্চাতে গিয়া মুকডেন হইতে হারবিন পর্য্যন্ত যে রেলপথ আছে, তাহা
নষ্ট করিয়া দিবে;—এই হুকুম লইয়া ইহারা ৯ই জানুয়ারি হিকোতা
হইতে অভিযান করিল। ইহাদের নেতা হইলেন মেজর নাগানুমা!

এই সময়ে রুষ-সেনাপতি মিস্‌চেনকো যে তাঁহার অগণিত কসাক লইয়
পুরাতন নিউচেংয়ের দিকে যাইতেছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলি
য়াছি। মেজর নাগানুমা ইহাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন,—কিন্তু তি
রুষদিগের সম্মুখীন হইলেন না;—তিনি মুকডেনের ১৬০ মাইল পশ্চাত

রেলের বৃহৎ পোল নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সেই দিকে চলিলেন। এই সকল জাপ-অশ্বারোহীর সহিত রসদবাহিদিগের দল নাই। প্রত্যেক সেনা তাহার থলিতে সাত দিনের আহারোপযোগী সিদ্ধ চাউল লইয়াছে! অন্য আহার তাহাদিগকে পথে যে কোন উপায়ে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে! এইতো আহারের ব্যবস্থা,—তাহার উপর এ প্রদেশে এখনও যে ভীষণ শীত আছে, সে শীতের বর্ণনা করা যায় না। তরল পদার্থ মাত্রই জমিয়া লৌহের মত হইয়াছে! চারিদিক বরফে শ্বেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে!

হিকোতাই হইতে এই রেলের পোল প্রায় ৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত। জাপগণ রুষের ভয়ে দিনে এক পাও নড়িতে পারিতেছে না;—তাহাদিগকে রাত্রির অন্ধকারে অগ্রসর হইতে হইতেছে! তাহারা কিরূপ সমূহ বিপদে অগ্রসর হইতেছে, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ১১ই ফেব্রুয়ারি তাহারা এই রেলের পোলের নিকট আসিয়া তাহা ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দিল;—তখন আর লুকাইয়া থাকা চলে না। চারিদিক হইতে রুষ-কসাকগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে ছুটিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারি বহু কসাক দুইটা কামান সহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল;—কিন্তু বীর নাগানুমা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের একটা কামান কাড়িয়া লইয়া স্বদলে মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইলেন।

জাপ-সেনাপতি কেবল পোল উড়াইয়া দিবার জন্য তাঁহার অশ্বারোহী প্রেরণ করেন নাই। তাঁহার আরও এক মহা উদ্দেশ্য ছিল। রুষগণ তাঁহার সেনার সম্মুখে সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে;—এমন স্থান নাই যে যেখানে ভীষণ যুদ্ধ না করিয়া অগ্রসর হইতে পারা যায়। একটু সামান্য মাত্র স্থানও ফাঁক নাই। জাপ-অশ্বারোহী রেলপোল ভাঙ্গিয়া দিলে রুষগণ ভাবিল যে জাপগণের বহু অশ্বারোহী সেই দিকে গমন করিয়া তাহাদের হারবিনে যাইবার পথরোধ করিতেছে;—তজ্জন্য তাহারা অসংখ্য কসাক-অশ্বারোহী সেই দিকে প্রেরণ

করিল। জাপ-সেনাপতি রুষের চক্ষে এই ধুলি নিক্ষেপের জন্যই প্রধানতঃ মেজর নাগানুমাকে পাঠাইয়াছিলেন। রুষ-সেনাপতি যে ভুল করিবেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভুলই করিলেন; তাঁহারা জাপগণের সম্মুখ হইতে অনেক সেনা পশ্চাতে পাঠাইলেন,—এক স্থান সম্পূর্ণ রুষ-সেনা শূন্য হইল। এই ঘটনার দশ দিন পরে জাপ-সেনা এই স্থান দিয়া অবাধে মুকৃডেন আক্রমণে চলিল!

১৩ই মার্চ্চ ৬৩ দিন পরে মেজর নাগানুমা স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া সদলে জাপ-শিবিরে উপনীত হইলেন। সেনাপতি ওয়ামা অতি সমাদরে তাঁহাকে ও তাঁহার বীর সেনাগণের অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি অতি সমারোহে "কুন্‌জো" নামক জাপানের প্রশংসা পত্র সকলকে প্রদান করিলেন। মেজর নাগানুমা এই ঘটনার দুই দিবস পরে তাঁহার পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহারই অনুবাদ নিম্নে দিতেছি :—

"মুকৃডেনের যুদ্ধে আমি কিছু না কিছু করিবার জন্য সর্ব্বদাই অতিশয় ব্যগ্র ছিলাম;—সৌভাগ্যক্রমে আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। ডিসেম্বরের শেষে আমি একদল সেনা লইয়া মুকৃডেনের পশ্চাৎ দিকে যাইবার জন্য আজ্ঞা পাইলাম। যাহারা দেশের জন্য অবাধে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, আমি সেইরূপ সেনা সঙ্গে লইলাম। তৎপরে মুকৃডেনের পশ্চাতে শত্রুপুরীর মধ্যে বহুদূর গিয়া আমরা সিন্‌কাই নদীর উপরস্থ রুষের রেলের পোল উড়াইয়া দিলাম। ১৪ই ফেব্রুয়ারি রাত্রে শত্রুগণ দুইটা কামান লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের সংখ্যা আমাদের দ্বিগুণ ছিল,—কিন্তু তবুও আমরা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের একটা কামান কাড়িয়া লইলাম। ইহাতে শত্রুগণ বড়ই ভীত হইয়া পড়িল;—তাহাদের পশ্চাতস্থ রেল নষ্ট হইলে তাহাদের সমূহ সর্ব্বনাশ;—এ কারণ আমরা অনেক সেনা এদিকে পাঠাইয়াছি ভাবিয়া তাহারা অগণিত সেনা মুকৃডেনের সম্মুখ হইতে অপসারিত করিয়া এই

দিকে পাঠাইল। ইহাতেই আমাদের মুকূডেন যুদ্ধ জয়ের পথ সুলভ হইয়া আসিল। আমি ৬০ দিন এইরূপ শত্রুপুরে ঘুরিয়া, ১৩ই তারিখে সেনাপতি ওয়ামার সম্মুখে সদলে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদের অতিশয় সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও "কুন্‌জো" প্রশংসাপত্র আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি তাহার কাপি আপনাকে পাঠাইতেছি! ইহা লাভে আমি যে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছি, তাহা বলা বাহুল্য। ইহা দেখিয়া আপনি যে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন, তাহাই আপনার দর্শনার্থে পাঠাইতেছি। এই ৬০ দিন আমরা কেবল ভুট্টা খাইয়া ভীষণ শীতে বাস করিয়াছিলাম;—কিন্তু ইহাতে আমার শারীরিক অসুস্থতা কিছু মাত্র হয় নাই! আর এইরূপ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও আমি বিন্দু মাত্র আহত হই নাই! বলা বাহুল্য যে ভগবান প্রতিপদেই আমাদের প্রতি সদয় ছিলেন।"

কুন্‌জো প্রশংসাপত্রের অনুবাদ।

"—সংখ্যক অশ্বারোহী মেজর নাগানুমা হিডেবুমির অধীনে ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সিন্‌কাই নদীর উপরস্থ শত্রুদিগের রেলপথ উড়াইয়া দিয়া তাহাদের পশ্চাতে যাইবার পথ অন্ততঃ কিয়দ্দিনের জন্য বন্ধ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইয়াছে! এতদ্ব্যতীত ইহাদের দ্বারা শত্রুগণ ভীত হইয়া তাহাদের বহু সংখ্যক সেনা আমাদের সম্মুখ হইতে অপসারিত করিয়া পশ্চাৎ দিকে লইয়া গিয়াছে। আমার মতে এ কার্য্য অতিশয় প্রশংসাযোগ্য,—তজ্জন্য আমি মেজর নাগানুমাকে তাঁহার বীরত্বের জন্য 'কুন্‌জো' প্রদান করিতেছি।"

আমরা এই ঘটনা সম্বন্ধে আর একখানা পত্র উদ্ধৃত করিব। মেজর নাগানুমার অধীনে দুইজন কাপ্তেন গিয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন কাপ্তেন নাকায়া কসাকের সহিত যুদ্ধে বীর শয়ানে শায়িত হইয়াছিলেন। অপর

কাপ্তেন আসানো তাঁহার পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ দিতেছি। কাপ্তেন আসানো তাঁহার আসল নাম সাক্ষর করিয়া তাঁহার বালক কালের নামও সাক্ষর করিয়াছিলেন। জাপানী বীরগণের পিতৃ-মাতৃভক্তিও অসামান্য।

"আজ দশটার সময় ৭৫ জন অশ্বারোহী সহ আমরা শত্রুর পশ্চাৎ দিকে যাইবার জন্য যাত্রা করিব। আমরা তথায় গিয়া শত্রুগণের সমস্ত সংবাদ লইব,—তাহাদের রেল নষ্ট করিব ও আরও নানা প্রকারে তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিব,—ইহাই আমাদের উপর হুকুম। খুব সম্ভব আজ হইতে ৬০।৭০ দিন আপনি আমার আর কোন সংবাদ পাইবেন না। আমরা রুষদিগের বহু পশ্চাতে যাইব স্থির করিয়াছি। আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সাথাদেবের (একটী জাপানী দেবতার নাম) হস্তে ন্যস্ত করিতেছি। হাজার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া আমাদের জন্মভূমি হইতে যে অগণিত উপকার লাভ করিয়াছি, আমরা আজ তাহার একটু সামান্য মাত্র প্রতিদান করিতে সক্ষম হইব। আপনার গুণহীন পুত্রের এ সময়ে আর কোন চিন্তা নাই! সে পরমানন্দে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতে যাইতেছে! আমাদের বহুদূর যাইতে হইবে,—বিপদও অনেক আছে। কিন্তু আমি নগণ্য হইলেও আমাদের সঙ্গে যে সকল বীরসেনা যাইতেছে, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে আমরা জয় জয় শব্দে প্রত্যাবৃত্ত হইব। আপনি আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি প্রাণ থাকিতে কখনই আপনার নামে ও আমাদের বংশের নামে কলঙ্ক আরোপিত করিব না।

আপনার প্রণতঃ—

রিকিতারো,—আপনার হাটুর উপর ক্রীড়নশীল শিশু।

ইহাপেক্ষা এ সংসারে আর কিছু কি অধিকতর সুন্দর আছে! এক দিকে অসীম স্বদেশ-প্রেম,—অপর দিকে অতুলনীয় পিতৃভক্তি! জাপানি

গণ কি প্রকৃতির লোক তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই দুই খানি পত্র উদ্ধৃত করিলাম। তাহারা ইয়োরোপের সকলই অনুকরণ করিয়াছে সত্য,—কিন্তু প্রাচ্যের মধুরতা হইতে বঞ্চিত হয় নাই!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেন যুদ্ধ—প্রারম্ভ।

এতদিনে জাপানিগণ মুক্‌ডেন আক্রমণে প্রস্তুত হইয়াছেন;—কিন্তু এ কার্য্য সহজ নহে! চারি লক্ষের অধিক সেনা লইয়া কুরোপাট্‌কিন মুক্‌-ডেন রক্ষা করিতেছেন! চারিদিকে সহস্র সহস্র দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে! পশ্চিম দিকে লিও নদী এবং হুন নদী,—রুষগণ লিও নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দিক্‌টা সমতল ভূমি! সহরের দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্ব্বে হুন নদী থাকায় তাহা স্বভাবতঃ দুর্ভেদ্য হইয়াছে! সহরের পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী,—এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে সেনাপতি লিনি-ভিচ রুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেনা সকল লইয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া রুষের এ বিস্তৃত বাহিনীকে পরাজিত করা কাহারই সাধ্য নহে। তাহার উপর নিজ মুক্‌ডেন সহরে জাপগণের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মুক্‌ডেন সহরে চীন-সম্রাটগণের সমাধি-মন্দির সকল স্থাপিত আছে। চীনেগণ এই সকল মন্দিরকে তীর্থস্থান বলিয়া বিবেচনা করেন;—সুতরাং জাপানিগণের ইচ্ছা নহে যে তাঁহারা মুক্‌ডেনে যুদ্ধ করিয়া এই সকল সমাধি-মন্দির

ধ্বংসাবস্থায় পরিণত করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা যে রুষগণ মুক্‌ডেন পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎপদ হউক ;—তখন সহরের বাহিরে,—সমাধি-মন্দিরের বহুদূরে,—তাঁহারা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা এইরূপই আয়োজন করিতে লাগিলেন,—কিন্তু কার্য্য সহজ নহে। তাঁহারা যে কিরূপে মুক্‌ডেন আক্রমণ করিবেন, তাহা কেহই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা এই যুদ্ধ-ব্যাপারে যে সুদক্ষতা দেখাইলেন, তাহা আর কখনও কেহ দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহারা রুষ-সেনাপতির চক্ষে সম্পূর্ণ ধূলি নিক্ষেপ করিলেন। সেনাপতি ওয়ামা তাঁহার কতক সেনা মুক্‌ডেনের পশ্চাতে রেল লাইন আক্রমণে প্রেরণ করিলেন। রুষ-সেনাপতি মনে করিলেন যে জাপগণ তাঁহাকে সেই দিক হইতে বেষ্টনের চেষ্টা পাইতেছে,—তজ্জন্য তিনি সেই দিকে অসংখ্য সেনা প্রেরণ করিলেন! কিন্তু জাপানিগণের সে উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না ;—তাহারা লিও নদীর দিকে রুষগণকে মহা আক্রমণের আয়োজন করিয়াছিলেন। বহু মাইল ধরিয়া রুষ ও জাপানী সেনা অবস্থিত ছিল। এ সময়ে সেনাপতি মিস্‌চেন্‌কো তাঁহার কসাক সৈন্য লইয়া এদিকে আসিলে, জাপানিগণকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুষগণ দেড় শত জাপানীর আক্রমণকে বিশেষ আক্রমণ ভাবিয়া, অসংখ্য কসাক মুক্‌ডেনের পশ্চাতে পাঠাইয়াছিলেন ;—এ সুবিধা জাপানিগণ ত্যাগ করিলেন না। এক পক্ষে অতি সুদক্ষতা,—অতি সুন্দর সুকৌশল,—অপর পক্ষে অন্ধতা! জাপানিগণ রুষদিগকে প্রতিপদে ভুল বুঝাইতেছিলেন,—প্রতিপদে রুষদিগের চক্ষে ধূলি পড়িতেছে। রুষগণ জাপ-সেনাপতির উদ্দেশ্য ও যুদ্ধসজ্জা বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিতেছেন না!

জাপানিগণ যে যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিলেন, সকলে জানেন যে তাহা বিখ্যাত জাপ-সেনাপতি কোদামার কার্য্য! এই সময়ে এক জন সংবাদ

দাতা লিখিয়াছিলেন ঃ—"বৃদ্ধ সত্তর বৎসর বয়স্ক যামাগাতা টোকিও সহরে থাকিয়া সম্রাটের সহিত এক মতে এই বৃহৎ যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিবলে জাপগণ প্রতিপদে রুষগণকে পরাভূত করিতেছে! দেশবাসীর অতি প্রিয় ওয়ামা যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া সমস্ত জাপ-সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। সেনাপতি নগি পোর্টআর্থার-অধিকার করিয়া জগৎবিখ্যাত হইয়াছেন; কিন্তু কোদামা যুদ্ধ করেন না,—সেনা পরিচালন করেন না,—কিন্তু এই মহাযুদ্ধে জাপানের তিনিই মস্তিষ্ক, তিনিই বুদ্ধিদাতা, তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাঁহার দৃষ্টি নাই, এমন কিছুই হইতেছে না। তাঁহার ক্ষমতার বিষয় অবগত নহে, এমন একজন কুলিও জাপানে নাই! তিনি টোকিও হইতে লিওযাংয়ে গিয়া, তাঁহার প্লানানুসারে লিওযাং অধিকার হইল দেখিয়া, আবার দুই দিনের জন্য জাপানে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। এখানেও তাঁহার প্লানানুসারে সকল কার্য্য হইতেছে দেখিয়া, তিনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া, সাহো নদীর তীরস্থ মহাযুদ্ধের পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তাঁহার ন্যায় যুদ্ধবিদ্যায় পণ্ডিত পৃথিবীতে আর কেহ আছে কিনা সন্দেহ।"

কোদামার এক্ষণে ৫৩ বৎসর বয়স হইয়াছে। তিনি খর্ব্বাকার অতি বলবান পুরুষ,—তাঁহার চক্ষু হইতে সর্ব্বদাই এক অমানুষিক তেজ নি ত হয়।

এক্ষণে জাপানের পাঁচ সেনাদল রুষগণের সম্মুখীন হইয়াছে। সর্ব্ব পূর্ব্বে জুলু নদীর দিক দিয়া সেনাপতি কায়ামুরা সদলে অগ্রসর হইয়াছেন; তাহার পার্শ্বে কুরোকি আছেন; ঠিক পশ্চিম পার্শ্বে নজু। তাঁহার পশ্চিম পার্শ্বে ওকু। তৎপরে সর্ব্ব পশ্চিমে নগি আছেন। এক্ষণে সমস্ত জাপান সেনা পাঁচ মহাবীরের অধীনে সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি ওয়ামার অধীনে রুষদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এবার যে মহাযুদ্ধ ঘটিল, উনবিংশ শতাব্দিতে তেমন যুদ্ধ আর কখনও ঘটে নাই!

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেন যুদ্ধ—প্রথম অবস্থা।

কায়ামুরা পূর্ব্ব দিক হইতে মহাবলে রুষগণকে আক্রমণ করিবেন, এই রূপই ভাব দেখাইতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্ব দিক হইতে তাহাদিগের পশ্চাতে গিয়া তাহাদের ঘেরাও করিয়া ফেলিবেন, —এই রূপই বন্দোবস্ত হইতে লাগিল! কেবল ইহাই নহে, সর্ব্ব-পশ্চিম দিকে নগি ছিলেন;—তাঁহার বহু সেনা পূর্ব্বদিকে আসিয়া কায়ামুরার দলে মিলিত হইল; সুতরাং রুষগণ নিশ্চিত বুঝিলেন যে জাপানিগণ তাহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে আক্রমণ করিবে, অথবা পূর্ব্বদিক দিয়া তাহাদের পশ্চাতে যাইবার চেষ্টা পাইবে,—সুতরাং সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন অন্যান্য স্থান হইতে অনেক সেনা এই পূর্ব্বদিকে আনয়ন করিলেন। জাপানিগণ তাহাই চাহেন। তাঁহারা এই ব্যাপারে রুষগণের চক্ষে সম্পূর্ণ ধুলি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহাদের আদৌ পূর্ব্ব দিক হইতে আক্রমণের ইচ্ছা ছিল না;—তাঁহারা সর্ব্ব পশ্চিম হইতে মুক্‌ডেনের পশ্চাতে গিয়া রুষগণকে ঘেরাও করিবেন ভিতরে ভিতরে গোপনে গোপনে এই আয়োজন করিতেছিলেন। নগির দলে নিঃশব্দে বহু সেনা আসিয়া মিলিত হইতেছে,—তিনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় বসিয়া আছেন, রুষগণ তাহার কিছুই অবগত হইতে পারিল না।

১৯ ফেব্রুয়ারি কায়ামুরা সদলে তাইসি নদীর তীরে আসিলেন,—২০শে ও ২১শে তারিখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটিল। রুষগণ চিনহোচেং নামক পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিশয় সুদৃঢ় করিয়া অবস্থিত ছিল। এদিকে এখন তাইসি নদীর বরফ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে,—নদী সহজে পার হইবার

উপায় নাই। যাহা হউক, কোন গতিকে কায়ামুরার সেনাগণ নদী পার হইয়া ২৩ শে তারিখে চিনহোচেং দখল করিতে অগ্রসর হইল। সে দিন এমনই ঝড় বৃষ্টি তুষারপাত আরম্ভ হইল যে এক হাত দূরের দ্রব্য দেখা যায় না! কায়ামুরার সেনাগণ এই প্রথম জাপান হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছে,—এখনও তাহারা এ ভীষণ যুদ্ধের বিষয় সম্যক অবগত নহে; সুতরাং এই ভয়াবহ দিবসে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে তাহারা যে কি বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না!

রুষগণ এই পাহাড়শ্রেণী, মাইন, তারের বেড়া প্রভৃতি দ্বারা অতি দুর্ভেদ্য করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এখানে তাহাদের বহু সহস্র সেনাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে;—সুতরাং জাপানিগণ এই স্থান আক্রমণ করিয়া প্রথম দিন কিছুই করিতে পারিল না। তাহাদের সাহসের অভাব ছিল না,—তাহাদের অতুলনীয় বীরত্বেরও সীমা ছিল না। এই ভীষণ তুষারপূর্ণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে তাহারা পুনঃ পুনঃ পাহাড়শ্রেণীর ভিতর রুষগণকে আক্রমণ করিল,—রুষের গোলাগুলিতে তাহাদের মৃত দেহে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল,—কিন্তু তথাপি তাহারা রুষকে এক পদও হটাইতে পারিল না। তাহারা রাত্রে বরফের মধ্যে রুষগণের সম্মুখে কোন রূপে রাত কাটাইয়া দিল। কিন্তু আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে ক্ষুদ্র জাপ-জাতি কিছুতেই হতাশ হইবার নহে,—ভোর হইবা মাত্র তাহারা আবার রুষগণকে মহা পরাক্রমে আক্রমণ করিল। আবার এই বরফের মধ্যে যুদ্ধ চলিল,—সে রক্তারক্তির বর্ণনা হয় না। দুর্দ্ধর্ষ জাপগণ রুষগণের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। বন্দুক কামান বন্দ হইয়া গিয়াছে,—কেবল রুষের মাইন ফাটিয়া মহা শব্দে চারিদিক কম্পিত করিয়া তুলিতেছে,—তাহাতে কত জাপানী যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। তাহার উপর উভয় পক্ষই হাতগোলা নিক্ষেপ করিতেছে। এই সকল বোমাতেও যে কত হত ও আহত হইতেছে, তাহা বলা যায় না! তবে এতই বরফ

পড়িতেছিল যে কেহই এই সকল মৃতদেহ দেখিতে পাইতেছিলেন না ;—তাহারা দেখিতে দেখিতে বরফে চাপা পড়িয়া যাইতেছিল। উভয় পক্ষই এক্ষণে বেয়নেট চালাইতেছিলেন ; তবুও বোধ হয় জাপগণ কিছুতেই রুষগণকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের চির প্রচলিত প্রথানুসারে সেনাপতি কায়ামুরা তাঁহার এক দল সেনা দূর দিয়া রুষের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছিলেন,—তাহারা এক্ষণে আসিয়া রুষগণকে আক্রমণ করিল। তখন আর রুষগণ এখানে তিষ্ঠিতে পারিল না,—সন্ধ্যার সময় তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া হটিয়া গেল। এই যুদ্ধে তাহাদের প্রায় এক সহস্র সেনা হত ও আহত হইয়াছিল। তাহাদের দেড় শত মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত ছিল ;—জাপানিগণ তাহাদের তিনটা কামান, বহুতর বন্দুক ও গোলাগুলি হস্তগত করিলেন। ২৪ জন রুষ তাহাদের হস্তে বন্দী হইল।

উভয় পক্ষই এই যুদ্ধে মহা বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। রুষগণ তাহাদের দুর্ভেদ্য পাহাড়শ্রেণী প্রাণপণ বলে রক্ষা করিয়াছিল। কোন কোন সেনাদল এই ব্যাপারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করে নাই। সেনাপতি কুরোপাট্‌কিন ইহাদের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

চিনহোচেং হইতেই প্রকৃত পক্ষে মুক্‌ডেনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই পাহাড়শ্রেণী রুষের পূর্ব্ব দ্বার ছিল ;—এখন সেই দ্বার জাপগণের হস্তে পতিত হইয়া মুকডেন গমনের এদিককার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। যখন এই যুদ্ধ চলিতেছিল, সে সময়ে নগি, ওকু ও নজু তখনও মুক্‌ডেন জয়ে অগ্রসর হন নাই,—তাঁহারা নীরবে বসিয়া আছেন,—তাঁহারা যে দুঃসাধ্য সাধন করিবেন, তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। কুরোকি কিন্তু নিশ্চিন্ত নহেন, তিনি রুষের দক্ষিণ দ্বার উদঘাটনে ২৪ শে তারিখে অগ্রসর হইলেন, তিনি যে কার্য্যে অগ্রসর হইলেন, তাহা সহজ

কার্য্য নহে। সাহো নদীর অপর পারে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান রুষ অতি ভীষণ রূপে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। সেই সকল দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় অসংখ্য দুর্গ জয় না করিতে পারিলে জাপানিগণ আর কিছুতেই মুক্‌ডেনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না! জাপ-সেনাগণ এখানে যে মৃত্যুমুখে গমন করিবে তাহা তাহারা বেশ অবগত ছিল। তজ্জন্য তাহারা যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। হয় জয় না হয় মৃত্যু,—এ প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে বাঁধিয়া তাহারা সকলে ভীষণ তুষারপূর্ণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রুষগণকে আক্রমণ করিতে চলিল। চারিদিকের কিছুই ভাল দেখা যায় না;—অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছে। এই বরফের মধ্যে জাপগণ নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছে। এক দিকে বরফ পূর্ণ ঝড়ে তাহাদের বর্ণনাতীত কষ্ট হইতে লাগিল। অপর দিকে তাহাদের এই বরফে বিশেষ উপকারও দর্শিল। রুষগণ সম্মুখে অসংখ্য বল্লমময় গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে;—বরফ পড়িয়া এই সকল গর্ত্ত এখন বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—নতুবা এই গর্ত্তে পড়িয়া অনেক জাপ-সেনার প্রাণ নষ্ট হইত! যাহা হউক, তাহারা এক্ষণে এই সকল গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া, তাহাদের পার্শ্ব দিয়া অতি সাবধানে চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের একজনও এখানে হত বা আহত হইল না।

তাহার পর রুষের তারের বেড়া। এই বেড়া কাটিবার জন্য প্রত্যেক জাপ-সেনাদলেই কতকগুলি সেনা তার কাটিবার যন্ত্র সঙ্গে রাখিয়াছিল;—কিন্তু তাহাতে তার কাটিতে বিশেষ বিলম্ব হয়,—সেই সময়ে শত্রুর গুলিতে অনেকে হত ও আহত হইয়া থাকে,—সুতরাং এই বেড়া নষ্ট করিবার জন্য জাপানিগণ এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল। তাহারা বড় বড় কাঠের গুঁড়ি সঙ্গে আনিয়াছিল; তাহাই বেড়ার উপর ফেলিয়া দিয়া নিমিষে বেড়া নষ্ট করিয়া দিল।

কুরোকির এই যুদ্ধের বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না;—তবে এ।স্থির

যে তাঁহার সেনাও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে;—তাঁহার এক দিক্‌কার সেনা কায়ামুরার সেনার সহিত মিলিত হইবার জন্য যাইতেছে! এই যুদ্ধে রুষগণ আবার এক ঘোরতর অন্যায় কার্য্য করিলেন। জাপানী হাঁসপাতালের উপর রেডক্রস পতাকা উড়িতেছিল;—এই নিশান রুষ-গোলন্দাজগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল;—তবুও তাহারা দুই চারি ঘণ্টা ধরিয়া এই সকল রেডক্রস হাঁসপাতালের উপর গোলা চালাইতে লাগিল,—তাহাতে অনেক আহত জাপগণ হাঁসপাতালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এরূপ অন্যায় কাজ রুষের আজ নূতন নহে।

এই যুদ্ধে জাপান আরও এক নূতন প্রথা অবলম্বন করিলেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কুরোকি ও ওকু,—একজন জুলু হইতে, অপরে নান্‌সান হইতে, লিওযাং এবং তথা হইতে সাহো নদীর তীরে আসিয়াছেন;—তাঁহারা উভয়েই পুনঃ পুনঃ নানা যুদ্ধ জয় করিয়াছেন;—কিন্তু তাঁহাদের কেহই যুদ্ধ জয় করিয়াই শত্রুর অনুসরণ করেন নাই, বা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হন নাই। যিনি যে স্থান অধিকার করিয়াছেন, তিনি নীরবে সেই স্থানই সুদৃঢ় করিয়াছেন,—আদৌ ব্যস্ততা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের বিভিন্ন সেনাপতিগণের উপর যেখানে যে সময়ে উপস্থিত হওয়া স্থির হইয়াছে, তাঁহাদের কেহই তাড়াতাড়ি করিয়া সেই সকল স্থানে উপস্থিত হন নাই;—সকলেই সমভাবে যথোপযুক্ত সময়ে সেই সকল স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এবারকার যুদ্ধে সেনাপতি ওয়ামা নূতন আজ্ঞা প্রচার করিলেন। এবার জাপগণ কালবিলম্ব না করিয়া, যুদ্ধ জিতিলেই অনতিবিলম্বে শত্রুদিগকে অনুসরণ করিবে,—যত শত্রুর হানি করিতে পারে, ততই ভাল;—তাহার জন্য সকলকে প্রাণপণ চেষ্টা পাইতে হইবে। ওয়ামা জানিতেন যে কুরোপাট্‌কিন চারি লক্ষ সেনা লইয়া মুকডেনের চারিদিকে আছেন। তাঁহাকে ঘেরাও করা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা আবার পশ্চাৎপদ হইবে,—আবার রুষিয়া হইতে সেনা আসিবে,—তাঁহাদের

বল কিছুতেই হ্রাস পাইবে না,—এ মহাযুদ্ধেরও শেষ হইবে না। এই জন্য শত্রুগণের সেনাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করাই ওয়ামা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তজ্জন্য তিনি আজ্ঞা দিলেন যে আর শত্রুগণকে পলাইবার সময় দেওয়া হইবে না,—যুদ্ধ জয় হইলেই তাহাদিগের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে সর্ব্বতোপ্রকারে বিধ্বস্ত করিতে হইবে। এই জন্য কায়ামুরা চিনহোচেং জয় করিয়া অনতিবিলম্বে রুষগণের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। রুষগণ ক্রমেই পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল,—ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জাপগণকে প্রতিবন্ধক দিবার সময় পাইল না। তাহারা টা নামক পার্ব্বত্য-পথ পরিত্যাগ করিয়া, সাত মাইল দূরে সান্‌লুনু নামক স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। এরূপ তাড়া না করিলে, রুষগণ নিশ্চয়ই টা পার্ব্বত্য-পথে ভীষণ যুদ্ধ করিত;—হয়তো জাপগণ আর অগ্রসর হইতে পারিত না;—অন্ততঃ ইহাতে তাহারা যে যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই গোল হইয়া যাইত; কিন্তু জাপানিগণ যাহা ভাবিয়াছিলেন, রুষ-সেনাপতি ঠিক সেই ভুল করিলেন। ওয়ামা তাঁহার চক্ষে সম্পূর্ণ ধুলি প্রদান করিলেন। কেবল দেড় শত জাপ-অশ্বারোহীকে মুক্‌ডেনের পশ্চাতে গিয়া রেল নষ্ট করিতে দেখিয়া, কুরোপাট্‌কিন তাঁহার প্রায় সমস্ত অশ্বারোহী সেনা সেই দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি এ ভুল করিবেন বলিয়াই এই সকল জাপ-বীর প্রাণের আশা না রাখিয়া শত্রুপুরে যাত্রা করিয়াছিলেন। জাপানিগণ পূর্ব্ব হইতে সেনাপতি নগির সেনা দ্বারা তাঁহাকে ঘেরাও করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু রুষ-সেনাপতি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। নগির অগণিত সেনার সম্মুখে অগণিত জাপ-অশ্বারোহীগণ প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান;—তাঁহার পশ্চাতে নগি কি করিতেছেন, তাহা রুষ-সেনাপতি কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলেন না। ওয়ামা তাঁহাকে যে ভ্রমে পতিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি ঠিক সেই ভ্রমেই পতিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে

পূর্ব্ব হইতে জাপানিগণ রুষকে আক্রমণ করিয়া মুক্‌ডেনের পশ্চাতে যাইবার চেষ্টা পাইবে,—সুতরাং তিনি চারিদিক হইতে তাঁহার অসংখ্য সেনা পূর্ব্বদিকে আনয়ন করিলেন। এদিক সেনাপতি লিনিভিচ রক্ষা করিতে ছিলেন;—কুরোপাট্‌কিন তাঁহার সেনাবল বৃদ্ধি করিবার জন্য বহু সেনা তাঁহার সাহায্যে পাঠাইলেন,—কাজেই অন্যান্য দিক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তাঁহার এই ভ্রমে পতিত হইবার আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। মুক্‌ডেন হইতে এক দিকে যেমন হারবিনে যাওয়া যায়,—অপর দিকে তেমনই ভ্লাডিভস্‌টকে যাইতে পারা যায়। যুদ্ধে হারিলে রুষ-সেনার ভ্লাডিভস্‌টকে আশ্রয় লইবারও সম্ভাবনা আছে; সুতরাং যাহাতে ইহা না ঘটে, জাপগণ নিশ্চয়ই তাহার বিশেষ চেষ্টা পাইবে। যখন কুরোপাট্‌কিন দেখিলেন যে জাপগণ তাহাদের নূতন সেনা কায়ামুরার অধীনে তাঁহার পূর্ব্বদিকে আনয়ন করিয়াছে, তখন তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিল যে তাহারা পূর্ব্ব দিক হইতেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ক্রমে মুক্‌ডেনের পশ্চাতে গিয়া তাঁহাকে ঘেরাও করিবার চেষ্টা পাইবে। ভিতরে ভিতরে নগি পূর্ব্বদিকে কি করিতেছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গ তিনি জানিতে পারিলেন না। তাঁহার এই ভুল ঘটাইবার জন্যই কায়ামুরার নূতন সেনা লইয়া জুলু নদীর পথে তাঁহার পূর্ব্বদিকে আগমন! এরূপ ব্যাপারে, কুরোপাট্‌কিন কেন, অনেকেই ঠিক এই ভুল করিতেন;—কুরোপাট্‌কিনের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। তবে জাপানী সেনাপতি গণের অভূতপূর্ব্ব বুদ্ধির ও রণসজ্জার সমুচিত প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পঞ্চাশ মাইল দেশ জুড়িয়া চারি লক্ষের অধিক সেনা তাঁহারা যেরূপ সুকৌশলে পরিচালন করিতেছেন, তেমন আর কোন যুদ্ধেই দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেন্‌ যুদ্ধ—দ্বিতীয় অবস্থা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কায়ামুরা চিনহোচেং জয় করিয়া এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করেন নাই ;—তিনি তৎক্ষণাৎ রুষ-সেনার অনুসরণ করিয়াছেন। এই স্থান হইতে দুইটী পথ মুক্‌ডেনের দিকে গিয়াছে,—রুষগণ ২৬ শে ও ২৭শে তারিখে ফিরিয়া জাপগণের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিল ; কিন্তু অবশেষে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। তাহারা দুই রাস্তা দিয়া হটিয়া গিয়া মাচুন-তুন ও তিতা নামক দুই স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রুষগণ চিনহোচেং অপেক্ষা এই দুই স্থান আরও সুদৃঢ় করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কুরোপাট্‌কিন তাঁহার অধিকাংশ সেনা এই দুই স্থান রক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন,—কাজেই কায়ামুরা আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ এই দুই স্থান আক্রমণ করিতে লাগিলেন,—বহু জাপানী সেনা এই সকল যুদ্ধে প্রাণ দিল,—কিন্তু তবুও তিনি রুষগণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। কুরোকি তাঁহার দল হইতে বহু সেনা পাঠাইলেন,—দিন রাত্রি যুদ্ধ চলিল,—তবুও জাপগণ রুষ-দুর্গ অধিকার করিতে পারিল না। কিন্তু আসল কথা এই যে কায়ামুরা প্রকৃতপক্ষে অগ্রসর হইবার চেষ্টা পাইতেছেন না;—এখনও যাহাতে রুষ-গণ তাঁহাদের প্রকৃত যুদ্ধসজ্জা জানিতে না পারে, কায়ামুরা তাহাই করিতেছিলেন। তাঁহার বিলম্বের কারণ এই যে নগি এখনও পশ্চিম দিক হইতে অগ্রসর হইবার আয়োজন সমস্ত স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই ;—অন্য পক্ষে কায়ামুরার রুষ-দুর্গ জয়ের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ দেখিয়া ও কুরোকির সেনা তাঁহার সেনার সাহায্যে আগমন করায় রুষ-সেনাপতির

ভুল আরও দৃঢ় হইল। তাঁহার স্থির ধারণা হইল যে জাপানের অধিকাংশ সেনা সেই দিকেই আসিয়াছে।

এই কয়দিন কুরোকি দুই কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তিনি সাহোর পর পারস্থিত রুষগণকে পশ্চাতে দূর করিবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কতক সেনা কায়ামুরার সাহায্যে প্রেরণের চেষ্টায় রহিয়াছেন,—কিন্তু দুই কাজই সহজ নহে। সাহো নদীর অপর পারে রুষগণ দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেছে;—কুরোকির দক্ষিণে, তাঁহার ও কায়ামুরার মধ্যে, আরও বহু রুষ-সেনা দুর্গে দুর্গে বসিয়া আছে। ইহাদের দূর করিতে না পারিলে, তাঁহার সেনা কিছুতেই কায়ামুরার সেনার সহিত মিলিত হইতে পারিবে না। অধিকন্তু কায়ামুরা অগ্রসর হইলে, রুষগণ তাঁহাকে পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ করিবে; সুতরাং যে কোন উপায়ে এই শত্রুদিগকে দূর করা একান্ত কর্ত্তব্য।

কুরোকির অধীনে এক্ষণে পোর্টআর্থার হইতে আনিত বহু বড় বড় কামান স্থাপিত হইয়াছে। ২৬ শে ও ২৭শে তারিখে কুরোকি তাঁহার কামান হইতে রুষগণের উপর অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সম্মুখে দুইটী পার্ব্বত্য-পথ,—এই দুই দুর্ভেদ্য পথেই অগণিত রুষ অবস্থিত আছে। যাহা হউক, ভীষণ যুদ্ধের পর ২৭শে তারিখে জাপগণ রুষগণকে দূর করিয়া একটা পার্ব্বত্য-পথ দখল করিল;—আর একটা পার্ব্বত্য-পথও ১লা মার্চ্চ তারিখে তাহাদের হস্তে পতিত হইল। কিন্তু তাহাদের সহস্র সহস্র মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া গেল। একজন এই যুদ্ধ দেখিয়া লিখিয়াছেন,—"এক সময়ে দুই দল রুষের মধ্যে একটু স্থান আছে দেখিয়া জাপগণ সেই পথে পার্ব্বত্য-পথ দখল করিতে ছুটিল;—কিন্তু এই ভীষণ পার্ব্বত্য-পথের অপর মুখে রুষগণ যে বহু কামান স্থাপিত করিয়াছিল তাহা জাপগণ জানিত না,—তাহারা সকলেই রুষ-গোলায় উড়িয়া গেল,—একজনও বাঁচিল না। এই পার্ব্বত্য-পথ তাহাদের ৩০ জন সৈন্যাধ্যক্ষ

ও দুই হাজারের অধিক মৃতদেহে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক সময়ে ভীম পরাক্রমে রুষগণ জাপানিগণকে আক্রমণ করিল;—তাহারা হটিয়া আসিয়া তাহাদের নিজেদেরই তারের বেড়ার মধ্যে লুটোপুটি খাইতে লাগিল,—আর দৌড়াইতে পারিল না,—তখন জালে পতিত ইন্দুরের ন্যায় রুষগণ তাহাদের সকলকে হত্যা করিল।”

এইরূপে তিনদিনের যুদ্ধে কুরোকি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের সেনাও কায়ামুরার বামপার্শ্বের সেনার সহিত মিলিত হইয়াছে;—কিন্তু তাঁহারা প্রথম যেরূপ সহজে এই দিকে রুষগণকে পরাজিত করিতে পারিবেন ভাবিয়াছিলেন, এখন দেখিলেন ইহা তত সহজ নহে। কুরোপাট্‌কিন তাঁহাদিগকে এদিকে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সেনাপতি লিনিভিচ অতি সুদক্ষতার সহিত এই সকল সেনা পরিচালন করিতেছেন। সুতরাং কুরোকি ও কায়ামুরা উভয়কেই বিশেষ সাবধান হইয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে।

কুরোকির পশ্চিম দিকে নজু ছিলেন;—তিনিও নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন না। তাঁহার সম্মুখেও অসংখ্য রুষ-সেনা অবস্থান করিতেছে। যাহাতে তাহারা অন্য কোন স্থানে যাইতে না পারে, নজু সেই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি এই সকল রুষগণকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া-ছিলেন। তাহারা তাঁহার সম্মুখ ছাড়িয়া অন্যত্র রুষ-সেনার সাহায্যে গমন করিলে, নজু সসৈন্যে অবাধে মুক্‌ডেন প্রবেশ করিবেন;—আর যদি তিনি ইহাদিগকে এই খানেই আবদ্ধ রাখিতে পারেন, তাহা হইলে ওকু ও নগি অগ্রসর হইলে, তাহারা সম্পূর্ণ ঘেরাও হইয়া পড়িবে;—তখন হয় তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে,—নতুবা প্রত্যেককে প্রাণ দিতে হইবে।

নজু এ কার্য্য অতি সুদক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেছিলেন। তাঁহার কামান সকল অবিশ্রান্ত রুষের উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে,— সেই

গোলার আশ্রয়ে তাঁহার পদাতিকগণ অগ্রসর হইতেছে,—অনেককে সমস্ত দিন বরফপূর্ণ মাটীর উপর শুইয়া থাকিতে হইতেছে। সম্মুখে মৃত্তিকা প্রাচীরের পশ্চাতে হাজার হাজার রুষ বন্দুক লইয়া বসিয়া আছে;—জাপ-গণ উঠিলেই তাহাদের দেখিতে পাইয়া তাহারা গোলা চালাইতেছে! যেমন এক দিকে জাপানী কামান হইতে হাজার হাজার গোলা রুষগণের মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদের সুদৃঢ় দুর্গ সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছিল, অপরদিকে রুষগণ তেমনই গোলা চালাইতেছিল। তাহারা তিন শত কামান হইতে অবিরত গোলা চালাইতে লাগিল,—পরদিন আরও কামান এই স্থানে আনিল,—এইরূপ তিন দিন গোলা-যুদ্ধ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষের পদাতিকগণ অগ্রসর হইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে,—হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতেছে,—রক্তের নদী ছুটিতেছে,—কিন্তু ইহাতে কাহারই জয় পরাজয় হইতেছে না! নজু কিছুমাত্র অগ্রসব হইতে পারিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অগ্রসর হইবার ইচ্ছাও ছিল না; তিনি কেবল সম্মুখস্থ রুষগণকে আটক রাখিয়াছেন,—জাপানিগণের অপূর্ব্ব যুদ্ধখেলার চাল রুষগণ বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারিতেছে না।

কায়ামুরা রুষ-দুর্গের সম্মুখে আটক আছেন,—কুরোকিও সামান্য মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন,—নজুর অবস্থাও আমরা দেখিলাম,—কিন্তু আসল কাজ এ দিকে আদৌ হইতেছিল না। আসল কাজ পূর্ব্বদিকে ওকু ও নগি করিতেছিলেন। নগি সম্প্রতি পোর্টআর্থার জয় করিয়াছেন;—তাঁহার সেনাগণ প্রায় এক বৎসর রুষগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া পাকা হইয়া গিয়াছে;—তজ্জন্য সেনাপতি ওয়ামা তাঁহারই উপর এই মহাযুদ্ধের প্রধান ভার দিয়াছেন,—তিনিই রুষগণকে পশ্চাৎ হইতে চাপিয়া ধরিবেন,—তাহাদের আর পলাইবার উপায় থাকিবে না! চীনের পবিত্র তীর্থ স্থান স্বরূপ মুকডেন সহরে ও চীন-সম্রাটগণের পবিত্র সমাধি-মন্দিরের নিকট যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা জাপানিগণের আদৌ ছিল না। তাঁহাদের ইচ্ছা

যে তাঁহারা মুক্‌ডেনের পশ্চাতে তাহাদিগকে চাপিয়া ধরিয়া সমূলে নির্ম্মূল করিবেন। ওকু ও নগি তাহারই আয়োজন করিতেছিলেন।

নগির সেনাগণ অশ্বারোহী সেনাগণের পশ্চাতে শিবির সন্নিবেশ করিয়া বসিয়াছিল। তাহারা ২৭শে তারিখে শিবির ভাঙ্গিয়া ৩০ মাইল চলিয়া হুন ও লিও নদীর মধ্যস্থলে আসিল। এইখানে নগির দক্ষিণদল ওকুর বামদলের সহিত মিলিত হইল,—তখন দুই দল একত্রে একসঙ্গে অগ্রসর হইল। জাপগণ উৎসাহপূর্ণ,—প্রধান সেনাপতি তাহাদিগের উপর এ যুদ্ধের মহাকার্য্যভার প্রদান করিয়াছেন;—সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল,—তাহারা বীরদর্পে চলিল। তাহারা এবার রুষগণকে সমূলে নির্ম্মূল করিবে, নতুবা আর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিবে না। তাহারাই পোর্টআর্থার জয় করিয়াছে,—তাহারাই আবার মুক্‌ডেন জয় করিয়া ধন্য হইবে।

ওকু সসৈন্যে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার সেনার পশ্চাতে লুক্কায়িত থাকিয়া নগি অগ্রসর হইলেন। তিনি যে দিকে যাইতেছেন, সে দিকে তাঁহাকে রুষগণের আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ মুক্‌-ডেনের পূর্ব্ব দিকে রুষের যে সেনা সেই দিক রক্ষা করিতেছিল, এক্ষণে ওকু তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। নগি আরও পশ্চিমে গিয়া তাঁহার উত্তর দিকে রুষের রেল নষ্ট করিয়া তাহাদের পলায়ন পথ অবরোধ করিবেন,—এরূপ মহা যুদ্ধসজ্জা আর কখনও দেখা যায় নাই!

নগি যে দিকে যাইতেছেন, সে দিকে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ;—কিন্তু তাহাই বলিয়া তিনি বিন্দুমাত্র অসতর্ক হইলেন না। রুষগণ কখনই ওকুকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সেনামণ্ডলী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যতক্ষণ তিনি রুষের পশ্চাতে উপস্থিত না হন, ততক্ষণ ওকু নিশ্চিতই রুষগণকে আটক রাখিতে পারিবেন। তবে রুষ-সেনাপতি যদি কোন গতিকে নগির অভিযান অবগত হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তখন নিশ্চয়ই অগণিত অশ্বারোহী ও কামান তাঁহাকে

আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিবেন। তিনি নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিবেন না;—নগি ইহা বেশ বুঝিতেন,—সেই জন্য তিনি তদুপযুক্ত আয়োজন করিয়া অগ্রসর হইলেন। রুষগণ বহু সেনাদলেও তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি যাহাতে পরাজিত না হন, নগি তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া চলিলেন।

তখনও তাঁহার সম্মুখে অসংখ্য জাপ-অশ্বারোহী,—তিনি সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাতে আছেন,—রুষগণ তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহে। ২৮ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নগি আরও ২৫ মাইল অগ্রসর হইলেন। ১লা মার্চ্চ তারিখে তাঁহার সম্মুখস্থ অশ্বারোহিগণ সিন্‌মিন্‌টিং নামক স্থানে উপস্থিত হইল। এই সহর মুক্‌ডেন হইতে ৩৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখান হইতে একটা রেল বরাবর চীন-রাজ্যের ভিতর দিয়া পিকিন সহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুষগণ চীনের নির্লিপ্ততা অগ্রাহ্য করিয়া, এই রেলপথে বহু রসদ মুক্‌ডেনে আনয়ন করিতেছিলেন! আজ সহসা তথায় ৪০০ জাপানী অশ্বারোহী আগমন করায়, অধিবাসিগণ ভাবিল যে ইহারা রুষের রসদ লুটিতে আসিয়াছে। ইহাদের পশ্চাতে নগি যে সদলে আসিতেছেন, তাহা তাহারা একবার মনেও করিল না। জাপানিগণ শীঘ্রই চীনেদিগকে সহরের রাজপথ হইতে দূর করিয়া দিল;—তাহারা যে যাহার গৃহে আশ্রয় লইল। এখানে অনেক গ্রীক ও জার্ম্মাণ সওদাগর ছিল;—জাপগণ তাহাদিগকে কিছু বলিল না;—তাহারা তখনও ছল করিতেছিল যেন তাঁহারাই কেবল ৪০০ শত আসিয়াছে,—এই সহর পরীক্ষা করিয়া তাহারা আবার তখনই চলিয়া যাইবে। প্রকৃত পক্ষে তাহারা তাহাই করিল। কিয়ৎক্ষণ সহরের এদিক ওদিক ঘুরিয়া, তাহারা সহর হইতে কিয়ৎদূরে চলিয়া গেল! অসংখ্য জাপানী সেনা যে সহরের নিকটস্থ হইয়াছে, তখনও তাহা কেহ জানিতে পারিল না!

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেন যুদ্ধ—তৃতীয় অবস্থা।

২রা হইতে ৭ই পর্য্যন্ত মুক্‌ডেন যুদ্ধের তৃতীয় অবস্থা বলা যায়। এই কয় দিন বিশেষ কোন যুদ্ধ হইল না। কায়ামুরা, কুরোকি ও নজু তিনজনই আর অগ্রসর হইলেন না;—ওকু ও নগি কতদূর কি করিতে পারেন, তাঁহারা তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই ছয় দিন কায়ামুরা পুনঃ পুনঃ রুষের দুই দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রুষ অসীম সাহসে যুদ্ধ করিতেছিল,—জাপগণ কিছুতেই তাহাদিগকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিলেন না। রুষগণ দুর্গ রক্ষা করিয়াই নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিল না,—তাহারা পুনঃ পুনঃ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া জাপগণকে আক্রমণ করিল,—জাপগণ অতি কষ্টে তাহা-দিগকে দূর করিতে সক্ষম হইলেন।

৫ই, ৬ই ও ৭ই তারিখে কুরোকি আর অগ্রসর না হইয়া সম্মুখস্থ শত্রুদিগের প্রতি বিশেষ নজর রাখিলেন। নগি পূর্ব্বদিকে কি করিতে ছেন, তাহা তিনি বেশ অবগত ছিলেন। যদি নগি রুষের পশ্চাতে গমন করিতে পারেন, তবে তখন তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য রুষ-সেনাপতি চারিদিক হইতে সেনা সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইবেন। সুতরাং তাঁহার সম্মুখস্থ রুষগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে,—তখন তিনি অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারিবেন।

৭ই প্রাতে কুরোকি তাঁহার সেনাগণকে সম্মুখস্থ রুষগণকে আক্রমণের জন্য আজ্ঞা পত্র লিখিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন যে

তাঁহার সম্মুখস্থ অনেক স্থানের রুষ-সেনা চলিয়া গিয়াছে ;—অপর যাহারা আছে, তাহারাও পশ্চাৎপদ হইবার আয়োজন করিতেছে! জাপ-সেনাপতি আজ্ঞাপত্রে "আক্রমণ কর" লিখিয়াছিলেন,—এক্ষণে তাহা কাটিয়া তথায় "অনুসরণ কর" লিখিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার সমস্ত সেনা লইয়া বীরদর্পে মুক্‌ডেনের দিকে চলিলেন।

নজু ও সাহো নদীর তীরস্থিত রুষগণকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেছিলেন, কিন্তু এই কয় দিনের মধ্যে তিনিও বড় অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ৭ই তারিখে কুরোকি যাহা দেখিলেন, নজু ও ঠিক তাহাই দেখিলেন। রুষগণ তাড়াতাড়ি সাহো তীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। নজু "আক্রমণ কর" স্থলে আজ্ঞাপত্রে কুরোকির ন্যায় "অনুসরণ কর" লিখিলেন। তখন সমস্ত শীত কাল ধরিয়া রুষগণ যে দুর্ভেদ্য দুর্গ সকলে বাস করিতেছিল, সে সমস্তই জাপগণের হস্তে পড়িল ;—রুষগণ মুক্‌ডেনের দিকে চলিয়া গিয়াছে! কুরোপাট্‌কিন জাপানী বুদ্ধির নিকট পরাজিত হইয়াছেন,—নগি কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন,—রুষ-সেনাপতির অধীনে চারি লক্ষ সেনা থাকা সত্বেও তিনি পরাজিত হইবার পথে বসিয়াছেন!

ওকু হুন নদী পার হইয়াছেন। সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর,—মধ্যে মধ্যে চীনে কৃষকদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের বাগান। এতদ্ব্যতীত গাড়া গর্ত্ত ব্যতীত রুষের গুলি হইতে প্রাণ রক্ষার কোন উপায় নাই। রুষগণ এই সকল মেটে প্রাচীর বেষ্টিত মেটে ঘর সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়াছে! তাহারা এই সকল মৃত্তিকা প্রাচীরের পশ্চাতে থাকিয়া গুলি চালাইতেছে,—জাপানিগণ তাহাদের দেখিতে পাইতেছে না,—তাহাদের উপর গুলি চালাইতে পারিতেছে না। ওকুর সেনাগণ বীর পদভরে এই সকল স্থান হইতে রুষগণকে দূর করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল গ্রামের মধ্যে রুষ-জাপানীতে রক্তারক্তি হইতেছে,—মুহুর্মুহুঃ বেয়নেট চলিতেছে,—মুহুর্মুহুঃ হাতগোলা নিক্ষিপ্ত হইতেছে,—এই ভীষণ

ব্যাপারের মধ্যে শত্রু মিত্র চিনিবার উপায় ছিল না;—কেবল রুষগণ বৃহদাকার ও জাপানিগণ ক্ষুদ্র,—ইহাতেই শত্রু মিত্র চেনা যাইতেছিল।

এক স্থানে এক দল জাপ-সেনা চারিদিক হইতে ঘেরাও হইয়া পড়িল; কিন্তু তাহাদের একজনও আত্মসমর্পণ করিল না,—প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎপরে সকলে প্রাণ দিল,—একজনও রক্ষা পাইল না। এই রূপ দিন রাত্রি ভীষণ যুদ্ধ হইতেছিল,—রুষ ও জাপানীর মৃতদেহে মাঞ্চুরিয়ার বিস্তৃত প্রান্তর পূর্ণ হইয়া গেল! কিন্তু ওকু যে কার্য্যভার লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা সুসম্পন্ন করিলেন! তিনি ৪ঠা তারিখে মুক্‌ডেনের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই খানেই নগির সেনাদলের সহিত তাঁহার দলের মিলিত হইবার কথা ছিল।

নগির সেনাদল সিন্‌মিন্‌টিং আসিয়া পূর্ব্বদিকে ফিরিল; ৪ঠা তারিখে তাঁহার দক্ষিণদল ওকুর বামদলের সহিত মিলিত হইল। তখন তাঁহার বামদল নগির সেনার সহিত মিলিয়া সমুখস্থ রুষগণকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। তাঁহার বামদল বিস্তৃত হইয়া আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হইল। আর কয়েক মাইল উত্তরে রুষের রেলপথ ও হারবিনে যাইবার চীনে রাজপথ! কুরোপাট্‌কিন প্রায় সসৈন্যে বেষ্টিত হইয়াছেন! ৬ই তারিখে রুষগণ এই ভীষণ ব্যাপার বুঝিলেন। তখন রুষ-সেনাপতি বহু সেনা ও ৭০টা কামান নগির দিকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা কোন গতিকে যদি তাঁহার সেনাদল বিচ্ছিন্ন করিতে পারে! কিন্তু তাহারা তাহার কিছুই করিতে পারিল না। নাগর সেনা আরও উত্তর দিকে অগ্রসর হইল; ৭ই তারিখে তিনি প্রায় মুক্‌ডেনের পশ্চাতে আসিলেন। এক্ষণে পৃথিবীর ইতিহাসে কখন যেরূপ যুদ্ধ হয় নাই, তাহাই হইতে চলিল। চারি লক্ষ জাপ, চারি লক্ষ রুষকে বেষ্টন করিয়া সমূলে নির্ম্মূল করিবার উদ্যোগ করিল! এরূপ ব্যাপার পৃথিবীতে আর কখনও দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপযোদ্ধার পত্র।

মুক্‌ডেনের চারিদিকে রুষ-জাপানে কিরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইতেছিল, তাহা আমরা কতক নিম্নপত্রে বুঝিতে পারিব। পত্র খানি জাপযোদ্ধা লেফ্‌টেনাণ্ট টকুতারো ওসিও তাঁহার ভ্রাতাকে ইংলণ্ডে লিখিয়াছিলেন। এই বীর রুষ-জাপান যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই প্রায় সকল যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। মুক্‌ডেন যুদ্ধের পর তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহারই অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই খানে (মুক্‌ডেনের সম্মুখে) রুষগণ দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ ইন্‌জিনিয়ারগণ এই সকল যেরূপ উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন,—রুষগণ তাহার বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হয় নাই। এ সকল বিষয়ে রুষ-ইন্‌জিনিয়ারগণ সিদ্ধহস্ত। কাঁটাযুক্ত তারের বেড়া, গর্ত্ত, প্রস্তর প্রাচীর, খাত,—সকলই অতি উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত। এ সকলের কিছুই দূর হইতে দেখা যায় না। কেবল সম্মুখস্থ প্রাচীরের অগণিত ছিদ্রের ভিতর বন্দুকের মুখ মাত্র দেখা যাইতেছে! আমরা অতি ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সহস্র সহস্র পাখীর কলরবের ন্যায় আমাদের চারিদিকে গোলা গুলি বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে শব্দের বর্ণনা হয় না! এই আমার ডাইনে একজন পতিত হইল,—এই আর একজন আমার বামে পতিত হইল,—আমার চক্ষের উপর একজন গোলায় উড়িয়া গেল! তাহার মাংস খণ্ড চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া গেল,—কতকটা রক্ত মাংস আমার মুখে আসিয়া লাগিল! সেনাধ্যক্ষগণের উৎসাহ বাক্য,—ভাঙ্গা গলায়

তাঁহাদের আজ্ঞা প্রচার,—মৃত্যুমুখে পতিত সেনার শেষ বান্‌জাই ধ্বনি,—এই সমস্ত একত্রে মিলিত হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিতেছে! যদি চক্ষু না থাকিত, তাহা হইলে এ সমস্তই এক ভয়াবহ স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইত! কিন্তু এ স্বপ্ন নহে,—সকলই চক্ষের উপর অভিনীত হইতেছে,—সকলই ভীষণ ব্যাপার!

"সমস্ত দিনের চেষ্টাতেও আমরা শত্রুদিগকে তাড়াইতে পারিলাম না, আমাদের রেজিমেণ্টের কর্ণেলও (প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ) আহত হইলেন ও আরও অনেকে হত ও আহত হইল। যখন অপরাপর সকলে এ কথা শুনিল, তখন তাহারা রুষ-দুর্গ অধিকারের জন্য আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল যে যতক্ষণ জাপানের জয় পতাকা রুষ-দুর্গের উপর উড্ডীয়মান না হয়, ততক্ষণ তাহারা কি জীবিত, কি মৃত, কি আহত, কিছুতেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিবে না। রাত্রে কর্ণেল আমাদের সকল সেনাধ্যক্ষগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'যেরূপেই হউক, কাল রুষ-দুর্গ অধিকার করিতেই হইবে; নতুবা অন্যান্য সেনাদল সম্বন্ধে আমাদের যে কর্ত্তব্য, তাহা আমাদের সম্পন্ন করা হইবে না। যদি আমরা এ কাজ না করিতে পারি,—তখন মৃত্যুই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। আমরা এক্ষণে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে গমন করিব। আমি আশা করি, আপনারা সকলেই আমার সহিত এ যুদ্ধক্ষেত্রে বীর শয়নে শায়িত হইবেন।'

"আমরা সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, 'বান্‌জাই! হয় যুদ্ধে জয়ী হইব, নতুবা যুদ্ধে প্রাণ দিব।' তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রচারিত হইল,—'যে কেহ বিনা অনুমতিতে বন্দুক আওয়াজ করিবে, সে গুরুতর রূপে দণ্ডিত হইবে।' 'কেবল বেয়নেট চালাইবে।' 'সেনাধ্যক্ষগণ শত্রুগণের সেনাধ্যক্ষগণকে আক্রমণ করিবে।' 'যুদ্ধ হইতে জীবিত ফিরিয়া আসিবার আশা রাখিও না।' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

"রাত্রি ২টার সময় আমরা রুষগণকে আক্রমণ করিলাম। প্রায় তিন শত হস্ত দূরে থাকিয়া আমরা শেষ যুদ্ধসজ্জা করিয়া লইলাম। তৎপরে আমরা শত্রুদিগের নিকট হইতে কেবল মাত্র এক শত হস্ত দূরে উপস্থিত হইলাম। শত্রুগণ তখন আমাদের উপর অবিশ্রান্ত গুলিগোলা চালাইতে লাগিল। রাত্রি ঘোর অন্ধকার,—শত্রুগণও অতি নিকট হইতে গুলি গোলা চালাইতেছে,—আমরা শুইয়া পড়িয়া হামাগুঁড়ি দিয়া অগ্রসর হইতেছি। শত্রুর গোলাগুলিতে সেই ঘোর অন্ধকার মধ্যে যাহা হইতেছে, তাহার বর্ণনা হয় না। আমার পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি বন্দুক ছাড়িয়া উল্টাইয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম, কয় রাত্রি আহার ও নিদ্রা নাই,—তজ্জন্য এই লোকটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহার পৃষ্ঠে জুতার ঠোকর মারিলাম, কিন্তু তখন দেখিলাম সে মরিয়া গিয়াছে! আমি আমার পশ্চাতে দন্তে দন্ত পেশিত হইবার শব্দ পাইলাম। ফিরিয়া দেখিলাম যে এক জনের মুখ হইতে অনর্গল রক্ত ঝরিতেছে! সে দন্তে দন্ত পেশিত করিয়া সেই রক্তস্রোত বন্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে! এইরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার চারিদিকেই ঘটিতেছে; কিন্তু তবুও কাহারও মুখে একটু শব্দ নাই,—আর্ত্তনাদ নাই,—যাতনা ধ্বনিও নাই। তাহারা সকলেই তাহাদের সেনাপতির আজ্ঞা পালন করিতেছে। শব্দ করিবার হুকুম কাহারও নাই। এইরূপে নীরবে নিঃশব্দে আমরা শত্রুদিগের দুর্গ-প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলাম; তখন আমরা আকাশ পাতাল বান্‌জাই শব্দে প্রকম্পিত করিয়া শত্রুগণের উপর পতিত হইলাম! আমি ৪০।৫০ জন সেনা সমভিব্যাহারে রুষদিগের গর্ত্তে লাফাইয়া, তাহাদের ভিতর গিয়া পড়িলাম। তথায় জন কয়েক রুষ পাহারায় ছিল,—আমি ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে সম্মুখস্থ গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করিলাম,—তখনও আমি আমার অসি উন্মুক্ত করি নাই।

"এক স্থানে কতকগুলি কাষ্ঠস্তূপ ছিল। আমি তাহা বেষ্টন করিয়া ছুটিয়াছি ও পশ্চাতস্থ জাপগণকে চীৎকার করিয়া বলিতেছিলাম, 'আর

ভাই সকল—আয় চলে আয়,—চলে আয়।' এই সময়ে কে একজন ছুটিয়া আমার উপর আসিয়া পতিত হইল। আমি তাহার ধাক্কায় প্রায় ভূপতিত হইয়াছিলাম,—কিন্তু তাহাকে ছয় ফুট লম্বা দেখিয়া বুঝিলাম যে সে জাপ নহে—রুষ! আমি তাহার স্কন্ধে সবলে তরবারি আঘাত করিয়া বলিলাম, 'অস্ত্র পরিত্যাগ কর। এখন কোন স্থানে লুকাইয়া থাক, তাহার পর, আত্মসমর্পণ করিবে।' সে আমার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া লুকাইয়া পড়িল।

"সম্মুখে আমি জাপগণের বান্‌জাই ধ্বনি শুনিতেছি;—তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'ওরে রুষকি (রুষগণ),—ওরে রুষকি,—আত্মসমর্পণ কর্‌, নতুবা প্রাণ হারাইবি।' আমরা কয়জন যেখানে ছিলাম, রুষগণ সেই দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল; কাজেই আমরা অন্ধকারে তাহাদের উপর তরবারি ও বেয়নেট চালাইতে লাগিলাম; তখন এক লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। আমরা সব অন্ধকারে শুইয়া পড়িয়াছি;—যেমন একজন রুষ আসিতেছে, অমনই আমরা তাহার ইহলীলা শেষ করিয়া আবার অন্ধকারে শুইয়া পড়িতেছি। চারিদিকে শব্দ হইতেছে, 'জামাদা, জামাদা, ওকা, ওকা, সাবধান, সাবধান।' 'শত্রু ভাবিয়া অন্ধকারে নিজের লোকের উপর অস্ত্র চালাইও না।' 'সাবধান সাবধান।' 'বান্‌জাই! বান্‌জাই!' অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে সকল শেষ হইয়া গেল, কিন্তু এই আধ ঘণ্টা আমাদের মনে হইল যেন একটা সমস্ত জীবন।"

এই যুদ্ধে জাপানী দলের প্রায় সমস্ত সেনাধ্যক্ষগণ হত ও আহত হইলেন। ইহাদের মধ্যে একজন যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানের এক বিখ্যাত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন।

জাপযোদ্ধা লিখিতেছেন:—"রাত্রি হইবার মুখে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল; তাহাতে চারিদিকে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিল, তাহার বর্ণনা হয় না। ঠিক যেন কোন নাট্যশালার চিত্র। চারিদিক শ্বেত তুষারে

মণ্ডিত ;—তাহার উপর দিয়া থাকি পোষাকে মণ্ডিত জাপ-সেনাগণ ধীর পদক্ষেপে চলিয়াছে,—তাহাদের সন্মুখে সেনাধ্যক্ষগণ উন্মুক্ত অসি হস্তে অগ্রসর হইতেছেন! সেনাগণের বন্দুকস্থ বেয়নেট অন্ধকারে সেই তুষারের মধ্যে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে! মধ্যে মধ্যে এই বরফের মধ্যে সেনাগণের অগ্নি স্তূপ দেখা যাইতেছে। তাহাতে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে! মধ্যে মধ্যে ধপ্ করিয়া শত্রুর গোলা আসিয়া মহাশব্দে ফাটিয়া যাইতেছে ;—তাহাতে তুষার মধ্যে চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিতেছে,—সে এক অপূর্ব্ব শোভা! দুঃখের বিষয় এমন অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে মনুষ্য রক্ত প্রবাহিত হইতেছে! শত সহস্র লোক প্রাণ হারাইতেছে!

"আমরা এইরূপ বীরদর্পে শত্রুগণকে আক্রমণ করিলাম, কিন্তু তাহারা আর আমাদের সন্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না,—রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। তখন আমরা প্রবল বেগে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম ;—তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা আমি ভুলিয়া যাইবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্ত চেষ্টা করিতেছি ; কিন্তু আমি জানি জীবনে কখনও আমি তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না।

"যখন আমি আমার অধীনস্থ জাপানিগণকে গুলি চালাইতে আজ্ঞা দিলাম, তখন আমাদের গুলিতে শত শত পলাতক রুষ ভূপতিত হইতে লাগিল, সে দৃশ্যের বর্ণনা হয় না। মৃত ও আহত রুষ-দেহের উপর দিয়া রুষগণ প্রাণপণ বলে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল।

"৬ই মার্চ্চ তারিখে মুকডেন রেল-ষ্টেশন হইতে কেবল চারি মাইল দূরে যে যুদ্ধ হইল, তাহার ন্যায় ভীষণ যুদ্ধ বোধ হয় এ পর্য্যন্ত আর হয় নাই! রুষগণ অতি ভীষণ পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল,—কিছুতেই এ স্থান ত্যাগ করিল না। আমরা আমাদের সকল প্রকারের অসংখ্য কামান টানিয়া আনিয়া এই রুষ-দুর্গের উপর গোলা চালাইতে লাগিলাম,—

রুষগণও আমাদের গোলার সঙ্গে সঙ্গে গোলা চালাইতে লাগিল। একবার আমরা তাহাদের উপর গিয়া পড়িতেছি,—আবার তাহারা ভীম পরাক্রমে আমাদের উপর আসিয়া পড়িতেছে! সে এক ভীষণ ব্যাপার। আমরা বন্দুক লইয়া লড়িতেছি,—বেয়নেট লইয়া লড়িতেছি,—হাতগোলা লইয়া লড়িতেছি,—এমন কি সময় সময় কোদাল ও গাঁতি লইয়াও লড়িতেছি,—সময় সময় ঘুসা ঘুসিও হইতেছে! এরূপ ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় নাই! অন্ধকারে লোমহর্ষণ কাণ্ড ঘটিতেছে!

"আমাদের দলের সমস্ত সেনাধ্যক্ষ হত ও আহত হইয়াছেন। আমি যখন রুষগণকে আক্রমণের জন্য বিউগেল্ ধ্বনি করাইলাম, তখন কেবল ৪০ জন মাত্র অগ্রসর হইল,—আর কেহই আসিল না। তাহারা যে ভয়ে অগ্রবর্ত্তী হইল না, তাহা নহে,—তাহাদের এক জনও আর জীবিত নাই। যে ৪০ জন আসিল তাহাদেরও আসিবার কথা নহে। তাহাদের হাঁসপাতালে যাওয়াই উচিত ছিল। সেই দিন রুষগণ ও জাপানগণ যে অতুলনীয় বীরত্ব দেখাইলেন,—তাহারা যে বর্ণনাতীত কষ্ট পাইলেন,—তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই। রুষগণ পুনঃ পুনঃ আমাদের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল;—তাহাদের বীরত্বের বর্ণনা হয় না! এক সময় এক দল আমাদের সম্মুখস্থ প্রথম দল ভেদ করিয়া আমাদের ভিতর আসিল, কিন্তু এই বীরগণের একজনও আর ফিরিতে পারিল না। এই সকল রুষ-সেনা এত দিন পশ্চাতে ছিল, এক্ষণে সম্মুখে আসিয়া যুদ্ধ করিতেছে! তাহারা জানে যে কুরোপাট্‌কিনের মান সম্ভ্রম আজ তাহাদের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে; তজ্জন্য তাহারা আজ প্রাণের মায়া না করিয়া লড়িতেছে! আমরা কিছুতেই সে দিন তাহাদিগকে হটাইতে পারিলাম না,—তাহাদেরই জয় হইল। তাহারা যে বীরত্বে লড়িতেছিল, তাহাতে তাহাদেরই জয় হওয়া উচিত।

"রাত্রে আমি জন কত সেনা লইয়া কেশিতাই (যুদ্ধে প্রাণত্যাগ) করা

স্থির করিয়া সেনাপতির অনুমতি লইলাম। যাহারা স্বইচ্ছায় আমার সহিত আসিতে ইচ্ছুক হইল, আমি কেবল তাহাদিগকে সঙ্গে লইলাম। হয় আমরা রুষগণকে হটাইব, নতুবা তাহাদের দুর্গের মধ্যে প্রাণ দিব,—এ সংবাদ সেনাগণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় সমস্ত জাপ-সেনা যুদ্ধের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা তাহাদের সেনাধ্যক্ষগণকে গিয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। তাহারা সকলেই বলিল যে তাহারা কেশিতাই করিয়া রুষের গর্ত্ত সকল তাহাদের মৃতদেহে পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। তখন তাহাদের দেহের উপর দিয়া গিয়া রুষগণকে পরাজিত করিতে অন্যান্য জাপানী সেনার ক্লেশ হইবে না! তাহাদের জেদাজেদিতে সেনাধ্যক্ষগণ প্রধান সেনাপতির নিকট গমন করিয়া সকল কথা বলিলেন! তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে অবশেষে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন যাহারা কেশিতাই করিতে গমন করিবে, তাহারা চতুষ্কোণাকারে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের হস্তে এক এক গেলাস জল,—তাহারা জীবনের জন্য সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছে। সেনাপতি তাসিমি একটী বোতল খুলিয়া সকলের গেলাসে এক এক ফোঁটা সুরা প্রদান করিলেন,—তৎপরে সকলের করমর্দ্দন করিলেন। তিনি তাঁহার গেলাস উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, 'আপনাদিগকে আমার অধিক কিছুই বলিবার নাই। আপনারা সকলে কি ভীষণ কার্য্যে গমন করিতেছেন, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। ইহাতে সাফল্য কত দূর হইবে, তাহাও বলা যায় না। আপনারা ইহাও জানেন যে এই যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনাদিগের বীরত্বকাহিনী বলিবার সম্ভাবনাও অতি অল্প। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আপনাদিগকে বিজয়ী করুন। আপনারা আপনাদিগের যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। আমি আপনাদিগের উপর কোন আজ্ঞাই প্রচার করিতেছি না, আপনারা স্বইচ্ছায় গমন করিতেছেন, আমি ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের অসীম চেষ্টা সার্থক

হউক। বিদায়,—বিদায় গ্রহণ করুন। আমাদের সম্রাট চিরজীবী হউন, আমাদের সম্রাট চিরজীবী হউন, আমাদের সম্রাট চিরজীবী হউন।' বলা বাহুল্য, আমরা সকলে সমস্বরে এই ধ্বনি করিয়া আকাশ প্রকম্পিত করিয়া তুলিলাম।

"দলে দলে জাপ-সেনা আসিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইবার জন্য আমায় অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল ও বলিল যে তাহারাও তাহাদের প্রিয়তমা মাতৃভূমি জাপানের জন্য প্রাণ দিবে। এ স্বদেশপ্রেম দেখিয়া কাহার না প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে? ইহারা বেতন ভোগী সেনা নহে;—কয় মাস পূর্ব্বে ইহারা জাপানের নানা স্থানে নানা কাজে নিযুক্ত থাকিয়া স্ত্রী পরিবার প্রতিপালন করিতেছিল। কেহ কৃষক, কেহ শিল্পী, কেহ কেরাণী, কেহ স্কুল মাষ্টার, কেহ উকিল, কেহ জজ,—সকলেই এক্ষণে স্ব স্ব কার্য্য ভুলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া প্রাণ দিতেছে! যাহারা কখনও গোলমালের নিকট দিয়া যাইত না,—যাহাদের নিকট শান্তি চিরপূজ্য বিষয়,—যাহারা কখনও একটা পিপীলিকাও হত্যা করিতে হৃদয়ে ক্লেশ পাইত,—সেই সকল কোমলপ্রাণ উদারমনা ব্যক্তিগণ আজ মহাবীর,—আজ তাহাদের বীরত্বে জগৎ স্তম্ভিত!

"এরূপ মহাবীরগণের সেনাপতি হইয়া গমন করা কম সম্মানের বিষয় নহে। সেই অতুলনীয় সম্মান আজ আমার ভাগ্যে মিলিয়াছে। ইহাদের অনেকেই বয়সে আমার পিতৃসম; বোধ হয় আমি সকলেরই ছোট। ইহাদের সকলকে মৃত্যুমুখে লইয়া যাওয়া কম কঠিন কার্য্য নহে! কম গৌরবের বিষয় নহে! আমি আমার চারিদিকে এই সকল বীরের বিদায় গ্রহণ দেখিয়া দ্রবীভূত হইলাম। কেহ বলিতেছেন, 'হগুা! আমার ব্যাগে সাতটা জেন (মোহর) আছে,—মৃত্যুর পর এই সাতটা মোহর যুদ্ধের জন্য বড় আফিসে পাঠাইয়া দিও।' আর একজন বলিতেছে, 'ওকা! এই কয়টী শেষ কবিতা আমি রচনা করিয়াছি; আমার অনুরোধে যত্নে রাখিয়া

দিবে।' আর এক জন বলিতেছে, 'তরি! বিদায় হই, নিশ্চয়ই সোকোন-সাইতে তোমার সহিত দেখা হইবে।' (যে সকল বীর মাতৃভূমির জন্য প্রাণ দেয় তাহার সমাধি-মন্দিরকে সোকোনসাই বলে।) এইরূপ নানা কথা শুনিতে পাইলাম। আমি এই সকল বীরের সম্মুখে পদচারণ করিতে-ছিলাম,—এখনও আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইবার আজ্ঞা আসে নাই!

"এই সময় কত কথা আমার মনে হইতে লাগিল, তাহা আমি কিরূপে বলিব! আমি এই মহাযুদ্ধের প্রথম হইতে আছি,—প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম,—তবুও আমি সুস্থ শরীরে এখনও জীবিত রহিয়াছি! কেবল তাহাই নহে, আমি আজ এই সকল বীরকে লইয়া রুষ-দুর্গ অধিকার করিতে যাইতেছি,—এবার নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াই আমরা অগ্রসর হইতেছি! কাল এই সময় আমি আর জীবিত রহিব না! আমিও ইহাই চাই। দেশের জন্য বুকের রক্ত দেওয়া অপেক্ষা আর অধিক গৌরবের কাজ কি আছে! আমার অপেক্ষা শত গুণ বীরপুত্র সকল আমার স্বদেশ জননী জন্মভূমির গর্ভে জন্মিবে,—সুতরাং আমার ক্ষুদ্র প্রাণ দিতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহি। আমার দেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, আমাদের সম্রাটের জন্য প্রাণ দিয়া আমি পরম পরিতুষ্ট হইব।

নিশীথ রাত্রে বীরগণ তাহাদের বড় বড় ওভার কোট খুলিয়া ফেলিল। তাহাদের বাম হস্তে একটা করিয়া সাদা কাপড় বাঁধিল,—ইহাতেই তাহারা কে তাহা সকলেই স্পষ্ট চিনিতে পারিবে। উন্মুক্ত অসি হস্তে সেনাধ্যক্ষ-গণ অগ্রসর হইলেন ; বন্দুকে বেয়নেট লাগাইয়া সেনাগণ চলিল। প্রথমে হাতগোলা লইয়া এক দল জাপ-যোদ্ধা চলিল, তাহার পর ছয় জন করিয়া এক এক দলে,—এইরূপ সজ্জায় পদাতিকগণ আসিল,—তাহাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে হাতগোলা সহ সেনা! আমরা বিকট চীৎকারে রুষ-গণের উপর পতিত হইলাম! তাহার পর কি হইল তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই! আমরা অতি অল্প সংখ্যক মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইতে

ফিরিলাম। আর রুষের দুর্গ! তাহা এখনও অজেয় রহিয়াছে,—যেমন আমরা হটিয়া যাইতে লাগিলাম, অমনই রুষগণ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিল; কিন্তু রুষগণকে হটাইয়া দেওয়ার ন্যায় সহজ কার্য্য ত্রিসংসারে আর কিছুই নাই!"

তাহার পর রুষ-সেনাগণ মধ্যে নগি ও ওকুর আক্রমণে কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; এক্ষণে রুষগণ প্রায় একরূপ রণে ভঙ্গ দিয়াছে!

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেন যুদ্ধ—চতুর্থ অবস্থা।

৭ই মার্চ্চ তারিখে কুরোকির সম্মুখস্থিত রুষগণ সরিয়া যাওয়ায়, তিনি কায়ামুরার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। তখন দুই জাপ-সেনাপতির আক্রমণ রুষ-সেনাপতি লিনিভিচ আর প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। রুষগণ মাচুনতুন ও তিতা পরিত্যাগ করিয়া ফুসানের দিকে পশ্চাৎপদ হইল। ৯ই তিনটার সময় তাহারা রীতিমত উত্তর দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল। ইচ্ছা করিলে তাহারা জাপগণকে আরও প্রতিরোধ করিতে পারিত, কিন্তু কুরোপাট্‌কিন এতদিনে তাঁহার বিপন্নাবস্থা বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। নগি তাঁহাকে ঘেরিয়াছেন,—সুতরাং তিনি আর যুদ্ধ করা বৃথা দেখিয়া হারবিনের দিকে হটিয়া যাইতেছেন। অন্যান্য সকল স্থান হইতে সেনা আনিয়া নগি ও ওকুকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। নগি অগ্রসর হইতে পারিলে, আর তাঁহার পশ্চাৎপদ হইবার উপায় থাকিবে না।

এই জন্যই নজু ও কুরোকির সম্মুখস্থ রুষ-সেনা সরিয়া গিয়াছে। কুলবার্স ও বিল্‌ডারলিং নগি ও ওকুকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইয়াছেন;— লিনিভিচও ফুসানের দিকে সরিয়াছেন। কিন্তু তিনি এক সপ্তাহ মহা প্রতাপে কায়ামুরা ও কুরোকি উভয়কেই প্রতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা বহু চেষ্টায়ও তাঁহাকে হটাইতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার যথোচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না! এক্ষণে তিনি তাঁহার অগণিত সেনা অতি সুশৃঙ্খলতার সহিত ফুসানের দিকে লইয়া চলিলেন; কিন্তু সম্মুখস্থ সুদৃঢ় পাহাড়শ্রেণী হস্তচ্যুত হওয়ায়, আর রুষগণের জাপ-সেনা প্রতিরোধ করিবার শক্তি রহিল না!

ফুসানের নিকট বিস্তৃত কয়লার খনি। জেনতাই কয়লার খনি হারাইয়া রুষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে; এক্ষণে ফুসানের কয়লার খনিও শত্রু হস্তে পতিত হয়; তাহা হইলে রেল চালান দুর্ঘট হইয়া উঠিবে! কিন্তু তাঁহারা এই কয়লার খনিও যে আর রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। কায়ামুরা ও কুরোকি উভয়ই কাল বিলম্ব না করিয়া, অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা প্রায় রুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, কিন্তু হুন নদীর তীরে আসিয়া তাঁহারা বিপদে পড়িলেন। হুন নদী মুক্‌ডেনের ঠিক দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত। এতদিন শীতে এই নদী জমিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে শীতের অবসান হইয়া আসিতেছে, সুতরাং নদীর জলও গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন পন্‌টুন লাগাইয়া পারাপার হওয়া বড়ই কঠিন। যাহা হউক, কোন গতিকে, অমানুষিক পরিশ্রমে, জাপগণ অর্দ্ধ গলিত, অর্দ্ধ বরফপূর্ণ নদী পার হইল। তৎপরে ৯ই তারিখের রাত্রে তাহারা অনায়াসে ফুসান সহর দখল করিয়া বসিল। রুষগণ তাহাদিগকে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে পারিল না।

রুষগণ ফুসানের উত্তরস্থিত পাহাড়শ্রেণীতে আশ্রয় লইয়াছিল। ১০ই তারিখে প্রাতঃকালে জাপগণ রুষদিগকে এই পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে আক্রমণ

তিনদিকের অবিশ্রান্ত জাপ-গোলায় রুষ-গোলন্দাজ সৈন্য ও কামান ধ্বংস। [২য় খণ্ড, ২০৯ পৃঃ।]

করিল। এখানেও লিনিভিচ তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না; রুষগণ পশ্চাতস্থ পথ দিয়া তাইলিং নামক স্থানের দিকে পলায়ন করিল। নজুও অগ্রসর হইয়া কুরোকির ও কায়ামুরার সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এখন জাপ-সেনা মুক্‌ডেনের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বিস্তৃত হইয়া দক্ষিণ ঘুরিয়া পশ্চিম দিকে আসিয়াছে! পশ্চিমে ওকু রুষ-সেনা বিধ্বস্ত করিয়াছেন। নগি উত্তর পশ্চিমে প্রায় রুষের রেল পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। রুষগণ চারিদিক হইতে হটিয়া যাই-তেছে,—মুক্‌ডেন-যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে! কিন্তু কায়ামুরার সেনাগণের যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না! কুরোকি, নজু ও ওকুর সেনা এই এক বৎসর যাবৎ দিন রাত্রি যুদ্ধ করিয়া, একরূপ পাকিয়া গিয়াছে;—নগির সেনা পোর্টআর্থার জয় করিয়া জগৎবিখ্যাত হইয়াছে;—কিন্তু কায়ামুরার সেনাদিগের এই প্রথম যুদ্ধ; সুতরাং তাহারা যেরূপ প্রবল প্রতাপে রুষের সহিত যুদ্ধ করিল, তাহাতে তাহাদের সমূহ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না! এখন রুষগণ যেরূপ ভীষণ যুদ্ধ করিতেছে, তাহাতে এই সকল নূতন জাপ-সেনা তাহাদের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিল, তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে ক্ষুদ্র জাপগণ বীরত্বে কোন জাতি হইতে হীন নহে। কায়ামুরার সেনা নূতন যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াই দেখাইয়াছে যে তাহারা কুরোকি, নজু, ওকু ও নগির সেনা হইতে বীরত্বে ও পরাক্রমে কোন অংশেই হীন নহে!

এই কয়দিন জাপ-সেনাগণ মুক্‌ডেনের চারিদিকে বিভিন্ন স্থানে কি করিতেছে, তাহা আমরা বলিয়াছি। ৭ই তারিখে কুরোকি তাঁহার সম্মুখস্থ রুষগণকে সরিয়া যাইতে দেখিয়া, সদলে অগ্রসর হইয়া হুন নদী পার হইয়াছেন। নজুও সেই দিন তাঁহার সম্মুখস্থ রুষগণ সরিয়া যাইতেছে দেখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। রুষ-সেনাপতি বিল্‌ডারলিং বহু সেনা লইয়া

তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতেছিলেন; নজু কিছুতেই তাঁহাকে হটাইতে পারিতেছিলেন না; কিন্তু এক্ষণে নগি ও ওকু পশ্চিম ও উত্তর হইতে অগ্রসর হওয়ায়, কুরোপাট্‌কিন তাঁহাদের গতিরোধ করিবার জন্য বহু সেনা তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন; নতুবা তিনি জাপগণ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ ঘেরাও হইয়া পড়িতেন,—তাঁহার আর দ্বিতীয় উপায় থাকিত না! ইহাতে নজু ও কুরোকির বিশেষ সুবিধা হইল,—তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে রুষের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।

কায়ামুরা ও কুরোকি পূর্ব্ব দিক হইতে রুষকে ফুসান হইতে দূরীকৃত করিলেন। তাঁহারা ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্‌ডেনের উত্তরে আসিয়া রুষের পলায়ন পথ রোধ করিবেন। নগি ও ওকুও পশ্চিম হইতে ক্রমে উত্তরে গিয়া রুষের হারবিন যাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন;—কিন্তু নজুর কোন নির্দ্দিষ্ট কাজ ছিল না,—কাজেই তাঁহার কাজ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। তাঁহার সেনা, বামদিকে ওকুর ও দক্ষিণ দিকে কুরোকির সেনার সহিত মিলিত ছিল,—তিনি এই সমস্ত সেনা লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন। কেবল সম্মুখস্থ শত্রু দূর করাই তাঁহার কার্য্য নহে;—তাঁহার বামে ও দক্ষিণে কুরোকি ও ওকু লড়িতেছেন; প্রয়োজন মত তাঁহাদের উভয়কে সাহায্য করাই তাঁহার কার্য্য। তিনি অতি সুদক্ষতার সহিত এ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। তাঁহার একটু ত্রুটী ঘটিলে, জাপগণ কখনই এ মহাযুদ্ধ জয় করিতে পারিতেন না! তাঁহার অভূতপূর্ব্ব বিচক্ষণতায় তাঁহার সেনা চালিত না হইলে, কুরোপাট্‌কিন অনায়াসে তাঁহার সমস্ত সেনা ও রসদাদি লইয়া নির্ব্বিঘ্নে হারবিনে চলিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহারই জন্য কেবল রুষগণ এ কার্য্য করিতে সক্ষম হইল না,—তাহারা ঘোরতররূপে জাপানের হস্তে পরাভূত হইল। তিনি না থাকিলে, হয়তো নগি ও ওকু অগণিত রুষের সম্মুখে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইতেন,—তখন মুক্‌ডেন যুদ্ধ সম্পূর্ণ অন্য ভাব ধারণ করিত!

৭ই তারিখে অগ্রসর হইয়া নজু সসৈন্যে ৯ই তারিখে হুন নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ভীষণ ঝটিকা উঠিল,—সেই তুষারপূর্ণ ঝটিকার বর্ণনা হয় না! এই ঝটিকার মধ্যে নদী পার হওয়া সহজ নহে,—কিন্তু তাঁহার আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবার উপায় নাই; এক্ষণে কুরোপাট্‌কিন তাঁহার অগণিত সেনা নগির সম্মুখে প্রেরণ করিয়াছেন; নগি প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও তাহাদিগকে হটাইতে পারিতেছেন না। এমন কি অন্য দিক হইতে রুষগণ আক্রান্ত না হইলে, তাঁহাকে রুষের হস্তে পরাজিত হইয়া হটিয়া আসিতে হইত; তাহা হইলে অনায়াসে রুষগণ হারবিনে চলিয়া যাইত,—তাহাদের শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস হইত না! এ অবস্থায় তাঁহার একমাত্র ভরসা—কুরোকি ও নজু; কুরোকি ও কায়ামুরা ফুসান অধিকার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা এখনও মুক্‌ডেন হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে আছেন;—তাঁহারা কিছুতেই দুই এক দিনের মধ্যে রুষগণকে উত্তরে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না;—কাজেই একমাত্র নজুর উপর রুষগণকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণের ভার পড়িল। তিনি শীঘ্র রুষগণকে আক্রমণ না করিলে, নগিকে রুষের হস্তে পরাজিত হইতে হয়! কিন্তু বিচক্ষণ নজু এ কার্য্যে অতি বিচক্ষণতা দেখাইলেন। ৯ই তারিখের রাত্রে নজু হুন নদী পার হইয়া পরদিন মুক্‌ডেনের দক্ষিণে রুষগণকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া তুলিলেন। তখন রুষগণ একরূপ যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া হারবিনের পথস্থিত তাইলিং যাত্রা করিল। কেবল স্থানে স্থানে তাহাদের কতক সেনা দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল! নজু রুষগণকে পরাজিত করিয়া, ক্রমে ঘুরিয়া মুক্‌ডেনের উত্তরে আসিলেন। তখন মুক্‌ডেন হইতে রুষগণের পলায়নের পথ অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। এক দিকে নজু, অপর দিকে নগি;—একটা যেন বোতলের গলার ন্যায় পথ হইয়াছে;—উভয় পার্শ্বে জাপ-সেনা;—এই সঙ্কীর্ণ পথে রুষগণ পলাইতেছে;—

ওকু পশ্চাৎ হইতে তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া আসিতেছেন। চীনেদের তীর্থস্থান ও সম্রাটদিগের সমাধি-মন্দির রক্ষার জন্যই জাপগণ রুষকে এইরূপ ভাবে পলাইতে দিলেন, নতুবা মুক্‌ডেন সহরের পথে পথে যুদ্ধ হইলে সমাধি-মন্দির সকল ধ্বংস হইয়া যাইত! এই যুদ্ধের পূর্ব্ব দিন স্বয়ং সেনাপতি ওয়ামা তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত সেনাগণের উপর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, "দেখিও যেন কোনরূপে চীনবাসিগণের পবিত্র তীর্থস্থান ও চীন-সম্রাটগণের পবিত্র সমাধি-মন্দির সকলের কোনরূপে কোন অনিষ্ট না হয়। কোন জাপ-সেনা বিনানুমতিতে সহরে বাস করিতে পারিবে না!" রুষগণ যে কতকটা নির্ব্বিঘ্নে পলাইতে পারিলেন, তাহা জাপানিগণের মহানুভবতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

রুষ-সেনাপতি কুলবার্স দেখিলেন যে নজু কেবল যে নগিকে সাহায্য করিতেছেন, তাহা নহে;—তাঁহার বহুসেনা তাঁহাকে ঘেরাও করিবার আয়োজন করিয়াছে;—কাজেই তিনিও হটিতে আরম্ভ করিলেন। ১০ই তারিখে মুক্‌ডেনের যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে,—চারিদিক হইতে রুষগণ উত্তর দিকে পলাইতেছে!

ওকু ৮ই তারিখের মহাযুদ্ধে রুষগণকে পরাজিত করিয়া, তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এই এক দিনের যুদ্ধে রুষগণ আট হাজার সেনা হারাইল;—কিন্তু তাহারা দুই দিন প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল,—কিন্তু আর জয়ের সম্ভাবনা নাই। ১০ই তারিখে ওকুর সম্মুখস্থ সমস্ত রুষ-সেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। সে দৃশ্যের বর্ণনা হয় না।

নগিও এই তিন দিন প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছিলেন,—কিন্তু কিছুতেই রুষগণ হটিতেছে না;—দুর্দ্দমনীয় বীরত্বে তাহারা লড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে অগ্রসর হইয়া তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার সেনা বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছে! তিনি প্রায় পরাজিত হইবার উপক্রম হইলেন!

এই সময়ে ১০ই তারিখে নজু আসিয়া রুষগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন তাহাদের আর কোন জয়াশা থাকিল না,—তাহারা রণে ভঙ্গ দিল। চারিদিক হইতে রুষগণ পলাইতে আরম্ভ করিয়াছে,—চারিদিক হইতে জাপগণ তাহাদিগকে তাড়া করিয়া লইয়া যাইতেছে! মুক্‌ডেনের ভয়াবহ যুদ্ধেও জাপানের জয় হইয়াছে!

সেনাপতি ওয়ামা ১০ই তারিখে সম্রাটকে তারে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রেরণ করিলেনঃ—"আজ ১০টার সময় আমরা মুক্‌ডেন অধিকার করিয়াছি। আমরা রুষগণকে ঘেরাও করিয়া পরাজিত করিবার জন্য কয়েক দিন হইতে চেষ্টা পাইতেছিলাম,—আজ আমাদের সে চেষ্টা প্রায় সফল হইয়াছে! এখনও যুদ্ধ সম্পূর্ণ স্থগিত হয় নাই! মুক্‌ডেনের নিকটে এখনও শত্রুগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে! আমরা অনেক রুষকে বন্দী করিয়াছি;—এতদ্ব্যতীত তাহাদের বহু রসদাদি যুদ্ধোপকরণ আমাদের হস্তে পতিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকলের নিয়মিত তালিকা করিবার সময় এখনও আমরা পাই নাই।"

সেই রাত্রে আবার নিম্নলিখিত রিপোর্ট টোকিওতে উপস্থিত হইল;—"আমাদের সেনাগণ সমস্ত রুষগণকে হুন নদীর অপর পারে দূর করিয়াছে। এখন তাহারা তথায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে ও তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে! ১০ই দুই প্রহর হইতে শত্রুসৈন্য ছোড়ভঙ্গ হইয়া পলাইতেছে,—তাহাদের কষ্টের পরিসীমা নাই! আমাদের গোলন্দাজ ও পদাতিকগণ তাহাদের উপর গোলাগুলি চালাইয়া তাহাদের অনেকেরই প্রাণনাশ করিতেছে। চারিদিক হইতে আমাদের সেনাগণ পলাতক রুষগণের উপর পতিত হইয়া, তাহাদের বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছে।"

এই পলায়ন কালে হতভাগ্য রুষগণের কি অবস্থা ঘটিল, তাহা আমরা পরে বলিব; কিন্তু এই মহা সমরে উভয় পক্ষে কত হত ও আহত

হইল, তাহা বলা প্রথম আবশ্যক। প্রকৃত সংখ্যা অবগত হইবার উপায় নাই। রুষগণ বলেন যে তাঁহাদের ৮০।৯০ হাজার সেনা হত ও আহত হইয়াছিল, কিন্তু জাপানিগণ বলেন যে এক সাহো যুদ্ধে রুষ-গণের ২৬৫০০ মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত ছিল; তাহাদের প্রায় ৯০ হাজার সেনা হতাহত হইয়াছিল; তাহাদের ৪০ হাজার সেনা জাপ-হস্তে বন্দী হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে এই যুদ্ধে রুষের এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সেনা হত ও আহত হইয়াছিল। যদি আমরা বলি এই মহাযুদ্ধে ৩০ হাজার রুষ হত, এক লক্ষ রুষ আহত ও ৫০।৬০ হাজার রুষ বন্দী হইয়াছিল,— তাহা হইলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

জাপানিগণ বলেন যে এই যুদ্ধে তাঁহাদের ৪৪২২২ জন হত ও আহত হইয়াছিল। সম্ভবমত এ তালিকাও ঠিক নহে;—কমপক্ষে তাঁহাদের অর্দ্ধ লক্ষ সেনা এই যুদ্ধে তাঁহারা হারাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এরূপ পলায়নে রুষগণ তাঁহাদের মুকডেনস্থ রসদ ও যুদ্ধোপকরণ সমস্ত লইয়া পলাইতে পারেন নাই; অনেক ফেলিয়া পলাইতে হইয়াছিল;— অনেক আবার তাঁহারা জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তবুও জাপগণ লক্ষ লক্ষ মণ রসদ পাইলেন;—প্রায় এক লক্ষ বন্দুক তাঁহাদের হস্তগত হইল;—৫০০টা কামানও তাঁহারা দখল করিয়া লইলেন। এতদ্ব্যতীত গোলাগুলির তো কথাই নাই! এই মুকডেন যুদ্ধে জাপহস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হওয়ায় রুষগণের আর শীঘ্র জাপানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে না।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাযুদ্ধের বর্ণনা।

এই মহাযুদ্ধ কিরূপে সংঘটিত হইতেছিল, তাহা আমরা আবার জাপ-যোদ্ধার পত্র হইতে উদ্ধৃত করিব। এই বীর বরাবরই মুক্‌ডেন যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"মুক্‌ডেন যুদ্ধের ১০ই তারিখ আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের দিন। অর্দ্ধ দিন মাঝে মাঝে যুদ্ধ করিবার পর আমাদের দলের উপর আজ্ঞা আসিল, 'তাহোসিতুতে যে সকল রুষ আছে তাহাদিগকে আক্রমণ কর।' আমরা তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলাম ;—রুসকিগণ আমাদের উপর অবিশ্রান্ত গুলি চালাইতে লাগিল। এই সকল গুলি এক্ষণে আর আমাদের নিকট কিছুই নূতন নাই। যেমন রৌদ্র বা বৃষ্টি,—এই গুলিবৃষ্টিও আমাদের নিকট সেইরূপ পুরাতন অভ্যস্ত বিষয় হইয়া গিয়াছে! গুলিকে আর আমরা গুলি বলিয়া মনে করি না! পথে কয়েকজন আমাদের সেনা হত ও আহত হইয়া পড়িয়া রহিল ;—তাহার পর আমরা ছুটিয়া গিয়া রুষগণের উপর পতিত হইলাম। জাপ-সেনাধ্যক্ষ এরূপ সময়ে চীৎকার করিয়া সেনাগণকে কোন আজ্ঞা দেন না ;—সেনাধ্যক্ষ যাহা করিতেছেন, সেনাগণও তাহাই করে। আমি লম্ফ দিয়া অগ্রসর হইলে, তাহারাও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আমরা প্রবল বেগে রুষ-আক্রমণে ধাবিত হইলাম ;—আমার সেনাগণ আমার পশ্চাতে বেয়নেট সুদৃঢ় ভাবে ধরিয়া চলিল। রুষগণ সম্মুখস্থ একটা গ্রামে ছিল,—এখন দেখিলাম তাহারা গ্রামের অপর দিক দিয়া পলাইতেছে ;—সে পলায়নের বর্ণনা হয় না। ইহাদের মধ্যে দশ জন পলাইতে পারিল না ;—ইহারা আমার নিকট আসিয়া আমায় সসম্ভ্রমে

সেলাম করিয়া চীনে-ভাষায় বলিল, 'তসি—তসি।' (ধন্যবাদ-ধন্যবাদ) তাহার পর তাহাদের থলির ভিতর হইতে চিনি ও ভডকা মদ বাহির করিয়া বলিল, 'সিনকু—সিনকু।' (খুব চমৎকার যুদ্ধ করিয়াছেন, মহাশয়)! ইহাতে আমি হাসিব না কি করিব, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

"আমাদের তাহোসিতু গ্রাম অধিকার হইল। তখন পশ্চাৎ হইতে আরও অনেক আমাদের সেনা তথায় উপস্থিত হইল,—আমরা মুক্‌ডেন রেল-ষ্টেশন দখল করিতে অগ্রসর হইলাম। আমরা জাপানী,—পাহাড়ী দেশের লোক,—আমাদের দুই দিকে সমুদ্র;—আমাদের নিকট কাজেই সকলই ছোট বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু মাঞ্চুরিয়া এক বৃহৎ দেশ,—ইহা অতি সমতল স্থান। চীনেগণ বলে যে মাঞ্চুরিয়ার যে কোন স্থানে দাঁড়াইয়া ইহার হাজার মাইল পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতই তাহাই,—যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই সমতল ভূমি। মনে হয় যেন এখানে আসিয়া আমরাও এই মাঞ্চুরিয়ার ন্যায় বড় হইতেছি! সুন্দর অপরূপ বিস্তৃত ভূমি,—ইহার উপর দিয়া অগণিত মানুষ দলে দলে চলিয়াছে। এই এক দল এ দিক দিয়া চলিয়াছে,—এই আবার আর এক দল অন্য দিক দিয়া চলিয়াছে! কতকগুলি কোথায়ও দাঁড়াইয়া আছে,—তাহাও অধিকক্ষণ নহে;—তাহারা আবার চলিয়াছে! সকলই চীনেদের পবিত্র ড্রাগনরাক্ষসের সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে! কতকগুলি দলকে প্রকৃতই দূর হইতে বড় বড় সর্প বলিয়া বোধ হইতেছে। এই সকল সর্প্পের মুখ হইতে অবিরত অগ্নি উদ্গীরিত হইতেছে! নিকটে গেলে দেখা যায় যে ইহারা সর্প নহে,—ইহারা বিভিন্ন জাপ-পদাতিক দল,—সদর্পে মুক্‌ডেনের দিকে চলিয়াছে।

"অপর দিকে বহু বিস্তৃত মনুষ্যদল গোলাকার হইয়া ধাবিত হইতেছে; তাহাদের ঠিক বর্ণনা করা যায় না! ইহারাই পলাতক রুষ। যখন আমাদের গোলা ইহাদের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে, তখন ইহারা চারিদিকে

ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে ;—আবার পরমূহূর্ত্তে সকলে একত্র হইয়া ধাবিত হইতেছে। আবার গোলা, আবার ছত্রভঙ্গ, আবার পলায়ন! তাহাদের পশ্চাৎ হইতে তাহাদের উপর অবিরত আমাদের গোলন্দাজ ও পদাতিক গণ গুলিগোলা চালাইতেছে,—ক্রমেই ইহাদের আকার অল্প হইতে অল্পতর হইয়া আসিতেছে! কেবলই চারিদিকে দুমদাম শব্দ,—চারিদিক বান্‌জাই শব্দে আলোড়িত হইয়া যাইতেছে!

"সকালে ৭টার সময় আমরা মুক্‌ডেন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম দেখিলাম রুষগণ অতি তাড়াতাড়ি এই স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে! তাহারা অনেক হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, শ্যাম্পেন ও ভডকা ফেলিয়া গিয়াছে! রুসকি গণ যেমন তাহাদের ধর্ম্মচিত্র "ইকন" সকল সর্ব্বদা সঙ্গে রাখে,—সেইরূপ তাহাদের এই সকল মদ না হইলে চলে না। কোন কোন স্থানে আহারের জন্য টেবিল প্রস্তুত দেখিলাম,—তাহার উপর নানা সুখাদ্য সকল সজ্জিত। আমরা এই কয়দিন কেবল শুষ্ক বিস্‌কুট, ভাজা চাউল ও বরফের জল খাইয়া আছি,—এই সকল সুখাদ্য দেখিয়া আমাদের মন যে কি হইল, তাহা কিরূপে তোমায় জানাইব!

"কিন্তু রুষগণ যাইবার সময়েও শত্রুতা করিতে ক্রটী করে নাই। তাহারা সমস্ত জলের ইন্দারায় ময়লা ফেলিয়া পানীয় জল নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাহারা নানা স্থানে নানা দ্রব্যের ভিতর ডিনামাইট লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছে,—একটা ফাটিলেই সর্ব্বনাশ! রুষের এই সকল খাদ্যাদিও বিশ্বাস করা যায় না! টেবিলের উপর চুরটের বাক্স খোলা পড়িয়া আছে,—ডিসের সুখাদ্য সকল চারিদিক সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে,—কিন্তু কি জানি, যদি ইহার ভিতর কিছু থাকে! সহসা আমি একটা উপায় উদ্ভাবন করিলাম। একজন সেনাকে বলিলাম, 'ওরে ইসোই,—এখানে যে সকল রুষ বন্দী হইয়াছে, তাহাদের একজনকে এখানে লইয়া আইস।' সে তৎক্ষণাৎ এক রুষ-বন্দীকে লইয়া আসিল। সে বলিল, 'সেনাপতি!

এই টেবিলে আমাদের জন কয়েক সেনাধ্যক্ষ আহার করিতে বসিতে ছিলেন,—আপনারা এ সকল সুখাদ্য ফেলিয়া দিবেন না ;—আমি এখানকার চাকর ছিলাম ;—আমি জানি ইহার ভিতর কিছুই নাই,—আপনারা না খান, আমায় দিন ;—আমি অনেক দিন পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই’

“আমরা সেদিন রুষের সুখাদ্য আহারীয় সকল আহার করিলাম ;—সে রাত্রে তাহাদের বাড়ীতে বাস করিয়া তাহাদের শয্যায় শয়ন করিলাম,—তাহাদের গরম কম্বলে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া আমরা অপার আনন্দ লাভ করিলাম। এমন আনন্দ আমাদের জীবনে আর কখনও হয় নাই! আমাদের জানুয়ারি ও জুন মাসে যে দুই মহোৎসব হয়, আজ আমরা সেই দুই মহোৎসব একসঙ্গে একদিনে উপভোগ করিতে লাগিলাম! যাহারা এখানে নাই, তাহারা আমাদের আজিকার আনন্দ কিরূপে উপলব্ধি করিবে?”

কেবল যে এই মহা আনন্দ জাপযোদ্ধা লেফটেনাণ্ট টকুতারো উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা নহে,—সমস্ত সেনার আজ আনন্দের সীমা নাই! আজ তাহারা পরাক্রান্ত রুষকে মাঞ্চুরিয়ার রাজধানী মুক্‌ডেন হইতেও দূর করিয়াছে,—রুষের প্রতাপ তাহারা আজ সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়াছে,—তাহারা আজ আনন্দিত হইবে না কেন?

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মুক্‌ডেনে জাপ।

১০ই তারিখে জাপ-সেনা মুক্‌ডেন অধিকার করিয়া এই প্রাচীনতন চীনে সহরের উপর জাপানের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিল,—ইহাতে মুক্‌ডেনের চীনেগণ সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হইল না। তাহাদিগকে দুর্ব্বল পাইয়া, রুষগণ তাহাদের উপর নানা অত্যাচার করিতে দ্বিধা করিত না;—এজন্য তাহারা আজ তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। কয়দিন পরে যখন মার্সাল ওয়ামা সদলে সহরে প্রবেশ করিলেন, তখন হাজার হাজার জাপানী পতাকায় মুক্‌ডেনবাসী চীনেগণ তাহাদের গৃহাদি সজ্জিত করিল,—রাজপথ সকল নানারঙ্গের কাগজের ফুলের হারে অতি চমৎকার শোভা ধারণ করিল,—চীনেগণ মহা সমারোহে বিজয়ী জাপ-সেনাপতির অভ্যর্থনা করিল। চীন-রাজপুরুষগণ সকলে অগ্রসর হইয়া মহা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সহরে লইয়া আসিলেন। ইহার যথেষ্ট কারণও ছিল,—চীনেগণ এতদিন রুষের উদ্ধততা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিতেছিল। এখন তাহারা জাপানের ধীর স্বভাব ও সুশৃঙ্খলতা দেখিতেছে। জাপ-সেনা আদৌ সহরের প্রাচীরের মধ্যে শিবির সন্নিবেশ করে নাই। তাহারা সম্রাটের সমাধি-মন্দির সকল অতি সসম্মানে রক্ষা করিতেছে;—তাহারা নগরবাসিগণের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিতেছে। বিজয়ী জাপ-সেনা লুট পাট অত্যাচার কিছুই করে নাই; বরং চারিদিকে শান্তি স্থাপিত করিয়াছে, সুতরাং চীনেগণ যে তাহাদিগকে রক্ষাকর্ত্তা ভাবিয়া, তাহাদের যথোচিত সমাদর করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি!

রাজপথ নানা রঙ্গে সজ্জিত,—চীনেগণ আনন্দে উৎফুল্ল,—তাহারা চারি

দিকে জাপানের জয়ধ্বনিতে পূর্ণ করিতেছে! পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণী বদ্ধ হইয়া জাপ-সেনাগণ দণ্ডায়মান,—মধ্যে মধ্যে তাহাদের বিভিন্ন দলের পতাকা উচ্চে উত্তোলিত। শত যুদ্ধে এই সকল গৌরবময় পতাকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহারাই জাপানের ভীম পরাক্রমের কথা জগতে প্রচার করিতেছে! বৃদ্ধ জাপ-সেনাপতি ওয়ামা তাঁহার সেনাপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, এই সকল সেনাশ্রেণীর মধ্য দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় আজ অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভীষণ মহাযুদ্ধে আজ জয়ী হইয়াছেন;—তাঁহার সেনা গণ যেরূপ সুদক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, তাহা আর কখনও কোথায়ও দেখা যায় নাই।

সম্রাট তাঁহাকে লিখিয়াছেন, "হেমন্ত কাল হইতে শত্রুগণ মুক্‌ডেনের চারিদিকে অতি ভীষণ দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিয়া এ প্রদেশ সম্পূর্ণ অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা এখানে আমাদের মাঞ্চু-রিয়াস্থিত সেনাপেক্ষা অনেক অধিক সেনা সমবেত করিয়া আমাদিগকে নিশ্চিত পরাজিত করিবে, তাহাই স্থির করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই আমার সেনাগণই প্রবল পরাক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। ১৯ দিন দিনরাত্রি বরফ ও ঝড়ের মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া, প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া, তাহাদিগকে তাইলিংয়ের দিকে দূর করিয়া দিয়াছে। হাজার হাজার রুষ আমাদের হস্তে বন্দী হইয়াছে,—শত্রুর সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। এই মহাযুদ্ধ জয় করিয়া আমাদের মাঞ্চুরিয়াস্থিত সেনাগণের গৌরব দেশে ও বিদেশে শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার সেনাপতি ও সেনাগণ যে এরূপ যুদ্ধ জয় করিয়াছেন, ইহাতে আমি পরম প্রীত হইয়াছি। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে আপনারা আরও জাপানের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন ও আরও সাফল্য লাভ করিবেন।"

মার্সাল ওয়ামা মুক্‌ডেন অধিকার করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া নাই ;— তাঁহার বিভিন্ন সেনাপতিগণ পলাতক রুষদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন। রুষের দক্ষিণদলের সেনাপতি লিনিভিচ এক সপ্তাহ কুরোকি ও কায়ামুরাকে প্রতিরোধ প্রদান করিয়া, এক্ষণে সসৈন্যে তাইলিংয়ের পথ ধরিয়াছেন। তাঁহার পশ্চাতে কুরোকি ও কায়ামুরা সসৈন্যে চলিয়াছেন ; কিন্তু লিনিভিচের সুদক্ষতার জন্য জাপানিগণ তাঁহার পলাতক সেনাগণের বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না। রুষ-সেনা মধ্যে মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, জাপগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই অবসরে অন্যান্য সেনা সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু এ কাজও সহজে সুশৃঙ্খলার সহিত হইল না। পশ্চাতে জাপগণ চারিদিক হইতে আসিতেছে। এখন তাহাদের সমস্ত সেনাদল এক হইয়া গিয়াছে। যে যেখান হইতে পারিতেছে, রুষের উপর আসিয়া পড়িতেছে,—তাহাদের আক্রমণে রুষগণকে বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে হইতেছে! পাছে রুষগণের কতক সেনা ভ্লাডিভস্টকে পলায়ন করে, এই জন্য জাপ-সেনাপতিদ্বয় কিছু সেনা পূর্ব্ব দিকে প্রেরণ করিয়াছেন,—সে দিকে রুষগণের অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

লিনিভিচ তাঁহার সেনাগণকে যেরূপ ভাবে লইয়া যাইতে পারিলেন, অপর দুই রুষ-সেনাপতি তাহা পারিলেন না ;—তাঁহাদের সেনা সকল জাপানী হস্তে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সেনাপতি কুলবার্স বহু সেনা লইয়া নগি ও ওকুকে প্রতিরোধ করিতেছিলেন। তিনি এই দুই জাপ-সেনাপতিকে পরাভূত করিবারও উপক্রম করিলেন ; কিন্তু অপর সেনাপতি বিল্‌ডারলিং নজুর গতিরোধ করিতে পারিলেন না,—তিনি হটিয়া গেলেন ; তখন কুলবার্সের পশ্চাতে নজু আসিয়া পড়িলেন। সম্পূর্ণ ঘেরাও হইবার ভয়ে লিনিভিচও পশ্চাৎপদ হইলেন ; তখন সমস্ত জাপ-সেনা রুষগণকে তাড়া করিয়া চলিল,—রুষগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল,—তাহাদের দুর্দ্দশার পরিসীমা রহিল না।

এই প্রদেশের একটু বিবরণ না অবগত হইলে রুষগণের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা কেহ ভাল বুঝিতে পারিবেন না; সুতরাং আমরা নিম্নে ইহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

মুক্‌ডেন হইতে তাইলিং ৪৩ মাইল দূরে অবস্থিত। সহরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে চীন-সম্রাটদিগের বৃহৎ রাজপথ বরাবর উত্তর-পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে। সহরের বাহিরে বিস্তৃত সমতল ভূমি,—মধ্যে মধ্যে বড় লোকের সমাধি-মন্দির ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। তিন মাইল দূরে দুইটি সম্রাটের সমাধি-মন্দির। রেল-লাইন এই দিকে বরাবর উত্তরে চলিয়া গিয়াছে। সহর হইতে চারি পাঁচ মাইল দূরে ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী,—তাহার পর বিস্তৃত জলা ভূমি। তিনটী ক্ষুদ্র নদীর জল এই বিলে আসিয়া পড়িতেছে। এই বিলের অপর দিক হইতে পু নদী বহির্গত হইয়া হুন নদীতে মিশিয়াছে।

জলার উত্তর দিকে এক পাহাড়পূর্ণ দেশ। এই সকল পাহাড় খুব উচ্চ নহে। এই সকল পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। রুষের রেল লাইন এই পাহাড়শ্রেণীর ভিতর দিয়া তাইলিং হইয়া হারবিনে চলিয়া গিয়াছে। এই পাহাড়ের ভিতর দিয়া দুই তিনটী নদী প্রবাহিত;—এখন বরফ গলিয়া জলস্রোত প্রবল বেগে ছুটিয়াছে। তাইলিং একটা পার্ব্বত্যপথ, ইহার দুই পার্শ্বে পাহাড়শ্রেণী বহু উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। এক স্থানে এই উপত্যকা পথ কেবল আড়াই মাইল মাত্র প্রসস্ত। এই পথ সাত মাইল দীর্ঘ; ইহার ভিতর দিয়া ৯০০ ফিট প্রস্থ লিও নদী প্রবাহিত। সম্রাটীয় রাস্তা এবং রুষের রেল-লাইন, দুইই এই উপত্যকার ভিতর দিয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই স্থানে তাইলিং সহর অবস্থিত; ইহার চারি দিক প্রাচীরে বেষ্টিত; রেল-ষ্টেশণের নিকট রুষের কল কারখানা ও সেনা নিবাস।

দুই পার্শ্বেই প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত পাহাড়শ্রেণী বরাবর মঙ্গোলিয়া পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই সকল পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ

আছে। এই সকল পথ দিয়া এক জন মানুষ বা একটী ঘোড়ার অধিক যাইতে পারে না। কাজেই মঙ্গোলিয়া ও হারবিন হইতে মালামাল সকলই তাইলিংয়ের পার্ব্বত্যপথের মধ্য দিয়া গমন ব্যতীত তাহাদের আর উপায় ছিল না।

এক্ষণে রুষগণ মুক্‌ডেন হইতে বিতাড়িত হইয়া তাইলিংয়ের পথ ধরিয়াছে। পূর্ব্বদিকে উত্তরে লিনিভিচ সদলে বিতাড়িত হইয়া তাইলিংয়ের দিকে আসিতেছেন। তাঁহার সেনাগণের তত দুর্দ্দশায় পড়িতে হয় নাই;—কিন্তু বিল্‌ডারলিং ও কুলবার্সের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। তাঁহাদিগকে সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইতে হইতেছে,—তাঁহাদের পাহাড়ের আশ্রয় লাভ করিবার উপায় নাই। পশ্চাৎ হইতে জাপানী গুলিগোলাতে রুষ-সেনা বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে! তবে কুরোপাট্‌কিন পূর্ব্ব হইতেই রসদাদি মুক্‌ডেন হইতে তাইলিংয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন;—রুষের আহতগণ রেলে পশ্চাতে প্রেরিত হইয়াছিল;—তাঁহাদের কেবল দেড় হাজার আহত ও কয়েক জন ডাক্তার মুক্‌ডেনে আছেন। রুষ-সেনাপতি তাঁহাদের সকলকে রেলগাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। চারি পথ দিয়া রুষের মালপত্রের গাড়ী ও কামান চলিয়াছে,—কিন্তু তাঁহারা এই সকল নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইতে পারিলেন না;—মুক্‌ডেনের নিকটেই রুষগণ তাঁহাদের ১২ মাইল লম্বা মালপত্রের গাড়ীর শ্রেণী ও অনেক কামান ফেলিয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন।

এই পলায়ন ব্যাপারে রুষের কি ভীষণ দুর্দ্দশা ঘটিল, এক্ষণে আমরা তাহারই বর্ণনা করিব!

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পলাতক রুষ।

বিল্‌ডারলিং সসৈন্যে চীন-সম্রাটের রাস্তার দুই পার্শ্ব দিয়া পলাইতে-ছেন,—কুলবার্স রেল-লাইনের দুই পার্শ্ব দিয়া যাইতেছেন। এত সেনা, কামান, মালপত্রের গাড়ী অল্প স্থান দিয়া লইয়া যাওয়া যায় না, বিশেষতঃ রুষগণ এখন পলাতক, তাহাদের ভিতর নিয়ম কানুন সুশৃঙ্খলা আর কিছুই নাই। পশ্চাতে দলে দলে জাপগণ আসিয়া পড়িতেছে। তাহারা রুষের পার্শ্বে কামান টানিয়া আনিয়া তাহাদের উপর গোলা চালাইতেছে,—ইহাতে রুষ-সেনাদলে সুব্যবস্থা থাকিবার সম্ভাবনা কিছু মাত্র ছিল না। সন্মুখে নজু ও নগি সসৈন্যে মিলিত হইয়া রুষের রেলপথ অবরোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন; তাঁহারা পথরোধ করিলে রুষগণ আর পলাইতে পারিবে না! এ অবস্থায় তাহারা যে যাহার প্রাণ লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! পলাতক রুষের মধ্যে কোন সুশৃঙ্খলা নাই,—দুর্দ্দশার শেষ সীমায় তাহারা উপনীত হইয়াছে। জাপগণের গুলিগোলায় হাজার হাজার রুষ পথে প্রাণ দিতেছে! মধ্যে মধ্যে তাহারা ফিরিয়া আক্রান্ত বন্য পশুর ন্যায় জাপগণকে আক্রমণ করিতেছে! ক্ষিপ্রগতি ক্ষুদ্র জাপ-সেনা হাজার হাজর চারিদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে,—সে যে কি ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না!

একদল জাপ-সেনা একদল রুষ-সেনার গতিরোধ করিল;—কিয়ৎক্ষণ রুষগণ যুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ বন্দুকের মাথায় সাদা রুমাল বাঁধিয়া উর্দ্ধে তুলিল,—জাপগণ এই সমস্ত রুষ-সেনা বন্দী করিলেন। এইরূপ দলে দলে রুষগণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ করিতেছে! অনেক রুষ-সেনাদল

এই অপরিচিত দেশে পথ হারাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না,—শ্বেত পতাকা তুলিয়া হতাশ ভাবে দণ্ডায়মান রহিল,—জাপানিগণ আসিলেই আত্মসমর্পণ করিল। এক দল রুষ গোলন্দাজ সেনা কামান সহ রাস্তা হারাইয়া কোথায় যাইবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না,—তখন তাহারা বেগে জাপগণের মধ্যে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল।

এই তো হইল রুষের বিভিন্ন সেনাদলের কথা; তাহাদের পশ্চাতে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত রুষ-সেনা আসিতেছে। কোথায় একজন, কোথায় বা দুই তিন জন, এইরূপ ভাবে এই হতভাগ্যগণ চলিয়াছে। তাহারা মুকাকি (জাপ সেনা) দেখিলেই তাহাদের বন্দুক পরিত্যাগ করিয়া মাটিতে হতাশ ভাবে শুইয়া পড়িতেছে! একজন সংবাদদাতা রুষগণের দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

"হতভাগ্য রুষ-সেনাগণ এই মহাযুদ্ধে একেবারে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে! তাহারা সরলচিত্ত, তাহারা জীবনে আর কখনও এরূপ বিপদে পতিত হয় নাই! তাহারা জাপানিদিগের নিকট যেরূপ ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া যথার্থই দুঃখ হয়। তাহারা জাপানিদিগের নিকট যেরূপ কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল, উদ্ধত রুষগণ যে তাহা কখনও করিতে পারে, তাহা কাহারই বিশ্বাস ছিল না। এক স্থানে দুই জন জাপ সেনাধ্যক্ষের সম্মুখে চারিজন সশস্ত্র রুষ-সেনা পতিত হইল। অমনই তাহারা অস্ত্রত্যাগ করিয়া হাটু গাড়িয়া বসিয়া জোড় হাত করিয়া রহিল! ইহাদের মধ্যে একজন তাহার বুকের পকেট হইতে একটী সামান্য মূল্যের ক্ষুর বাহির করিয়া উপহার প্রদানে উদ্যত হইল,—বোধ হয় ইহাই এই হতভাগ্যের প্রিয়তম ধন। তাহাদিগকে বলা হইল যে তাহাদের জাপ-সেনার পশ্চাতে যাইতে হইবে, কিন্তু এ কথা বোধ হয় তাহারা ভাল বুঝিল না। যে ক্ষুর খানি দিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে ভাবিল যে জাপানিগণ তাহাকে হত্যা

করিবে,—তজ্জন্য সে একখানি ক্ষুদ্র বই পকেট হইতে বাহির করিয়া ভগ-বানের নাম করিতে লাগিল। এইরূপ দৃশ্য প্রতি পদে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এখানে সেখানে সর্ব্বত্র রুষগণ জানু পাতিয়া জাপগণের দয়া ভিক্ষা করি-তেছে,—চারিদিকে রুষ সেনা ও সেনাধ্যক্ষগণ সাদা রুমাল উড়াইতেছে।”

যাহারা জাপ হস্তে পতিত হইল, জাপানিগণ তাহাদিগকে অতি যত্নে রাখিতে লাগিলেন। যাহারা আত্মসমর্পণ না করিয়া পলাইল, তাহা-দের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। তাহারা শত শত হত আহত হইতেছে। আর যাহারা আত্মসমর্পণ করিল, তাহাদের দুঃখ কষ্ট ঘুচিয়া গেল,—তাহাদের আহারাদির আর কোন ক্লেশ রহিল না।

মহানুভব জাপগণ রুষ-আহতগণেরও বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বে জাপযোদ্ধা লেফ্‌টেনাণ্ট টকুতারোর পত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। ১১ই তারিখে তিনি রুষ-আহতগণের পরিচর্য্যার জন্য প্রেরিত হইলেন। তিনি কয়েকজন ডাক্তার, কতকগুলি আহত বহন করিবার কুলি, গরম চা, জল, বিস্কুট ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া রুষ-আহতদিগের সেবার জন্য চলিলেন। তিনি ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ডাক্তার ও কুলিগণ যথাসাধ্য রুষ-আহতগণের শুশ্রূষা করিয়া তাহাদিগকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে লাগিলেন। জাপযোদ্ধা লিখিতেছেন :—

“রুষের আহতগণের মধ্যে একটী ১৬।১৭ বৎসরের বালক ছিল। সে জয়ঢাক বাজাইত,—তাহার দুই পদই গুলিতে আহত হইয়াছে। সে এক ছড়া জপমালা হাতে লইয়া উপাসনা করিতেছিল+ হায়! হতভাগ্য কতদূর হইতে কোথায় আসিয়া কি অবস্থায় পড়িয়াছে! সে এতই উপাসনায় নিমগ্ন যে আমাদের আগমন পর্য্যন্ত জানিতে পারিল না। আমি রেডক্রসযুক্ত একজনকে ডাকিয়া চীনে ভাষায় বলিলাম, ‘ডাক্তার, এই দিকে এই ক্ষুদ্র বীরকে দেখুন।’ কিন্তু তবুও বালক আমার দিকে চাহিল না। তখন আমি রুষ-ভাষায় ডাকিলাম, ‘ডাক্তার!’ তবুও বালক নিষ্পন্দ। তখন আমি
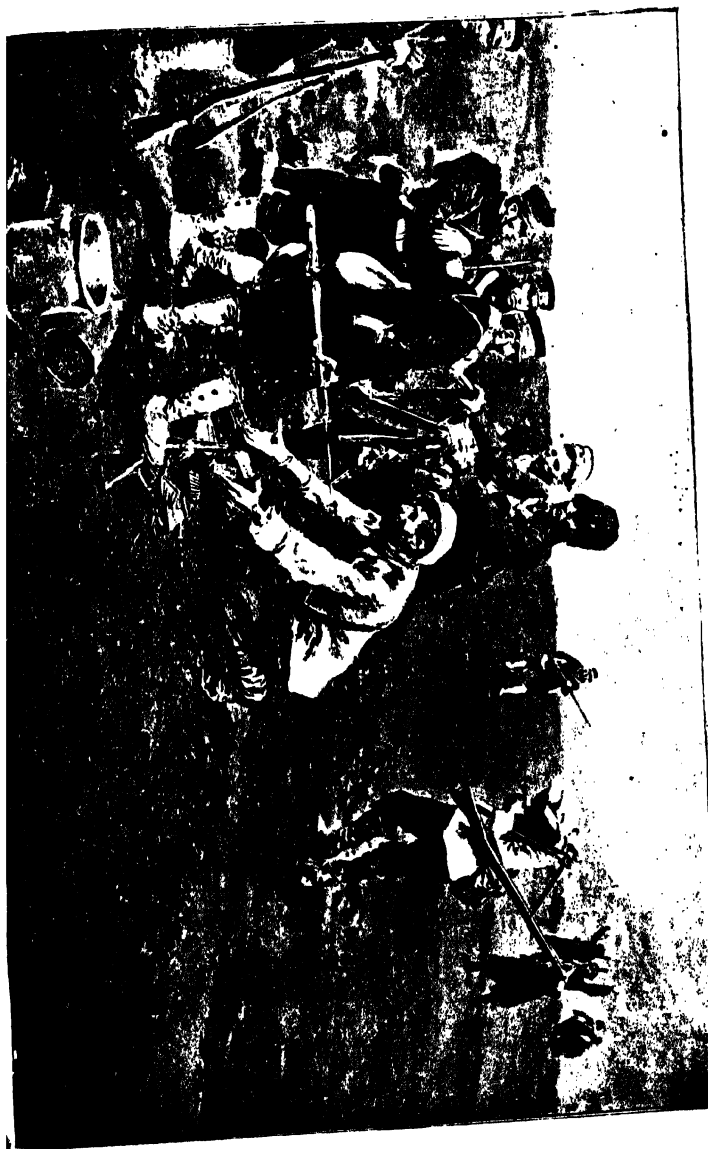
জার্ম্মাণ ভাষায় তাহাকে বলিলাম, 'তোমার কোন ভয় নাই।' এই পর্য্যন্ত আমার ভাষা জ্ঞান। সৌভাগ্যের বিষয় বালক আমার জার্ম্মাণ ভাষা বুঝিল,—বোধ হয় সে জাতিতে পোল,—তাহাই জার্ম্মাণ জানে। তৃষ্ণায় তাহার প্রাণ যাইতেছিল। আমার সঙ্গের জলের বোতলে তাহার জল তৃষ্ণা মিটিল না; আমি আমার সঙ্গের একজন কুলির বোতল তাহাকে দিলাম। সে তাহাও প্রায় নিঃশেষ করিল; তখন আমি কয়েক খানা বিস্কুট তাহাকে আহার করিতে দিলাম। তাহার দেশ কোথায়, তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইল, কিন্তু সে বড়ই দুর্ব্বল,—তাহাকে এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য নহে। আমি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, 'তোমার ক্ষত কিছুই নয়,—এখনই তোমায় জাপানী হাঁসপাতালে লইয়া যাইবে। তুমি শীঘ্রই ভাল হইয়া দেশে যাইতে পারিবে।' আমি রুষ-মৃতদেহ হইতে বড় কোট ও কম্বল লইয়া তাহাকে যত্নে ঢাকিয়া দিলাম,—এবং সঙ্গে সঙ্গে ডুলি আনিতে লোক পাঠাইলাম। এরূপ আহত একজন নহে,—চারিদিকে অসংখ্য। আমি অপরের দিকে গমনে উদ্যত হইলে, সে কাতরে বলিল, 'সেনাপতি! সেনাপতি! একটু অপেক্ষা করুন। দয়ালু সেনাপতি! এই বই খানি আমি আপনাকে উপহার দিতে চাই। যখন আমি যুদ্ধের জন্য বাড়ী হইতে বাহির হই, সেই সময়ে আমার পিতা আমাকে এই বই খানি দিয়াছিলেন। মহাশয়! ইহাপেক্ষা মূল্যবান আর কিছুই আপনাকে উপহার দিবার আমার নাই। ইহাপেক্ষা মূল্যবান দ্রব্য জগতে আমার দ্বিতীয় নাই।' আমি বই খানি নীরবে লইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অপর আহতের নিকট চলিলাম। আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, কিন্তু আমি আমাদের সেনা ও কুলির সম্মুখে বিচলিত হইলাম না।"

জাপগণ কত মহান, তাহা এই ক্ষুদ্র পত্রে বিশেষ অবগত হওয়া যায়।

যে সকল রুষ জাপানিগণের হস্তে পতিত হইল, তাহাদের দুঃখ কষ্ট ঘুচিল,—তাহাদের বহু সংখ্যক আহত সেনা জাপ-হাঁসপাতালে নীত হইয়া পুনর্জীবন লাভ করিল,—যাহারা পলাইল, তাহাদের দুঃখের ও দুর্দ্দশার বর্ণনা হয় না!

সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে রুষগণ পলাইয়া তাইলিংয়ের দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্যপথে আশ্রয় লইয়া আবার জাপানিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে। কুরোপাট্‌কিন পূর্ব্ব হইতেই এ স্থান অতি সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। জাপগণ ভাবিল যে আবার এই তাইলিংয়ে রুষের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইবে। সেইজন্য তাহারা তাইলিংয়ের নিকট পর্য্যন্ত রুষগণকে তাড়াইয়া আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তাহাদের সমস্ত সেনা দলে দলে পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া তাইলিংয়ের সম্মুখে অবস্থিত হইল। এই ব্যাপারে ছয় দিন কাটিয়া গেল;—কারণ রুষগণ মধ্যে মধ্যে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতেছে,—প্রতি মুহূর্ত্তে জাপগণকে যুদ্ধ করিয়া রুষদিগকে বিতাড়িত করিতে হইতেছে। ১০ই জাপ-সেনা মুক্‌ডেন অধিকার করিয়াছে,—১৬ই তারিখে সেনাপতি ওয়ামা সম্রাটকে টেলিগ্রাফে জানাইলেন:—

"সর্ব্বত্র শত্রুগণকে বিতাড়িত করিয়া আমাদের সেনাগণ আজ ১৬ই মার্চ্চ বেলা ১২টা ২০ মিনিটের সময় তাইলিং অধিকার করিয়াছে।"

ওকু ও নজু প্রধানতঃ রুষ তাড়াইয়া যাইতেছিলেন, তবে ওকুকেই রুষগণের সহিত অধিক যুদ্ধ করিতে হইতেছিল। মুক্‌ডেন যুদ্ধ ও তাহার পর এই ছয় দিনের ব্যাপারে, কেবল এক তাঁহার সেনাদলেই ২০ হাজার সেনা হত ও আহত হইয়াছিল। ১৬ই প্রাতে তাইলিংয়ের দক্ষিণে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে হাজার মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে রহিল।

তাইলিং রেল-ষ্টেসন ঠিক লিওয়াং রেল-ষ্টেসনের ন্যায়। এখানেও রুষগণ বহু রসদাদি সংগ্রহ করিয়াছিল;—তবে তাহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিবার সময় এই সকল রসদের প্রায় অধিকাংশ জ্বালাইয়া দিয়া

পলাইয়াছিল,—তবুও জাপগণ বহু দ্রব্যাদি পাইলেন। কিন্তু জাপানিগণ এখানে আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা করিলেন না,—রুষগণ হারবিনের দিকে ধাবিত হইয়াছে, জাপগণ আবার তাহাদের পশ্চাতে ধাবিত হইল। মুকডেন ও তাইলিংয়ের মধ্যে যে ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল,—তাইলিংয়ের পশ্চাতে হারবিনের পথে আবার সেই ভয়াবহ লোমহর্ষণ রক্তপাত আরম্ভ হইল। সে যে কি ব্যাপার, তাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করা সম্পূর্ণই অসম্ভব।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আধুনিক মহাযুদ্ধ।

মুকডেনের চারিদিকে যে যুদ্ধ ঘটিল, তেমন ভীষণ যুদ্ধ আর আধুনিক জগতে কখনও ঘটে নাই। এই মহাযুদ্ধে জগতের সমস্ত জাতির চক্ষু উন্মিলিত হইল। অনেকের বিশ্বাস হইয়াছিল যে আধুনিক যুদ্ধে আর শারীরিক বল ও সহ্য শক্তির প্রয়োজন নাই, কিন্তু এই যুদ্ধে রুষ ও জাপানিগণের কিরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। কঠোর ভীষণ শীতে, প্রবল গ্রীষ্মে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে, এই সকল বীরগণকে ক্রমান্বয় দুই সপ্তাহ দিন রাত্রি যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল; শরীরে অসীম বল, মনে অতুলনীয় কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি, দেহ প্রকৃত লৌহে নির্ম্মিত না হইলে, কেহই এ ব্যাপারে জীবন রক্ষা করিতে পারে না। দুই শত বৎসরের মধ্যে এরূপ মহাযুদ্ধ আর হয় নাই!

এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে আট লক্ষ সেনা নিযুক্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে আর কোন যুদ্ধেই এত সেনা একত্রে রক্তপাতে নিযুক্ত হইয়াছে, এমন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের লিপ্‌জিগ্‌ যুদ্ধে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের

কনিগগ্রাজ যুদ্ধে ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের গ্রভিলোট যুদ্ধে উভয় পক্ষে ৪ লক্ষ হইতে সাড়ে চার লক্ষ সেনা নিযুক্ত হইয়াছিল। অন্যান্য যে সকল মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছে,—তাহাতে দুই লক্ষের অধিক সেনা কোন এক যুদ্ধে নিযুক্ত হয় নাই। তুরস্ক-রুষ যুদ্ধে প্লেবনায়ও দুই তিন লক্ষের অধিক সেনা দুই পক্ষে উপস্থিত ছিল না, কিন্তু এই মুকৃডেন যুদ্ধে আট লক্ষেরও অধিক সেনা নিযুক্ত হইয়াছিল,—কাজেই বলিতে হয় দুই শত বৎসরের মধ্যে এত বড় ভয়াবহ যুদ্ধ আর হয় নাই।

মুকডেন যুদ্ধ ২৪শে ফেব্রুয়ারি আরম্ভ হইয়া ১০ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহাতেই এই যুদ্ধের অবসান নাই; তাহার পর ৫।৬ দিন জাপগণ রুষগণকে তাড়া করিয়াছে, তাহাদের প্রতিপদে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, সুতরাং বলিতে হয়, এই যুদ্ধ প্রায় তেইশ দিন অবিশ্রান্ত চলিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এত দিন ব্যাপী আর কোন যুদ্ধ হয় নাই। ওয়াটারলুর যুদ্ধ এক দিন মাত্র হইয়াছিল, প্লেবনার যুদ্ধ দুই দিন চলিয়াছিল, কেবল লিপ্‌জিগের যুদ্ধ তিন দিন ঘটিয়াছিল, কিন্তু এই মুকৃডেনের যুদ্ধ তিন সপ্তাহের অধিক চলিয়াছিল, সুতরাং এরূপ মহাযুদ্ধ আর হয় নাই! অন্যান্য যুদ্ধে দুই পক্ষে যে সেনা ছিল, মুকৃডেনের যুদ্ধে এক পক্ষেই সেই চারি পাঁচ লক্ষ সেনা যুদ্ধ করিতেছিল। ৪।৫ লক্ষ সেনার রসদ আহারাদি যোগান সহজ কার্য্য নহে,—তাহার জন্য আরও দশ লক্ষ লোকের প্রয়োজন! এ যে কি এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, তাহা কল্পনা করাও যায় না। যদি এই প্রায় বিশ লক্ষ লোক দুই সের করিয়া খাদ্যও প্রত্যহ আহার করিয়া থাকে,তাহা হইলে ৪০ লক্ষ সের অর্থাৎ প্রায় ১০০ হাজার মণ আহারীয় দ্রব্য তাহাদের প্রত্যহ প্রয়োজন,—তাহার উপর অগণিত অশ্ব গরু প্রভৃতি আছে। এই দেড় বৎসর যুদ্ধে কত কোটী কোটী মণ রসদ এই অগণিত সেনার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ধারণা করা যায় না। জাপানিগণ যে এই অসংখ্য সেনাগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে সুখস্বচ্ছন্দে

রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের কম প্রশংসার কথা নহে,—রুষেরও সহস্র প্রশংসা করিতে হয়। ১৫ লক্ষ জাপানী যে প্রত্যহ যথাসময়ে আহার পাইতেছে, ইহাই তো এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার! তাহার উপর যুদ্ধোপকরণাদি সংগ্রহ প্রভৃতি সহস্র প্রকার যুদ্ধসজ্জা আছে। পৃথিবীতে আর কখনই এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই।

জাপানের পাঁচ সেনাপতির অধীনে প্রায় ৫ লক্ষ সেনা ছিল, এই পাঁচ সেনাপতিই এই মহাযুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের সকলের উপর বৃদ্ধ ওয়ামা আছেন,—সকলকে পরামর্শ দিতেছেন—কোদামা,—তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মতভেদ নাই। অপরদিকে রুষ-সেনাপতিগণের মধ্যে কিরূপ প্রতিপদে মতভেদ ঘটিতেছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। মুকডেনের যুদ্ধে রুষ সেনার তিন দলের তিনজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন,—সকলের উপর ছিলেন কুরোপাট্‌কিন,—কিন্তু এ যুদ্ধে কতদূর জানা যায়, তাঁহার পলায়ন ব্যতীত অন্য কার্য্য ছিল না। পূর্ব্বদিকে লিনিভিচ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন, মধ্যে বিল্‌ডারলিং ও পশ্চিমে কুলবার্স ছিলেন,—কিন্তু তাঁহাদের পরস্পর সংযোগ ছিল না। পরস্পর পরস্পরকে যদি যুদ্ধের সময় সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে যুদ্ধের ভাব কি হইত বলা যায় না। বিল্‌ডারলিং আদৌ কুলবার্সের সাহায্যে সেনা প্রেরণ করিলেন না,—তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইলেন। এই দোষে সম্রাট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে অন্য সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মুক্‌ডেনের যুদ্ধের পর কেবল তিনিই যে পদচ্যুত হইলেন তাহা নহে। সম্রাট কুরোপাট্‌কিনের উপর বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাঁহার স্থলে দেশ হইতে নূতন সেনাপতি প্রেরণের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন সেনাপতিই এই গুরু দায়িত্ব ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন না,—অনেকে কুরোপাট্‌কিনের পক্ষ সমর্থন করিলেন; প্রকৃতপক্ষে তিনি রুষ সেনা-

ধ্যক্ষগণের মধ্যে বিচক্ষণ। তিনি এই দেড় বৎসর বীর জাপগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন,—তিনিই এতদিন জাপ হস্তে রুষ-সেনার সমূলে নির্ম্মূলতার প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছেন,—ইহাতে তাঁহার প্রতি রুষ-সম্রাটের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কিন্তু কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি এই বীরের সমুচিত অপমাননা করিতে প্রস্তুত হইলেন। দেশের কোন সেনাপতি মাঞ্চুরিয়ায় প্রধান সেনাপতিত্ব গ্রহণে অগ্রসর না হওয়ায়, সম্রাট কুরোপাটকিনকে নিম্ন পদস্থ করিয়া তাঁহার নিম্নস্থ লিনিভিচকে তাঁহার উপরে তুলিয়া প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু স্বদেশভক্ত চির বিশ্বস্ত রাজভৃত্য বীর কুরোপাটকিন এ সময়ে রুষকে এই মহাবিপদাবস্থায় ফেলিয়া পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন না,—তিনি গ্রিপেনবর্গের ন্যায় কুকার্য্য করিলেন না,—তিনি সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লিনিভিচের স্থলে রুষের প্রথম সেনাদলের সেনাপতি হইলেন। পৃথিবী সুদ্ধ লোক এজন্য রুষ-সম্রাটের নিন্দা করিতে লাগিল।

এই যুদ্ধে কিরূপ অর্থব্যয় হইতেছিল, তাহারও ধারণা করা যায় না। রুষগণ তাহাদের দীর্ঘ রেল ও পোর্টআর্থার এবং ডাল্নি বন্দর নির্ম্মাণে ৯০০,০০০,০০০ রুবল অর্থাৎ ৯০ ০০০,০০০ পাউণ্ড (১৫ টাকায় এক পাউণ্ড) ব্যয় করিয়াছিলেন ;—এক্ষণে এ সমস্তই জাপানিগণের হস্তে পতিত হইয়াছে। যুদ্ধের ব্যয় ও বাহিরের ঋণ ৫৭০,০০০,০০০ রুব্‌ল অর্থাৎ ৫৭,০০০,০০০ পাউণ্ড রুষ-গভর্ণমেণ্টের দেশে ঋণ ১৫০,০০০,০০০ রুব্‌ল অর্থাৎ ১৫,০০০,০০০ পাউণ্ড। ১৪৮০টা কামান হারাইবার দরুন ১০,০০০,০০০ রুব্‌ল অর্থাৎ ১,০০০,০০০ পাউণ্ড। রুষ-সওদাগরি জাহাজ জাপানী হস্তে বাজেয়াপ্তে ১০,০০০,০০০ রুব্‌ল অর্থাৎ ১০০০,০০০ পাউণ্ড, রুষ-নৌবাহিনী নষ্ট হওয়ায় ১৬০,০০০,০০০ রুবল্‌, অর্থাৎ ১৬,০০০,০০০ পাউণ্ড, তাহা হইলে রুষের এ যুদ্ধে মোট ২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০০০,০০০,০০০ তিন শত কোটী টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কি

ভয়ানক ব্যাপার একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন,—এক বৎসরের যুদ্ধে তিনশত কোটী টাকা ব্যয়। জাপানে তিন শত না হউক, অন্ততঃ এক শত কোটী টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। উভয়পক্ষে ঋণ করিতে হইতেছে, নতুবা যুদ্ধের ব্যয় সংকুলান করা দুরূহ।

জাপানের মান সম্ভ্রম এই যুদ্ধে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহারা ইয়োরোপে যে ঋণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহা অনায়াসে উঠিয়া গেল। ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসিগণ তাঁহাদের ঋণ দিতে ব্যগ্র,—জাপগণ কখনও অমিতব্যয়ী নহে,—তাঁহারা অতি মিতব্যয়িতার সহিত মহাযুদ্ধের খরচ নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। এই যুদ্ধ ব্যাপারেও তাঁহাদের এক পয়সাও অপব্যয় নাই, তাঁহারা ইয়োরোপে যে ঋণ লইলেন, ইচ্ছা করিলে তাহার দশ গুণ কি বিশ গুণ ধার করিতে পাইতেন; কিন্তু রুষের ভাগ্যে তাহা ঘটিল না,—তাঁহারা এই যুদ্ধে প্রতিপদে হারিয়া তাঁহাদের মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন,—তাঁহাদের আর কেহই ধার দিতে স্বীকৃত নহে। রুস-গভর্ণমেণ্ট ফরাসিদিগের নিকট অনেক টাকা ঋণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে টাকা এই মহাযুদ্ধে এই এক বৎসরেই সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আর ফরাসিদিগের নিকট ঋণ পাইবার সুবিধা আছে কিনা, তাহাই দেখিবার জন্য রুষ-গভর্ণমেণ্ট পারিস্ নগরে দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ফরাসী ধনীগণ স্পষ্ট বলিলেন, "না,—যত দিন রুষ সন্ধি স্থাপন করিয়া এই যুদ্ধ বন্ধ না করেন, তত দিনের মধ্যে আমরা তাহাকে এক পয়সাও ধার দিব না।" মুক্‌ডেনের যুদ্ধে হারিয়াও বোধ হয় তাহাদের এরূপ বজ্রাঘাত মস্তকে পতিত হয় নাই। যাহা হউক, রুষ-সম্রাট ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড শতকরা দশ পাউণ্ড ছাড়িয়া দিয়া দেশে ধার করিয়া কোনরূপে উপস্থিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিলেন। জাপানের এখনও এ অবস্থা ঘটে নাই,—জাপান এখনও অনায়াসে বহু বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে পারেন।

কিন্তু রুষ-সম্রাট ও অমাত্যগণ এ অবস্থায়ও যুদ্ধ চালাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! কিন্তু ইয়োরোপের চারিদিকে সন্ধির ধুয়া উঠিয়াছে;—সকলেই বলিতেছেন, "যথেষ্ট রক্তপাত হইয়াছে,—আর রক্তপাত হওয়া উচিত নহে; এখন রুষ জাপানে সন্ধি হওয়া কর্ত্তব্য।" ফরাসিগণ রুষগণকে অনেক টাকা ধার দিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সন্ধির জন্য অধিক ব্যগ্র; কিন্তু রুষের টাকার অভাব ব্যতীত, আর কোন অভাব নাই;—টাকাও তাঁহারা কোন গতিকে তুলিবেন,—তাঁহারা কখনই ক্ষুদ্র জাপের পদানত হইয়া সন্ধির জন্য অনুনয় বিনয় করিবেন না। তাঁহাদের অগণিত সেনা পশ্চাৎপদ হইয়া হারবিনে সমবেত হইয়াছে,—তাঁহারা আবার অগণিত সেনা মাঞ্চুরিয়ায় পাঠাইবেন। তাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু জাপকে পদদলিত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের এখনও সম্পূর্ণ আছে। জগতকে তাঁহারা তাহা শীঘ্রই দেখাইবেন,—কাজেই যুদ্ধ চলিবে,—সন্ধি হইবার কোন আশা নাই।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে।

পৃথিবীর অতি পূর্ব্ব প্রান্তে দূর মাঞ্চুরিয়াতে এই যুদ্ধ ঘটিতেছিল, কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে এক ঘোর আন্দোলন ঘটিয়া উঠিয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এই প্রথম যুদ্ধ,—পাশ্চাত্যের সর্ব্ব প্রধান স্থলযোদ্ধা রুষ ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে প্রতিপদে লাঞ্ছিত,—প্রাচ্যের এতদিনকার হেয় হীন ক্ষুদ্র জাপ জগতকে দেখাইয়াছে যে তাহারা সমস্ত পাশ্চাত্য জ্ঞান অধিকার করিয়াছে। ইয়োরোপের আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার যাহা কিছু ফল তাহার সমস্ত

তাহারা অধিকার করিয়া তাহার উপরও অনেক গুণ উন্নতি লাভ করিয়াছে! সুতরাং ইয়োরোপ বিস্মিত,—এমন কি অনেক জাতি ভবিষ্যতের জন্য ভীত হইয়াও উঠিয়াছেন। এ অবস্থায় পাশ্চাত্য দেশে যে একটা বৃহৎ আন্দোলন উপস্থিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি!

দূর মাঞ্চুরিয়ায় পৃথিবীর এক প্রান্তে রুষ জাপানে যুদ্ধ হইতেছে সত্য,—কিন্তু ইয়োরোপ তাহাতে নিশ্চিন্ত নহে। পূর্ব্বে যে কয়বার পৃথিবী ব্যাপ্ত যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভারত রক্ষার জন্যই যে ইংলণ্ড জাপানের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই সময়ে ইংলণ্ড কেবল যে জাপানের সহিত মিত্রতার সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা নহে,—তাঁহারা ফ্রান্সের সহিতও মিত্রতায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রুষ ফরাসীতে সন্ধি ছিল। রুষ ঘোর রাজতন্ত্র,—আর ফ্রান্স সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র দেশ,—রুষিয়ায় সম্রাটই হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা,—ফ্রান্সে প্রজাগণ কর্ত্তা,—এ অবস্থায় এই দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির রাজ্যে সন্ধি হওয়া একটু বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণী ফ্রান্সকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের দুইটা প্রদেশ কাড়িয়া লইয়াছিলেন;—এখনও এই দুই ফরাসী দেশ জার্ম্মাণ রাজ্যের অধীন; সুতরাং জার্ম্মাণী ও ফরাসীতে মিত্রতা নাই,—সুবিধা পাইলেই জার্ম্মাণ-সম্রাট এখনও ফ্রান্সকে আক্রমণ করিতে পারেন। এই সকল কারণে ফ্রান্স রুষের সহিত মিত্রতার সন্ধিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; দূর মুক্‌ডেনে যুদ্ধ হইল, কিন্তু ইহাতে জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সে যুদ্ধ ঘটিবারও সম্ভাবনা হইল।

এত দিন রুষের জন্য জার্ম্মাণী ফ্রান্সকে কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। মুক্‌ডেনের যুদ্ধে রুষ পরাজিত হইয়া জগতের সম্মুখে এখন অতি দুর্ব্বল বলিয়া প্রমাণিত হইলেন,—জার্ম্মাণ-সম্রাট এ সুবিধা ছাড়িলেন না।

তিনি জানিতেন যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বন্ধুত্ব নাম মাত্র। রুষ আর ফ্রান্সের কোন সাহায্য করিতে পারিবে না, সুতরাং রুষ-জাপানে মুক্‌ডেনে কাটাকাটি করিয়া মরিল,—মুক্‌ডেনের যুদ্ধে জাপান জয়ী হইল,—তাহাদের বিশেষ কিছুই লাভ হইল না,—কিন্তু জার্ম্মাণ-সম্রাট এই যুদ্ধ হইতে একটু লাভের চেষ্টায় হাত বাড়াইলেন। যুদ্ধে জিতিল জাপান, কিন্তু লাভ চাহেন জার্ম্মাণী! সুন্দর ব্যবস্থা সন্দেহ নাই!

আফ্রিকার উত্তরে মরক্কো দেশ। এখানে এক মুসলমান সুলতান আছেন; কিন্তু তিনি এতদিন অনেকটা ফ্রান্সের অধীন ছিলেন; সহসা জার্ম্মাণ-সম্রাট বলিলেন, "মরক্কোর সুলতান আমাদের,—আমরাই তাঁহার মঙ্গল দেখিব,—ফরাসীকে এই দেশ হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে।"

ফ্রান্সের আর রুষের সাহায্য পাইবার আশা নাই। তাঁহারা একাকী জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ করিতেও সাহসী নন; মুক্‌ডেনে যুদ্ধ হইল,—কিন্তু তাঁহারা বহুদূরে পশ্চিমে মহাবিপদে পতিত হইলেন। জার্ম্মাণ-সম্রাট প্রকৃতই তাঁহাদের হস্ত হইতে মরক্কো কাড়িয়া লইয়া স্বরাজ্যভুক্ত করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। এই সময়ে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে ভিতরে ভিতরে বলিলেন, "ভয় নাই,—জার্ম্মাণীর কোন কথায় কর্ণপাত করিও না,—আমরা তোমাদের সাহায্য করিব।"

যখন জার্ম্মাণী শুনিলেন যে ইংলণ্ড ফ্রান্সকে সাহায্য করিবেন,—তখন ইংলণ্ডের ভয়ে তাঁহারা মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে মরক্কোর কথা সহসা বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। যে মুক্‌ডেনের যুদ্ধ হইতে ফরাসিগণ মহাবিপদে পড়িয়াছিলেন, সেই মুক্‌ডেনের যুদ্ধ হইতেই তাঁহারা এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন; কারণ, ইংলণ্ড এখন জাপানের বন্ধু, ইংলণ্ডের সাহায্যও যাহা, জাপানের সাহায্যও তাহাই।

মুক্‌ডেনের মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য দেশে কি হইতেছিল, তাহাই আমরা দেখিলাম। এখন এই ভীষণ যুদ্ধের পর দূর প্রাচ্যে কি হইতেছে,

তাহাই দেখা যাউক। জাপানিগণ তাইলিং অধিকার করিয়া উত্তরে অগ্রসর হইয়াছেন,—পশ্চাতে চারিদিকে তাঁহারা রেল বিস্তৃত করিয়াছেন,—এই সকল রেলে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রমান্বয় নূতন সেনা ও রসদাদি যুদ্ধোপকরণ আসিতেছে,—জাপ-সেনাপতিগণ জানেন যে মুক্‌ডেনের যুদ্ধে তাঁহাদের এ মহাযুদ্ধের উপসংহার হয় নাই। তাঁহারা সেইজন্য ভবিষ্যতে যাহাতে রুষগণকে একেবারে ধ্বংস করিতে পারেন, তাহারই মহা আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম, যত্ন, ব্যয়, বিচক্ষণতার বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হইল না,—মহা উৎসাহে তাঁহারা এক মহাযুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের একটা বিপদ—রুষের নৌবাহিনী। টোগো জানিতেন যদি তিনি কোন ক্রমে রুষের নৌবাহিনী ধৃত করিতে পারেন, তাহা হইলে এই সকল যুদ্ধপোত সমুদ্রগর্ভে প্রেরণ করিতে তাঁহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না; কিন্তু সমুদ্র ক্ষুদ্র স্থান নহে,—ইহা বিস্তৃত অকূল পাথার,—ইহার মধ্যে রুষ-জাহাজ ধৃতকরণ সহজ কার্য্য নহে; বিশেষতঃ এই সকল জাহাজ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যদি সমুদ্র মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে জাপানের সমূহ বিপদ। টোগোর জাহাজ সংখ্যা কম,—সুতরাং তিনি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রুষ-জাহাজ ধরিতে পারিবেন না। এখন জাপান-সমুদ্রে আর কোন শত্রু নাই,—তজ্জন্য জাপ-জাহাজ সকল অনায়াসে নিরাপদে ইচ্ছামত রসদ, সেনা প্রভৃতি লইয়া কোরিয়া ও লাওটাংয়ের বিভিন্ন বন্দরে উপস্থিত হইতেছে; কিন্তু এই সকল শত্রু জাহাজ যদি জাপান-সমুদ্রে ছড়াইয়া পড়িয়া এই সকল রসদ ও সেনার জাহাজ ডুবাইয়া দিতে আরম্ভ করে, তবে জাপানকে বিশেষ উৎপীড়িত হইয়া উঠিতে হইবে। তাঁহারা আর নিরাপদে এখনকার মত রসদ ও সেনা যুদ্ধস্থলে প্রেরণ করিতে পারিবেন না;—সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাগণ রসদ ও যুদ্ধোপকরণের অভাবে পতিত হইবে।

জাপগণ কখনই কোন কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিতেন না,—যদি এই রূপ ঘটে, এই জন্য তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে নিউচেং ও লিওযাংয়ে তিন মাসের উপযুক্ত রসদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিন মাস দেশ হইতে কোন দ্রব্য না পাঠাইতে পারিলেও তাঁহাদের সেনাগণের কোন অভাব বা ক্লেশ হইবে না।

কিন্তু যাহাতে রুষগণ তাহাদের যুদ্ধপোত দ্বারা জাপান-সমুদ্রে উৎপাত করিতে না পারে, আড্‌মিরাল টোগোও তাহার ষোড়শোপচার আয়োজন করিতেছিলেন। কেবল এই দিকে এই সকল আয়োজন করিয়াই জাপগণ যে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে;—তাঁহারা সাখালিন দ্বীপ ও ভ্লাডিভস্‌টক বন্দর অধিকার করিবার জন্যও সমস্ত আয়োজন স্থির করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু তাঁহারা ইহার জন্য তত ব্যস্ত নন,—তাঁহাদের ৬নং সেনাদল এক বিখ্যাত জাপ-সেনাপতির অধীনে প্রস্তুত হইয়া দেশে অপেক্ষা করিতেছে;—উপযুক্ত সময় আসিলে, সেনাপতি সদলে ভ্লাডিভস্‌টক ও তাহার উত্তরস্থ সমস্ত প্রদেশ অধিকার জন্য অভিযান করিবেন; কিন্তু এই অভিযানের পূর্ব্বেই রুষ-জাপানে ভীষণ জলযুদ্ধ হইল,—আমরা এক্ষণে তাহারই কথা বলিব।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

জাপান-সমুদ্রে রুষ-বাহিনী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রুষ-নৌবাহিনী ফরাসী রাজ্যের কোচিন চায়নার বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল;—এ সম্বন্ধে ফ্রান্স ও জাপানে প্রায় বিবাদ হইবার উপক্রম ঘটিয়াছিল,—কিন্তু অবশেষে ফ্রান্স

কোনগতিকে রুষ-জাহাজ তাঁহাদের বন্দর হইতে বিদায় করিলেন,—তখন রুষ-নৌবাহিনী জাপান-সমুদ্রের দিকে চলিল।

রুষ-নৌসেনাপতি তাঁহার এই অগণিত জাহাজ যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন,—এ অবস্থাতেও যে তিনি জাপানের যুদ্ধপোত সকল ধ্বংস করিতে প্রস্তুত হইয়া মহাদর্পে অগ্রসর হইতেছেন,—ইহাতে তাঁহার সমুচিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। জাপানিগণও তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্ব প্রদেশের সকল লোকই তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব কার্য্যের জন্য তাঁহার প্রশংসা করিলেন। অর্দ্ধভগ্ন পুরাতন জাহাজ ও তাহাতে উচ্ছৃঙ্খল সেনা লইয়া অকুল সমুদ্র দিয়া দশ হাজার মাইল গমন প্রকৃতই এক অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য।

এখন ঘোর সমস্যা,—আর যুদ্ধের বিলম্ব নাই। এতদিন টোগো কোথায় আছেন কি করিতেছেন, তাহা কেহই অবগত নহে। তিনি তাঁহার আয়োজন এত গোপন রাখিয়াছিলেন যে পৃথিবীর কেহই তাঁহার কোন কথা অবগত হইতে পারিল না। যেন তিনি গভীর সমুদ্রে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন,—যেন তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। রুষ-নৌবাহিনীও ফরাসী বন্দর ত্যাগ করিয়া কোন্‌দিকে কোথায় গমন করিল, তাহাও কেহ জানিতে পারিল না। রুষ-সেনাপতি কোন্ পথে কোন্‌দিক দিয়া জাপানের দিকে যাইতেছেন, তাহা তিনি কাহাকেই জানিতে দিলেন না।

এরূপ জলযুদ্ধ আর কখনও হয় নাই,—তজ্জন্য পৃথিবী সুদ্ধ লোক উৎসুক। এক্ষণে ভ্লাডিভস্টক বন্দর ব্যতীত আর রুষ-রণপোতের অন্য কোনস্থানে যাইবার উপায় নাই। এই দূর বন্দরে যাইতে হইলে এক্ষণে বহু পথ আছে ; কিন্তু চীন-দেশের ধার দিয়া গেলে জাপানিগণ রুষ-রণপোতের সন্ধান অনায়াসে পাইবে,—পাইলেই তাহারা সুবিধামত

তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে,—রুষ জাহাজের জাপগণের অজ্ঞাতসারে যাইতে হইবে,—এ কার্য্য সহজ নহে; কারণ, টোগো তাঁহার জাহাজ লইয়া কোথায় আছেন, তাহা কেহ জানে না। রুষ-সেনাপতি চীনের ধার পরিত্যাগ করিয়া ফরমোজা দ্বীপের বাহির দিয়া তাঁহার জাহাজ লইয়া চলিলেন। ১৯শে মে হইতে ২৫শে মে তারিখের মধ্যে তাঁহার জাহাজের কোন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল না। ১৯শে মে তারিখে চীন-দেশের যাংসি নদীর মুখের নিকট বহুতর বিভিন্ন প্রকারের জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইল;—কয়লার জাহাজ, রসদের জাহাজ, জলের জাহাজ, আরও নানাবিধ জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইল,—ইহাদের সহিত একখানিও যুদ্ধপোত নাই। এ সকল যে রুষ রণ-তরির সমভিব্যাহারী জাহাজ তাহা বুঝিতে আর কাহারই বিলম্ব রহিল না। সকলে ইহাও বুঝিলেন যে রুষ-সেনাপতি এক্ষণে জাপানী রণপোতের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন,—তজ্জন্য তিনি তাঁহার সঙ্গের সমস্ত জাহাজ পশ্চাতে রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছেন;—নতুবা এই সকল জাহাজ সঙ্গে থাকিলে যুদ্ধকালে তাঁহাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে যে তিনি মহা ভুল করিলেন, তাহা তিনি বুঝিলেন না। এত দিন তিনি কোন্ পথে কোন্ দিকে যাইতেছিলেন, তাহা কেহ জানিত না;—আজ এই সকল রুষ-জাহাজের সংবাদ পাইবামাত্র টোগো তাঁহার গমন-পথ অবগত হইয়া তাঁহার পথরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রুষ-সেনাপতি আর একটা চাল চালিতে গিয়াও ভুল করিলেন। তিনি নরোওয়ে দেশের একখানা জাহাজ ধৃত করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সেই জাহাজকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে রুষ যুদ্ধপোত সকল সুসিমা সমুদ্র দিয়া ভ্লাডিভস্টকের দিকে আসিতেছে। এই ব্যাপারে রুষ-সেনাপতি ভাবিয়াছিলেন যে ইহাতে টোগোর চক্ষে ধূলি পড়িবে,—তিনি রুষ-সেনাপতির সংবাদ আদৌ

বিশ্বাস করিবেন না,—তিনি ভাবিবেন যে রুষ-সেনাপতি অন্য পথে ভ্লাডিভস্টকে অভিযান করিবেন; কিন্তু বিচক্ষণ টোগো তাঁহার চাতুরিতে ভুলিলেন না,—তিনি বুঝিলেন রুষ-রণতরি সুসিমা সাগর দিয়াই আসিতেছে,—তিনি সেইরূপ আয়োজনেই তাঁহার যুদ্ধপোত সকল চালনা করিলেন।

এতদিন টোগো কি করিতেছিলেন, তাহা বিন্দুমাত্র কেহ অবগত হইতে পারেন নাই! আধুনিক সময়ে শত শত উৎসাহী সংবাদদাতার নিকট হইতে একটা বৃহৎ যুদ্ধায়োজন গোপন রাখা কম বাহাদুরীর কথা নহে। কেবল ইহাই নহে,—জাপানের অনেকগুলি রণতরী এই যুদ্ধে নষ্ট হইয়াছিল,—কিন্তু জাপান তাঁহাদের এই দুর্ঘটনাও এরূপ গোপনে রাখিয়াছিলেন যে তাহাও কেহ ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই।

আমরা তাঁহাদের ২।৩ খানি বড় ব্যাটেল্‌সিপ জলমগ্ন হইবার সংবাদ পূর্ব্বে বলিয়াছি, কিন্তু ইহা ব্যতীত তাঁহাদের নিম্নলিখিত জাহাজগুলি জলমগ্ন হইয়াছিল। ১৫ই মে আসিমা জাহাজ পোর্টআর্থারের সম্মুখে মাইন সংঘর্ষণে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। ১৭ই মে ডেসট্রয়র আকাতসুকিও ঐরূপ মাইনে জলমগ্ন হয়। ঐ তারিখে ওসিমা গান্‌বোট আর একখানি জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগায় নষ্ট হইয়া যায়। ৩রা সেপ্টেম্বর ডেসট্রয়র হায়াতরি মাইন সংঘর্ষণে জলমগ্ন হয়। ৬ই নভেম্বর গান্‌বোট আতাগো এক জলমগ্ন পাহাড়ে সংঘর্ষিত হইয়া ডুবিয়া যায়। ১২ই ডিসেম্বর ক্রুজার তাকাসাগো মাইনে লাগিয়া নষ্ট হয়।

জাপানের যুদ্ধপোত সংখ্যা বড় অধিক ছিল না,—সুতরাং তাঁহাদের এতগুলি যুদ্ধপোত জলমগ্ন হওয়ায়, তাঁহাদের যে বিশেষ লোকসান হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু পাছে তাঁহাদের এই সকল দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচার হইলে তাঁহাদের প্রতিপত্তির হানি হয়, এইজন্য

তাঁহারা এই সকল সংবাদ কিছুতেই প্রচার হইতে দেন নাই। টোগোর একদল সামান্য মাত্র রণতরি আছে,—তিনি তাহাই লইয়া রুষ-যুদ্ধপোতের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার এক্ষণে কেবল চারি খানা মাত্র ব্যাটেল্‌সিপ আছে! তাঁহার এ অবস্থা ঘটিয়াছে, রুষ এ সংবাদ পূর্ব্বে পাইলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই বহু পূর্ব্বে দেশ হইতে তাঁহাদের রণতরি সকল পাঠাইয়া দিতেন। হয়তো ভ্লাডিভস্‌টকের রণপোতদ্বয়ও টোগোকে আক্রমণ করিত। ইহার ফলে কি দাঁড়াইত, তাহা সহজে কেহই বলিতে পারে না,—কিন্তু টোগোর অত্যাশ্চর্য্য গোপন রাখিবার শক্তিতেই রুষ আবার তাঁহার হস্তে পরাজিত হইলেন।

টোগো এই মহাজলযুদ্ধে যে সাহস, বিচক্ষণতা ও মহান শক্তি দেখাইলেন, তেমন বোধ হয় আর কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই! রুষ সাতখানা ব্যাটেল্‌সিপ এবং আরও বহু রণপোত লইয়া অগ্রসর হইতেছে,—তাঁহার কেবল চারিখানা ব্যাটেল্‌সিপ আছে। ইহার উপর রুষ যুদ্ধ না করিয়া, তাঁহার চক্ষে ধুলি দিয়া ভ্লাডিভস্‌টকে যাইবার চেষ্টা পাইতেছে! কাজেই টোগো চারিদিকে জাহাজ পাহারায় রাখিয়াছেন। তাঁহার জাহাজগুলি বন্দর ত্যাগ করিয়া বহুদূরে লইয়া যাওয়া কোনমতেই বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তিনি ইহাও বুঝিলেন যে রুষ-সেনাপতি সুসিমা সাগরের পথ ব্যতীত অপর কোন পথে যাইতে পারিবেন না। একে তাঁহাকে জাপান ঘুরিয়া ভ্লাডিভস্‌টকে যাইতে হয়,—তাহাতে আবার তাঁহাকে বহুদিন সমুদ্র মধ্যে থাকিতে হইবে,—ইহাতে তাঁহার গমন পথ গোপন রহিবে না;—টোগো তাঁহার বিলম্ব দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে তিনি জাপান বেষ্টন্ করিয়া ভ্লাডিভস্‌টক যাইতেছেন,—তখন তিনি সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণে গিয়া তাহাদের গমন পথ রোধ করিবেন। সাখালিন দ্বীপও জাপানের মধ্যে ক্ষুদ্র উপসাগর,—তাহার ভিতর মাইন স্থাপন করিয়া রুষ-জাহাজ তিনি অনায়াসে ধ্বংস

করিতে সক্ষম হইবেন; সুতরাং টোগো বেশ জানিতেন যে রুষ-সেনাপতি কখনই এ পথ ধরিবেন না।

দ্বিতীয় পথ কোরিয়ার তীর দিয়া। জাপান-সমুদ্রে অনেক দ্বীপ থাকায় এদিকেও একটা অপরিসর উপসাগর আছে। টোগো জানিতেন রুষ-যুদ্ধপোত এ পথে যাইতে সাহস করিবে না,—কারণ ভাবিবে যে জাপানিগণ এই সঙ্কীর্ণ সাগর গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত মাইনে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে;—সুতরাং তাহাদের সুসিমা উপসাগর ব্যতীত আর কোন পথেই যাইবার সুবিধা নাই। আর সুসিমা সাগর দিয়া তিনি যে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা রুষ-সেনাপতি ধূলি নিক্ষেপ করিতে গিয়া একরূপ তাঁহাকে বলিয়াই দিলেন। নরোওয়ে দেশের জাহাজকে সংবাদ দিয়া তিনি আরও ভুল করিলেন।

টোগো এই গত সাত মাস কোরিয়ার নিকট তাঁহার সমস্ত জাহাজ লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন। তিনি কোথায় আছেন, তাহা বাহিরের লোকের কেহই জানিতে পারিল না। ইহা কেবল তাঁহার বাহাদুরী নহে,—সমস্ত জাপানী জাতির ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য বাহাদুরী, ইহা বলিতে বাধ্য হইতে হয়! এই সাত মাস টোগোর জাহাজ কোথায় আছে, তাহা সহস্র সহস্র জাপানিগণ নিশ্চয়ই জানিত,—কিন্তু তাহাদের একজনও এ কথা প্রকাশ করে নাই! জাপানেও বিদেশী লোক অসংখ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও টোগোর জাহাজের বিন্দুমাত্র সংবাদ পাইলেন না!

কিন্তু টোগো রুষ-জাহাজের সমস্ত সংবাদ রাখিতেছিলেন। রুষ-জাহাজ সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইবার পর হইতেই জাপানী অতি দ্রুতগামী ক্রুজার জাহাজ সকল রুষের নৌবাহিনীর অনুসরণ করিতেছিল। তাহারা কখনও রুষ-জাহাজকে দেখা দেয় নাই,—দূরে থাকিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল ও তাহারা কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে, সমস্তই তারশূন্য টেলিগ্রামে সেনাপতি টোগোকে জানাইতে-

ছিল। টোগোও রুষ-জাহাজের সমুচিত অভ্যর্থনা করিবার জন্য সুসিমা সাগরের মুখে প্রস্তুত হইলেন।

২৫ শে তারিখে টোগোর যোদ্ধাগণ অতি অধীর হইয়া উঠিলেন। যদি রুষ-সেনাপতি সুসিমা সাগরের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার এত দিনে সুসিমা সাগরের মুখে আসা উচিত ছিল,—তবে কি তিনি অন্য পথ ধরিয়াছেন? তবে কি টোগোর এত যত্ন, এত আয়োজন, এত গোপন সমস্তই বৃথা হইল? রুষ-জাহাজ তাঁহার চক্ষে ধূলি দিয়া অন্য পথ দিয়া ভ্লাডিভস্টক পলাইল? এ অবস্থায় জাপগণ যে নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! ২৫শে মে রুষ-জাহাজের আগমনের কথা,—কিন্তু ২৬শে উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবুও রুষ-জাহাজের দেখা নাই! রুষ-সেনাপতি টোগোকে ঠকাইবার জন্য তিনি তাঁহার জাহাজের গতি কমাইয়া অতি ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন। তাঁহার আশা টোগো ২৫শে ও ২৬শে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, নিশ্চিতই স্থির করিবেন যে তিনি অন্য পথে ভ্লাডিভস্টকে চলিয়া গিয়াছেন। তখন নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার যুদ্ধপোত লইয়া অন্য দিকে তাঁহার সন্ধানে গমন করিবেন,—তখন তিনি নিরাপদে ভ্লাডিভস্টকে চলিয়া যাইতে পারিবেন। প্রকৃত পক্ষে টোগো কোথায় আছেন, তাহা তিনি এ পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারেন নাই। টোগো যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল,—রুষ-যুদ্ধপোত সকল ধীরে ধীরে সুসিমা সাগরে প্রবেশ করিল।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুসিমা সাগর।

২৫শে ও ২৬শে জাপানী যোদ্ধাগণ উদ্‌গ্রীব—সকলই উদ্বিগ্ন। সামান্য নাবিক হইতে সেনাপতি পর্য্যন্ত সকলে শত্রু-যুদ্ধপোত কোন দিকে আসিতেছে কিনা দেখিবার জন্য ব্যাকুল। শত শত দুরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে;—সেনাপতি টোগো তাঁহার বৃহৎ মিকাসা জাহাজে নীরবে পদচারণ করিতেছেন। কেহ তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করিতেছে না।

এইরূপে ঘোর উদ্বিগ্নতায় ২৬শে তারিখের রাত্রিও কাটিয়া গেল। ক্রমে প্রাতঃসূর্য্য পূর্ব্ব দিকে লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্ব গগনে উঠিতে লাগিলেন। এই সময়ে সহসা মিকাসা জাহাজে এক তার শূন্য টেলিগ্রাফ উপস্থিত হইল। যে সকল জাপানী জাহাজ রুষ-রণপোতের পাহারায় আসিতেছিল, তাহারাই একখানা টেলিগ্রাফ করিয়াছে,—"শত্রুর নৌবাহিনী সুসিমা সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হয় ইহারা পূর্ব্ব শাখা-পথ দিয়া গমন করিবে।"

জাপগণ উৎসাহে উন্মত্ত,—টোগো তাঁহার সমস্ত জাহাজের তৎক্ষণাৎ নঙ্গর তুলিলেন। সে দৃশ্যের বর্ণনা হয় না! তবে রুষের সমস্ত রণ-পোত এই পথ ধরিয়াছে,—না জাপ-সেনাপতির চক্ষে ধূলি দিবার জন্য কেবল কতকগুলি জাহাজ এই পথে আসিতেছে! তাহাদের অধিকাংশ জাহাজ অন্যপথ ধরিয়াছে কিনা এখন ইহাই বিবেচ্য। জাপ-জাহাজ ভুলাইয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে; কিন্তু টোগো কোন

কাজই তাড়াতাড়ি করেন না। এই জন্য এই মহাযুদ্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র ভুল চুক হয় নাই। এবারও তিনি ভুল করিলেন না,—অতি সাবধানে তাঁহার যুদ্ধপোত সকল চালনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি শীঘ্র জানিতে পারিলেন যে সমস্ত রুষ-যুদ্ধপোতই একত্রে যাইতেছে। এত দিন পরে তিনি সকলগুলিকে একত্রে এক সঙ্গে এক স্থানে আক্রমণ করিতে পারিবেন।

টোগোর কোন্ জাহাজ কোথায় কি ভাবে চালিত হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে শত্রুর সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহার জাহাজ সকল নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য ছুটিল। টোগো ওকি নামক দ্বীপের ধারেই রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন,—এক্ষণে তাঁহার সমস্ত জাহাজ সেই দিকে চলিল।

জাপানী যুদ্ধপোত সকল তিন দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইল। এক দলের সেনাপতি ছিলেন টোগো মাসামিচি,—অন্য দলের সেনাপতি ছিলেন আড্‌মিরাল দিওয়া,—ক্রুজার জাহাজ-দলের সেনাপতি ছিলেন আড্‌মিরাল ইওয়া। বেলা সাতটার সময় তাঁহাদের ইজুমি জাহাজ টোগোকে তার করিয়া জানাইলেন,—"এখন শত্রুর জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তাহারা উত্তর পশ্চিমে যাইতেছে।"

প্রায় এগারটার সময় রুষ-জাহাজ সকল সুসিমা দ্বীপের নিকট আসিল;—তখন জাপানী জাহাজ সকল তাহাদিগের নিকটস্থ হইল; কিন্তু তাহারা প্রবল বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল না;—তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রুষ-জাহাজ হইতে মধ্যে মধ্যে তাহাদের উপর গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কিন্তু জাপানী জাহাজ সকল রুষ-জাহাজের অধিকতর নিকটস্থ হইল না; বিশেষতঃ এই সময় সমস্ত সমুদ্র কুয়াসায় পূর্ণ ছিল,—দূরের দ্রব্য কিছুই দেখা যাইতেছিল না, তজ্জন্য রুষের গোলায় জাপানী জাহাজের কোন অনিষ্ট হইল না।

রুষ-জাহাজ সকল দুই লাইনে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। দক্ষিণ দিকের লাইনে তাহাদের পরাক্রান্ত ব্যাটেল্‌সিপ সকল আছে। এই দুই লাইন যুদ্ধপোতের পশ্চাতে আরও অনেক জাহাজ আছে। এই সমস্ত জাহাজ অতি ধীরে ধীরে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে। রুষ সেনাপতি মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি জাপানী যুদ্ধপোত দেখিতে পাইতে-ছেন সত্য, কিন্তু টোগো সদলে কোথায় আছেন, তিনি এখনও তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। তিনি ভাবিলেন, টোগো যুদ্ধের জন্য অপর স্থানে আছেন,—এই সকল জাপানী জাহাজ কেবল পাহারায় থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে,—ইহাই সম্ভব, নতুবা টোগো নিকটে থাকিলে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ত্রুটী করিতেন না।

পূর্ব্বে তিনি যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি এইরূপই শুনিয়াছিলেন। তিনি অবগত ছিলেন যে টোগো তাঁহার যুদ্ধপোত সকল দুই দলে বিভক্ত করিয়া ছোট দল সুসিমা সাগরে রাখিয়াছেন। বড় দল রুষ গমনের অন্য পথ রোধ করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে যাহা দেখিতেছেন, তাহাতে তাঁহার এই বিশ্বাসই দৃঢ় হইল। কুয়াসার মধ্যে তিনি ভাল কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না; যে টুকু দেখিতে পাইতেছিলেন, তাহাতে ছোট জাহাজই দেখিতে পাইতে-ছিলেন। জাপানী জাহাজ সকল তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতেছে,—তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে না। সুতরাং বোঝা যায় যে টোগোর বড় বড় জাহাজ অন্যত্র আছে,—তাহারা তাঁহাকে উত্তর পূর্ব্ব দিক হইতে আক্রমণ করিবে। মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া রুষ-সেনাপতি তাঁহার যুদ্ধপোত সেইরূপ সাজাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

একোনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

দুই নৌ-বল।

আমরা দেখিয়াছি যে রুষ-নৌবাহিনী সুসিমা সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। টোগো এতদিন যে ইচ্ছা করিতেছিলেন, রুষ-সেনাপতি ঠিক সেই কার্য্য করিলেন। যেখানে জাপ-সেনাপতি বিচক্ষণ টোগো রুষ-জাহাজের অপেক্ষায় ছিলেন, রুষ-সেনাপতি তাঁহার অগণিত জাহাজ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। টোগোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোত ও ক্রুজার জাহাজ তাঁহার সঙ্গ লইল, কিন্তু এখনও টোগো শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময় আসে নাই বিবেচনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। রুষ-সেনাপতি জাপানী জাহাজ কোথায় আছে, তাহা এখনও অবগত হইতে পারেন নাই। রুষের অগণিত জাহাজ ১০ হাজার মাইলের ঊর্দ্ধ দূরে গিয়া জাপানের সহিত যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে রুষের যে কত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। জাপানী জাহাজ সকলও এতদিন এই সাত মাস উৎসুক ভাবে তাহাদের প্রতীক্ষা করিতেছে। টোগো ইহার জন্য সহস্র আয়োজন করিয়াছেন,—এ অবস্থায় উভয় পক্ষে কিরূপ নৌবল ছিল, ইহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা এই মহাযুদ্ধের প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

রুষ-সেনাপতির অধীনে আট খানি প্রথম শ্রেণীর ব্যাটেল্‌সিপ ছিল, তিনখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐরূপ যুদ্ধ-পোত,—তিনখানি প্রথম শ্রেণীর এবং ছয় খানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রুজার ছিল। এতদ্ব্যতীত রুষ-সেনাপতির অধীনে ৯ খানি ডেস্‌ট্রয়র, আর একখানি ছোট ক্রুজার, ছয় খানি অন্য যুদ্ধপোত ও দুইখানি হাঁসপাতাল-জাহাজ গমন করিতেছিল। আমরা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সকল জাহাজের কয়লা ও রসদাদি যোগাইবার জন্য এই বৃহৎ নৌবাহিনীর সঙ্গে আরও বহুতর জাহাজ আসিয়াছিল; কিন্তু শীঘ্র আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা করিয়া রুষ-সেনাপতি সেই সকল জাহাজ চীন তীরে রাখিয়া জাপান-সাগরে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার সঙ্গে রুষ-যুদ্ধপোত ব্যতীত আর কোন বাজে জাহাজ নাই। তাহা হইলে দেখা যায় রুষ-বাহিনীতে মোট ৩৬ খানা যুদ্ধপোত ছিল। এই ৩৬ খানি জাহাজে রুষগণের ২৬টী ১২ ইঞ্চি, ৭টী ১০ ইঞ্চি, ১২টী ৯ ইঞ্চি, ১৩টী ৮ ইঞ্চি ও ১৪১টী ৬ ইঞ্চি গোলার কামান ছিল। এত সংখ্যক ছোট বড় কামান সামান্য বল নহে! প্রাচ্যে আর কখনও এত বড় নৌবাহিনী আবির্ভূত হয় নাই!

এই মহাবাহিনীর নিকট জাপানী নৌবাহিনীকে সামান্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রুষের ৮ খানি মহাপ্রতাপান্বিত ব্যাটেল্‌সিপ ছিল, তাহার স্থলে টোগোর অধীনে কেবল ৫ খানি মাত্র ব্যাটেল্‌সিপ আছে। জাপানিগণের কেবল ৮ খানি ক্রুজার জাহাজ ছিল, কিন্তু ইহার স্থলে রুষের এই শ্রেণীর যুদ্ধপোত কত ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। টোগোর ক্রুজার সংখ্যা হইতে রুষের ক্রুজার সংখ্যা অনেক অধিক। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে রুষের জাহাজ সকল পুরাতন, তাহার উপর তাহারা ছয় মাসের অধিক সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছে, ইহাতে জাহাজ মাত্রই অনেক জখম হইয়াছে; কিন্তু জাপানী জাহাজ সকল এত দিন গোপনে বন্দরে থাকিয়া সম্পূর্ণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; তাহারা সকলেই প্রায় নূতন আবরণে আবরিত হইয়াছে,—সংখ্যায় কম হইলেও শক্তিতে তাহারা কম নহে।

এই সকল প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধপোত ব্যতীত টোগোর অধীনে নিম্ন শ্রেণীর অনেক যুদ্ধপোত ছিল। টোগো ইহাদিগকে তিন দলে বিভক্ত করিয়া তিন দিকে রাখিয়াছিলেন। এক দলকে পরিচালিত করিতে-

ছিলেন আড্‌মিরাল দিওয়া, অপর দলের সেনাপতি ছিলেন আমাদের পরিচিত উরিউ, তৃতীয় দলের কর্ত্তা ছিলেন কাপ্তেন টোগো। জাপানের এই তিন দল যুদ্ধপোত জাপান-সাগরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া রুষ-বাহিনীর প্রহরায় নিযুক্ত ছিল।

এতদ্ব্যতীত জাপানিগণ জাপানের বহু সওদাগরি জাহাজও যুদ্ধপোতে পরিণত করিয়াছিলেন। এই সকল জাহাজে টোগো ছোট বড় কামান স্থাপিত করিয়া, ইহাদিগকে যুদ্ধোপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন। ইহারা বন্দরে বন্দরে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। ইহারা সকলেই নিকটে আছে,—প্রয়োজন হইলে টোগো এই সকল জাহাজকেও যুদ্ধস্থলে আনিতে সক্ষম হইবেন। এতদ্ভিন্ন জাপানের বহু টরপেডো বোট ও ডেসট্রয়র আছে,—রুষের কেবল নয়খানি মাত্র এ শ্রেণীর যুদ্ধপোত সম্বল! জাপান এই সকল ক্ষুদ্র যুদ্ধপোত জাপানের বন্দরে নির্ম্মাণ করিতেছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহাদের বল রুষ কেন, অনেক ইয়োরোপীয় শক্তি হইতে প্রবল। টোগো তাঁহার ডেসট্রয়র জাহাজ ও তাঁহার টরপেডো বোট সকল প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ দলে বিভক্ত করিয়া সজ্জিত রাখিয়াছেন।

কামান সম্বন্ধেও টোগো নিতান্ত দুর্ব্বল নহেন। তাঁহার জাহাজ সকলে ২০টী ১২ ইঞ্চি, ১০টী ১০ ইঞ্চি, ৩০টী ৮ ইঞ্চি ও ১৬০টী ৬ ইঞ্চি গোলার কামান আছে; সুতরাং কামান সম্বন্ধেও কোন পক্ষকে দুর্ব্বল বলা যায় না। তবে ১২ ইঞ্চি গোলার কামানের ১০ মণ ওজনের গোলায় যে সর্ব্বনাশ সাধন হয়, ৬ ইঞ্চি গোলার কামানের ছোট গোলায় তাহা কথনও হয় না। যাহাই হউক, উভয় পক্ষের কেহই দুর্ব্বল নহেন,—এরূপ মহাজলযুদ্ধ বহু বৎসরের মধ্যে আর কথনও কোথাও হয় নাই। ২৭শে মে তারিখে সুসিমা দ্বীপের নিকট কোরিয়া সাগরে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

মহাজলযুদ্ধ।

এই দুই তিন দিন রুষ-সেনাপতি রোজডেষ্টভেনস্কি যাহা বুঝিতে পারেন নাই, এখন তিনি তাহাই বুঝিলেন,—এখন তিনি স্পষ্ট দেখিলেন যুদ্ধ অনিবার্য্য! আড্‌মিরাল টোগোর সমস্ত যুদ্ধপোত তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে! তিনিও মহাযুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধসজ্জায় অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহার যুদ্ধপোত সকল দুই লাইনে একের পশ্চাতে অপরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর পূর্ব্বদিক হইতে জাপগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিবে, এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট যুদ্ধপোত সকল তাঁহার দক্ষিণ লাইনে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি প্রথম জাহাজে আছেন,—তাঁহার পশ্চাতে পরে পরে আর তিন খানি ব্যাটেল্‌সিপ আসিতেছে। তাঁহার বাম লাইন চারি অংশে বিভক্ত,—আড্‌মিরাল ফোকারসাম তিন খানি ব্যাটেল্‌সিপ ও একখানা ক্রুজার লইয়া প্রথমাংশে আছেন। দ্বিতীয় অংশে আড্‌মিরাল নিবোগাটফ একখানি ব্যাটেল্‌সিপ ও তিন খানি যুদ্ধপোত লইয়া আসিতেছেন। তৃতীয়াংশে আড্‌মিরাল এনকুইষ্ট চারি খানি ক্রুজার জাহাজ পরিচালিত করিতেছেন,—তাঁহার আশে পাশে আর দুইখানি ক্রুজার জাহাজ থাকিয়া শত্রুদিগের সংবাদ লইবার চেষ্টা পাইতেছে। সর্ব্ব পশ্চাতে নয় খানি যুদ্ধপোত আসিতেছে।

এই সময়ে আড্‌মিরাল টোগোর যুদ্ধপোত সকল দৃষ্টিগোচর হইল। রুষ-সেনাপতি ভাবিয়াছিলেন যে জাপানিগণ তাঁহাকে পূর্ব্বদিক বা উত্তর পূর্ব্বদিক হইতে আক্রমণ করিবে;—এক্ষণে তিনি দেখিলেন যে টোগো

তাঁহাকে ভ্রমে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই ভ্রমেই তাঁহার যুদ্ধ জয়াশা সম্পূর্ণ নির্ম্মূল করিয়া দিল। রুষ-জাহাজের ন্যায় জাপানী জাহাজ দুই লাইনে যাইতেছিল না। টোগো তাঁহার সমস্ত যুদ্ধপোত এক লাইনে রাখিয়াছেন। তিনি মিকাশা জাহাজে সর্ব্বাগ্রে আছেন;—তাঁহার পশ্চাতে পরে পরে তিন খানি ব্যাটেল্‌সিপ,—তাহার পশ্চাতে ছয়খানি ক্রুজার জাহাজ। এই বার খানি জাহাজ লইয়া জাপ-সেনাপতি রুষের সমগ্র নৌবাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার অন্যান্য যুদ্ধপোত তিনি রুষের পশ্চাতস্থ জাহাজ সকল আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। বেলা ১টা ৫৫ মিনিটের সময় টোগো তাঁহার জাহাজের মাস্তলের নিশান সাহায্যে অন্যান্য সমস্ত জাপানী জাহাজকে জানাইলেন :—

"আজিকার যুদ্ধে আমাদের সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। সকলে যথাসাধ্য করুন।"

প্রথমে টোগো সদলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গমন করিতেছিলেন, কিন্তু সহসা তিনি পূর্ব্বদিকে ফিরিলেন,—তাহার পর একেবারে রুষ-জাহাজের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রুষ-জাহাজও একটু বামে ঘুরিল। ২টা ৮ মিনিটের সময় রুষ-সেনাপতির জাহাজ হইতে কামান গর্জ্জিল;—জাপান-সমুদ্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু তখনও উভয় পক্ষের জাহাজ দূরে দূরে ছিল;—এইজন্য জাপানী জাহাজ সকল হইতে কোন গোলা নিক্ষিপ্ত হইল না,—তাহারা নীরবে রুষ-জাহাজের নিকটস্থ হইল। তাহার পর সম্মুখস্থ জাহাজের উপর ভীষণ গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। সে ভয়াবহ ব্যাপারের বর্ণনা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। ধূমে সমুদ্রবক্ষ অন্ধকার হইয়া গেল,—মহাশব্দে আকাশ আলোড়িত হইয়া উঠিল,—চারিদিকে যেন বর্ণনাতীত ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষই প্রাণপণে গোলা চালাইতেছে,—কিন্তু রুষ-সেনাপতি যে যুদ্ধসজ্জা করিয়া-

ছিলেন, টোগোর যুদ্ধসজ্জা অন্যরূপ হওয়ায় তিনি নিতান্ত অসুবিধায় পড়িয়া গেলেন। ইহার উপর তাঁহার গোলন্দাজগণ একেবারেই জাপানী গোলন্দাজের সমকক্ষ নহে;—তাহারা উত্তাল তরঙ্গমালার বক্ষে আন্দোলিত জাহাজ হইতে গোলা ঠিক জাপানী জাহাজে নিক্ষিপ্ত করিতে পারিতেছে না। অন্য পক্ষে জাপানী গোলন্দাজগণের লক্ষ্য অব্যর্থ,—জাপানী গোলায় রুষ-জাহাজ সকল বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে। সেনাপতি টোগো তাঁহার জাহাজ সকল এই বিস্তৃত সমুদ্র বক্ষে যেরূপ বিচক্ষণতার সহিত পরিচালিত করিতেছেন, তাহার বর্ণনা হয় না। কাজেই তাঁহার সেনা মহোৎসাহে যুদ্ধ করিতেছে। তাহারা প্রথম হইতেই বুঝিয়াছে যে তাহাদের পরাজয় নাই,—জয় তাহাদের হস্তে আসিয়াছে,—তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ইহারই মধ্যে রুষের দুই খানি জাহাজ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। এক খানা ব্যাটেল্‌সিপ জলপূর্ণ হইতেছে,—রুষ-সেনাপতির জাহাজের হাল চলিতেছে না,—দুই জাহাজেই ধু ধু করিয়া আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কাজেই দুই জাহাজই যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, কিন্তু রুষ-সেনাপতির জাহাজ হইতে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল! রুষ-জাহাজ সকল আবার অন্য দিকে চলিল,—কিন্তু টোগো তাহাদের ছাড়িলেন না,—তাঁহার জাহাজের গোলায় আর একখানি রুষ-ব্যাটেল্‌-সিপ যুদ্ধে ভঙ্গ দিল।

এই সময়ে রুষগণ তাহাদের দুই লাইন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সমস্ত জাহাজ এক লাইনে স্থাপিত করিল এবং পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে ধাবিত হইল;—কিন্তু টোগো এই সময়ে রুষ-জাহাজদিগকে দুই দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। পূর্ব্ব ও উত্তর দিক হইতে তাহাদের উপর গোলা পড়িতে লাগিল,—রুষের আর যুদ্ধ জয়ের কোন আশাই নাই। ইহারই মধ্যে তিন খানি ব্যাটেল্‌সিপ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে,—আর

অনেক যুদ্ধপোতে আগুন লাগিয়াছে! ৪০ মিনিটের মধ্যেই এই মহাজলযুদ্ধে জাপানের জয় হইয়া গিয়াছে,—রুষের প্রধান যুদ্ধপোত সকল প্রায় নষ্ট হইয়াছে,—স্বয়ং রুষ-সেনাপতি আহত হইয়াছেন,—তাঁহার বৃহৎ ব্যাটেল্‌সিপ হইতে তাঁহাকে একখানি ক্ষুদ্র ডেস্‌ট্রয়র জাহাজে আনা হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় সেনাপতি আড্‌মিরাল ফোকারসাম জাপানী গোলায় হত হইয়াছেন। অন্যান্য কত সেনার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে!

জাপানিগণেরও যে কোন ক্ষতি হয় নাই, তাহা নহে। জাপানের দুইখানি যুদ্ধপোত অকর্ম্মণ্য হইয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে; কিন্তু ক্ষিপ্রহস্ত সুদক্ষ জাপগণ শীঘ্রই এই দুই জাহাজ কাজ চালাইবার মত মেরামত করিয়া যুদ্ধস্থলে আবার আনিল। যখন উভয় পক্ষ হইতেই ভয়াবহ গোলাবর্ষণ হইতেছিল, তখন স্বয়ং আড্‌মিরাল টোগো মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা পাইলেন। তিনি জাহাজের উপর দণ্ডায়মান হইয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চারি দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন,—তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিন্দুমাত্র ছিল না,—এই সময়ে একটা রুষ-গোলা আসিয়া জাহাজে পড়িয়া ফাটিয়া গেল। জাহাজের এক স্থানের লৌহ ব্যবধান চূর্ণ করিয়া গোলার একখণ্ড সেনাপতি টোগোর জানুতে গিয়া আঘাত করিল। কাপ্তেন ইজিচি সেনাপতি আহত হইয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু দেখিলেন গোলাখণ্ড সেনাপতির পদতলে পতিত রহিয়াছে,—তিনি এতই অন্যমনস্ক যে এ ব্যাপারের কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। কাপ্তেন ইজিচি কোন কথা না বলিয়া নীরবে গোলাখণ্ড পকেটে রাখিয়া তথা হইতে সরিয়া গেলেন! সে দিন সেই গোলাখণ্ডে বীরাগ্রগণ্য টোগোর প্রাণ বিনষ্ট হইলে কি হইত বলা যায় না। আজ সেই গোলাখণ্ড জাপানের অতি পূজ্য দেবতা সম হইয়াছে!

সমুদ্র এতই কুয়াসা ও ধূমপূর্ণ হইয়াছে যে জাহাজ আর ভাল দেখা

যায় না, তজ্জন্য মধ্যে জাপগণ গোলা বন্ধ করিলেন। তাহার পর ৩টা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে রুষ-জাহাজের উপর গোলা চালাইলেন। তিনটার সময় রুষ-জাহাজ জাপানী যুদ্ধপোতের পশ্চাৎ দিয়া উত্তর দিকে যাইবার চেষ্টা পাইল। ইহা দেখিয়া টোগো তাঁহার জাহাজ লইয়া সত্বর রুষ-জাহাজের পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া অবিরত গোলা চালাইতে লাগিলেন,—কাজেই রুষ-যুদ্ধপোত সকল বাধ্য হইয়া অপর দিকে ফিরিল।

এই সময়ে রুষের একখানা ক্রুজার জাহাজ খণ্ড বিখণ্ডিত হইয়া গেল। তাহাদের একখানা ব্যাটেল্‌সিপ সহসা ওলট খাইয়া নিমিষ মধ্যে সমুদ্র মধ্যে অন্তর্হিত হইল। রুষ-সেনাপতির জাহাজেরও এমন অবস্থা হইয়াছে যে তাহার জলমগ্ন হইবার আর বিলম্ব নাই। এই জাহাজের অবস্থা দেখিয়া টোগো তাঁহার একদল টরপেডো বোট তাহাকে আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন;—কিন্তু তাহারা রুষের গোলার জন্য পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। আরও দুই ঘণ্টা এই জাহাজ সমুদ্র বক্ষে উৎক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল—তখনও তাহার একটা কামান হইতে গোলা নিক্ষিপ্ত হইতেছে! তখনও রুষগণ প্রাণপণে লড়িতেছে। সন্ধ্যার সময় আবার জাপানী টরপেডো বোট সকল এই রুষের বৃহৎ জাহাজ আক্রমণ করিয়া টরপেডো নিক্ষেপ করিল। পুনঃ পুনঃ টরপেডো আঘাতে জাহাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। এই জাহাজ প্রায় সমস্ত দিন মহাযুদ্ধের পর সহসা সমুদ্রগর্ভে বিলিন হইয়া গেল।

এখন রুষ-জাহাজ রণে ভঙ্গ দিয়া কেবলই পলাইবার চেষ্টা পাইতেছে। এক্ষণে আড্‌মিরাল নিবোগাটফ রুষ-নৌসেনাপতি হইয়াছেন,—তিনি রুষের অবশিষ্ট জাহাজগুলি লইয়া ভ্লাডিভস্‌টক বন্দরের দিকে ধাবিত হইলেন। আর যুদ্ধ নাই,—এখন মধ্যে মধ্যে গোলা নিক্ষেপ এবং সুবিধা মত পলায়ন চেষ্টা ব্যতীত আর রুষ-জাহাজের গত্যন্তর নাই। কিন্তু টোগোও চারি দিক হইতে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়াছেন।

যে দিকে রুষ-জাহাজ যাইতেছে, টোগো তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া রুষ-জাহাজের গতিরোধ করিতেছেন। উত্তর দিকে রুষ-জাহাজ পলাইতে না পারিয়া, ফিরিয়া দক্ষিণ দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। সাড়ে পাঁচটার সময় কুয়াসার জন্য রুষ-জাহাজ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। তখন রুষ-জাহাজ এখনও উত্তর দিকে পলাইতেছে ভাবিয়া টোগো সেই দিকে চলিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ভুল শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়া জাহাজ ফিরাইলেন। তিনি তাঁহার সমস্ত ক্রুজার জাহাজ দক্ষিণে রুষগণের পথরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, এইরূপে সে দিনকার মহাযুদ্ধের অবসান হইল।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

রাত্রিকালে।

কেবল মাত্র পাঁচ ঘণ্টার যুদ্ধে রুষের নৌবাহিনী টোগোর নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে যে ভয়াবহ কাণ্ড হইয়া গেল, তাহার বর্ণনা হয় না। এক এক খানি জাহাজে প্রায় সহস্রাধিক লোক;—এক এক খানি জাহাজ কল কারখানা, কামান বন্দুক, গোলাগুলি যুদ্ধোপকরণ কয়লা রসদে পূর্ণ; সুতরাং স্থান সঙ্কীর্ণ; সেই সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে রুষ ও জাপ যোদ্ধাগণ কামানে কামানে দণ্ডায়মান। এ অবস্থায় শত্রুর গোলা জাহাজ মধ্যে পতিত হইয়া কি লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করিবে কে? কোথায় মস্তক শূন্য দেহ,—কোথাও হস্তপদ শূন্য ধড়,—কোথাও বা কেবল স্তূপাকার মাংসপিণ্ড! জাহাজ নর-শোণিতে কর্দ্দমাক্ত! জাপানী বীরের

অব্যর্থ গোলায় রুষের প্রত্যেক জাহাজে এইরূপ শোণিত তরঙ্গ ছুটিতে-ছিল,—এইরূপ রাক্ষসী ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। তাহার উপর যখন সেই সকল জাহাজে হুহু করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তখন সেই জাহাজ মধ্যে কি হইতেছিল, তাহা ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে!

টোগো প্রতি পদেই রুষ-সেনাপতির যুদ্ধসজ্জা নষ্ট করিয়া দিয়াছেন; প্রতি পদেই রুষ-সেনাপতি যুদ্ধসজ্জা ভুল করিয়া টোগোর অভূতপূর্ব্ব বিচক্ষণতা ও জলযুদ্ধবিদ্যার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। তিনি টোগোর জাহাজের বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন নাই। অপর পক্ষে তাঁহার কয়েক খানা জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে,—বাকীগুলি অর্দ্ধভগ্ন হইয়াছে,—তাঁহার জাহাজ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে! টোগোর ১২ খানি জাহাজ তাঁহার ৩১ খানি জাহাজ নষ্ট করিয়া দিয়াছে,—রুষগণ রণে ভঙ্গ দিয়াছে, কিন্তু টোগো তবুও রুষ-জাহাজকে ক্ষমা করিলেন না। রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় তাঁহার সমস্ত ডেস্‌ট্রয়র জাহাজ ও টরপেডো বোট রুষ-জাহাজ আক্রমণে প্রেরণ করিলেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এরূপ ক্ষুদ্র যুদ্ধপোত জাপানে বহু সংখ্যক ছিল। রুষ কেবল নয়-খানি মাত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। এক্ষণে রাত্রির অন্ধকারে এই সকল ক্ষুদ্র পোত রুষের বড় বড় জাহাজকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল। বড় বড় ব্যাটেল্‌সিপ ও ক্রুজারের যুদ্ধকালে এই সকল ক্ষুদ্র রণপোত তাহাদের নিকটস্থ হইতেও সাহস করে না। তাহাদের দুই একটী বড় গোলা এই সকল ক্ষুদ্র জাহাজে পতিত হইলে, ইহাদের এক মুহূর্ত্তও জীবনের আশা থাকে না! তাহাই ইহারা এতক্ষণ যুদ্ধস্থলে আগমন করে নাই; এক্ষণে রাত্রির অন্ধকারের সুবিধা পাইয়া, ইহারা চারিদিক হইতে আসিয়া রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিল।

এই রাত্রিযুদ্ধ সম্বন্ধে টোগো নিজ রিপোর্টে লিখিয়াছেন:—"২৭শে প্রাতঃকাল হইতে সমুদ্র মধ্যে প্রবল ঝড় উঠিয়া চারিদিক একেবারে

তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল; পাহাড় সমান তুফানে জাহাজ বড়ই আন্দোলিত করিতেছিল; ছোট জাহাজ এরূপ তরঙ্গায়িত সমুদ্র মধ্যে থাকিলে জলমগ্ন হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য আমি আমার ডেসট্রয়র জাহাজ ও টরপেডো-বোট সকলকে তীরে গিয়া আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলাম। তাহারা সুসিমা দ্বীপের বন্দরে বন্দরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল,—যুদ্ধে কোনরূপে যোগদান করিতে পারে নাই। বৈকালে বাতাস অনেক কম হইয়া আসিল, কিন্তু তখনও খুব বড় বড় তুফান। তবু সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমাদের এই সকল ক্ষুদ্র রণপোত বন্দর হইতে বাহির হইয়া রুষগণকে আক্রমণ করিতে চলিল। সেনাপতি ফুজিমতো তাঁহার ডেসট্রয়র দল উত্তর দিক হইতে লইয়া আসিলেন। সেনাপতি যাজিমা ও সেনাপতি কাওসি তাঁহাদের উভয়ের ডেসট্রয়র দল লইয়া উত্তর-পূর্ব্ব হইতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা তিন জনে রুষের জাহাজ সকল সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি যোসিজিমা তাঁহার ডেসট্রয়র দল লইয়া পূর্ব্বদিক হইতে এবং সেনাপতি হিরোস দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে আসিয়া শত্রু-জাহাজের পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি ফুকাডা, ওতাকি, আওজামা ও কাওদা তাঁহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন ডেসট্রয়র দল লইয়া দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসর হইলেন। শত্রুর যে সকল রণপোত রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছিল, তাঁহারা তাহাদিগকেই তাড়া করিয়া চলিলেন। এইরূপে চারি দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া রুষ-জাহাজ সকল পলাইবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমাদের ক্ষুদ্র রণপোত সকল তাহাদের বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন আমাদের এই সকল জাহাজ ভীষণ ভাবে রুষ-জাহাজ আক্রমণ করিল। তাহারা চারিদিক হইতে রুষ-জাহাজের নিম্নে টরপেডো চালাইতে লাগিল। রুষগণও তাহাদের জাহাজের সার্চ্চ লাইটে চারিদিক আলোকিত করিয়া, এই সকল জাহাজের উপর গোলা চালাইতে লাগিল, কিন্তু আমাদের

জাহাজ সকল শত্রু-জাহাজের এত নিকটে গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল যে রুষ-জাহাজের কামানের গোলা তাহাদের উপর আদৌ পতিত হইল না। এইরূপ যুদ্ধ রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত চলিল; তাহার পর রুষ-জাহাজ সকল তাহাদের যুদ্ধসজ্জা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তাহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল,—আর এক সঙ্গে তিষ্ঠিতে পারিল না। এই যুদ্ধে রুষের একখানা ব্যাটেল্‌সিপ ও দুইখানা ক্রুজার জাহাজ জলমগ্ন না হইলেও সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িল। আমাদেরও কিছু লোকসান হইল। আমাদের তিনখানি টরপেডো জাহাজ রুষের গোলায় জলমগ্ন হইল, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই তিন জাহাজের প্রায় সকলকেও আমাদের যুদ্ধপোত সকল তুলিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আমাদের দুইখানি টরপেডো জাহাজ ও চারিখানি ডেসট্রয়র অর্দ্ধভগ্ন হইয়া যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।" রাত্রের এই ভীষণ আক্রমণে রুষ-রণপোত সকল ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যেদিকে পারিল পলাইল। কে কোন্ দিকে গেল তাহার কোন স্থিরতা নাই।

পরদিন প্রাতে একখানি জাপানী যুদ্ধপোত পূর্ব্ব রাত্রে যে রুষ-ব্যাটেল্‌সিপ খানি ভগ্ন হইয়াছিল তাহাকে অর্দ্ধ জলমগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইল। এই জাহাজে যে সকল রুষ ছিল জাপানী জাহাজ তাহাদের সকলকে তুলিয়া লইয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করিল। বেলা ১১টার সময় এই জাহাজ জলমগ্ন হইয়া গেল। প্রাতে একখানি জাপানী যুদ্ধপোত ও দুইখানি জাপানী সওদাগরি জাহাজ আর একখানি ভগ্নপ্রায় রুষ-যুদ্ধপোত দেখিতে পাইল। এই জাহাজ খানি গত রাত্রে জাপানী টরপেডোর আঘাতে সম্পূর্ণ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—সুসিমা দ্বীপের পার্শ্বে আসিয়া জাহাজ খানি ধীরে ধীরে জলমগ্ন হইতেছিল। জাহাজের সেনাপতি কাপ্তেন রডিওনফ তাঁহার অবশিষ্ট ৭০ জন রুষকে নৌকায় সুসিমা দ্বীপে পাঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি ও তাঁহার সহকারী জাহাজ ত্যাগ

করেন নাই। জাপানিগণ এই জলমগ্নপ্রায় রুষ-জাহাজের নিকট আসিয়া এই দুই রুষ-বীরকে জাহাজ ত্যাগ করিয়া জাপানী জাহাজে আসিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই জাহাজ ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন জাপানিগণ রুষ-জাহাজে গমন করিয়া এই দুর্দ্দমনীয় বীরকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই নড়িলেন না,—অসীম বল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জাহাজ তখন প্রায় জলমগ্ন হয়, সুতরাং জাপগণ সেই দুর্ভাগ্য জাহাজ সত্বর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন;—তখন কাপ্তেন তাঁহার জাহাজের সহিত প্রাণ দিবার জন্য উপর হইতে নিম্নে গমন করিলেন;—পরে মুহূর্ত্তেই জাহাজ সমুদ্র গর্ভে অন্তর্হিত হইয়া গেল! জাপানিগণ বিষণ্নান্তঃকরণে দেখিলেন যে এই দুই মহাবীর জলমগ্ন হইলেন; কিন্তু ভগবানের অপার মহিমা! জাপানিগণ একটু পরে দেখিলেন যে এই দুই মহাবীর পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন অবস্থায় সমুদ্রবক্ষে ভাসিতেছেন। তখন তাঁহারা মূর্চ্ছিত! জাপানিগণ তখনই তাঁহাদিগকে নিজ জাহাজে তুলিয়া লইলেন।

রাত্রের যুদ্ধে তিন খানি রুষ-জাহাজ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল। দুই খানি যেরূপে জলমগ্ন হইল, তাহা আমরা বলিলাম। তৃতীয় খানিও সুসিমা দ্বীপের নিকট ডুবিতেছিল। জাপানী যুদ্ধপোত তাহা দেখিতে পাইয়া, তাহাকে টানিয়া সুসিমা বন্দরে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু রুষ-জাহাজের রক্ষা পাইবার আর কোন আশা ছিল না। জাহাজ ধীরে ধীরে ডুবিতেছে। তখন জাপ-যুদ্ধপোত এই জলমগ্নোন্মুখ রুষ-রণ-পোতকে রাজসম্মান প্রদর্শন করিলেন। সমস্ত জাপ-সেনা কাতারে কাতারে জাহাজের উপর দাঁড়াইল,—জাপ-বাদ্যকরগণ রুষের জয়বাদ্য বাজাইতে লাগিল,—এই রাজসম্মাননার মধ্যে রুষের জয়ধ্বনির সহিত রুষ-জাহাজ অদৃশ্য হইয়া গেল। বীরের সম্মান বীরেই করিতে পারে,—অপরে তাহার মর্ম্ম বুঝিবে কি?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই রাত্রে কতকগুলি জাপ-ডেসট্রয়র রুষের পলাতক জাহাজগুলির অনুসন্ধানে ছুটিয়াছিল। তাহারা রাত্রি দুই টার সময় দুই খানা রুষ-জাহাজ দেখিতে পাইয়া তাড়া করিল। কিয়ৎ-ক্ষণ যুদ্ধের পর তাহারা একখানা রুষ-জাহাজ ডুবাইয়া দিল; অপরখানি তাহাদের হাত এড়াইয়া পলাইল। এক রাত্রে জাপানের ক্ষুদ্র রণপোত সকল রুষের বৃহৎ নৌবাহিনীর যে দুর্দ্দশা করিল, তাহা বোধ হয় আর কখনও কোন যুদ্ধে ঘটে নাই! রুষের সমস্ত যুদ্ধপোত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে,—তাহাদের আর কিছুই নাই! এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, এত সাহস, বীরত্ব ও উদ্যম সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে! এরূপ জলযুদ্ধ আর কখনও হয় নাই,—আর কখনও হইবারও সম্ভাবনা নাই!

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

রুষের আত্মসমর্পণ।

পরদিন ২৮শে মে প্রাতঃকালে কি ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা আড্-মিরাল টোগোর মুখেই শুনিব। তিনি লিখিয়াছেন:—"২৮শে ভোর ৫টা কুড়ি মিনিটের সময় আমি আমাদের ক্রুজার জাহাজগুলিকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া শত্রু-জাহাজের পথ রোধ করিতে প্রেরণ করিতেছিলাম,—এই সময়ে আমাদের যে সকল ক্রুজার জাহাজ শত্রু-জাহাজ অনুসন্ধানে গিয়াছিল, তাহারা আমাকে তারশূন্য টেলিগ্রামে জানাইল যে পূর্ব্বদিকে তাহারা অনেক শত্রু-জাহাজের ধূম দেখিতে পাইয়াছে। ইহারা প্রায় ৬০ মাইল দূরে আছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি আবার টেলিগ্রাফ পাইলাম। তাহাতে জানিতে পারিলাম যে শত্রুর

চারিখানি জাহাজ একত্রে উত্তর দিকে যাইতেছে। শত্রুর সমস্ত জাহাজ গত রাত্রে ছোড়ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বুঝিতে পারিলাম যে এখন ইহাই তাহাদের প্রধান দল। আর তাহাদিগকে পলাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া, আমি অনতিবিলম্বে আমার সমভিব্যাহারী সমস্ত জাহাজ লইয়া শত্রুর পথ রোধ করিতে চলিলাম। কাপ্তেন টোগো ও সেনাপতি উরিউ উভয়ে তাঁহাদের জাহাজ লইয়া আমাদের পশ্চাতে আসিলেন। এইরূপে বেলা সাড়ে দশটার সময় আমাদের জাহাজে এই চারিখানি শত্রু-জাহাজ সম্পূর্ণ বেষ্টিত হইল। আমি দেখিলাম যে এই দলে ৫ খানি জাহাজ আছে; আর একখানি জাহাজও দূরে দৃষ্টিগোচর হইল; কিন্তু সে জাহাজ এই দলে না আসিয়া দূর সমুদ্রে অদৃশ্য হইয়া গেল। রুষের এই পাঁচ খানি জাহাজ গত দিবসের যুদ্ধে প্রায় অর্দ্ধভগ্ন হইয়াছিল,—কিন্তু তাহারা তখনও বেশ যুদ্ধক্ষম ছিল। ইহারা সম্পূর্ণ যুদ্ধক্ষম থাকিলেও আমাদের এত প্রবল যুদ্ধপোত সকলের সহিত তাহাদের যুদ্ধ করিবার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র ছিল না! এইজন্য আমরা এই সকল শত্রু-জাহাজের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করায় রুষ-জাহাজে শ্বেতপতাকা উড্ডীয়মান হইল। তখন আমরা জানিতে পারিলাম যে এই দলের এক জাহাজে উপস্থিত নৌসেনাপতি আড্‌মিরাল্ নিবোগাটফ রহিয়াছেন;—তিনি এক্ষণে অনন্যোপায় হইয়া আত্মসমর্পণে প্রস্তুত! আমি তাঁহার আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিলাম। তবে তাঁহার ও তাঁহার রুষ-যোদ্ধাগণের অসম সাহসের জন্য আমি তাঁহাদের সকলকেই অস্ত্রধারণে অনুমতি প্রদান করিলাম।”

জাপানিগণ এই পাঁচ খানি রুষ-যুদ্ধপোত বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া জাপানের সুসিবো বন্দরে প্রেরণ করিলেন। যে জাহাজ খানি দূর দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেখানি জাপানী হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া ভ্লাডিভস্টক পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল; কিন্তু ইহার এমনই দুর্ভাগ্য যে

এই জাহাজ এক জলমগ্ন পাহাড়ে আঘাতিত হইয়া ডুবিল ;—ইহাকে আর রুষ-বন্দরে উপস্থিত হইতে হইল না।

অন্য সমস্ত রুষ-জাহাজ কে কোথায় গিয়াছিল, তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। ২৮শে বেলা ১০ টার সময় দুইখানা জাপানী ক্রুজার একখানা রুষ-জাহাজকে আক্রমণ করিল, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর এ খানিও ডুবিল। একটু পরে দুইখানা জাপ-রণতরি একখানি রুষ-ডেস্‌ট্রয়রকে তাড়া করায় সে তীরে গিয়া আটক হইল,—আর লড়িতে পারিল না। জাপগণ এই সকল রুষ-জাহাজস্থিত সেনাগণকে নিজেদের জাহাজে তুলিয়া লইলেন।

জলমগ্নপ্রায় রুষ-জাহাজ হইতে বহুতর সেনা ও সেনাধ্যক্ষগণ নৌকায় উঠিয়া পলাইয়াছিলেন। ২৮শে তারিখে টোগো তাঁহার কয়েকখানা জাহাজ এই সকল হতভাগ্যের প্রাণরক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তাহারা যে কত রুষের প্রাণরক্ষা করিল তাহার সংখ্যা হয় না। জাপ এই মহাযুদ্ধে যে স্বর্গীয় মহানুভবতা প্রদর্শন করিলেন, তাহা কোন যুদ্ধেই বোধ হয় আর কেহ দেখাইতে সক্ষম হন নাই! বহু রুষ-সেনা নৌকায় জাপানের নানা স্থানে গিয়া পড়িল। তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই ;—তাহারা জাপগণকে অসভ্য জাতি বলিয়াই জানে; অনেকে তাহাদিগকে নরমাংস লোলুপ বলিয়াও শুনিয়াছে। তাহারা তজ্জন্য জাপানের নানাস্থানে বাধ্য হইয়া উপস্থিত হইয়া ভাবিল যে তাহাদের প্রাণের আশা বিন্দুমাত্র নাই; জাপগণ তাহাদিগকে নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিয়া আহার করিবে। এই ভয়ে তাহারা কোন গতিকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অর্দ্ধ নগ্নাবস্থায় জাপানের তীরে উঠিয়া, দরিদ্র জাপানি-গণকে দেখিয়া তাহাদের পদতলে পড়িতে লাগিল। অনেকে জোড় হস্তে রহিল,—অনেকে হেঁট মুণ্ডে ভগবানের নাম করিতে লাগিল, কিন্তু জাপানিগণ এই হতভাগ্যগণকে অতি যত্নে আশ্রয় দিল। উন্নতমনা

জাপগণ তাহাদের চির শত্রুদিগকে যেরূপ যত্ন করিয়াছেন, তেমন পৃথিবীতে আর কেহ কখনও করেন নাই!

যখন টোগো রুষ-জাহাজ ধৃত করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, এই সময়ে দূর হইতে ধূম দেখিয়া, তাহাদের নিজেদের জাহাজ ভাবিয়া রুষের একখানা জাহাজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু শীঘ্রই তাহার ভুল বুঝিয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। টোগো তাঁহার দুইখানা জাহাজ ইহার পশ্চাতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা বেলা ৮ টার সময় রুষ-জাহাজ ধরিল। জাপগণ রুষদিগকে তাহাদের সেনাপতির আত্ম-সমর্পণ জানাইয়া আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন;—রুষ-জাহাজও কি উত্তর দিবার জন্য মাস্তুলে নিশান তুলিতেছিল, কিন্তু সহসা নিশান না তুলিয়া গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল। অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে জাপানী জাহাজদ্বয় এই রুষ-জাহাজকে জলমগ্ন করিল। এই জাহাজে ৪১২ জন রুষ ছিল,—জাপগণ তাহাদের মধ্যে ৩৩২ জনের প্রাণরক্ষা করিলেন।

সাড়ে তিনটার সময় দুইখানি জাপানী যুদ্ধপোত দেখিল যে দুইখানা রুষ-ডেসট্রয়র পূর্ব্বদিকে পলাইতেছে, তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তাড়া করিল। সাড়ে চারিটার সময় উভয় দলের জাহাজ নিকটস্থ হওয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু এ যুদ্ধ ক্ষণিকের জন্য! একখানা জাহাজ কোন গতিকে পলাইল,—অপর খানার মাস্তুলে শ্বেতপতাকা উঠিল। জাপানী সেনাধ্যক্ষ কতকগুলি সেনা লইয়া রুষ-জাহাজে আসিলেন। তখন তিনি দেখিলেন এই জাহাজে চিরখ্যাত রুষ-নৌসেনাপতি আড্-মিরাল রোজডেষ্টভেনস্কি আহত অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে। জাপগণ অতি কষ্টে তাঁহার জাহাজ সাসিবো বন্দরে টানিয়া লইয়া গেল। তাহার পর তাহারা অতি যত্নে রুষ-সেনা-পতিকে তাহাদের হাঁসপাতালে প্রেরণ করিল। জাপানী ডাক্তারের অসীম যত্নে রুষ-সেনাপতির প্রাণরক্ষা হইল। তখন তিনি তাঁহার সম্রাটকে

তারে তাঁহার নৌবাহিনীর দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিলেন। কয়দিন পরে স্বয়ং টোগো তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। উভয় সেনাপতির হস্ত মর্দ্দন হইল;—সে মহান দৃশ্য চিত্রকরের তুলিকার জন্য,—লেখকের লেখনীর জন্য নহে। জাপ-সেনাপতি বিনয়ে বলিলেন, "আপনার ন্যায় বীরের ও মাননীয় ব্যক্তির উপযুক্ত যত্ন আমাদের এ ক্ষুদ্র হাঁসপাতালে হইতেছে না; তজ্জন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।" রুষ-সেনাপতি ইহার উত্তরে কি বলিয়াছিলেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বৈকাল ৫টার সময় আড্‌মিরাল উরিউ, আর একখানি রুষ-জাহাজ দেখিতে পাইয়া তাড়া করিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রুষের এ জাহাজ খানিও জলমগ্ন হইল। জাপ-জাহাজ রুষগণকে নিজ নিজ জাহাজে তুলিয়া লইলেন;—যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। রুষ-সেনাপতি সুসিমা সাগরে ৮ খানি ব্যাটেল্‌সিপ, ৯ খানি ক্রুজার, ৩ খানি অপর যুদ্ধপোত, এক খানি সহকারী ক্রুজার, ৯ খানি ডেসট্রয়র, ৬ খানি অন্য জাহাজ ও ২ খানি হাঁসপাতাল জাহাজ, মোট এই ৩৮ খানি জাহাজ লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন: এই দুই দিনের মহাযুদ্ধে তাঁহার ৬ খানি ব্যাটেল্‌সিপ জলমগ্ন ও বাকি দুইখানি জাপানী হস্তে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ৯ খানি ক্রুজারের ৫ খানি ডুবিয়াছে। সহকারী ক্রুজার খানিও জলমগ্ন হইয়াছে। ছয়খানি অন্য জাহাজের মধ্যে চারিখানি সমুদ্র গর্ভে গিয়াছে; ৯ খানি ডেসট্রয়রের ৫ খানি ডুবিয়াছে; বাকি জাহাজের মধ্যে কয়েক খানা অন্যান্য বন্দরে পলাইতে সক্ষম হইয়াছে,—অন্য সকল গুলিই জাপানী হস্তে পড়িয়াছে!

আড্‌মিরাল এনকুইষ্ট তিন খানি জাহাজ লইয়া মানিলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মানিলা আমেরিকার রাজ্য,—তাঁহারা এই তিন রুষ-জাহাজ নিরস্ত্র করিয়া আটক রাখিয়াছেন। একখানা ক্রুজার ও একখানা ডেসট্রয়ার ভ্লাডিভস্‌টকে উপস্থিত হইয়াছে। একখানা ডেসট্রয়ার ও

দুইখানা অন্য জাহাজ সাংহাই বন্দরে উপস্থিত হওয়ায় চীনেগণ তাহা-দিগকে নিরস্ত্র করিয়া আটক করিয়াছে।

এই মহাযুদ্ধে প্রায় তিন হাজার রুষ জলমগ্ন হইয়াছে। ৬১৪৩ জন জাপানী হস্তে বন্দী হইয়াছে! এই যুদ্ধে জাপানিগণ কেবল তিনখানি ডেসট্রয়র হারাইয়াছেন;—অন্যান্য জাহাজ রুষের গোলায় আঘাতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। তাহাদের ১১৬ জন প্রাণ দিয়াছে এবং ৫৩৮ জন আহত হইয়াছে। এরূপ যুদ্ধ পৃথিবীতে আর কখনও হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ!

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সুসিমা যুদ্ধের পরে।

জাপান-সমুদ্র মধ্যে যে মহাজলযুদ্ধ হইল, তাহার সমকক্ষ যুদ্ধ আর কখনও হয় নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজ নৌ-বীর নেল্‌সন ট্রাফল্‌গার যুদ্ধ জয় করিয়া পৃথিবীতে অজয় অমর নাম রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সকলেই সুসিমার এই মহাজলযুদ্ধকে দ্বিতীয় ট্রাফল্‌গার বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। টোগো তাঁহার রিপোর্টে লিখি-লেন,—"এই মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষের শক্তি ও বল সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। শত্রুগণ তাঁহাদের জন্মভূমির জন্য যেরূপ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াছেন, আমার মতে তাহা অতি প্রশংসার যোগ্য। তাঁহাদের এই অতুলনীয় বীরত্ব সত্বেও আমাদের ক্ষুদ্র নৌবাহিনী যে এই মহাযুদ্ধে জয় লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ আমাদের

মাননীয় সম্রাটের অগণিত পুণ্যবল। কোন মনুষ্য শক্তিই এই অত্যাশ্চর্য্য জয়লাভ করিতে সক্ষম হইত না। আমাদের সেনামণ্ডলীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক হত ও আহত হইয়াছে; অধিকাংশই রক্ষা পাইয়াছে; তাহাও যেহেতু সম্রাটের পিতৃপুরুষগণের আত্মা সকল সর্ব্বদা তাহা-দিগকে রক্ষা করিয়াছেন;—ইহার আর অন্য কোন কারণ নাই। যদিও তাহারা সকলেই প্রাণপণ যত্নে ও বীরত্বে এই মহাযুদ্ধ করিয়াছেন তবুও আমাদের সেনা ও সেনাধ্যক্ষগণও আমাদের এইরূপ জয় লাভে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন!"

ইহার উত্তরে ৩১শে তারিখে জাপান-সম্রাট লিখিলেন:—

"আমাদের রণতরি সকল একত্রে এক সঙ্গে কোরিয়া সাগরে শত্রু যুদ্ধপোত সকল আক্রমণ করিয়া মহাবীরত্বে কয়েক দিন যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছে,—এরূপ আশাতীত ব্যাপার আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমাদের নৌসেনা ও নৌসেনাধ্যক্ষগণের অতুলনীয় রাজভক্তি ও বীরত্বের জন্য আমাদের পিতৃপুরুষের আত্মাগণের সম্ভ্রম রক্ষা হইয়াছে। এই যুদ্ধ আজই শেষ হইতেছে না। ভবিষ্যতে বহুকাল যাবত চলিবে;—কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে আপনাদের ন্যায় রাজভক্ত, বিশ্বাসী বীরগণ সকল সময়েই জয়ী হইয়া আমার ও জন্মভূমি জাপানের মান চিরঘোষিত ও চিরদীপ্ত রাখিতে সক্ষম হইবেন। আমাদের নৌবাহিনী অভূতপূর্ব্ব সুদক্ষতা ও অতুলনীয় সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শত্রু-রণতরি সকল সম্পূর্ণ ধ্বংস করি-য়াছে, ইহাতে আমাদের আশা সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়াছে। আপনাদের কৃতিত্বের আমি যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনাদের উপর আমি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

জাপানিগণের আনন্দিত হইবার বিশেষ কারণ ছিল;—টোগো এত সহজে এরূপ ভাবে যে রুষের বৃহৎ নৌবাহিনী ধ্বংস করিতে পারিবেন,

তাহা তিনি কখনও পূর্ব্বে ভাবেন নাই। রুষ-সেনাপতি যে তাঁহাকে এত সুবিধা প্রদান করিবেন, তাহাও তিনি কখনও মনে করেন নাই। তাঁহার কাগজ পত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে অন্ততঃ তাঁহাকে সাত দিন রুষ-নৌবাহিনীর সহিত মহাযুদ্ধ করিতে হইবে! এই ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার বহু রণপোত ধ্বংস হইবে। শেষ তিনি জয়ী হইবেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে জাপানের নৌবাহিনীর অন্ততঃ অর্দ্ধেক সমুদ্রগর্ভে রাখিয়া আসিতে হইবে; কিন্তু তিনি একদিনে এই মহাযুদ্ধ জয় করিয়া দেশে ফিরিলেন। কেবল সামান্য তিনখানি ক্ষুদ্র ডেসট্রয়র জাহাজ মাত্র তাঁহার নষ্ট হইয়াছে! এরূপ জয় প্রকৃতই বিস্ময়কর! এই জয়ে জাপানের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আনন্দোৎসব উত্থিত হইল! জাপানিগণ রুষের যে চারিখানি জাহাজ ধৃত করিয়া তাহাদের সাসিবো বন্দরে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহারা প্রকৃত পক্ষে বিশেষ কার্য্যক্ষম হয় নাই। এই চারিখানি যুদ্ধপোতের রুষ নাম ছিল 'ওরেল,' 'প্রথম নিকোলাই,' 'আড্‌মিরাল আপ্রাক্‌সিন' ও 'আড্‌মিরাল সেনিয়াভাইন' জাপগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদের নামকরণ করিলেন, ইয়ামি, ইকি, ওকি-নসিমা ও মিসিমা। কোন যুদ্ধপোতের অদৃষ্টে এরূপ পরিবর্ত্তন আর কখনও ঘটিয়াছে কিনা তাহা বলা যায় না।

রুষ-রাজ্যে এই শোকের সংবাদ উপস্থিত হইলে লোকে যে কিরূপ হতাশ হইয়া পড়িল, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন! এরূপ শোনা যায় যে এই লোমহর্ষণ সংবাদে সম্রাট নিকোলাস্ স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন। রুষ-রাজধানীতে এই পরাজয় সংবাদ ও রুষ-নৌবাহিনীর ধ্বংস বার্ত্তা উপস্থিত হইলে, সমস্ত সম্ভ্রান্ত গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল; কারণ, রুষের এই সকল যুদ্ধপোতের সেনাধ্যক্ষগণ সকলেই রাজধানীর প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত গৃহের সন্ততি ছিলেন,—তাঁহাদের মৃত্যুতে ক্রন্দনের রোল উঠিবে না কেন!

সমস্ত পৃথিবীর সর্ব্বদেশে এই মহাযুদ্ধের আলোচনা হইতে লাগিল! এই যুদ্ধে রুষের সমুদ্রের উপর ক্ষমতা বহুকালের জন্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া গেল! আবার কত অর্থব্যয়ে ও কতকালে যে রুষগণ যথোপযুক্ত নৌ-বাহিনী প্রস্তুত করিতে পারিবেন, তাহা সম্পূর্ণই ভবিষ্যতের গর্ভে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! অপর পক্ষে জাপান প্রাচ্যে প্রধান নৌশক্তি হইলেন। জগতে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটিল; এসিয়াখণ্ড এতদিন ইয়োরোপের হস্তে দলিত হইতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সেই এসিয়ার এক ক্ষুদ্রজাতি মহাপরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হইল। শ্বেতজাতিগণ তাঁহাকে মান্য ভক্তি করিতে বাধ্য হইলেন।

রুষ বাহিনীর রণপোত সংখ্যায় জাপ-যুদ্ধপোত অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক ছিল সত্য, কিন্তু রুষ-সেনাপতি দক্ষতায় ও যুদ্ধবিদ্যায় কোন অংশেই টোগোর সমকক্ষ [illegible]—[illegible]সজ্জায় তিনি জাপ-সেনাপতির নিকট পদে পদে পরাজিত [illegible]। তাঁহার উপর তাঁহার সেনাধ্যক্ষগণও জাপের সমতুল্য নহে! রুষ-সেনাগণ যুদ্ধে অনিচ্ছুক, যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ, সর্ব্বকার্য্যে অপটু, অপরদিকে জাপ-নৌসেনা ও জাপ-নৌসেনাধ্যক্ষগণ জলযুদ্ধে সর্ব্বপ্রকারে সুদক্ষ! একদিকে শ্যাম্পেন ও ভডকা, মাতলামি ও উচ্ছৃঙ্খলতা,—অপরদিকে বীরত্ব ও অভূতপূর্ব্ব স্বদেশ প্রেম! কিরূপ স্বদেশ প্রেম, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নিম্নে একজন জাপ-নৌসেনাধ্যক্ষের পত্র উদ্ধৃত করিতেছি। ইনি একখানি জাপানী টরপেডো বোটে ছিলেন এবং নিম্নলিখিত পত্র তাঁহার একজন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন।

"এতদিন যে আমি তোমায় পত্র লিখিতে পারি নাই, সেজন্য হাজার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমরা এখনও আমাদের বল্‌টিক বন্ধুদিগের জন্য অতিশয় ব্যস্ত রহিয়াছি। সুইরাইডো (টরপেডো বোট) জাহাজের আমরা যখনই সকলে একত্রে মিলিত হই, তখনই আমাদের

মধ্যে কথা হয় যে রুষেরা কি যথার্থ আসিবে,—না, তাহারা আমাদের হস্ত এড়াইয়া পলাইবে? আমরা কিরূপ প্রস্তুত হইয়াছি, তাহারা কি তাহা জানে? উত্তর পশ্চিমে মাসাম্‌ফো বন্দর, দক্ষিণে সাসিবো বন্দর, পূর্ব্বে মোজি বন্দর;—এই তিন বন্দরে আমরা শত্রুদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছি; দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে—তবুও আমরা অপেক্ষা করিতেছি। যখন শত্রুদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তখন যদি তুমি আমার কোন পত্র না পাও, তবে ভাবিও ইহাই আমার বিদায় পত্র। এ জীবনে আর তোমার সহিত দেখা হইবার আমি আশা রাখি না; তবে তুমি হয়তো আমাকে কখনও কখনও স্বপ্নে দেখিতে পার। যখন আমার জাহাজ সমুদ্রগর্ভে যাইবে, আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রগর্ভে যাইব। তবে ইহাও জানিও অন্ততঃ একখানা রুষ-জাহাজ আমাদের অনুসরণ করিয়া সমুদ্রের অতল জলে নিমগ্ন হইবে।

"আমি একবার নয়—বহুবার টরপেডো যুদ্ধ দেখিয়াছি,—সে কিরূপ ব্যাপার তাহা আমি জানি। আমাদের জাহাজের গায় ছয়টা পর্দ্দা আছে,—সুতরাং আমাদের জাহাজ ডুবিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ সে শত্রু-জাহাজের ৬০ হাত মাত্র দূরে নীত হইতে পারিবে। যদি আমরা শত্রু-জাহাজে টরপেডো মারিতে পারি, তাহা হইলে আমরা রুষকিদিগের সঙ্গে সমুদ্রগর্ভে যাইব। আর ইহার পূর্ব্বেই যদি আমরা রুষ-গোলায় আঘাতিত হই, তাহা হইলেও আমাদের মধ্যে শেষ যে জীবিত থাকিবে, সে নিশ্চয়ই শত্রু-জাহাজে টরপেডো চালাইবে;—তখন শত্রুর সহিতই আমরা এই ধরাধাম হইতে অপসৃত হইয়া যাইব। জীবন কি,—স্বপ্ন মাত্র! জননী জন্মভূমি ও আমাদের মহান সম্রাটের জন্য লড়িতে লড়িতে মৃত্যু অপেক্ষা আর অধিকতর গৌরবান্বিত বিষয় সংসারে আর কি কিছু আছে? সুবিধা না পাওয়ার জন্যই অনেক মহান লোক গোপনে অজ্ঞাতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন! আমাদের এ তো গৌরবের মৃত্যু!

এস আমরা সকলে জাপানের গৌরব রক্ষা করি ও জাপানী নামের সার্থকতা সাধন করি। শত্রুদিগের সহিত সমুদ্রগর্ভে গমন করিলে আমাদের সহস্র কৃষক যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে, তাহাদের কতক ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব। তাহারাও দেশের জন্য প্রাণ দিতেছে,—আমরা প্রাণ দিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিব! রুষ-নৌসেনাপতির অধীনে যে কয়খানা ডেসট্রয়র ও টরপেডো বোট আছে, তাহার বহু গুণ অধিক আমাদের আছে। যদি আমাদের ৫।৭ খানি যুদ্ধপোত, শত্রুর একখানাও জলমগ্ন করিতে পারে, তাহা হইলেই যথেষ্ট! তাহাদের ইহা করা কি কর্ত্তব্য নহে?

"পিতা টোগো—এক্ষণে পক্ক কেশ! দিন রাত্রি নীরবে মিকাসা জাহাজে পদচারণ করিতেছেন! তিনি কাহাকে কিছু বলেন নাই, তাহাই আমরা জানি সকলই ঠিক আছে,—আমরাই জয়ী হইব! যখন তিনি যুদ্ধের মধ্যে একবার রাজধানীতে গিয়াছিলেন, তখন কি ঘটিয়াছিল, তাহা কি তোমার মনে হয়? কতকগুলি স্কুলের ছেলে তাঁহার গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া তাঁহাকে টানিয়া সম্রাট-প্রাসাদে লইয়া যাইবার চেষ্টা পায়। টোগো পূর্ব্ব হইতে এ সংবাদ পাইয়া, তাঁহার ক্ষুদ্র কন্যার হস্ত ধরিয়া অন্যপথে পদব্রজে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন! তিনি ছেলেদের উপর কিঁ চালাকি খেলিয়াছিলেন দেখ,—এবারও কি তিনি রুষদিগের উপর সেইরূপ চালাকি খেলিবেন না?

"আমি আবার বিদায় গ্রহণ করিতেছি। কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর,—ভবিষ্যৎ জাপান তোমাদের ন্যায় যুবকগণের উপরই বিশেষ নির্ভর করেন!"

যেখানে এরূপ জ্বলন্ত স্বদেশভক্তি, তথায় রুষের জয়ের আশা কোথায়!

চতুঃপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সন্ধির প্রস্তাব।

মুক্‌ডেনের যুদ্ধের পর এই জাপান-সমুদ্রে রুষের পরাজয়ে ইয়োরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ লোক এ নর-শোণিতপাত প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কেন রুষ হারিলেন, কেন জাপানের জয় হইল, এ সকল তত্ত্বানুসন্ধানে তাঁহারা সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইলেন। প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রে সন্ধির প্রস্তাব উত্থিত হইল। বিশেষতঃ ফরাসিগণ সন্ধির জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাহারা যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা সন্ধির জন্য আদৌ ব্যস্ত নহে। রুষগণ আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন,—তাঁহারা কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের নৌবাহিনী নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্থলে তাঁহাদের প্রবল প্রতাপ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহারা দশ লক্ষ সেনা হারবিনে প্রেরণ করিবেন,—পরে ক্ষুদ্র জাপানকে পদদলিত করিবেন,—তাঁহাদের যুদ্ধ সাধ এখনও মিটে নাই;—বরং তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধের জন্য আরও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন,—এ অবস্থায় সন্ধির সম্ভাবনা অতি অল্প।

জাপান সখ করিয়া যুদ্ধ করেন নাই,—তাঁহারা প্রাণের দায়ে ধরা নর-শোণিতে প্লাবিত করিতেছেন। ইহার জন্য তাঁহারা আন্তরিক দুঃখিত, তবে যদি রুষ যুদ্ধ হইতে বিরত না হন, তাহা হইলে তাঁহারাও এখনও বহুদিন প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন,—তাঁহাদের আয়োজনের কোনমতে ক্রটী নাই। তাঁহারা এক দিকে তাইলিং হইতে হারবিনে রুষ-আক্রমণের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতেছেন; অপর দিকে

তাঁহারা সাখালিন দ্বীপ অধিকার ও ভ্লাডিভস্টক্ দখলেরও আয়োজনে নিযুক্ত হইয়াছেন ;—কিন্তু জগতের অনেকেই এই নর-শোণিতপাত বন্ধ করিবার জন্য এক্ষণে ব্যগ্র। ইহার মধ্যে আমেরিকা রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সাহেবই সাহসী হইয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তিনি জাপান-সম্রাট ও রুষ-সম্রাট উভয়কেই সন্ধির জন্য অনুরোধ করিলেন। আমেরিকা প্রজাতন্ত্র রাজ্য,—আমেরিকা পৃথিবীতে এখন মহাশক্তি,—আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের মান্য কোনও সম্রাট অপেক্ষা কম নহে,—কাজেই তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষার বিষয় নহে। তিনি লিখিলেন :—

"যাহাতে এই ভীষণ নর-শোণিতপাত স্থগিত হয়, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মনে করেন যে সে সময় উপস্থিত হইয়াছে। এই মহাসমর স্থগিত হইলে সমগ্র মানবজাতির উপকার। জাপান ও রুষ উভয় সাম্রাজ্যের সহিত আমেরিকার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; সুতরাং তিনি আশা করেন যে কেবল তাঁহাদের নিজের মঙ্গলের জন্য নহে,—সমস্ত সভ্য জাতির মঙ্গলের জন্য,—রুষ ও জাপানের আর এ যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। এ মহাযুদ্ধে সমগ্র জাতির সভ্যতা ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এইজন্য প্রেসিডেণ্ট জাপান ও রুষ-গবর্ণমেণ্টকে সন্ধিস্থাপনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহাদের এক্ষণে পরস্পরের সহিত যাহাতে সন্ধি হয়, তাঁহাদের তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাঁহার প্রস্তাব যে তাঁহারাই কেবল পরস্পরে ইহার আয়োজন করুন,—অন্য তৃতীয় পক্ষ আর কেহ এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিবেন না। উভয় পক্ষ পরস্পর মিলিত হইয়া সন্ধিস্থাপনের আলোচনা করুন। তিনি আশা করেন যে উভয় সাম্রাজ্যই মানবজাতির হিত কামনায় তাঁহার এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। কোন তৃতীয় পক্ষ যে এই সন্ধিস্থাপন ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করেন, তাহা প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছা নহে ; তবে তাঁহার দ্বারা উভয় পক্ষের যদি কোন সহায়তা হয়, তাহা হইলে তিনি অতি

আনন্দের সহিত তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার একমাত্র আন্তরিক ইচ্ছা যে এই দুই মহাসাম্রাজ্যের মধ্যে চিরসন্ধি স্থাপিত হউক।"

সুখের বিষয় উভয় পক্ষই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। জাপান-সম্রাট উত্তরে লিখিলেনঃ—"আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে আমরা বাধ্য হইয়া এই যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছি। আমাদের প্রাণের ইচ্ছা যে জগতে চিরশান্তি স্থাপিত হউক। এইজন্য যদি আমাদের বিপক্ষ পক্ষ সন্ধিস্থাপন প্রস্তাবে সম্মত হয়েন, তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ আমাদের আর কি হইতে পারে! আমরা অতি আনন্দের সহিত আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আমি অদ্য আমাদের বিশ্বস্ত অমাত্য ব্যারন কোমুরা ও তাকাহিরাকে এই সন্ধিস্থাপনের জন্য দূত নিযুক্ত করিলাম।"

তৎপরে তিনি এই দূতদ্বয়কে লিখিলেন, "তোমরা তোমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়া তোমাদের এই গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন কর। যাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে চিরসন্ধি স্থাপিত হয়, তোমরা সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর,—ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

ব্যারন কোমুরা একজন জাপানের বিশেষ দক্ষ অমাত্য। ইনি আমেরিকায় জাপানের রাজদূত ছিলেন; তৎপরে তিনি জাপানের দূত হইয়া রুষ-রাজধানীতে গিয়াছিলেন; তথা হইতে তিনি পিকিনে জাপানের দূত হয়েন; এক্ষণে তিনি জাপানের প্রাদেশিক অমাত্য; সুতরাং তাঁহার বিচক্ষণতার উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই বিশেষ আস্থা আছে। তাকাহিরা এক্ষণে আমেরিকায় জাপানের রাজদূত; তিনিও বিশেষ বিচক্ষণ লোক, সুতরাং জাপান যাহা করিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তাঁহারা জলে স্থলে জয়ী,—তাঁহারা সন্ধির জন্য আদৌ ব্যস্ত নহেন।

রুষ সম্বন্ধে অনেকের অনেক সন্দেহ। তাঁহারা কতদূর যে এই সন্ধি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন বা করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে অনেকে অনেক সন্দেহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রুষ-সম্রাট এ প্রস্তাবে সম্মত

হইলেন। অনেক পরামর্শের পর তিনি তাঁহার অমাত্য ডি উইটী সাহেব ও ব্যারন রোসেনকে দূত নিযুক্ত করিলেন। উইটী সাহেব নিজ ক্ষমতায় সামান্য কেরাণী হইতে অবশেষে রুষের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ক্ষমতার বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। ব্যারন রোসেনও খুব দক্ষ লোক, সুতরাং উভয় পক্ষে যে সন্ধি হইবে, তাহার আশা সকলেই করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সংবাদ মাঞ্চুরিয়ায় উপস্থিত হইলে, উপস্থিত প্রধান সেনাপতি সম্রাটকে তারে জানাইলেন :—

"আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের প্রস্তাবের সংবাদ পাইবামাত্র আমি আমার অধীনস্থ সমস্ত সেনাপতিগণকে আহ্বান করিয়া এক সমর সভায় এ বিষয় বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে আমার ও আমার সেনাপতিগণের মত আমি সসম্মানে সম্রাটকে বিদিত করিতেছি। আমাদের সকলেরই মত যে যত দিন ভগবান আমাদিগকে জয়ী না করেন, তত দিন এই যুদ্ধ স্থগিত করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। মুক্‌ডেন ও সুসিমা যুদ্ধের পর আমাদের এখনও সন্ধির কথা মুখে আনিবার সময় হয় নাই! শত্রুগণ যুদ্ধ জয়ে উৎফুল্ল হইয়া আমাদিগের নিকট যাহা চাহিবে, তাহা দিবার মত হীন অবস্থা আমাদের এখনও হয় নাই! এখন সন্ধি করিতে গেলে, আমাদের একান্ত হীন হইতে হইবে। সুসিমার যুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে সকলেই দুঃখিত,—কিন্তু আমাদের মাঞ্চুরিয়ার সেনাগণ জাপগণের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র ও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমাদের এখানে বহু সেনা রহিয়াছে,—এ অবস্থায় আমাদের সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা শীঘ্রই শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া রুষের চিরগৌরব রক্ষা করিতে পারিব।"

রুষ-সেনাপতির এই বীরত্বব্যঞ্জক বচন সত্ত্বেও রুষ-দূতদ্বয় জাপ-দূতের

সহিত সন্ধির আলোচনার জন্য আমেরিকায় যাত্রা করিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট উভয় পক্ষকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন,—তথায়ই এই সন্ধির আলোচনা হইবে, কিন্তু যুদ্ধ স্থগিত হইল না,—যুদ্ধ আবার ঘোর পরাক্রমে আরম্ভ হইল।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সাখালিন দ্বীপ।

সন্ধির জন্য উভয় পক্ষ সম্মত হইলেও যুদ্ধ স্থগিত হইল না। প্রকৃতই উভয় পক্ষে সম্মত হইয়া সন্ধি হইবে কিনা, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কাজেই উভয় পক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন সমভাবে চলিতে লাগিল। জাপান-সাগরে জলযুদ্ধে জিতিয়া জাপানিগণ কালবিলম্ব না করিয়া সাখালিন দ্বীপ অধিকারে অভিযান করিলেন।

সাখালিন দ্বীপ জাপানের ঠিক উত্তর পূর্ব্বে স্থাপিত। ইহার পরিধি প্রায় আমাদের লঙ্কা দ্বীপের সমান। জাপান ও এই দ্বীপের মধ্যে কেবল একটী সামান্য প্রণালী আছে মাত্র; কাজেই এই দ্বীপ অতি প্রাচীন কাল হইতে জাপান-সাম্রাজ্যেরই একাংশ বলিয়া সকলের নিকট বিদিত ছিল; কিন্তু এই দ্বীপ গভীর জঙ্গলে পূর্ণ,—ইহাতে কেবল বন্য জাতির বাস,—তজ্জন্য জাপানের পূর্ব্বতন সম্রাটগণ এই দ্বীপের উপর বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই। সাখালিন দ্বীপ একরূপ কাহারই সম্পত্তি নহে, এই ভাবে চলিয়া আসিতেছিল।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রুষগণ সাইবিরিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে সমুদ্র পর্যান্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া, ভ্লাডিভস্টক বন্দর স্থাপন করিলেন। এই সময়ে কাপ্তেন নেভেলস্কয় এ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং এই দ্বীপ প্রদর্শন করিয়া এক স্থানে কেবল মাত্র ছয় জন রুষকে রাখিয়া

আসিলেন। পর বৎসর এই দ্বীপের আর এক স্থানে কয়েক জন রুষ উপনিবেশ স্থাপন করিল। এইরূপে ধীরে ধীরে রুষ এই দ্বীপ গ্রাস করিয়া বসিলেন; তখন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জাপান বাধ্য হইয়া রুষের ক্ষুদ্র কুরাইল দ্বীপ লইয়া এই সাথালিন দ্বীপ রুষিয়াকে দিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তাঁহারা ইহাতে যে বড় ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন, তাহা তাঁহারা তখন বুঝিতে পারিলেন না। সাথালিন দ্বীপে যে কেবল বহু মূল্যবান কাষ্ঠাদি ছিল তাহা নহে, এই দ্বীপে অনেক খনিজ আকর ছিল। এই দ্বীপকে বিশেষ যত্ন করিলে, ইহা শীঘ্রই এক সুন্দর রাজ্যে পরিবর্ত্তিত হইবে। রুষগণ এ সম্বন্ধে যত্নের ক্রটী করিলেন না,—তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এই দ্বীপে তিনটী নগর স্থাপন করিলেন,—খনিজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও বিশেষ যত্ন পাইতে লাগিলেন,—ব্যবসা বাণিজ্যেরও দিন দিন উন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। রুষ তাঁহাদের বহু শত কয়েদী ক্রমান্বয় এই দূর দ্বীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই দ্বীপে সর্ব্বসমেত ৩৩ হাজার লোক বাস করিতেছিল; ইহার মধ্যে ২৯ হাজার রুষ,—অপর সমস্তই আইনু নামক বন্য জাতি।

জাপানিগণ সুবিধা পাইলেই যে সাথালিন দ্বীপ অধিকার করিবার চেষ্টা পাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি! ২৪শে জুন তারিখে ইয়োকোহামা বন্দরে কতকগুলি জাহাজে জাপ-সেনা উঠিতে লাগিল। সেনাপতি হারাগুচি ইহাদের সেনাপতি হইয়া চলিলেন। তিনি কোথায় যাইতেছেন, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। প্রায় দুই সপ্তাহ পরে জাপ-আড্‌মিরাল কাটাওকার অধীনে ১০ খানি সেনাপূর্ণ জাহাজ, ২ খানি ব্যাটেল্‌সিপ, ৭ খানি ক্রুজার, ৩ খানি গান্‌বোট ও ৩৬ খানি টরপেডো বোট সাথালিন দ্বীপের করসাকোভস্ক নামক সহরের সম্মুখে আসিয়া দেখা দিল।

করসাকোভস্ক সাথালিন দ্বীপের একটী প্রধান বন্দর; সুতরাং জাপগণ ভাবিয়াছিলেন যে এই সহর রক্ষা করিবার জন্য রুষগণ নিশ্চয়ই ইহার

সম্মুখস্থ উপসাগর "মাইনে" পূর্ণ করিয়া রাখিবে। এইজন্য জাপ-সেনাপতি অতি সতর্কতার সহিত এই সমুদ্রে জাহাজ চালনা করিতে লাগিলেন। ৭ই জুলাই জাপানী জাহাজ এখানে উপস্থিত হইলে, কতকগুলি জাপ-টরপেডো বোট ও ডেস্‌ট্রয়র মাইন তুলিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহারা সমুদ্র মধ্যে কোন মাইন দেখিতে পাইল না। তখন কতকগুলি নৌসেনা তীরে নামিয়া, এক উচ্চ পাহাড়ের উপরে জাপানের জয়পতাকা প্রোথিত করিল। দুই প্রহরের সময়ে জাপ-সেনাগণ তীরে নামিতে আরম্ভ করিলে জাপ-নৌসেনাগণ ফিরিয়া জাহাজে আসিল।

করসাকোভস্কের কিছু দূরে জাপ-সেনা তীরে অবতীর্ণ হইয়াছিল; এক্ষণে জাপ-জাহাজ সহরের সম্মুখে আসিল। তখন রুষগণ তাহাদের দুর্গ হইতে জাপানী জাহাজের উপর গোলা চালাইতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের একটী গোলাও জাপানী জাহাজে পতিত হইল না। ইতিমধ্যে জাপ-সেনাও পশ্চাৎ হইতে রুষগণকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল। তখন রুষগণ এই সহরে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া পলাইল,—তাহাদের চারিটী কামান জাপ হস্তে পতিত হইল।

রুষগণ সরোযফ্‌কা নামক স্থানে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু ৮ই জুলাই জাপগণ তাহাদিগকে তথা হইতে দূর করিয়া দিল; পরে তাহারা ভ্লাডিমিরফ্‌কা নামক স্থানে পলাইল। ১০ই জুলাই জাপগণ রুষদিগকে এই স্থান ও ইহার নিকটস্থ সকল স্থান হইতেও বিতাড়িত করিল। পরিশেষে তাহারা ডালিন নামক স্থানে গমন করিল। এইখানে রুষ-সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল আলেক্‌জিক ছিলেন; তিনি জাপদিগকে এখানে বিশেষ প্রতিরোধ দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

এ স্থানটা রুষের একটী দুর্ভেদ্য স্থান ছিল; এখানে রুষদিগের হস্তে ছোট বড় ৩২টা কামানও ছিল। ৫০০ শত রুষ-সেনা ও প্রায় হাজার সখের সেনাও সমবেত হইয়াছিল; সুতরাং জাপদিগকে ১১ই ও ১২ই

জুলাই রুষদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইল। এই স্থানের চারিদিকে গভীর বন ছিল; সেই বনের ভিতর প্রবেশ করিবার বিন্দুমাত্র পথ ছিল না। কাজেই জাপানিগণ অধিক সেনা এই স্থান আক্রমণে আনয়ন করিতে পারিলেন না। ইহাতে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল; তাঁহারা এই স্থান একেবারে ঘেরিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের জন্য তাঁহাদের এ উদ্দেশ্য সফল হইল না। রুষগণও অপর পক্ষে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। এক স্থানে ৫০ জন জাপ-সেনা রুষদিগের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ৪০ জন হত হইল; বহু কষ্টে অবশেষে ১২ই তারিখের রাত্রে জাপগণ এই স্থান দখল করিলেন। রুষের অনেক হত ও আহত জাপ হস্তে পতিত হইল,—অনেক রুষ জাপ হস্তে বন্দীও হইল।

কিন্তু দুই শত রুষ নিকটস্থ জঙ্গলে আশ্রয় লইল; তাহারা বহুক্ষণ লড়িয়া অবশেষে দুইটা কামান ফেলিয়া পলাইল। এই ঘটনার চারিদিন পরে কর্ণেল আলেক্জিফ্ ২০০ শত রুষ-সেনা সহ জাপানী শিবিরে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপে আহত ছাড়া ৪০৭ জন রুষ এই ব্যাপারে জাপানী হস্তে বন্দী হইল। এতদ্ব্যতীত করসাকোভস্কের শাসনকর্ত্তা সদলে জাপানের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। তখন তাঁহাকে, তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের পরিবার মোট ১৬৩ জন, ২৭ জন স্ত্রীলোক, ৩৫টী বালক বালিকাগণকে জাপগণ ইয়োকোহামায় প্রেরণ করিলেন। জাপানী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের চিরপ্রথানুসারে ইঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ ফরাসী প্রতিনিধির হস্তে প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধের প্রথম হইতেই তাঁহারা কখনও সৈনিক ব্যতীত অপর কাহাকেও আটক করিয়া রাখেন নাই;—তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে রুষের বন্ধু ফরাসী রাজ্যের প্রতিনিধির হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রকৃতই কোন যুদ্ধেই জাপানের ন্যায় সুসভ্য প্রথায় আর কোন জাতিই কখনও যুদ্ধ করিতে সক্ষম হন নাই।

ডালিন অধিকৃত হইলে, সাথালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ একরূপ জাপানের দখলে আসিল, কিন্তু তাহাতে এ প্রদেশের যুদ্ধ বিগ্রহ একেবারে মিটিল না। রুষগণ ছোড়ভঙ্গ হইয়া গিয়া নানা স্থানে আড্ডা লইয়া জাপগণের সহিত লড়িতে লাগিল। জুনাইচা নামক স্থানে কতকগুলি রুষ সমবেত হইয়াছিল; তাঁহারা দুই ঘণ্টা লড়িয়া অবশেষে ১২৩ জন আত্মসমর্পণ করিল। আর এক স্থানে ৩০শে আগষ্ট তারিখে জাপগণকে কতকগুলি রুষের সহিত পাঁচ ঘণ্টা ভীষণ যুদ্ধ করিতে হইল,—পাঁচ ঘণ্টার পর তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। এই পলায়নের পর হইতে সাথালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ জাপানের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন হইল।

২৪শে জুলাই জাপগণ এই দ্বীপের উত্তরাংশ অধিকারে অগ্রসর হইলেন। এই অংশেই এই দ্বীপের রাজধানী আলেক্‌জ্যাণ্ড্রোভস্ক অবস্থিত; এখানে এই দ্বীপের শাসনকর্ত্তা রুষ-রাজপ্রতিনিধি বাস করিতেন। এটীও একটী বন্দর, কিন্তু ইহার নিকটে আল্‌কোভা ও মুগাচি নামে আরও দুইটী বন্দর ছিল। জাপানী জাহাজ সকল ২৩শে জুলাই এই বন্দরের সম্মুখীন হইল, তৎপরে পূর্ব্বের ন্যায় তাহারা সমুদ্র বক্ষে মাইন অনুসন্ধান করিতে লাগিল,—কিন্তু কোন মাইন দেখিতে পাইল না। তখন জাপগণ তিন দিক হইতে এই স্থান আক্রমণ করিল।

২৪শে জুলাই জাপগণ এক সঙ্গে আলেক্‌জ্যাণ্ড্রোভস্ক, আল্‌কোভা ও মুগাচি এই তিন বন্দরই এক সময়ে আক্রমণ করিল। আল্‌কোভায় ২০০০ রুষ-সেনা ছিল, কিন্তু জাপানী যুদ্ধপোতের গোলায় তাহারা আর তিষ্ঠিতে পারিল না,—রণে ভঙ্গ দিল। মুগাচিতে জাপগণ ৪০,০০০ টন কয়লা পাইলেন। এদিকে আলেক্‌জ্যাণ্ড্রোভস্কেও রুষগণ কিয়ৎক্ষণ লড়িয়া পলাইল; তাহারা কোন স্থানই জ্বালাইয়া দিবার সময় পাইল না।

রুষগণ হটিয়া গিয়া রিকফ্ নামক স্থানে আশ্রয় লইল। এই স্থানে তাহাদের ৫০০০ সেনা ও ছোট বড় ১২টা কামান ছিল। রুষগণ এখানে

যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিল। জাপানিগণও নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন না; তাহারা ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রুষের অনুসরণ করিলেন।

রিকফ্ নামক স্থানের উত্তরে ভীষণ জঙ্গলময় দুর্ভেদ্য পাহাড়শ্রেণী। যদি রুষগণ একবার এইস্থানে আশ্রয় লয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আর কিছুতেই দূর করা যাইবে না। এইজন্য জাপগণ তাহাদের কতকগুলি সেনা রিকফের উত্তরে পাঠাইয়া দিলেন। রুষগণ যুদ্ধে হারিয়া উত্তরে পলায়নের চেষ্টা পাইলে, তাহারা তাহাদের প্রতিরোধ করিবে;—এ দিকে দক্ষিণ হইতেও জাপগণ রুষদিগকে আক্রমণে অগ্রসর হইলেন।

২৬শে তারিখে উত্তরের জাপদল উত্তর হইতে রিকফ্ আক্রমণ করিল, কিন্তু রুষগণকে পরাজিত করিতে পারিল না,—হটিয়া আসিল। ২৭শে তারিখে দক্ষিণের জাপ-সেনাও আসিয়া পড়িল; তখন উত্তর দক্ষিণ দুই দিক হইতে জাপগণ রিকফ্ আক্রমণ করিল। রুষগণ অতি ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দুই দিন যুদ্ধের পর তাহারা রিকফ্ পরিত্যাগ করিয়া আর উত্তর দিকে যাইবার সুবিধা না পাইয়া দক্ষিণ দিকে পালিও নামক স্থানে পলাইল। জাপগণ কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল; এই স্থানে আবার ভীষণ যুদ্ধ হইল। রুষ-সেনার অধিকাংশই হত হইল,—অবশিষ্ট ৫০০ জাপহস্তে আত্মসমর্পণ করিল।

কিন্তু তখনও অনেক রুষ-সেনা পলাইতেছিল,—স্বয়ং গভর্ণর বহু সেনা সহ পলাইতেছিলেন; কিন্তু জাপগণও তাঁহাদিগকে ছাড়ে নাই,—তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। ২৮শে তাহারা কতকগুলি রুষকে বিধ্বস্ত করিল, ২৯শে রুষ-গভর্ণর সদলে ওনোরু নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ২৪শে হইতে ২৯শে পর্য্যন্ত তাঁহার দল ক্রমান্বয় পলাইতেছে,—তাহাদের সঙ্গে যথেষ্ট রসদ ও মালপত্র আছে সত্য, কিন্তু আহতগণের আর কষ্টের পরিসীমা নাই! ৩১শে প্রাতে একজন রুষ-সেনাপতি শ্বেতপতাকা উড়াইয়া জাপানিদিগের নিকট আসিলেন। রুষ-গভর্ণর জাপ-সেনাপতিকে

লিখিলেন ;—"তাঁহার সঙ্গের আহতগণ বড় কষ্ট পাইতেছে, এজন্য তিনি আশা করেন যে দয়াপরতন্ত্র হইয়া জাপগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন।"

জাপ-সেনাপতি উত্তরে লিখিলেন :—"গভর্ণমেণ্টের যে কোন সম্পত্তি রুষদিগের সঙ্গে আছে, তাহা সমস্তই এবং গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধীয় যে কোন কাগজ পত্র আছে, তাহা জাপ হস্তে প্রদান করিতে হইবে। যদি রুষ-গভর্ণর এ প্রস্তাবে ৩১শে তারিখের দশটার মধ্যে সম্মত হন, ভালই,—নতুবা তাহার পর পূর্ব্বের ন্যায় যুদ্ধ চলিবে।" ৩১শে রুষগণ জাপানী প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। গভর্ণর জেনারেল লিয়াপুনফ, ৭০ জন সেনাধ্যক্ষ এবং ৩২০০ রুষ-সেনা সহ জাপহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই যুদ্ধ সাত দিন চলিয়াছিল এবং জাপগণকে একশত মাইল পথ রুষের অনুসরণ করিতে হইয়াছিল। এরূপ ব্যাপার ঘটিবে বলিয়াই জাপগণ সাথালিনে অনেক অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন,—ইহারা না থাকিলে, সাথালিন দ্বীপ এত শীঘ্র জয় হইত না। জাপগণ এই দ্বীপ জয় করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া রহিলেন না ; তাঁহারা চারিদিকে রাজ্য শাসনের নানা সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন,যে সাথালিন দ্বীপ আর তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইবে না ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা ঘটিল না।

ষট্পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সাইবিরিয়ার দুই প্রান্তে।

সাথালিন অধিকৃত হইলে জাপানিগণ ভ্লাডিভস্টক্ অবরোধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বহুদিন হইতে ইহার বন্দোবস্ত হইতেছিল। জাপগণ চারিদিক হইতে রুষের-এই দুর্গ ও বন্দর আক্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছিলেন।

ভ্লাডিভস্টকের উত্তরে রুষের আমুর প্রদেশ ; এখানে আমুর নদীর

মুখে নিকোলাস্ক নামক রুষের বিশেষ বর্দ্ধিষ্ঠ বন্দর ও সহর। জাপগণ স্থির করিয়াছিলেন যে সাখালিন দখলের পরেই তাঁহারা রুষের এই বন্দর অধিকার করিয়া এখানে সেনা অবতীর্ণ করিবেন; তাহার পর উত্তর হইতে গিয়া ভ্লাডিভস্টক আক্রমণ করিবেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সেনাপতি ওয়ামা মুকডেন হইতে বহু সেনা ভ্লাডিভস্টকের দিকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা পশ্চিম হইতে এই দুর্গ আক্রমণ করিবে। দক্ষিণ দিক হইতেও সিওল ও জেন্‌সেন্ হইতে জাপ-সেনাগণ ভ্লাডিভস্টকের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকে সমুদ্র হইতে নিশ্চয়ই টোগো স্বয়ং আসিয়া ভ্লাডিভস্টকের ইহলীলা শেষ করিবেন।

জাপগণ সুবিধা পাইবামাত্র যে রুষের এই দুর্গ ও বন্দর আক্রমণ করিবেন, রুষের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তাঁহারা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাস হইতেই এ দুর্গ আরও অধিকতর দুর্ভেদ্য করিতে-ছিলেন। ইহা পোর্টআর্থার অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য হইয়াছিল। দুর্গের আট মাইল দূর হইতে তিন লাইন দুর্গ চারিদিকে স্থাপিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে চারি লাইনও আছে। সমুদ্র মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল, তাহার উপরও নানা দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভ্লাডিভস্টকে ৮৫ হাজার রুষ-সেনা আছে; ইহাদের সহিত দুই হাজার কামান ও ৪ লক্ষ বন্দুক আছে। এখানে রুষগণ যে পরিমাণ রসদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দুই বৎসরেও শেষ হইবে না! জাপানি-গণ কত দিনে ও কি প্রকারে এই ভীষণ দুর্গ অধিকার করিবেন, জগতের লোক তাহারই আলোচনায় ব্যগ্র।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জাপানিগণ হামজেং পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। প্রায় ৩০ হাজার রুষ ভ্লাডিভস্টক্ ও তুমেন নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করিতেছে। জাপ-সেনাপতি হাসগাওয়া বহু সেনা লইয়া তুমেন নদীর এ পারে আছেন,—রুষগণ আর সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে

না। হাসিগাওয়া এত দিন শত্রুগণকে প্রতিবন্ধক দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন; এক্ষণে রুষের নৌবাহিনী জাপান সাগরে ধ্বংস হইলে, তিনি বুঝিলেন যে এক্ষণে তাঁহার ভ্লাডিভস্টকের দিকে অগ্রসর হইবার সময় আসিয়াছে; তজ্জন্য তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া তুমেন নদী পার হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। পশ্চিম হইতে ওয়ামার সেনাও ভ্লাডিভস্টকের নিকটস্থ হইল। এদিকে আড্মিরাল কাটাওকা সাথালিন জয়ের পরে সাইবিরিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত আমুর প্রদেশে দেখা দিলেন। তিনি একটা বন্দরে একখানা রুষ-জাহাজ বাজেয়াপ্ত করিলেন,—পরে আর এক বন্দরে গিয়া অনেক বন্দুক ও গুলি বারুদ লইয়া, অবশেষে তিনি জাপ-যুদ্ধপোত সকল সহ আমুর নদীর মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন।

সাইবিরিয়ার এক প্রান্তে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল,—অপর প্রান্তে মাঞ্চুরিয়া ও সাইবিরিয়ার সন্ধিস্থলে হারবিনের নিকট কি হইতেছিল, তাহাই বলিব। রুষগণ তাইলিং হইতে বিতাড়িত হইয়াছে; কুরোপাট্কিন নিম্নপদস্থ হইয়াছেন,—এখন বৃদ্ধ লিনিভিচ রুষ-সম্রাটের এ প্রদেশের প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। তিনিই এক্ষণে পলাতক রুষগণকে হারবিনের দিকে লইয়া যাইতেছেন।

তাইলিংয়ের পশ্চাতে কাইয়ুয়ান নামক ৩০ মাইল বিস্তৃত সমতল ভূমি। ইহার মধ্যস্থলে তাইলিং হইতে ২৩ মাইল দূরে কাইয়ুয়ান নগর। তাহার পর হইতেই ক্রমান্বয়ে পাহাড়শ্রেণী; রুষের রেল এই উচ্চ স্থানের উপর দিয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে চাংতু ষ্টেষণ; এখানে প্রায় ২০ হাজার লোকের বাস। ইহা ছাড়াইয়া রুষের এক বৃহৎ ষ্টেষণ; ইহার নাম কুনজুলিনা। ইহার পর রেল লাইন হারবিনে উপস্থিত হইয়াছে।

জাপানিগণ তাইলিং পর্য্যন্ত রুষগণকে যেরূপ তাড়াইয়া আনিয়াছিলেন, এক্ষণে ততদূর আর ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা লিওযাং ও মুক্ডেন দুই স্থানেই রুষগণকে বেষ্টন করিতে চেষ্টা পাইয়া-

ছিলেন, কিন্তু দুই বারই তাঁহাদের এ উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। ইহা জাপ-সেনাপতিগণের অবিবেচনা বা জাপ-সেনার সাহসের অভাবে যে ঘটিয়াছে, তাহা নহে। রুষ-সেনা যে পরিমাণ বিস্তৃত স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা কখনই ওয়ামার চারিলক্ষ সেনা বেষ্টন করিতে পারে না,—ছয় লক্ষ লোকেও চারিদিকে একশত মাইল বিস্তৃত সেনা সম্পূর্ণ বেষ্টন করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। এক্ষণে রুষ-সেনা আরও বিস্তৃত স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে,—তাহাদিগকে বেষ্টন করা আরও কঠিন হইয়াছে।

মুক্‌ডেনে এরূপ ভীষণ ভাবে পরাজিত হইয়াও রুষগণ পরাজিত নহে; এখনও প্রায় তিন লক্ষ রুষ-সেনা হারবিনের দিকে রহিয়াছে,—তাহাদের সঙ্গে পাঁচ শতের অধিক কামানও আছে; সুতরাং জাপগণ তাইলিং হইতে বাহির হইয়া প্রথম কাইয়ুয়ান দখল করিলেন; তৎপরে তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া চাংতুও অধিকার করিলেন। রুষগণ কিয়ৎক্ষণ লড়িয়া এই দুই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল,—তখন জাপগণ আর অগ্রসর হইল না। সেনাপতি ওয়ামা এই সকল স্থানে পাকা হইয়া বসিয়া হারবিনে রুষ-সেনার শেষ লীলা-খেলার অবসান করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সপ্তপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

হারবিনের নিকট যুদ্ধ।

সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছে সত্য, কিন্তু জাপানিগণের রুষের কথার উপর কোন আস্থা ছিল না। তাঁহারা জানিতেন খুব সম্ভব সন্ধি হইবে না,—তাঁহাদিগকে আবার যুদ্ধ করিতে হইবে। এই জন্য এবার হারবিনে তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিবার জন্য তাঁহারা মহা আয়োজন করিতেছিলেন।

এক্ষণে যুদ্ধক্ষেত্রে জাপানের ছয় দল সেনা আছে। তাঁহাদের বামদিকে জাপানের ৪র্থ সেনাদল সেনাপতি নগির অধীনে আছে। তাহার দক্ষিণে ওকুর দ্বিতীয় সেনাদল.—তাহার পর সেনাপতি নজুর তৃতীয় সেনাদল, তৎপরে কুরোকির প্রথম সেনাদল। তাইলিংয়ের উত্তরে চাংতু পর্য্যন্ত এই সকল জাপানী সেনাদল বিস্তৃত হইয়াছিল; তাহাদের আরও দক্ষিণে মুকৃডেন হইতে ৬০ মাইল পূর্ব্বে কায়ামুরা সসৈন্যে উপস্থিত আছেন। এতদ্ব্যতীত কোরিয়ার উত্তরে তুমেন নদীর ধার হইতে সেনাপতি হাসিগাওয়া বহু সেনা লইয়া ভ্লাডিভস্টকের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত আড্মিরাল কাটাওকার জাহাজে সেনাপতি হারাগুচি বহু সেনা লইয়া সাথালিন দ্বীপ অধিকার করিয়াছেন,—এক্ষণে তিনি তাঁহার সেনাদল লইয়া আমুর নদীর মুখে অবতীর্ণ হইতেছেন।

জাপানে ক্রমান্বয় নূতন সেনাদল গঠিত হইতেছে। তাহারা দিনের পর দিন যুদ্ধবিদ্যায় পরিপক্ক হইয়া উঠিতেছে। ইহার মধ্যে জাপানের ৭ দল সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেক দলে প্রায় এক লক্ষ করিয়া সেনা আছে। মুক্ডেনের যুদ্ধের পর যুদ্ধক্ষেত্রে সাত লক্ষ জাপানী সেনা আসিয়াছে; আরও তিন দল দেশে প্রস্তুত হইতেছে,—তাহারাও শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিবে; সুতরাং রুষগণকে শেষ পরাজিত করিবার জন্য জাপান অন্ততঃ দশ লক্ষ সেনা সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

এই দশ লক্ষ জাপ-সেনাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য রুষের এক্ষণে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ সেনা আছে। লিনিভিচ প্রধান সৈনাপতি হইয়া এই সকল পলাতক সেনাগণকে আবার সুশৃঙ্খল করিয়া তুলিলেন। কুরোপাট্কিন এক্ষণে রুষের এক নম্বর সেনাদলের সেনাপতি হইয়াছেন; তাঁহার এই পদ অবনতিতে সকলেই দুঃখিত;—অন্যে হইলে কর্ম্ম

পরিত্যাগ করিত, কিন্তু তিনি এ অবমাননাতেও দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে রহিলেন। রুষের মধ্যে তিনি যে একজন মহাবীর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রুষের ৩ নং সেনাদলের সেনাপতি বিল্‌ডারলিং মুক্‌ডেনের যুদ্ধে বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তজ্জন্যই তিনি পদচ্যুত হইলেন; তাঁহার স্থলে ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ সেনাপতি বাতিয়ানফ্‌ নিযুক্ত হইলেন। কুলবার্স পূর্ব্বের ন্যায় দ্বিতীয় সেনাদলের সেনাপতিই রহিলেন।

রুষিয়া রাজ্যে চারিদিকেই একরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ইহা সত্বেও রুষিয়া হইতে ধারাবাহিকরূপে সেনা ও রসদ আসিতেছে; সুতরাং বৃদ্ধ লিনিভিচ যে শীঘ্রই অন্ততঃ ৪।৫ লক্ষ রুষ-সেনা হারবিনের নিকট সমবেত করিতে পারিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এপ্রেল মাসের প্রথম হারবিনের পূর্ব্বে ও তাইলিং হইতে ১০০ মাইল পশ্চিমে গানুজুলিং নামক স্থানে রুষ-শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে। জাপানি-গণ চাংতুতে রহিয়াছে। উভয় দলের সেনা অগ্রবর্ত্তী হইয়া শত্রুর সংবাদ লইতেছে,—মধ্যে মধ্যে সামান্য যুদ্ধও ঘটিতেছে,—কিন্তু উভয় পক্ষের কোন পক্ষেরই ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে না। এই সময়ে সেনাপতি কায়ামুরা হারবিনের দিকে আরও ৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছেন।

২৪শে এপ্রেল, সেনাপতি লিনিভিচ বহু সেনা চাংতুস্থিত জাপসৈন্য আক্রমণে প্রেরণ করিলেন;—ভীষণ যুদ্ধ হইল, কিন্তু রুষগণ কিছুতেই জাপগণকে পরাজিত করিতে পারিল না,—তাহারাই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল,—যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের দুই শত মৃতদেহ পতিত রহিল,—জাপানি-গণের ৩৮ জন হত ও আহত হইল।

১লা মে জুলু যুদ্ধের বাৎসরিক দিন। গত বৎসর এই দিবসে জাপ সেনা জুলু যুদ্ধে প্রথম রুষদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আজ এই ১লা মে তারিখে জাপ-সেনাগণ এক মহোৎসব করিল। মৃত বীরগণের জন্য পিতৃপূজা ও বীরপূজা মহাসমারোহে সমাহিত হইল;

তাহার পর আমোদ প্রমোদ আরম্ভ হইল। থিয়েটার, সং, যাত্রা প্রভৃতি নানা ব্যাপারে জাপানিগণ একেবারে আমোদে মাতিয়া গেল। সকলেই জানেন যে জাপানিদিগের ন্যায় এমন আমোদপ্রিয় জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জাপানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে কেবলই হাসি; তাহাদের দেখিলে বোধ হয় যে দুঃখ কি তাহা তাহারা কখন জানে না, অথচ তাহারা অতি দরিদ্র জাতি। এ যুদ্ধক্ষেত্রেও তাহাদের আমোদপ্রিয়তা, চির সরল বাল্যভাব যায় নাই! তাহারা সকলে বালকের ন্যায় আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন হইল।

আজ জাপ-শিবির জাপানিগণ কতকটা জাপানে পরিণত করিয়াছে। সেই জাপানী কাগজের লণ্ঠন নানা রংয়ে চারিদিক প্রফুল্লিত করিয়া ঝুলিতেছে,—জাপ-সেনাগণ শিবির নানা রংয়ের কাগজের ফুলে সাজাইয়াছে,—চারিদিকে জাপানী নিশান উড়িতেছে। এই দূর মাঞ্চুরিয়ার প্রান্তর জাপগণ যথাসাধ্য নিজ দেশের সমতুল্য করিয়া তুলিল; এই নকল জাপানে আজ জাপগণ একেবারে আমোদে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে।

প্রথমে বীরপূজা হইল,—ইহার বর্ণনা আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। তাহার পর সেনাগণ শিবিরে গিয়া নিজ নিজ বন্দুক যথাস্থানে রাখিয়া আমোদে নিযুক্ত হইল। প্রথমে জাপানের পূর্ব্বকালের একদল সামুরাই অশ্বারোহী যোদ্ধা আসিল। আর এই সকল জাপ-সেনা ইংরাজী খাকি পোষাকে নাই,—তাহারা তাহাদের পূর্ব্বকালের বর্ম্ম প্রভৃতি পরিধান করিয়াছে;—হাতে সেই পূর্ব্বকালের তরবারি ধারণ করিয়াছে। বিস্কুটের বাক্সের টিনে বর্ম্ম নির্ম্মিত হইয়াছে,—কাঠে রং করিয়া প্রাচীন তরবারি গঠিত হইয়াছে,—জাপান নূতন হইয়াও প্রাচীন ভুলে নাই।

তাহার পর দলে দলে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এক স্থানে কুস্তি, এক স্থানে জাপানী জুজুৎসু, একস্থানে আবার বিলাতি ঘুসাঘুসি চলিতে লাগিল! সকলেই প্রাণপণে বাহাদুরী দেখাইতে লাগিল। হাজার হাজার

জাপ-সেনা এ দৃশ্য দেখিতে লাগিল, আবার কোথাও জাপানী যাত্রা চলিতেছে, কোথাও আবার নাটক অভিনয় হইতেছে! ইহার উপর জাপানিগণ নানা সং সাজিয়াছে। কেহ পুরাতন সামুরাই বীর হইয়াছে, কেহ প্রাচীন জাপ-যোদ্ধা হইয়াছে, কেহ পণ্ডিত, কেহ পুরোহিত, কেহ শিল্পী, কেহ কৃষক, কেহ কুলি সাজিয়াছে! কেহ দাড়ি গোঁপ কামাইয়া জাপানী স্ত্রীলোক সাজিয়াছে! অনেকে আবার চীনে স্ত্রীলোক সাজিয়া চারিদিকে হাস্যের রোল তুলিতেছে। একজন মেম সাজিয়া নানা অঙ্গ ভঙ্গিতে সকলের পেটের নাড়ী তুলিয়া ফেলিতেছে। একজন মোটা বিলাতি মন্ত্রীও ইহার ভিতর ছিলেন,—হ্যাট কোট পরা, অতি গম্ভীর মূর্ত্তি, চোখে গোল চসমা, হাতে ছড়ি,—ইয়োরোপীয় কায়দায় পূর্ণ; বলা বাহুল্য, তাঁহার চারিদিকেই জাপগণের হাসির রোল উঠিতেছিল।

বেলা ১০টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই আমোদের রোল চলিল। প্রধান সেনাপতি হইতে সামান্য কুলি পর্য্যন্ত সকলে সকল ভুলিয়া বালকের ন্যায় আমোদ করিতে লাগিলেন। বৈকালে জাপ-সেনা লম্বা টেবিলে আহারে বসিয়া গেল। সুস্বাদু জাপানী আহারে সেই সকল টেবিল পূর্ণ।

একস্থানে এক পোষ্ট আপিস স্থাপিতও হইয়াছে। এখানে বিনামূল্যে পোষ্টকার্ড বিতরিত হইতেছে; কেবল ইহাই নহে, এই সকল পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিয়া সেইখানেই ডাকে দিলে তাহা তৎক্ষণাৎ জাপানে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। হাজার হাজার জাপ-সেনা এই সুন্দর সুদৃশ্য পোষ্টকার্ড হইয়া দেশে পত্র লিখিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা কি আমোদে রহিয়াছে, তাহাই তাহারা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে জানাইতেছে। জাপ-সেনাপতিগণ কেবল যে জাপ-সেনার প্রাণ গ্রহণ করিতেছিলেন তাহা নহে; তাঁহারা তাহাদের আমোদ প্রমোদের, আহার বিহারের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্বন্ধেও বিশেষ যত্ন লইতেছিলেন। তজ্জন্য সেনাগণও আনন্দের সহিত পরমোৎসাহে লড়িতেছিল।

মে মাসের প্রথমাংশে বিশেষ কোন যুদ্ধ ঘটিল না। রুষ-সেনা প্রায় ৪০ মাইল স্থান জুড়িয়া বিস্তৃত রহিয়াছে! রুষগণ দুর্ভেদ্য স্থান সকল আরও দুর্ভেদ্য করিতেছে, মধ্যে মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণও হইতেছে। লিও নদীর তীরে সেনাপতি মিস্‌চেনকো তাঁহার কসাক-অশ্বারোহী লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটিতেছে।

মে মাসের শেষ ভাগে মিস্‌চেনকো তাঁহার কসাক লইয়া জাপানিদিগের পশ্চাতে গিয়া তাহাদের রেল প্রভৃতি নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না, বরং প্রত্যাগমন কালে প্রায় জাপানিগণের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। অনেক হত ও আহত পথে রাখিয়া তিনি কোন গতিকে শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

জুন মাসে জাপান-সমুদ্রে রুষ-নৌবাহিনী ধ্বংস হইল;—এখন জাপানের আর সমুদ্রে কোন ভয় নাই,—জাপগণ এক্ষণে মহা উৎসাহে যুদ্ধে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিলেন। মহাজলযুদ্ধের প্রায় পর দিন হইতেই তাঁহারা হারবিন ও ভ্লাডিভস্টক বেষ্টন করিতে অগ্রসর হইলেন। ১৬ই জুন জাপগণ শুনিল যে মিস্‌চেনকো আবার তাহাদের পশ্চাতে যাইবার চেষ্টা পাইতেছেন, তজ্জন্য তাহারাই রুষদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই স্থানে ৫ হাজার রুষ ছিল, তাহারা জাপানিগণের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না,—ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল। ২২শে জুন তারিখে জাপগণ আর এক স্থানে রুষগণকে আক্রমণ করিল; এখানে তিন হাজার রুষ ছিল, তাহারাও রণে ভঙ্গ দিল।

জুলাই মাসে উভয় পক্ষে কেবল মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটিল, আগষ্ট মাসেও তাহাই,—এক্ষণে রুষ-জাপানের সন্ধির আলোচনা চলিতেছে; সুতরাং উভয় পক্ষেরই আর তত যুদ্ধে ব্যগ্রতা নাই,—তবে উভয় পক্ষই এক মহাভীষণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। জুলাই মাসে সেনাপতি লিনিভিচ সম্রাটকে তারে জানাইলেন যে সন্ধির কোন

কারণ নাই, তাঁহার সেনাগণ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণই প্রস্তুত, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহারা এক্ষণে অনায়াসে জাপগণকে পরাজিত করিয়া দূর করিয়া দিতে পারিবেন।

জাপগণও যুদ্ধের জন্য অতিশয় ব্যগ্র। এই সময়ে একজন জাপ সেনাধ্যক্ষ লিখিয়াছিলেন :—"এখানে সন্ধি প্রস্তাবে কেহ বিশ্বাস স্থাপন করে না; তবে যদি যথার্থই সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে সকল জাপ-সেনাই বিশেষ দুঃখিত হইবে। যুবক সেনাধ্যক্ষগণ যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বয়োবৃদ্ধ সেনাপতিগণ বিবেচনা করেন যে এখনও সন্ধির সময় আইসে নাই,—এখনও রুষের তেজ কমে নাই,—এখন জাপান যাহা চাহিবে বা যাহা পাইতে সম্পূর্ণ অধিকারী তাহা তাহারা দিবে না।"

উভয় পক্ষই মহাযুদ্ধসজ্জায় নিযুক্ত। এই ব্যাপারে ভবিষ্যতে কি ঘটিত তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ধরা আবার নর-শোণিতে প্লাবিত হইয়া যাইত! সৌভাগ্যের বিষয় ভগবান তাহা করিতে দিলেন না,—এই সময়ে রুষ-জাপানে সন্ধি স্থাপিত হইল। আমরা এক্ষণে সেই সন্ধির কথা বলিয়া এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস শেষ করিব।

অষ্টপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সন্ধির আলোচনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি উভয় রাজ্যের দূত আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের নিমন্ত্রণে সেই রাজ্যে মিলিত হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। উভয় রাজদূত আগষ্ট মাসে আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন; তখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য দুই খানা ক্রুজার জাহাজ প্রেরণ করিলেন। তিনিও তাঁহার "মেফ্লাওয়ার" নামক জাহাজে দূতগণকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। তাঁহার জাহাজ নানা সুন্দর সুন্দর পতাকা

হারে সজ্জিত ছিল; দূতগণের জাহাজ নিকটস্থ হইলে আমেরিকার কামান তাঁহাদের সম্মানের জন্য ১৯ বার দাগিল। প্রথমে জাপ-রাজদূত কোমুরা ও তাকাহিরা উপস্থিত হইলেন। রুজভেল্ট সম্পূর্ণ বন্ধুভাবে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন; প্রকৃতই পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কোমুরার সহিত তিনি এক কলেজে এক সঙ্গে পড়িয়াছিলেন। তিনি যত দিন প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন, ততদিন তাকাহিরা আমেরিকায় জাপ-রাজদূত,—কাজেই উভয়ে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। রুজভেল্ট তাঁহাদিগকে বসাইয়া রুষ-দূতগণের অভ্যর্থনায় গমন করিলেন। উভয় পক্ষই জানিতেন যে প্রেসিডেণ্টের জাহাজে তাঁহাদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু রুজভেল্ট তাঁহাদিগকে হঠাৎ পরিচয় করিয়া দিলেন; তিনি রুষ-রাজদূতগণকে এক স্থানে পরবর্ত্তী কামরার দরজা খুলিয়া কোমুরা ও তাকাহিরাকে আহ্বান করিয়া উভয় পক্ষে পরিচয় করিয়া দিলেন। উভয়পক্ষ বন্ধুভাবে হস্ত মর্দ্দন করিলেন। এখন কথা কওয় উভয় পক্ষেরই কঠিন, কিন্তু সুবুদ্ধিমান রুজভেল্ট বলিলেন, "আসুন,—একটু আহারাদি করা যাক্।" তিনি সকলকে লইয়া টেবিলে বসাইলেন, আহার ও নানা হাস্য কৌতুক চলিতে লাগিল। ভোজন শেষ হইলে রুজভেল্ট উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! আমি যে প্রস্তাব করিতেছি আপনারা সকলে গ্লাস পূর্ণ করিয়া তাহা সমর্থন করুন। যে দুই মহাসাম্রাজ্যের রাজদূত আজ এখানে সমবেত হইয়াছেন, সেই দুই সাম্রাজ্যের অধিপতি ও অধিবাসিগণের চির উন্নতি, চির মঙ্গল, চিরহিত হউক,—ইহাই আমাদের চির কামনা। আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা যে এই দুই সাম্রাজ্যের কেবল নিজ হিতের জন্য নহে, সমস্ত সভ্যজগতের মানবের হিতের জন্য, এই দুই মহারাজ্যে অতি শীঘ্র সন্ধি স্থাপিত হইয়া চিরবন্ধুত্ব স্থাপিত হউক! আপনারা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই মহৎ উদ্দেশ্যে পান করুন।"

৬ই আগষ্ট উভয় রাজদূতে প্রেসিডেণ্টের জাহাজে সাক্ষাৎ হইল। পোর্টস্‌মাউথ নামক স্থানে প্রেসিডেণ্ট একটী সুন্দর অট্টালিকা এই সন্ধি আলোচনার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। ৮ই আগষ্ট তারিখে এই অট্টালিকায় উভয় রাজদূত মিলিত হইয়া সন্ধির আলোচনা আরম্ভ করিলেন। রুষ-রাজদূত উইটী ও ব্যারণ রোসেনের সহিত আরও কয়েক জন উচ্চ অমাত্য ছিলেন। জাপ-রাজদূত কোমুরা ও তাকাহিরাও অনেক সুদক্ষ অমাত্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

৯ই আগষ্ট স্থির হইল যে রাজদূতগণ যে কোন ভাষায় কথা কহিতে পারিবেন, তাহাদের সেক্রেটারিগণ তাহা অনুবাদ করিতে থাকিবেন। সন্ধিপত্র ইংরাজী ও ফরাসি ভাষায় লিখিত হইবে।

জাপান এ যুদ্ধে জয়ী, সুতরাং ১০ই তারিখে জাপ-রাজদূত জাপ-সম্রাট যাহা চাহেন তাহার এক ফর্দ্দ রুষ-দূতকে প্রদান করিলেন। ইহাতে ১২টী সর্ত্ত ছিল, যথাঃ—

প্রথম। জাপান কোরিয়া সাম্রাজ্য বজায় রাখিবেন, কিন্তু তথায় তাঁহাদের একাধিপত্য থাকিবে।

দ্বিতীয়। মাঞ্চুরিয়া হইতে রুষ ও জাপান উভয়ই সেনা লইয়া স্ব স্ব দেশে যাইবেন, তথায় ভবিষ্যতে আর কেহই সেনা প্রেরণ করিতে পারিবেন না।

তৃতীয়। রুষ চীন হইতে পোর্টআর্থার, ডাল্‌নি ও লাওটাং উপদ্বীপ যে ইজারা লইয়াছেন, তাহা জাপানকে হস্তান্তরিত করিয়া দিবেন।

চতুর্থ। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রেল তারিখে যে সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহার সর্ত্তানুসারে মাঞ্চুরিয়া চীনের শাসনাধীনে রহিবে।

পঞ্চম। সাখালিন দ্বীপ জাপানকে প্রদান করিতে হইবে।

ষষ্ঠ। পোর্টআর্থার ও ডাল্‌নিতে যাহা কিছু রুষের আছে, তাহা সমস্তই জাপানকে প্রদান করিতে হইবে।

সপ্তম। মাঞ্চুরিয়াতে যে রেল স্থাপিত হইয়াছে, তাহা চীনকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

অষ্টম। অন্যান্য রেল সম্বন্ধেও বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

নবম। জাপানের সমস্ত যুদ্ধ ব্যয় রুষকে দিতে হইবে।

দশম। যে সকল রুষ-যুদ্ধপোত বিদেশী বন্দরে আটক আছে, তাহা জাপানকে প্রদান করিতে হইবে।

একাদশ। প্রাচ্যে রুষ-রণপোত সংখ্যার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থাপিত করিতে হইবে।

দ্বাদশ। সাইবিরিয়ার তীরস্থ সমুদ্র মধ্যে জাপানিগণকে মৎস্য ধরিতে দিতে হইবে।

রুষ-রাজদূত এই সকল বিষয় বিবেচনার জন্য তিন দিন সময় লইলেন। ১২ই তারিখে রুষ-সেনাপতি ইহার উত্তর প্রদান করিলেন। তাহাতে রুষ বলিলেন, "আমরা যুদ্ধের ব্যয় বলিয়া এক পয়সাও জাপানকে দিব না। আমরা সাখালিন দ্বীপ ছাড়িব না। যে সকল রুষ-যুদ্ধপোত বিদেশী বন্দরে আছে, তাহাও দিব না। আর প্রাচ্যে রুষের রণপোত সম্বন্ধে কোন নিয়ম স্থাপনে সম্মত হইব না। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সম্মত আছি।

সেদিন এই পর্য্যন্ত হইয়া রহিল। পরে রুষ আরও কোন কোন বিষয়ে সম্মত হইলেন, কিন্তু যুদ্ধব্যয় প্রদান ও সাখালিন দ্বীপ দান, এই দুই বিষয়ে তাঁহারা কিছুতেই সম্মত নহেন। দিনের পর দিন তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল, উভয় দূতই পুনঃ পুনঃ নিজ নিজ সম্রাটকে টেলিগ্রাফ করিতে লাগিলেন। প্রায় সন্ধি না হইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইল।

ঊনষষ্টিতম্ পরিচ্ছেদ।

সন্ধি।

আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত কোন মীমাংসাই হইল না। উভয় রাজদূত ক্রমান্বয় উভয় সম্রাটের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রুস সাখালিন দ্বীপ পরিত্যাগ বা যুদ্ধব্যয় দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে জাপান বলিলেন যে তাঁহারা ১৫০০ লক্ষ পাউণ্ড পাইলে রুষের নিকট সাখালিন দ্বীপ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু রুষ বলিলেন, ইহা একরূপ অন্য ভাবে যুদ্ধব্যয় প্রদান ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহারা ইহাতে সম্মত হইতে পারেন না।

আবার এই অনিশ্চিত অবস্থায় কয়েকদিন কাটিল,—কিছুই স্থির হইল না। এমন কি সন্ধি হইবার সম্ভাবনাও লোপ হইয়া আসিল। জগত সুদ্ধ লোক ভাবিল যে এ মহাসমর এক পক্ষ ধ্বংশ না হইলে কখনও মিটিবে না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট এই সময়ে রুষ-সম্রাটকে অনেক বুঝাইয়া পত্র লিখিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই জাপানের যুদ্ধব্যয় দিতে স্বীকৃত হইলেন না। বরং রুষগণ জাপানকে অর্থলোলুপ প্রভৃতি বলিয়া বিদ্রুপ করিতে লাগিলেন। যাহাদের এই অর্থ দিবার আদৌ ক্ষমতা ছিল না, আর যাহারা নিজেরা প্রত্যেক বার নিজ পরাজিত শত্রুগণের গলা টিপিয়া যুদ্ধব্যয় আদায় করিয়াছে, তাহারা জাপানকে অর্থলোলুপ বলিয়া বিদ্রুপ করিলে তাহা কতদূর যুক্তিযুক্ত হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যাহাই হউক, সহসা উভয় পক্ষের মীমাংসা হইল।

২৯শে আগষ্ট সাড়ে নয়টার সময় আবার উভয় পক্ষের দূতগণ সমবেত হইলেন। রুষ-রাজদূত উইটি বলিলেন, "কাল রাত্রে আমি আমার

সম্রাটের টেলিগ্রাফ পাইয়াছি। তিনি কিছুতেই যুদ্ধব্যয় দিতে স্বীকৃত নন, তবে তিনি সাখালিন দ্বীপের অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। ব্যারণ কোমুরা উত্তরে বলিলেন, "আমার সম্রাটের আজ্ঞানুসারে আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।"

যুদ্ধ মিটিয়া গেল, সন্ধি সংস্থাপিত হইল,—উভয় পক্ষের রাজদূত উঠিয়া বন্ধুভাবে হস্ত মর্দ্দন করিলেন। জাপান যুদ্ধে জয়ী হইয়াও যেরূপ মহানুভবতা দেখাইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন, তেমন পৃথিবীতে কেহ কখনও আর দেখাইতে সক্ষম হন নাই। রুষগণ ভারি জিতিয়াছেন বলিয়া চারিদিকে মহা আস্ফালন করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু পৃথিবী সুদ্ধ লোকে জাপানের মহান উদারতা ও শান্তি প্রিয়তার বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উইটি আনন্দে উৎফুল্ল, কোমুরা নিতান্ত দুঃখিত,—তাঁহাকে যে এত অবনত হইতে হইল এই জন্য তিনি নিতান্ত প্রাণে বেদনা পাইলেন। জাপানেও জাপানিগণ এই সন্ধিতে সন্তুষ্ট হইল না;—তাহারা প্রতিপদে রুষকে পরাজিত করিয়াছে,—এখনও সহস্র বার তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারে, এ অবস্থায় তাহারা এরূপ সন্ধিতে সম্মত হইবে কেন? তাহারা আইনসঙ্গত যুদ্ধব্যয় ও সাখালিন দ্বীপ পাইতে বাধ্য, তবে তাহারা তাহা ছাড়িবে কেন? জাপানের চারিদিকেই ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশ হইতে লাগিল, কোন কোন স্থানের লোক ক্ষেপিয়া গিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামাও করিল,—কিন্তু পরে সকলেই বুঝিল যে ইহাতে তাহাদের প্রশংসা ভিন্ন নিন্দা নাই। ইহাতে পৃথিবীর মধ্যে সকলেই তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিতেছে।

মূল সর্ত্ত স্থির হইয়া গেলে দূতগণ তখন সন্ধিপত্র রচনা করিতে লাগিলেন। ইহাতেও কয়দিন কাটিয়া গেল। তাহার পর ৫ই সেপ্টেম্বর ৩টা ৪৭ মিনিটের সময় উভয় রাজদূত আমেরিকার পোর্টস্‌মাউথ নগরে সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিলেন। সন্ধিপত্রের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম সর্ত্ত।—রুষ ও জাপান সাম্রাজ্যের দুই অধিপতি এই সন্ধিপত্র দ্বারা শান্তি স্থাপন ও বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। আজ হইতে রুষ-জাতি ও জাপ-জাতি পরম বন্ধুতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল।

দ্বিতীয় সর্ত্ত।—কোরিয়া-রাজ্যে জাপানের যে সর্ব্ব বিষয়ে বিশেষ প্রাধান্য থাকা আবশ্যক, তাহা মহামাননীয় রুষ-সম্রাট স্বীকার করেন। কোরিয়া-রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে বা অন্য যে প্রকার উন্নতি কল্পে জাপান যাহা করিবেন, রুষ-গভর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে কখনও কোন আপত্তি তুলিবেন না বা প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিবেন না। তবে কোরিয়া-রাজ্যে যে সকল রুষ বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য বাস করিবেন, তাহারা অন্যান্য জাতি যে অধিকার পাইবেন, তাহারাও সেই অধিকার পাইতে থাকিবেন।

তৃতীয় সর্ত্ত।—মাঞ্চুরিয়া-রাজ্য হইতে উভয় সাম্রাজ্যের সেনা যে যাহার দেশে চলিয়া যাইবে, কেহ মাঞ্চুরিয়াতে সেনা স্থাপিত করিতে পারিবেন না; তবে যুদ্ধের পূর্ব্বে যে জাতির মে কেহ বা যে কোন কোম্পানি অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহা তাহাদের অপরিবর্ত্তনীয় রহিবে।

চতুর্থ সর্ত্ত।—রুষ পোর্টআর্থার, ডাল্‌নি ও তাহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত জল ও স্থল চীনের নিকট হইতে যে ইজারা লইয়াছিলেন, তাহা সমস্তই আজ হইতে জাপান-সম্রাটের হইল, তবে তথায় সাধারণ রুষ-বণিকগণের স্বার্থ ও সম্পত্তি যাহাতে কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তাহা দেখিতে হইবে।

পঞ্চম সর্ত্ত।—মাঞ্চুরিয়াতে চীন-গভর্ণমেণ্ট এই দেশের উন্নতি কল্পে যাহা করিবেন, তাহাতে রুষ ও জাপান কেহই কোন আপত্তি করিতে ও প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে পারিবেন না। সকলে সমভাবে এখানে ব্যবসা করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ সর্ত্ত।—মাঞ্চুরিয়ার রেল কাংজেংজি ষ্টেষণ হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তর ভাগ রুষ ও দক্ষিণ ভাগ জাপান গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত

করিবেন। চীনের সহিত যে সকল বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা রুষ-গভর্ণমেণ্ট বজায় রাখিতে ইচ্ছুক হওয়ায় তাহারা দক্ষিণ ভাগস্থিত সমস্ত খনি জাপ-গভর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিলেন। তবে সাধারণ বণিক বা কোম্পানির কোন অধিকার কোনরূপে নষ্ট হইবে না। উভয় পক্ষ তাহাদের স্ব স্ব অংশের উন্নতি কল্পে যাহা করিবেন, তৎসম্বন্ধে অপর পক্ষ কোন আপত্তি করিতে পাইবেন না।

সপ্তম সর্ত্ত।—রুষ ও জাপান কাংচেংজিতে পরস্পরের রেল লাইন মিলিত রাখিতে সম্মত হইলেন।

অষ্টম সর্ত্ত।—মাঞ্চুরিয়ার রেল লাইন কেবল বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তারের জন্য পরিচালিত হইবে, ইহাতে কোন পক্ষই কোন প্রতিবন্ধকতা প্রদান করিতে পারিবেন না।

নবম সর্ত্ত।—রুষ-গভর্ণমেণ্ট সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ যেখানে ৫০ ডিগ্রি লাটিচুড, তথা হইতে সমুদ্র ও ইহার নিকটস্থ দ্বীপ জাপানকে প্রদান করিলেন। লা পেরুজ ও তারতারি উপসাগরে সকলের জাহাজই স্বাধীন ভাবে গমনাগমন করিতে পারিবে।

দশম সর্ত্ত।—যে সকল রুষ সাখালিনের দক্ষিণাংশে বাস করিতেছে, তাহারা তাহাদের জাতীয়তা বজায় রাখিয়া স্বাধীন ভাবে বাস করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিবে, তবে যে সকল রুষ-কয়েদী এইদিকে আছে, জাপান-গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ইচ্ছামত দূর করিয়া দিতে পারিবেন।

একাদশ সর্ত্ত।—রুষিয়া জাপানিগণকে অবাধে জাপান সাগরে, ওখটস্ক সাগরে ও বেরিং সাগরে মাছ ধরিতে দিবেন, তাহাতে কোন আপত্তি করিবেন না।

দ্বাদশ সর্ত্ত।—রুষের ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধের পূর্ব্বে যে ব্যবসা বাণিজ্যের সন্ধি সংঘটিত হইয়াছিল, এক্ষণে উভয় পক্ষ সেই সন্ধি-পত্রানুসারে বিশিষ্ট ভাবে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্ত্ত।—রুষ ও জাপান উভয়েই পরস্পর বন্দী পরিবর্ত্তন করিতে স্বীকৃত হইলেন, তাহাদের আটক রাখিবার জন্য যে গভর্ণমেণ্টের যত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা পরস্পর দিতে স্বীকৃত হইলেন। তবে এই খরচের কাগজপত্র উভয় পক্ষ উভয় পক্ষকে দেখাইতে বাধ্য রহিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্ত্ত।—এই সন্ধিপত্র দুই ভাষায় লিখিত হইবে, যথা,—ইংরাজি ও ফরাসী। রুষ ফরাসী ভাষায় সন্ধিপত্রের উপর নির্ভর করিবেন, জাপান ইংরাজি ভাষায় লিখিত সন্ধিপত্রই গ্রাহ্য করিবেন, তবে কোন মতান্তর ঘটিলে, তখন ফরাসী ভাষায় লিখিত সন্ধিপত্রই দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

পঞ্চদশ সর্ত্ত।—এই সন্ধিপত্র উভয় পক্ষের রাজদূতগণ যে দিবস সাক্ষর করিবেন, সেই দিন হইতে ৫০ দিনের মধ্যে উভয় সাম্রাজ্যের অধিপতিদ্বয় ইহা সাক্ষর করিবেন। রুষের পক্ষে ফরাসী দূত ও জাপানের পক্ষে আমেরিকার দূত এ সম্বন্ধে কার্য্য করিবেন। উভয় সম্রাটের সাক্ষর হইলে, সে সংবাদ ইঁহারা তার যোগে জানাইবেন।

ষোড়শ সর্ত্ত।—এই সন্ধিপত্র রাজ সাক্ষরিত হইলে তাহার পর আঠার মাসের মধ্যে উভয় পক্ষ নিজ নিজ সেনা মাঞ্চুরিয়া হইতে লইয়া যাইবেন। ১৮ মাস পরে কোন পক্ষই প্রত্যেক এক কিলোমিটার রেল লাইনের মধ্যে রেল রক্ষার জন্য ১৫ জন সৈন্যের অধিক রাখিতে পারিবেন না।

সপ্তদশ সর্ত্ত।—সাখালিন দ্বীপে উভয় রাজ্যের সীমা স্থির করিবার জন্য উভয় রাজ্যই প্রতিনিধি নিয়োগ করিবেন। এই প্রতিনিধিগণ যথাসম্ভব শীঘ্র এই সীমা নির্দ্ধারণ করিবেন।

১৪ই অক্টোবর তারিখে দুই সম্রাট এই সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে রুষ-জাপান মহাযুদ্ধ মিটিয়া গেল। ইহার পূর্ব্বেই ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে জাপ-সেনাপতি ফুকুসমা ও রুষ-সেনাপতি ওরানস্কি যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য পরস্পরে সাক্ষাৎ করিয়া এ সম্বন্ধে যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা

স্থির করিয়াছিলেন। ১৫ই অক্টোবর সকল গোল মিটিয়া গেল, আর রুষ জাপানে কাটাকাটি নাই! এতদিন পরে ঊনবিংশ শতাব্দির সর্ব্ব বৃহৎ যুদ্ধ স্থগিত হইল, ধরা নরশোণিতে প্লাবিত হইবার হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, পৃথিবীতে এক নূতন মহাশক্তির সমুত্থান হইল, সমস্ত এসিয়াখণ্ড এক নূতন আলোকে প্রজ্জ্বলিত হইয়া গেল।

উপসংহার।

সমস্ত পৃথিবীর সুসভ্য জাতি মাত্রেই এই মহাযুদ্ধে অনেক নূতন শিক্ষা লাভ করিলেন। এসিয়াখণ্ডের সমস্ত জাতিও জাপানের এই আশাতীত বীরত্ব ও সুশিক্ষা দেখিয়া চমকিত হইলেন! জাপানও এই যুদ্ধে নিজেদের যেখানে যে কিছু ত্রুটী ছিল, তাহা অবগত হইয়া সেই সকল ত্রুটী দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

এ মহাযুদ্ধে জাপান ইচ্ছা করিয়া অবতীর্ণ হন নাই! তাঁহারা বহু দিন পূর্ব্বে রুষের সর্ব্বস্ব-গ্রাস ইচ্ছা বেশ অবগত হইতে পারিয়াছিলেন; তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হইলে, হতভাগ্য কোরিয়া ও অর্দ্ধ জাপান অনায়াসে রুষের গ্রাসে পতিত হইত, তখন জাপান কিছুতেই আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতেন না,—তাঁহাকে রুষের পদানত হইয়া তাহাদের চিরদাস হইতে হইত! ভগবানের অনুগ্রহে জাপান বহু পূর্ব্বে এ বিপদের আশঙ্কা করিয়া সাবধান হইয়াছিল, নতুবা সমস্ত এসিয়াখণ্ড রুষ-সাম্রাজ্যে পরিগণিত হইত। বিচক্ষণ ইংরাজগণও ইহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে যদি রুষ চীন ও জাপান গ্রাস করে, তবে তাঁহাদের ভারত-সাম্রাজ্যও বিপন্ন হইয়া

পড়িবে। পিটার দি গ্রেটের সময় হইতে রুষ লোল লেলিহান জিহ্বায় ভারত গ্রাস করিবার জন্য ব্যগ্র; ইহার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্টকে কোটী কোটী টাকা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ব্যয় করিতে হইয়াছে। ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই এই যুদ্ধের প্রারম্ভে জাপানের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সন্ধি বশতঃ উভয় সাম্রাজ্যের,—উভয় সাম্রাজ্যের কেন,—সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল সাধন হইল। এই সন্ধি সংস্থাপিত না হইলে খুব সম্ভব এই মহাযুদ্ধ পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত,—নরশোণিতে ধরা প্লাবিত হইয়া যাইত,—যাহা কিছু সভ্যতা জগতে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা চিরকালের জন্য ধ্বংসীভূত হইয়া যাইত! ইংরাজ ও জাপানে সন্ধি হওয়ায় পৃথিবীর অন্য সমস্ত রাজ্য এই মহাসমরে নির্লিপ্ত থাকিতে বাধ্য হইলেন, নতুবা কি ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হইত বলা যায় না।

রুষ জাপানে সন্ধি হইল সত্য, কিন্তু অনেকেই জানিতেন যে রুষের উপর কোন বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না। তাঁহারা পূর্ব্বে অনেক সন্ধি করিয়াছেন, কিন্তু অনায়াসে বিনা দ্বিধায় সেই সকল সন্ধি ভঙ্গ করিয়া নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিয়াছেন। জাপান সম্বন্ধেও তাঁহারা সন্ধি কতদূর বজায় করিবেন, তাহাতে ঘোর সন্দেহ। এ কথা জাপান ও ইংলণ্ড বেশ জানিতেন। রুষকে এসিয়াখণ্ডে একাধিপতি হইতে না দেওয়াই উভয় রাজ্যের বিশেষ স্বার্থ; তজ্জন্য রুষ জাপানে সন্ধি সাক্ষরিত হইবার পূর্ব্বেই জাপানে ও ইংলণ্ডে এক নূতন সন্ধি সংস্থাপিত হইল। উভয় রাজ্যই বেশ বুঝিয়াছিলেন যে রুষ এক্ষণে বাধ্য হইয়া সন্ধি করিবে সত্য, কিন্তু সুবিধা পাইবামাত্র সেই সন্ধি ভঙ্গ করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করিবে না। তখন এই যুদ্ধের পর রুষের নিকট এক পয়সাও যুদ্ধব্যয় না পাইয়া জাপান বহু বৎসর আর রুষের সহিত মহাসমরে নিযুক্ত হইতে সক্ষম হইবেন না; কাজেই রুষ এই সন্ধিপত্র হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া আবার

মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি গ্রাস করিতে ক্রুটী করিবে না। আবার এই মহা সমরের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, পরেও ঠিক সেই অবস্থা হইবে, আবার রুষ সমগ্র এসিয়াখণ্ড গ্রাস করিতে চেষ্টা পাইবে। রুষ ও জাপান উভয়েই ইহা বুঝিয়া এই বৎসরের ১২ই আগষ্ট তারিখে এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। রুষ কোনরূপে সন্ধি ভঙ্গ করিতে চেষ্টা পাইলে বা জাপানের কোনরূপ অনিষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইলে ইংলণ্ড জাপানকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন। ইহার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের নৌবাহিনী ও দেশী বিলাতি সেনা পাঠাইতে ক্রুটী করিবেন না। অপর পক্ষে রুষ বা অন্য কোন জাতি যদি ভারত আক্রমণে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে জাপান প্রয়োজন মত যুদ্ধপোত ও সেনা ইংলণ্ডের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন অংশে প্রেরণ করিতে বাধ্য রহিলেন।

এই সন্ধিপত্র উভয় রাজ্য এত গোপনে রাখিয়াছিলেন যে পৃথিবীর আর কোন রাজ্যই এ সংবাদ পান নাই। রুষ-জাপান সন্ধিপত্র যে দিন সাক্ষরিত হইল, তাহার তিন দিন পরে সহসা এই সন্ধিপত্র প্রকাশিত হইল; তখন সকলে একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন! রুষ যে নিতান্ত স্তম্ভিত হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র! এই সন্ধি সংস্থাপিত না হইলে, রুষ কতদূর যে তাঁহাদের সন্ধিপত্রের সম্মাননা করিতেন, তাহা বলা যায় না।

যুদ্ধে জাপান জয়ী হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সন্ধিতে তাঁহারা জয়ী হইতে পারিলেন না; ইহাতে কতকটা রুষের জয় হইল। যুদ্ধের চির-প্রথানুসারে যে পক্ষ পরাজিত হয়, সেই পক্ষকেই অপর পক্ষের যুদ্ধব্যয় দিতে হয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে রুষ তাহা হইতে অব্যাহতি পাইলেন। জাপান সম্রাট মহানুভবতা সহকারে রুষকে এ সম্বন্ধে মাপ করিলেন। তিনি এক পয়সাও যুদ্ধব্যয় লইলেন না। জাপানের এই মহাযুদ্ধে মোট ২০০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০০০,০০০,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল,—

যুদ্ধব্যয় জাপানকে দিতে হইলে রুষকে এই অগণিত টাকা দিতে হইত। জাপান-সম্রাট ও মহানুভব জাপানিগণ এই গুরুভার পৃথিবীর শান্তির জন্য নিজ স্কন্ধে লইয়া সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কোন জাতি এরূপ উদারচিত্ততা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

তবে জাপানের বিশেষ লোকসান হইল না। তাঁহারা পোর্টআর্থার ও ডাল্‌নিতে রুষের কোটী কোটী টাকা পাইলেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহারা পোর্টআর্থারের বন্দরে জলমগ্ন চারিখানি ব্যাটেল্‌শিপ ও দুইখানি ক্রুজার জাহাজ সমুদ্র হইতে উত্তোলিত করিয়া শীঘ্রই তাহাদিগকে জাপানী যুদ্ধ-পোতে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। জাপানের কেবল চারিখানি ব্যাটেল্‌সিপ্ ছিল। এক্ষণে এই যুদ্ধ জয়ের পর তাঁহাদিগের দশখানি ব্যাটেল্‌সিপ্ হইল। দুইখানা তাঁহারা পূর্ব্বেই জাপান-সমুদ্রে সুসিমার যুদ্ধে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এক এক খানি ব্যাটেল্‌সিপ প্রস্তুত করিতে প্রায় দুইকোটী টাকা ব্যয় হয়। ব্যাটেল্‌সিপ ব্যতীতও তাঁহারা অনেক ক্রুজার জাহাজ, টরপেডো বোট, গান্‌বোট, ডেসট্রয়র প্রভৃতি বহু রুষের ছোট বড় যুদ্ধপোত লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রুষের নানা প্রকার ছোট বড় জাহাজও তাঁহাদের হাতে পড়িয়াছিল। ইহাদের মূল্য সমষ্টি করিলে বহু কোটী টাকা হইবে; সুতরাং নগদ যুদ্ধ-ব্যয় রুষ না দিলেও, অন্য ভাবে জাপানের এই মহাসমরে যে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাহা প্রায় উঠিয়া আসিল। এই মহাযুদ্ধে রুষের যুদ্ধপোত লাভ করিয়া তাঁহাদের নৌশক্তিও একদিনে দ্বিগুণ হইয়া গেল।

সাখালিন দ্বীপ ধর্ম্মতঃ তাঁহাদের ছিল, রুষ জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়াছিল,—প্রকৃত পক্ষে এই দ্বীপ জাপানের এক অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে কেহ এ প্রদেশের মানচিত্র দেখিবেন, তাঁহারই ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে; সুতরাং এই দ্বীপ জয় করিয়া ইহার অর্দ্ধেক রুষকে ছাড়িয়া দেওয়া জাপানের পক্ষে বিশেষ লোকসান সন্দেহ নাই; কিন্তু

জাপানও বহু শতাব্দি হইতে এই দেশের উপর কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখেন নাই,—এই যুদ্ধ হইতেই তাঁহাদের এই দ্বীপের উপর দৃষ্টি; সুতরাং সময়ে তাঁহারা যে এই দ্বীপ সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রুষের ভ্লাডিভস্টক বন্দর ও আমুর প্রদেশের সম্মুখেই সাথালিন দ্বীপের উত্তরাংশ, তাহাই এই দ্বীপে আধিপত্য রাখিবার জন্য রুষের এত জেদ;—কিন্তু এক্ষণে রুষের অন্ততঃ বহু বৎসরের জন্য আর প্রাচ্যে রাজ্য বিস্তারের আশা নাই; সুতরাং তাঁহারা টাকা পাইলে হয় তো সময়ে এই দ্বীপাংশ জাপানকে বিক্রয় করিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিবেন না। রুষ-জাপান সন্ধিপত্র ইহারই মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই সন্ধিপত্রের প্রথম সর্ত্তে উল্লেখ ছিল যে জাপান কোরিয়া-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব সর্ব্বদা বজায় রাখিয়া তথায় প্রাধান্য করিবেন, কিন্তু সম্প্রতি জাপান কোরিয়া-সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া তাহা নিজ সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়াছেন। এখন জাপান আর ক্ষুদ্র জাপান নাই। এখন জাপান বিস্তৃত সাম্রাজ্য—প্রাচ্যদেশের প্রধান শক্তি। জাপানের দিন দিন ক্রমোন্নতি হউক, আমাদের তাহাই একান্ত বাসনা। জাপানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত এসিয়াখণ্ড সভ্যতায় চরমোন্নতি হউক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

সম্পূর্ণ।

Calcutta:
70, BARANOSI GHOSE'S STREET
"INDIAN PATRIOT PRESS"
Printed by Fakir Chandra Das
1912